The Ramakrishna Mission

[illegible]

ON

SANSKRIT LANGUAGE AND LITER[illegible]

by

ÍSWARA CHANDRA VIDYÁSÁGARA.

FOURTH EDITION.

সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিরচিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

CALCUTTA:

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,

NO, 3. MIRZAPORE STREET, COLLEGE SQUARE, SOUTH.

1879.

বিজ্ঞাপন।
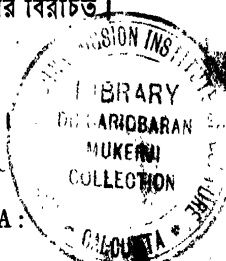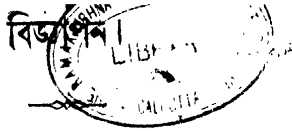
এই প্রস্তাব, প্রথমতঃ, কলিকাতাস্থ বীটন সোসাইটি নামক সমাজে পঠিত হইয়াছিল। অনেকে, এই প্রস্তাব মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ অনুরোধ করাতে, আমি, তৎকালীন সভাপতি মহামতি শ্রীযুত ডাক্তর মোয়েট মহোদয়ের অনুমতি লইয়া, দুই শত পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করি।

যে প্রস্তাব যে সমাজে পঠিত হয়, সে প্রস্তাব সে সমাজের সাম্পদীভূত হইয়া থাকে; এজন্য, আমি উক্ত ডাক্তর মহোদয়ের নিকট প্রস্তাবের অধিকার ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি, অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক, আমাকে বিনা মূল্যে সেই অধিকার প্রদান করেন। তদনুসারে, আমি এই প্রস্তাব পুনরায় মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, এরূপ গুরুতর প্রস্তাব যেরূপ সঙ্কলিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক, কোনও রূপেই সেরূপ হয় নাই। বস্তুতঃ, এই প্রস্তাবে বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের অন্তর্গত কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামোল্লেখ মাত্র হইয়াছে। বীটন সোসাইটিতে, এক ঘণ্টা মাত্র সময়, প্রস্তাব পাঠের নিমিত্ত, নিরূপিত আছে; সেই সময়ের মধ্যে যাহাতে পাঠ সম্পন্ন হয়, সে বিষয়েই অধিক দৃষ্টি রাখিয়া, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

এক্ষণে, এরূপ অসম্যক সঙ্কলিত প্রস্তাব পুনর্মুদ্রিত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমার কতিপয় আত্মীয় ভূয়োভূয়ঃ কহিয়াছিলেন, এই প্রস্তাব পাঠ করিলে, সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের উপকার দর্শিতে পারে, অতএব ইহা পুনর্মুদ্রিত করা আবশ্যক; তদ্ব্যতিরিক্ত, অন্যান্য লোকেও, এই প্রস্তাব পাঠ করিবার নিমিত্ত, ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; তৎপ্রযুক্ত, আমি মানস করিয়াছিলাম, প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক এক প্রস্তাব রচনা করিয়া, মুদ্রিত ও প্রচারিত করিব। কিন্তু, নিতান্ত অনবকাশ বশতঃ, এ পর্য্যন্ত আমি সে মানস পূর্ণ করিতে পারি নাই; এবং কিছু কালও যে সম্যক রূপে তাদৃশ প্রস্তাব সঙ্কলনের উপযুক্ত অবকাশ পাইব, তাহারও সম্ভাবনা নাই; এজন্য, আপাততঃ, এই প্রস্তাব যথাবস্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা, সংস্কৃতকালেজ।
১৪ই চৈত্র, সংবৎ ১৯১৩।

সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র।

সংস্কৃত ভাষা।
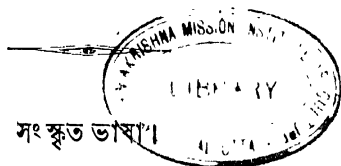
সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। এই অদ্ভুত ভাষায় ভূরি ভূরি শব্দ, ভূরি ভূরি ধাতু, ভূরি ভূরি বিভক্তি, ও ভূরি ভূরি প্রত্যয় আছে, এবং এক এক শব্দে ও এক এক ধাতুতে নানা প্রত্যয় ও নানা বিভক্তির যোগ করিয়া, ভূরি ভূরি নূতন শব্দ ও ভূরি ভূরি পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে। এরূপ অভিপ্রায়ই নাই যে এই ভাষাতে অতি বিশদ রূপে ব্যক্ত করিতে পারা যায় না; এবং এরূপ বিষয়ই নাই যে এই ভাষাতে সুচারু রূপে সঙ্কলিত হইতে পারে না। অতি প্রাচীন কাল অবধি, অতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা, নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া, এই ভাষাকে সম্যক মার্জ্জিত ও অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।

সংস্কৃত ভাষায় দুই পদ পরস্পর সন্নিহিত হইলে, পূর্ব্ব, পর, অথবা উভয়, বর্ণই প্রায় রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা এই রূপান্তরপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয়, তাহাকে

সন্ধি বলে। সন্ধিপ্রক্রিয়া দ্বারা ভাষার অশ্রাব্যতাপরীহার ও সুশ্রাব্যতাসম্পাদন হইয়া থাকে। আর, প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অনেক পদকে এক পদ করা যায়। এই অনেক পদের একপদীকরণপ্রণালীকে সমাস বলে। সমাসপ্রক্রিয়া দ্বারা সংক্ষিপ্ততা ও সুশ্রাব্যতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, সমাসঘটিত বাক্য সকল অপেক্ষাকৃত দুরূহ, আবৃত্তি মাত্র তত্তদ্বাক্যের অর্থ-বোধ নির্ব্বাহ হইয়া উঠে না। সমাসপ্রণালী অবলম্বন করিয়া, ইচ্ছানুরূপ দীর্ঘ পদ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তারা তাদৃশ সমাসপ্রিয় ছিলেন না। কিন্তু নব্যেরা সচরাচর অতি দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস করিয়া থাকেন। কোনও কোনও উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থেও, বিংশতি পদ পর্য্যন্ত একপদীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা সন্ধি, সমাস, পদ-সাধন, ও প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে নূতন নূতন শব্দ সঙ্কলন করিবার যে সমস্ত অভিনব পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা সংস্কৃত এক অদ্ভুত ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় কি সরল, কি বক্র, কি মধুর, কি কর্কশ, কি ললিত, কি উদ্ধত, সর্ব্বপ্রকার রচনাই সমান সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে। সংস্কৃত রচনাতে এরূপ অসাধারণ কৌশল প্রদর্শিত হইতে পারে যে তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

সংস্কৃত রচনাতে শব্দঘটিত যে সকল কৌশল প্রদর্শিত হইতে পারে, তাহার কতিপয় উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে।

নিম্নে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইল, উহা কেবল ভ, র, দুই ব্যঞ্জন বর্ণে রচিত।

भूरिभिर्भारिभिर्भीरैर्भूभारैरभिरेभिरे ।
भेरीरेभिभिरभ्राभैरभीरुभिरिभैरिभाः ॥१९।६६॥

শিশুপালবধ।

নিম্নলিখিত শ্লোক কেবল দ এই এক মাত্র ব্যঞ্জন বর্ণে রচিত।

दाददो दुद्ददुद्दादी दादादो दुददी ददोः ।
दुद्दादं दददे दुद्दे ददादद ददोददः ॥ १९ । ११४ ॥

শিশুপালবধ।

যমক রচনার চাতুর্য্য প্রদর্শনের নিমিত্ত, নিম্নলিখিত কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

नव पलाश पलाश वनं पुरः
स्फुट पराग पराग तपङ्कजम् ।
मृदु लतान्त लतान्त मलोकयत्
स सुरभिं सुरभिं सुमनोभरैः ॥ ६ । २ ॥

শিশুপালবধ।

नसमा नसमा नसमा नसमा
गममाप समीक्ष्य वसन्तनभः ।

भ्रमद् भ्रमद् भ्रमद् भ्रमद्

भ्रमरच्छलतः खलु कामिजनः ॥ २ । १६ ॥

নলোদয়।

घनं विदार्य्यार्ज्जुनवाणपूगं

ससार वाणोऽयुगलोचनस्य।

घनं विदार्य्यार्ज्जुनवाणपूगं

ससार वाणोऽयुगलोचनस्य ॥ १५ । ५० ॥

কিরাতার্জ্জুনীয়।

बभौ मरुत्वान् विकृतः समुद्रो

बभौ मरुत्वान् विकृतः समुद्रः।

बभौ मरुत्वान् विकृतः समुद्रो

बभौ मरुत्वान् विकृतः समुद्रः ॥ १० । १९ ॥

ভট্টিকাব্য।

নিম্নলিখিত দুই শ্লোক, আদি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠ করিলে যেরূপ হয়, অন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠ করিলেও অবিকল সেইরূপ হয়।

वाहनाजनि मानासे साराजावनमा ततः।

मत्तसारगराजेभे भारीहावज्जनध्वनि ॥ १९ । ३३ ॥

निध्वनज्जवहारीभा भेजे रागरसात्तमः।

ततमानवजारासा सेना मानिजनाहवा ॥ १९ । ३४ ॥

শিশুপালবধ।

নিম্নলিখিত শ্লোক নানা দিকে এক্ প্রকার পাঠ করা যায়।

দে বা কা নি নি কা বা দে
বা হি কা স্ব স্ব কা হি বা।
কা কা রে ভ ভ রে কা কা
নি স্ব ভ ব্য ব্য ভ স্ব নি ॥১৪।২৫॥

কিরাতার্জ্জুনীয়।

সংস্কৃত ভাষায় সরল, মধুর, ললিত প্রভৃতি রচনা কিরূপ হইতে পারে, তাহারও উদাহরণ প্রদর্শনের নিমিত্ত, কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত হইতেছে।

সখে পুণ্ডরীক, নৈতদনুরূপং ভবতঃ; ক্ষুদ্রজনক্ষুণ্ণ এষ মার্গঃ; ধৈর্য্যধনা হি সাধবঃ। কিং যঃ কশ্চিৎ প্রাকৃত ইব বিক্লবীভবন্তমাত্মানং ন রুণৎসি। কুতস্তবাপূর্ব্বোঽয়মদ্যেন্দ্রিয়োপপ্লবঃ, যেনাস্যেবং কৃতঃ। ক্ব তে তদ্ধৈর্য্যং, ক্বাসাবিন্দ্রিয়জয়ঃ, ক্ব তদ্বশিত্বং চেতসঃ, ক্ব সা প্রশান্তিঃ, ক্ব তৎ কুলক্রমাগতং ব্রহ্মচর্য্যং, ক্ব সা সর্ব্ববিষয়নিরুৎসুকতা, ক্ব তে গুরূপদেশাঃ, ক্ব তানি শ্রুতানি, ক্ব তা বৈরাগ্যবুদ্ধয়ঃ, ক্ব তদুপভোগবিদ্বেষিত্বং, ক্ব সা সুখপরাঙ্মুখতা, ক্বাসৌ তপস্যভিনিবেশঃ, ক্ব সা সংযমিতা, ক্ব সা ভোগানামুপর্য্যরুচিঃ, ক্ব তৎ যৌবনানুশাসনম্। সর্ব্বথা নিষ্ফলা প্রজ্ঞা, নির্গুণো

धर्म्मशास्त्राभ्यासः, निरर्थकः संस्कारः, निरुपकारको गुरूपदेशविवेकः, निष्प्रयोजना प्रबुद्धता, निष्कारणं ज्ञानम्; यदत्र भवादृशा अपि रागाभिषङ्गैः कलुषीक्रियन्ते प्रमादैश्चाभिभूयन्ते। कथं करतलाद्गलितामपहृतामक्षमालामपि न लक्षयसि; अहो विगतचेतनत्वम्; अपहृता नामेयम्; इदमपि तावदपक्रियमाणमनयानार्य्यया निवार्य्यतां हृदयमिति।

कादम्बरी।

इति परिसमापिताहारां, निर्वर्त्तितसन्ध्योचिताचारां, शिलातले विस्रब्धमुपविष्टां निभृतमुपसृत्य, नातिदूरे समुपविश्य, मुहूर्त्तमिव स्थित्वा चन्द्रापीडः सविनयमवादीत्. भगवति त्वत्प्रसादप्राप्तिप्रोत्साहितेन कुतूहलेनाकुलीक्रियमाणो मानुषतासुलभो लघिमा बलादनिच्छन्तमपि मां प्रश्नकर्म्मणि नियोजयति। जनयति हि प्रभुप्रसादलवोऽपि प्रागल्भ्यमधीरप्रकृतेः; स्वल्पाप्येकदेशावस्थानकालकला परिचयमुत्पादयति; अणुरप्युपचारपरिग्रहः प्रणयमारोपयति। तद्यदि नातिखेदकरमिव, ततः कथनेनात्मानमनुग्राह्यमिच्छामि।

कादम्बरी।

वनस्पतीनां सरसां नदीनां
तेजस्विनां कान्तिभृतां दिशाञ्च।

निर्याय तस्याः स पुरः समन्तात्
श्रियं दधानां शरदं ददर्श ॥ २ । १ ॥

तरङ्गसङ्गाच्चपलैः पलाशैः
ज्वालाश्रियं सातिशयां दधन्ति ।
सधूमदीप्ताग्निरुचीनि रेजुः
ताम्रोत्पलान्याकुलषट्पदानि ॥ २ । २ ॥

विभागतैस्तीरवनैः समृद्धिं
निजां विलोक्यापहृतां पयोभिः ।
कूलानि सामर्षतयेव तेनुः
सरोजलक्ष्मीं स्थलपद्महासैः ॥ २ । ३ ॥

निशातुषारैर्नयनाम्बुकल्पैः
पत्रान्तपर्यागलदच्छबिन्दुः ।
उपारुरोदेव नदत्पतङ्गः
कुमुद्वतीं तीरतरुर्दिनादौ ॥ २ । ४ ॥

वनानि तोयानि च नेत्रकल्पैः
पुष्पैः सरोजैश्च निलीनभृङ्गैः ।
परस्परां विस्मयवन्ति लक्ष्मी-
मालोकयाञ्चक्रुरिवादरेण ॥ २ । ५ ॥

प्रभातवाताहतिकम्पिताकृतिः
कुमुद्वतीरेणुपिशङ्गविग्रहम् ।

निरास भृङ्गं कुपितेव पद्मिनी
न मालिनीयं संहतेऽन्यसङ्गमम् ॥ २ । ६ ॥

दत्तावधानं मधुलेहिगीतौ
प्रशान्तचेष्टं हरिणं जिघांसुः ।
आकर्णयन्नुत्सुकहंसनादान्
लक्ष्ये समाधिं न दधे मृगावित् ॥ २ । ७ ॥

गिरेर्नितम्बे मरुता विभिन्नं
तोयावशेषेण हिमाभमभ्रम् ।
सरिन्मुखाभ्युच्चयमादधानं
शैलाधिपस्यानुचकार लक्ष्मीम् ॥ २ । ८ ॥

गर्जन् हरिः साम्भसि शैलकुञ्जे
प्रतिध्वनीनात्मकृतान् निशम्य
क्रमं बबन्ध क्रमितुं सकोपः
प्रतर्कयन्नन्यमृगेन्द्रनादान् ॥ २ । ९ ॥

अदृश्यताम्भांसि नवोत्पलानि
रुतानि चाश्रोषत षट्पदानाम् ।
आघ्रायि वान् गन्धवहः सुगन्ध-
स्तेनारविन्दव्यतिषङ्गवांश्च ॥ २ । १० ॥

लतानुपातं कुसुमान्यगृह्णात्
स नद्यवस्कन्दमुपास्पृशच्च ।

कुतूहलाच्चारुशिलोपवेशं
काकुत्स्थ ईषत् स्मयमान आस्त ॥ २ । ११ ॥

तिग्मांशुरश्मिच्छुरितान्यदूरात्
प्राञ्चि प्रभाते सलिलान्यपश्यत् ।
गभस्तिधाराभिरिव द्रुतानि
तेजांसि भानोर्भुवि सम्भृतानि ॥ २ । १२ ॥

दिग्व्यापिनीर्लोचनलोभनीया
मृजान्वयाः स्नेहमिव स्रवन्तीः ।
ऋज्वायताः शस्यविशेषपंक्ती-
स्तुतोष पश्यन् वितृणान्तरालाः ॥ २ । १३ ॥

वियोगदुःखानुभवानभिज्ञैः
काले नृपांशं विहितं ददद्भिः ।
आहार्य्यशोभारहितैरमायै-
रैक्षिष्ट पुम्भिः प्रचितान् स गोष्ठान् ॥ २ । १४ ॥

स्त्रीभूषणं चेष्टितमप्रगल्भं
चारूण्यवक्राण्यपि वीक्षितानि ।
ऋजूंश्च विश्वासकृतः स्वभावान्
गोपाङ्गनानां मुमुदे विलोक्य ॥ २ । १५ ॥

विवृत्तपार्श्वं रुचिराङ्गहारं
समुद्वहच्चारुनितम्बबिम्बम् ।

आमन्द्रमन्थध्वनिदत्ततालं
गोपाङ्गनानृत्यमनन्दयत्तम् ॥ २ । १६ ॥

विचित्रमुच्चैः प्लवमानमारात्
कुतूहलं त्रस्नु ततान तस्य ।
मेघात्ययोपात्तवनोपशोभम्
कदम्बकं वातमजं मृगाणाम् ॥ २ । १७ ॥

सितारविन्दप्रचयेषु लीनाः
संसक्तफेनेषु च सैकतेषु ।
कुन्दावदाताः कलहंसमालाः
प्रतीयिरे श्रोत्रसुखैर्निनादैः ॥ २ । १८ ॥

न तज्जलं यन्न सुचारुपङ्कजम्
न पङ्कजं यदलीनषट्पदम् ।
न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलं
न गुञ्जितं तन्न जहार यन्मनः ॥ २ । १९ ॥

ভট্টিকাব্য ।

अथार्द्धराते स्तिमितप्रदीपे
शय्यागृहे सुप्तजने प्रबुद्धः ।
कुशः प्रवासस्थकलत्रवेशा-
मदृष्टपूर्वां वनितामपश्यत् ॥ १६ । ४ ॥

सा साधुसाधारणपार्थिवर्द्धेः
स्थित्वा पुरस्तात् पुरुहूतभासः ।
जेतुः परेषां जयशब्दपूर्व्वं
तस्याञ्जलिं बन्धुमतो बबन्ध ॥ १६ । ५ ॥

अथानपोढ़ार्गलमप्यगारं
छायामिवादर्शतलं प्रविष्टाम् ।
सविस्मयो दाशरथेस्तनूजः
प्रोवाच पूर्व्वार्द्धविसृष्टतल्पः ॥ १६ । ६ ॥

लब्धान्तरा सावरणेऽपि गेहे
योगप्रभावो नच दृश्यते ते ।
बिभर्षि चाकारमनिर्वृतानां
मृणालिनी हैममिवोपरागम् ॥ १६ । ७ ॥

का त्वं शुभे कस्य परिग्रहो वा
किं वा मदभ्यागमकारणं ते ।
आचक्ष्व मत्वा वशिनां रघूणां
मनः परस्त्रीविमुखप्रवृत्ति ॥ १६ । ८ ॥

तमब्रवीत् सा गुरुणानवद्या
या नीतपौरा स्वपदोन्मुखेन ।
तस्याः पुरः सम्प्रति वीतनाथां
जानीहि राजन्नधिदेवतां माम् ॥ १६ । ९ ॥

वस्वौकसारामभिभूय साहं
सौराज्यबद्धोत्सवया विभूत्या ।
समग्रशक्तौ त्वयि सूर्य्यवंश्ये
सति प्रपन्ना करुणामवस्थाम् ॥ १६ । १० ॥

विशीर्णतल्पाट्टशतो निवेशः
पर्य्यस्तशालः प्रभुणा विना मे ।
विडम्बयत्यस्तनिमग्नसूर्य्यं
दिनान्तमुग्रानिलभिन्नमेघम् ॥ १६ । ११ ॥

निशासु भास्वत्कलनूपुराणां
यः सञ्चरोऽभूदभिसारिकाणाम् ।
नदन्मुखोल्काविचितामिषाभिः
स वाह्यते राजपथः शिवाभिः ॥ १६ । १२ ॥

आस्फालितं यत् प्रमदाकराग्रै-
र्मृदङ्गधीरध्वनिमन्वगच्छत् ।
वन्यैरिदानीं महिषैस्तदम्भः
शृङ्गाहतं क्रोशति दीर्घिकाणाम् ॥ १६ । १३ ॥

वृक्षेशया यष्टिनिवासभङ्गात्
मृदङ्गशब्दापगमादलास्याः ।
प्राप्ता दवोल्काहतशेषबर्हाः
क्रीडामयूरा वनबर्हिणत्वम् ॥ १६ । १४ ॥

सोपानमार्गेषु च येषु रामा
निक्षिप्तवत्यश्चरणान् सरागान ।
सद्योहतन्यङ्कुभिरस्रदिग्धं
व्याघ्रैः पदं तेषु निधीयते मे ॥ १६ । १५ ॥

चित्रद्विपाः पद्मवनावतीर्णाः
करेणुभिर्दत्तमृणालभङ्गाः ।
नखाङ्कुशाघातविभिन्नकुम्भाः
संरब्धसिंहप्रहृतं वहन्ति ॥ १६ । १६ ॥

स्तम्भेषु योषित्प्रतियातनानाम्
उत्क्रान्तवर्णक्रमधूसराणाम् ।
स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति सङ्गात्
निर्मोकपट्टाः फणिभिर्विमुक्ताः ॥१६।१७॥

कालान्तरश्यामसुधेषु नक्त-
मितस्ततो रूढ़तृणाङ्कुरेषु ।
त एव मुक्तागुणशुद्धयोऽपि
हर्म्येषु मूर्च्छन्ति न चन्द्रपादाः ॥१६।१८॥

आवर्ज्य शाखाः सदयञ्च यासां
पुष्पाण्युपात्तानि विलासिनीभिः ।
वन्यैः पुलिन्दैरिव वानरैस्ताः
क्लिश्यन्त उद्यानलता मदीयाः ॥१६।१९॥

रात्रावनाविष्कृतदीपभासः
कान्तामुखश्रीवियुता दिवापि ।
तिरस्क्रियन्ते कृमितन्तुजालै-
र्विच्छिन्नधूमप्रसरा गवाक्षाः ॥ १६ । २० ॥

बलिक्रियावर्ज्जितसैकतानि
स्नानीयसंसर्गमनाप्नुवन्ति ।
उपान्तवानीरगृहाणि दृष्ट्वा
शून्यानि दूये सरयूजलानि ॥ १६ । २१ ॥

तदर्हसीमां वसतिं विसृज्य
मामभ्युपेतुं कुलराजधानीम् ।
हित्वा तनुं कारणमानुषीं मां
यथा गुरुस्ते परमात्ममूर्त्तिम् ॥ १६ । २२ ॥

तथेति तस्याः प्रणयं प्रतीतः
प्रत्यग्रहीत् प्राग्रहरो रघूणाम् ।
पूरप्यभिव्यक्तमुखप्रसादा
शरीरबन्धेन तिरोबभूव ॥ १६ । २३ ॥

রঘুবংশ।

सुकुमारमहो लघीयसां
हृदयं तद्गतमप्रियं यतः ।

সহসৈব সমুদ্গিরন্ত্যমী
ক্ষপয়ন্ত্যেব হি তন্মনীষিণঃ ॥ ১৬ । ২১ ॥
উপকারপরঃ স্বভাবতঃ
সততং সর্ব্বজনস্য সজ্জনঃ ।
অসতামনিশং তথাপ্যহো
গুরুহৃদ্রোগকরী তদুন্নতিঃ ॥ ১৬ । ২২ ॥
পরিতপ্যত এব নোত্তমঃ
পরিতপ্তোঽপ্যপরঃ সুসংবৃতিঃ ।
পরবৃদ্ধিভিরাহিতব্যথঃ
স্ফুটনির্ভিন্নদুরাশয়োঽধমঃ ॥ ১৬ । ২৩ ॥
অনিরাকৃততাপসম্পদং
ফলহীনাং সুমনোভিরুজ্ঝিতাম্ ।
খলতাং খলতামিবাসতীং
প্রতিপদ্যেত কথং বুধো জনঃ ॥ ১৬ । ২৪ ॥
প্রতিবাচমদত্ত কেশবঃ
শপমানায় ন চেদিভূভুজে ।
অনুহুঙ্কুরুতে ঘনধ্বনিং
নহি গোমায়ুরুতানি কেশরী ॥ ১৬ । ২৫ ॥
জিতরোষরয়া মহাধিয়ঃ
সপদি ক্রোধজিতো লঘুর্জ্জনঃ ।

विजितेन जितस्य दुर्मते-
र्मतिमद्भिः सह का विरोधिता ॥ १६ । २६ ॥

वचनैरसतां महीयसो
न खलु व्येति गुरुत्वमुद्धतैः ।
किमपैति रजोभिरौर्वरै-
रवकीर्णस्य मणेर्महार्घता ॥ १६ । २७ ॥

परितोषयिता न कश्चन
स्वगतो यस्य गुणोऽस्ति देहिनः ।
परदोषकथाभिरल्पकः
स्वजनं तोषयितुं किलेच्छति ॥ १६ । २८ ॥

सहजान्धदृशः स्वदुर्णये
परदोषेक्षणदिव्यचक्षुषः ।
स्वगुणोच्चगिरो मुनिव्रताः
परवर्णग्रहणेष्वसाधवः ॥ १६ । २९ ॥

प्रकटान्यपि नैपुणं महत्
परवाच्यानि चिराय गोपितुम् ।
विवरीतुमथात्मनो गुणान्
भृशमाकौशलमार्यचेतसाम् ॥ १६ । ३०

किमिवाखिललोककीर्त्तितं
कथयत्यात्मगुणं महामनाः ।

বদিতা ন লঘীয়সোঽপরঃ
স্বগুণং তেন বদত্যসৌ স্বয়ম্‌॥ ১৬। ৩১ ॥

শিশুপালবধ।

সংস্কৃতভাষা এক্ষণে আর কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত নহে। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, সংস্কৃত দেবভাষা। ভারতবর্ষীয়েরা, আদিকাল অবধি, ঐ দেবভাষায় কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেন; তদনুসারে সংস্কৃত ভারতবর্ষীয় আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা হয়। কিন্তু, ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা, শব্দবিদ্যার অনুশীলন প্রভাবে, নিরূপণ করিয়াছেন, স্কৃত ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা ই; সংস্কৃতভাষী লোকেরা পৃথিবীর অন্য প্রদেশ তে আসিয়া, ভারতবর্ষে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন। ই প্রদেশ ইরান। তাঁহাদের গবেষণা দ্বারা নির্দ্ধারিত য়াছে, অতি পূর্ব্ব কালে, ইরানের আদিম নিবাসী াকেরা, সময়ে সময়ে, ভারতবর্ষ, গ্রীস, ইটালি, জর্ম্মনি ভৃতি প্রদেশে বাস করিয়াছেন। ইঁহারা ইরানে অবতিকালে একজাতি ও একভাষাভাষী ছিলেন। ঐ এক তি, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত হইয়া, হিন্দু, গ্রীক, মক, জর্ম্মন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছেন; এবং, এক ভাষাই, ক্রমে ক্রমে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া, ভারত-

বর্ষে সংস্কৃত, গ্রীসে গ্রীক, ইটালিতে লাটিন, জর্ম্মনিতে জর্ম্মন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। কাল-ক্রমে, বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল ভাষা এরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে যে উহাদিগের পরস্পর কোনও সম্বন্ধ আছে, ইহা আপাততঃ প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু এই সমস্ত যে এক মূল ভাষার পরিণামবিশেষ মাত্র, এ বিষয়ে সংশয় হই-বার বিষয় নাই। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সংক্ষেপে সে সকলের উল্লেখ করিলে হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষার অদ্যাপি এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই যে ঐ সমস্ত বিষয় ইহাতে সংক্ষেপে ও বিশদ রূপে ব্যক্ত কর যাইতে পারে; এ নিমিত্ত, ফলিতার্থ মাত্র উল্লিখিত হইল।

সাহিত্যশাস্ত্র।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা সাহিত্যশাস্ত্রকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন, শ্রব্য কাব্য ও দৃশ্য কাব্য। তাঁহারা এই দুই বিভাগের মধ্যেই, সমুদয় সাহিত্যশাস্ত্র সমাবেশিত করিয়াছেন। শ্রব্য কাব্য ত্রিবিধ, পদ্যময়, গদ্যময় গদ্যপদ্যময়। পদ্যময় কাব্যও ত্রিবিধ; মহাকাব্য, খণ্ড কাব্য, কোষকাব্য। গদ্যময় কাব্যকে আলঙ্কারিকেরা

কথা ও আখ্যায়িকা এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু এ উভয়ের বৈলক্ষণ্য এমন সামান্য যে ইহাদিগের ভাগদ্বয়ে বিভাগ অনাবশ্যক ও অকিঞ্চিৎকর। গদ্যপদ্য-ময় কাব্যকে চম্পূ বলে। চম্পূ কাব্যের বিভাগ নাই।

মহাকাব্য।

কোনও দেবতার, অথবা সদ্বংশজাত অশেষসগুণ-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের, কিংবা একবংশোদ্ভব বহু ভূপতিদিগের বৃত্তান্ত লইয়া যে কাব্য রচিত হয়, তাহাকে মহাকাব্য বলে। মহাকাব্য নানা সর্গে অর্থাৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। সর্গসংখ্যা অষ্টাধিক না হইলে, তাহাকে মহাকাব্য বলে না। সংস্কৃতভাষায় যত মহাকাব্য আছে, তাহাতে দ্বাবিংশতির অধিক সর্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। কোনও মহাকাব্য আদ্যোপান্ত এক ছন্দে রচিত নহে; এক এক সর্গ এক এক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত। সর্গের অবসানে এক, দুই, অথবা তদধিক অন্য অন্য ছন্দের শ্লোক থাকে। সকল সর্গই যে এক এক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত, এমন নহে। মহাকাব্যে দুই, তিন, চারি, পাঁচ সর্গও এক ছন্দে রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও সর্গ নানা ছন্দেও রচিত হইয়া থাকে। সর্গ সকল অতি সংক্ষিপ্ত অথবা অতি বিস্তৃত নহে। সর্গের শেষে পর সর্গের বৃত্তান্তসূচনা থাকে।

মহাকাব্য সকল আদিরস অথবা বীররস প্রধান, মধ্যে মধ্যে অন্যান্য রসেরও প্রসঙ্গ থাকে। কবি, কিংবা বর্ণনীয় বিষয়, অথবা নায়কের নাম অনুসারে মহাকাব্যের নাম নির্দ্দেশ হয়।

রঘুবংশ।

সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, কালিদাসপ্রণীত রঘুবংশ সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। কালিদাস কীদৃশকবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা কাব্যের যথার্থরূপ রসাস্বাদে অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও কবি, আমাদের কালিদাসের ন্যায়, সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না।

তিনি যে অলৌকিক কবিত্বশক্তি পাইয়াছিলেন স্বরচিত কাব্যসমূহে সেই শক্তি সম্পূর্ণ রূপে প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা সকল পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হইতে হয়; তাহাতে অত্যুক্তির সংস্র

াত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; আদ্যোপান্ত স্বভাবোক্তি
অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। বস্তুতঃ, এবংবিধ সম্পূর্ণরূপ স্বভাবানু-
ায়িনী ও একান্ত হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা সংস্কৃত ভাষায় আর
দখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাসের উপমা যার পর নাই
নোহারিণী; বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও কবি উপমা
বষয়ে কালিদাসের সমকক্ষ নহেন। তিনি এরূপ সংক্ষেপে,
 এরূপ লোকসিদ্ধ বিষয় লইয়া, উপমা সঙ্কলন করিয়াছেন
 পাঠক মাত্রেরই, অনায়াসে ও আবৃত্তি মাত্র, উপমান ও
পমেয়ের সৌসাদৃশ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহার রচনা সংস্কৃত
চনার আদর্শ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার
র্ব্বে সংস্কৃত রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিংবা যাঁহারা
াহার পরে সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন, কি কবি, কি
ন্য অন্য গ্রন্থকার, কাহারই রচনা, তাঁহার রচনার ন্যায়,
কারিণী ও মনোহারিণী নহে। তাঁহার রচনা সরল,
 ও ললিত। তিনি একটিও অনাবশ্যক অথবা পরি-
াহ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ
লে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সমস্ত তাঁহার
নীর মুখ হইতে অক্লেশে ও অনর্গল নির্গত হইয়াছে,
 বা ভাবসঙ্কলনের নিমিত্ত, তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তও
 করিতে হয় নাই। বস্তুতঃ, এরূপ রচনা ও এরূপ
ত্বশক্তি এ উভয়ের একত্র সজ্ঘটন অতি বিরল। এই
ত্তই, কালিদাসপ্রণীত কাব্যের এত আদর ও এত

গৌরব; এই নিমিত্তই, ভারতবর্ষীয় লোকেরা কালিদাসকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; এই নিমিত্তই, প্রসন্নরাঘবকর্ত্তা জয়দেব, স্বীয় নাটকের প্রস্তাবনাতে, কালিদাসকে কবিকুলগুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং এই নিমিত্তই, কি স্বদেশে কি বিদেশে, কালিদাসের নাম অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

কালিদাস, এইরূপ অলৌকিক কবিত্বশক্তি ও এইরূপ অদ্বিতীয় রচনাশক্তি সম্পন্ন হইয়াও, এরূপ অভিমান শূন্য ছিলেন এবং আপনাকে এরূপ সামান্য জ্ঞান করিতেন যে শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তিনি রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,

> মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
> প্রাংশুলভ্যে ফলে মোহাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥ ১ ।' ২ ॥

যেমন বামন, উন্নতপুরুষপ্রাপ্য ফলের গ্রহণাভিলাষে, বাহু প্রসারিত করিয়া, উপহাসাস্পদ হয়, সেইরূপ, অক্ষম আমি কবিকীর্ত্তিলাভে অভিলাষী হইয়াছি, উপহাসাস্পদ হইব।

কালিদাস, অদ্বিতীয় বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী, বিখ্যাত নামা বিক্রমাদিত্যের সভার, নবরত্নের অন্তর্ব্বর্ত্তী; সুতরাং ঊনবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

কালিদাসের যে সমস্ত গুণ বর্ণিত হইল, প্রায় তৎপ্রণীত যাবতীয় কাব্যেই সে সমুদয় সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। রঘুবংশে সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

এই মহাকাব্য ঊনবিংশতি সর্গে বিভক্ত। প্রথম আট সর্গে দিলীপ, রঘু, অজ এই তিন রাজার বর্ণন আছে। নবম অবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সাত সর্গে দশরথের ও দশরথতনয় রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট চারি সর্গে, কুশ অবধি অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত, রামের উত্তরাধিকারীদিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত আছে। রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় সংস্কৃতব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য রঘুবংশকে অতি সামান্য কাব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।

কুমারসম্ভব।

কালিদাসের দ্বিতীয় মহাকাব্য কুমারসম্ভব। কুমারসম্ভব অনেক অংশে রঘুবংশের তুল্য। এই মহাকাব্যের মূল বৃত্তান্ত এই; তারকনামে এক মহাবল পরাক্রান্ত অতিদুর্দ্দান্ত অসুর, ব্রহ্মদত্ত বরের প্রভাবে, অত্যন্ত গর্ব্বিত ও দুর্জ্জয় হইয়া, দেবতাদিগকে স্ব স্ব অধিকার হইতে চ্যুত করিয়া, স্বয়ং স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দেবতারা, দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া, ব্রহ্মার শরণাগত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে

এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন যে পার্ব্বতীর গর্ভে শিবের যে পুত্র জন্মিবেন, তিনি তোমাদের সেনাপতি হইয়া, তারকাসুরের প্রাণ সংহার করিয়া, তোমাদিগকে পুনর্ব্বার স্ব স্ব অধিকার প্রদান করিবেন। তদনুসারে, দেবতারা উদ্যোগী হইয়া হর গৌরীর পরিণয় সম্পাদন করিলে, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। অনন্তর, তিনি, দেবসৈন্য সমভিব্যাহারে সমরসাগরে অবতীর্ণ হইয়া, দুর্ব্বৃত্ত তারকাসুরের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক, দেবতাদিগকে আপন আপন অধিকারে পুনঃ স্থাপিত করেন। এই বৃত্তান্ত সুচারু রূপে কুমারসম্ভবে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম সাত সর্গেরই সর্ব্বত্র অনুশীলন আছে; অবশিষ্ট দশ সর্গ একবারে অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে— এমন অপ্রচলিত যে ঐ দশ সর্গ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে বলিয়া, অনেকেই অবগত নহেন। এই দশ সর্গ, কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও, যে এরূপ অপ্রচলিত ও অপরিজ্ঞাত হইয়া আছে, তাহার হেতু এই বোধ হয়, অষ্টম সর্গে হর গৌরীর বিহার বর্ণনা আছে; তাহাও, সামান্য নায়ক নায়িকার বিহারের ন্যায়, বর্ণিত হইয়াছে। নবমে হর গৌরীর কৈলাসগমন এবং দশমে কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই দুই সর্গেও হরগৌরীঘটিত অশ্লীল

র্বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় লোকেরা হর
:গৌরীকে জগৎপিতা ও জগন্মাতা জ্ঞান করেন। জগৎ-
পিতা ও জগন্মাতা সংক্রান্ত অশ্লীল বর্ণনা পাঠ করা
একান্ত অনুচিত বিবেচনা করিয়া, লোকে কুমারসম্ভবের
শব দশ সর্গের অনুশীলন রহিত করিয়াছে। আল-
ঙ্কারিকেরাও কুমারসম্ভবের হরগৌরীবিহারবর্ণনাকে অত্যন্ত
অনুচিত ও অত্যন্ত দূষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।
একাদশ অবধি সপ্তদশ পর্য্যন্ত সাত সর্গে কার্ত্তি-
কয়ের বাল্যলীলা, সৈনাপত্যগ্রহণ, তারকাসুরের সহিত
সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে তারকাসুরের নিপাত, এই
মস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এই সাত সর্গে
অশ্লীল বর্ণনার লেশ মাত্র নাই। কিন্তু অষ্টম, নবম, দশম,
ই তিন সর্গের দোষে, ইহারাও একবারে বিলুপ্তপ্রায়
ইয়া আছে।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, এক কুম্ভকার কালিদাসের
রম মিত্র ছিলেন। কালিদাস, কুমারসম্ভব রচনা করিয়া,
কুম্ভকার মিত্রকে দেখাইতে লইয়া যান। কুম্ভকার, পাঠ
রিয়া, সম্মুখবর্ত্তী একখান কাঁচা সরার উপর রাখিয়া দেন।
াহাতে কালিদাস বোধ করিলেন, এই গ্রন্থ কাঁচা হই-
ছে; এবং সেই নিমিত্ত, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ পুস্তক হস্তে
ইয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া, ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কুম্ভকার
দর্শনে সাতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন এবং অশেষ প্রয়াসে

প্রথম সাত সর্গ মাত্র সঙ্কলন করিতে পারিলেন; অবশিষ্ট দশ সর্গ বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই অমূলক অকিঞ্চিৎকর কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া, অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, কুমারসম্ভবের প্রথম সাত সর্গই বিদ্যমান আছে, অবশিষ্ট দশ সর্গ একবারে লোপ পাইয়াছে।

কুমারসম্ভবের যে শেষভাগের কথা উল্লিখিত হইল, ইহার পুস্তক বাঙ্গালা দেশে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা দেশে কুমারসম্ভবের অন্যবিধ এক শেষ ভাগ আছে। এই শেষ ভাগ পাঠ করিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কুমারসম্ভবের শেষ ভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে এই স্থির করিয়া, এতদ্দেশীয় কোনও আধুনিক কবি ঐ অংশ রচনা করিয়া গিয়াছেন। উহা, পাঠ করিলে, কালিদাসের রচিত বলিয়া কোনও ক্রমে প্রতীতি জন্মিতে পারে না।

কুমারসম্ভবে যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, শিবপুরাণেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই গ্রন্থে, ইতিবৃত্তের যেরূপ ঐক্য আছে, দুই এক শ্লোকেরও সেইরূপ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় (১)। যদি শিবপুরাণকে বেদ-

---

(१) तदिच्छामि विभो स्रष्टुं सेनान्यं तस्य शान्तये।
कर्म्मबन्धच्छिदं धर्म्मं भवस्येव मुमुक्षवः॥
यमोऽपि विलिखन् भूमिं दण्डेनास्तमितत्विषा॥
विषवृक्षोऽपि संवर्द्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्॥

শিবপুরাণ, উত্তরখণ্ড, চতুর্দ্দশ অধ্যায়।
কুমারসম্ভব, দ্বিতীয় সর্গ।

াসবিরচিত, ও তদনুসারে কালিদাসের কুমারসম্ভব
পেক্ষা প্রাচীন, গ্রন্থ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়, তাহা
ইলে, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, কালিদাস
িবপুরাণের বৃত্তান্ত লইয়া কুমারসম্ভব রচনা করিয়াছেন,
বং মধ্যে মধ্যে, ঐ গ্রন্থের শ্লোক, অবিকল উদ্ধৃত করিয়া,
াপন কাব্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাস,
লৌকিককবিত্বশক্তিসম্পন্ন হইয়া, যে আপন কাব্যে
ন্যদীয় শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত করিবেন, ইহা কোনও
মে সম্ভাবিত নহে। যে কয়েকটি শ্লোকে ঐক্য দৃষ্ট
ইতেছে, কুমারসম্ভবের অথবা কালিদাসের অন্যান্য
ন্থের রচনার সহিত, সেই সেই শ্লোকের রচনার সম্পূর্ণ
সাদৃশ্য দৃশ্যমান হইতেছে; কিন্তু শিবপুরাণের কোনও
ংশের রচনার সহিত কোনও অংশে উহাদের সাদৃশ্য
খিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, শিবপুরাণ কুমার-
ম্ভব অপেক্ষা প্রাচীন কি না, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয়
াছে। যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাসপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ।
কন্তু পুরাণ সকলের রচনাপ্রণালী পরস্পর এত বিভিন্ন,
বং এক বিষয় ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে এরূপ বিভিন্ন প্রকারে
ঙ্কলিত হইয়াছে, যে ঐ সমস্ত গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচিত
লিয়া, কোনও ক্রমে প্রতীতি জন্মে না। যাঁহাদের
ংস্কৃত রচনার ইতর বিশেষ বিবেচনা করিবার শক্তি
াছে, তাঁহারা, নিরপেক্ষ হইয়া, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-

পুরাণ, ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিলে, অনায়াসে বুঝিতে পারেন, এই সকল গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত নহে। বাস্তবিক, পুরাণ সকল এক ব্যক্তিরও রচিত নয়, এক কালেও রচিত নয়। বোধ হয়, পুরাণনামপ্রসিদ্ধ গ্রন্থসমুদয়ের অধিকাংশই প্রাচীন নহে। শিবপুরাণ যে বিক্রমাদিত্যের সময়ের পূর্ব্বে রচিত গ্রন্থ, এবং তাহা দেখিয়া কালিদাস কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, এবং তাহা হইতে অবিকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আপন কাব্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন, পুরাণের উপর নিতান্ত ভক্তি না থাকিলে এরূপ বিশ্বাস হওয়া কঠিন; বরং বিপরীত পক্ষই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। যোগবাশিষ্ঠে ও কুমারসম্ভবেও শ্লোকের ঐক্য আছে (২)। কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ যে আধুনিক গ্রন্থ, প্রাচীন ও ঋষিপ্রণীত নহে, এ বিষয়ে কোনও অংশে সংশয় হইতে পারে না।

---

(২) আকাশভবা সরস্বতী।
শফরীং হ্রদশোষবিক্লবাং
প্রথমা বৃষ্টিরিবান্বকম্পয়ৎ॥

যোগবাশিষ্ঠ, ভূকৈলাসনিবাসী রাজশ্রীসত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুরের মুদ্রিত পুস্তকের ১২৩ পৃষ্ঠা।
কুমারসম্ভব, চতুর্থ সর্গ।

কিরাতার্জ্জুনীয়।

রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের পর, সংস্কৃত মহাকাব্যে
উল্লেখ করিতে হইলে, উৎকর্ষ ও প্রাথম্য অনুসারে
সর্ব্বাগ্রে কিরাতার্জ্জুনীয়ের নির্দ্দেশ করিতে হয়। এ
মহাকাব্যের রচনা অতি প্রগাঢ়, কিন্তু কিঞ্চিৎ দুরূহ
কালিদাসের রচনার ন্যায় সরল নহে। রচনাপ্রণালী দৃষ্টে
স্পষ্ট বোধ হয়, কিরাতার্জ্জুনীয়কর্ত্তা ভারবি কালিদাসে
অন্তর কালে, এবং মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির বহু কাল পূর্ব্বে
প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

কিরাতার্জ্জুনীয়ের স্থূল বৃত্তান্ত এই; যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ
পাণ্ডব, রাজ্যাধিকার হইতে নিষ্কাশিত হইয়া, দ্বৈতবনে
বাস করেন। এক দিবস, ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাদিগকে
কহেন, দৈব অনুগ্রহ ব্যতিরেকে, তোমাদের নষ্ট রাজ্যের
পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই; অতএব, অর্জ্জুন হিমালয়ে
গিয়া ইন্দ্রের আরাধনা করুন। তদনুসারে, অর্জ্জুন নির্দ্দিষ্ট
স্থানে গিয়া দেবরাজের আরাধনা আরম্ভ করেন। দেবরাজ,
তদীয় আরাধনায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে শিবের আরাধনা
করিতে পরামর্শ দেন। অর্জ্জুন শিবের আরাধনা আরম্ভ
করিলে, মূক নামে এক দুর্ব্বৃত্ত দানব, বরাহের রূপ ধারণ
করিয়া, তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে আইসে। সেই সময়ে,
শিবও, কিরাতরাজের আকার পরিগ্রহ করিয়া, অর্জ্জুনের

আশ্রমে উপস্থিত হন। অর্জ্জুন, বরাহরূপী দানবের প্রাণ-দণ্ডের নিমিত্ত, শরাসনে শর সন্ধান করিয়াছেন, এমন সময়ে, কিরাতরাজ, এক শর নিক্ষেপ করিয়া, বরাহের প্রাণসংহার করিলেন। এই উপলক্ষে, কিরাতরাজের সহিত অর্জ্জুনের সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই সংগ্রামে, অর্জ্জুনের অসাধারণ বল বীর্য্য দর্শনে, যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, কিরাতরূপী মহাদেব তাঁহাকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করাইলেন। সেই শিক্ষার প্রভাবে, অর্জ্জুন অস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয় ও অপ্রতিহতপ্রভাব হইয়া উঠিলেন।

ভারবি কবিত্বশক্তি বিষয়ে কালিদাস অপেক্ষা ন্যূন; কিন্তু ভারতবর্ষের এক জন অতি প্রধান কবি ছিলেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। কোন সহৃদয় ব্যক্তি, এই মহাকাব্যের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ সর্গ পাঠ করিয়া, সাতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত না হন এবং পদে পদে অসাধারণ কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ প্রমাণ না পান। কিরাতার্জ্জুনীয় অষ্টাদশ সর্গে বিভক্ত।

শিশুপালবধ।

কাব্যকর্ত্তা মাঘনামা কবি স্বগ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন,

——————সুকবিকীর্ত্তিদুরাশয়াদঃ
কাব্যং ব্যধত্ত শিশুপালবধাভিধানম্॥

মাঘ, কবিকীর্ত্তি লাভের দুরাশাগ্রস্ত হইয়া, এই শিশুপাল-
ধনামক কাব্য রচনা করিলেন।

মাঘ অতিপ্রধান কবি ছিলেন এবং তৎপ্রণীত শিশু-
পালবধ অতি প্রধান মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের স্থূল
ত্তান্ত এই; কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া,
পরিবারে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থান করেন। যিনি সর্ব্বাংশে সর্ব্ব-
শ্রেষ্ঠ হন, তিনিই যজ্ঞে অর্ঘ পাইয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির,
াজসূয় সমাপ্ত হইলে, ভীষ্মের উপদেশ অনুসারে, কৃষ্ণকে
র্ব্বাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া, অর্ঘ দান করেন। কৃষ্ণের
পিতৃষ্বসৃপুত্র শিশুপাল তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন।
তনি, কৃষ্ণের এইরূপ অসামান্য সম্মান দর্শনে, অসূয়াপর-
শ হইয়া, ভীষ্মের যথোচিত তিরস্কার করিয়া, স্বপক্ষীয়
রপতিগণ সমভিব্যাহারে, সভামণ্ডপ হইতে প্রস্থান করি-
লন এবং দূত দ্বারা কৃষ্ণের অনেক তিরস্কার করিয়া পাঠা-
লেন। অনন্তর, উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত
ইল, এবং সেই সংগ্রামে কৃষ্ণ শিশুপালের প্রাণ সংহার
রিলেন।

শিশুপালবধ কিরাতার্জ্জুনীয়ের প্রতিরূপ স্বরূপ। মাঘ, কিরাতার্জ্জুনীয়কে আদর্শ স্বরূপ করিয়া, শিশুপালবধ রচনা করিয়াছেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। ভারবি যে প্রণালীতে কিরাতার্জ্জুনীয় রচনা করিয়াছেন, মাঘ শিশুপালবধের রচনাকালে, আদ্যোপান্ত, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছেন। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, মহর্ষি ব্যাস আসিয়া পাণ্ডবদিগকে কর্ত্তব্যের উপদেশ দিতেছেন; শিশুপালবধে, দেবর্ষি নারদ আসিয়া কৃষ্ণকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদযুক্ত করিতেছেন। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, যুধিষ্ঠির, ভীম, দ্রৌপদী, এই তিন জনের রাজনীতি সংক্রান্ত বাদানুবাদ; শিশুপালবধেও কৃষ্ণ, বলরাম ও উদ্ধবের সেইরূপ রাজনীতি সংক্রান্ত বাদানুবাদ। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, তপস্যা নিমিত্ত, অর্জ্জুনের হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থান; শিশুপালবধেও, কৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থান কালে রৈবতক পর্ব্বতে অবস্থান। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, হিমালয় পর্ব্বতের বহুবিস্তৃত বর্ণনা এবং বর্ণনা সংক্রান্ত শ্লোক সকলের অধিক অংশ যমকালঙ্কারযুক্ত; শিশুপালবধেও, রৈবতক পর্ব্বতের অবিকল সেইরূপ বর্ণনা ও সেইরূপ যমকালঙ্কৃত শ্লোক। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, সুরাঙ্গনাদিগের বনবিহার, নায়কসমাগম, বিরহ, মান প্রভৃতির বর্ণনা আছে; শিশুপালবধেও, অবিকল সেই সমস্ত বর্ণনা আছে। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, কিরাতরাজ, অর্জ্জুনের উত্তেজনার নিমিত্ত, তাঁহার নিকট

ত প্রেরণ করেন; শিশুপালবধেও, শিশুপাল কৃষ্ণের
ৎসনার্থে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। অনন্তর
ভয় কাব্যেই উভয় পক্ষের সৈন্যসজ্জা, সৈন্যপ্রয়াণ ও
ংগ্রাম বর্ণন আছে। কিরাতার্জ্জুনীয়ের পঞ্চদশ সর্গে যুদ্ধ-
র্নি ও একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, যমক প্রভৃতি শ্লোক অনেক;
শুপালবধেরও ঊনবিংশ সর্গে যুদ্ধবর্ণন ও ঐরূপ একা-
র, দ্ব্যক্ষর, যমক প্রভৃতি শ্লোক অনেক। কিরাতার্জ্জুনীয়ে,
ত্যেক সর্গের শেষ শ্লোকে সর্গসমাপ্তিসূচক লক্ষ্মীশব্দের
য়োগ আছে; শিশুপালবধেও, প্রত্যেক সর্গের শেষ
াকে সর্গসমাপ্তিসূচক শ্রীশব্দের প্রয়োগ আছে। কোনও
ল ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, শিশুপালবধে কিরা-
র্জ্জুনীয়ের ভাব অবিকল ভিন্ন ছন্দে সঙ্কলিত হইয়াছে।
াতঃ, অভিনিবেশ পূর্ব্বক, উভয় কাব্য আদ্যন্ত পাঠ
রলে, ইহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়, কিরাতার্জ্জুনীয়
দর্শ ও শিশুপালবধ তৎপ্রতিরূপ। উভয় কাব্যের
াপ্রণালী আলোচনা করিয়া দেখিলে, বিপরীত পক্ষ
নও ক্রমে হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিরাতার্জ্জুনীয় শিশু-
লবধ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে সংশয় হইবার
য় নাই।

মাঘ অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও অদ্ভুত বর্ণনাশক্তি পাইয়া-
লেন। যদি তাঁহার, কালিদাস ও ভারবির ন্যায়,
দয়তা থাকিত, তাহা হইলে তদীয় শিশুপালবধ

সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য হইত, সন্দেহ নাই। তিনি সকল বিষয়েরই বহুবিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা সকল আরম্ভে একান্ত মনোহর, কিন্তু অবসানে নিতান্ত নীরস। মাঘ অধিক বর্ণনা এত অধিক ভাল বাসিতেন, যে শেষ অংশ নিতান্ত অশক্তিকৃত হইতেছে দেখিয়াও, ক্ষান্ত হইতে পারিতেন না। কখনও কখনও, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, একটি শ্লিষ্ট অথবা সুশ্রাব্য শব্দের অনুরোধে একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। সেই শ্লোকের, সেই শব্দটি ভিন্ন, আর কোনও অংশেই কোনও চমৎকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার রচনা প্রগাঢ়, ওজস্বী ও গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক, কিন্তু কালিদাসের অথবা ভারবির ন্যায় পরিপক্ক নহে।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের বহুবিস্তৃত বর্ণনা মাঘের অ প্রধান দোষ। তিনি বিংশতিসর্গাত্মক কাব্যের নয় অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে সমর্পিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ, ইন্দ্রপ্র প্রস্থান কালে, প্রথম দিন রৈবতক পর্ব্বতে অবস্থান করে এই উপলক্ষে, মাঘ রৈবতক প্রভৃতির অত্যন্ত অধিক ব করিয়াছেন। চতুর্থ সর্গে রৈবতক বর্ণন, পঞ্চমে শি সন্নিবেশ, ষষ্ঠে ঋতুবর্ণন, সপ্তমে বনবিহার, অষ্টমে জ বিহার, নবমে সন্ধ্যাবর্ণন, দশমে সুরাপান ও বিহ একাদশে প্রভাতবর্ণন, দ্বাদশে সৈন্যপ্রয়াণ; এইরূপ এক সর্গে এক এক বিষয় মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। মাঘ,

ন্ত বর্ণনাতে, স্বীয় অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও বর্ণনাশক্তির রা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল বর্ণনা মন অতিবিস্তৃত, তেমনই অপ্রাসঙ্গিক; প্রকৃত বিষয় শুপালবধে উহাদের কোনও উপযোগিতা দেখিতে ওয়া যায় না। এই নয় সর্গ পরিত্যাগ করিলেও, ব্যের ইতিবৃত্ত কোনও ক্রমে অসংলগ্ন হয় না।

শিশুপালবধ, এইরূপ দোষাশ্রিত হইয়াও, যে এক ত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত-ীয় পণ্ডিতেরা যে ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য বলিয়া র্দ্দেশ করিয়া থাকেন (৩), ইহা কোনও ক্রমে অঙ্গীকার রিতে পারা যায় না। সম্যক সহৃদয়তা সহকারে পর্য্যা-লোচনা করিয়া দেখিলে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হই-যে শিশুপালবধ রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জ্জু-অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

---

(৩) উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥
ষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুঃ।
ষু গঙ্গা নৃপতৌ চ রামঃ কাব্যেষু মাঘঃ কবিকালিদাসঃ॥

নৈষধচরিত।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, শ্রীহর্ষ দেবতার আরাধন করিয়া তৎপ্রসাদে অলৌকিক কবিত্বশক্তি লাভ করিয়া ছিলেন; নৈষধচরিত সেই দেবপ্রসাদলব্ধ অলৌকিক কবিত্বশক্তির ফল। শ্রীহর্ষের যে কবিত্বশক্তি অসাধার ছিল, তাহার কোনও সংশয় নাই; কিন্তু তাঁহার তাদৃশ সহৃদয়তা ছিল না। তিনি নৈষধচরিতকে আদ্যোপান্ত অত্যুক্তিতে এমন পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার রচন এমন মাধুর্য্যবর্জ্জিত, লালিত্যহীন, সারল্যশূন্য ও অপরি পক্ক যে ইহাকে কোনও ক্রমে অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য বলিয় নির্দ্দেশ, অথবা পূর্ব্বোল্লিখিত মহাকাব্যচতুষ্টয়ের সহি তুলনা করিতে পারা যায় না।

শ্রীহর্ষের অত্যুক্তি এমন উৎকট, যে তদ্দ্বারা, তদী কাব্যের উপাদেয়ত্ব না জন্মিয়া, বরং হেয়ত্বই ঘটিয়াছে তিনি নলরাজার বর্ণনা কালে কহিয়াছেন, "নলরাজা যুদ্ধযাত্রাকালে সৈন্য দ্বারা যে ধূলি উত্থাপিত হইয়াছিল সেই ধূলি ক্ষীরসমুদ্রে পতিত হইয়া পঙ্কভাব প্রাপ্ত হয় উৎপত্তিকালে চন্দ্রের গাত্রে সেই পঙ্ক লাগিয়া কলঙ্ক হইয় আছে"(৪)। নল রাজা যখন, অশ্বারোহণ করিয়া, বয়স্যব

(৪) যদস্য যাত্রাসু বলোদ্ধতং রজঃ স্ফুরৎপ্রতাপানলধূমমঞ্জিম।
তদেব গত্বা পতিতং সুধাম্বুধৌ দধাতি পঙ্কীভবদঙ্কতাং বিধৌ॥
প্রথমসর্গ।

মভিব্যাহারে, উপবনবিহারে গমন করিতেছেন, শ্রীহর্ষ
দীয় অশ্বের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "আমাদিগের
লবার নিমিত্ত এই পৃথিবী কয় পদ হইবেক; অতএব
মুদ্রও স্থল হউক; এই মনে করিয়াই যেন অশ্বগণ, সমু-
দ্রের জল শুষ্ক করিয়া স্থল করিবার নিমিত্ত, পদ দ্বারা ধূলি
থাপিত করিতেছে" (৫)। নৈষধচরিত এইরূপ উৎকট
নায় পরিপূর্ণ। এরূপ উৎকট বর্ণনা পাঠ করিয়া, কোন
হৃদয় ব্যক্তি প্রীত বা চমৎকৃত হইবেন।

শ্রীহর্ষ অত্যন্ত অনুপ্রাসপ্রিয় ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায়
নুপ্রাস সাতিশয় মধুর হইয়া থাকে, কিন্তু অত্যন্ত অধিক
লে, অত্যন্ত কর্কশ হইয়া উঠে। সুতরাং, অনুপ্রাসবাহুল্য
রা, নৈষধচরিতের মাধুর্য্য সম্পাদন না হইয়া, সাতি-
। কার্কশ্যই ঘটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা,
শেষতঃ নৈয়ায়িক মহাশয়েরা, এমন অত্যুক্তিপ্রিয় ও অনু-
াসভক্ত যে তাঁহারা সকল কাব্য অপেক্ষা নৈষধচরিতের
ধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে নৈষধ-
ত সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য (৬)। যাহা

যাতুমস্মাকমিয়ং কিয়ৎপদং ধরা তদম্ভোধিরপি স্থলায়তাম্।
তীব বাহৈর্নিজবেগদর্পিতৈঃ পয়োধিরোধক্ষমমুদ্ধতং রজঃ॥
প্রথমসর্গ। ৬৯ শ্লোক।

(৬) উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ।

হউক, নৈষধচরিতে মধ্যে মধ্যে অনেক অত্যুৎকৃষ্ট অংশ আছে। অন্য অন্য অংশ পাঠ করিয়া, যেরূপ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইতে হয়, ঐ সকল অত্যুৎকৃষ্ট অংশ পাঠ করিয়া, সেইরূপ প্রীত ও চমৎকৃত হইতে হয়।

এই মহাকাব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত, এবং সকল মহাকাব্য অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে নল রাজার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

নৈষধচরিতের বিষয়ে এক অতিকৌতুকাবহ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শ্রীহর্ষ, নৈষধচরিত রচনা করিয়া, স্বীয় মাতুল প্রধান আলঙ্কারিক মম্মট ভট্টকে দেখাইতে লইয়া যান। মম্মট ভট্ট, আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, শ্রীহর্ষকে কহিয়াছিলেন, বাপু হে! যদি তুমি কিছু পূর্ব্বে তোমার গ্রন্থখানি আনিতে, তাহা হইলে আমার শ্রমের অনেক লাঘব হইত। বহু পরিশ্রমে অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়া, আমার অলঙ্কার গ্রন্থের দোষপরিচ্ছেদের উদাহরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সে সময়ে তোমার নৈষধচরিত পাইলে আমায় এত পরিশ্রম করিতে হইত না; এক গ্রন্থ হইতে সমুদয় উদাহরণ উদ্ধৃত করিতে পারিতাম।

ভট্টিকাব্য।

ভট্টিকাব্যে রামের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই মহা-
াব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকর্ত্তা স্বরচিত কাব্যের
াষে আপনার একপ্রকার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু নাম
র্দ্দেশ করেন নাই। প্রামাণিক প্রাচীন টীকাকার জয়-
ঙ্গল কহেন, এই মহাকাব্য ভট্টনামক কবির রচিত।
ট্টিকাব্য নাম দ্বারাও ইহাই সম্যক প্রতিপন্ন হই-
াছে। কিন্তু অধুনাতন টীকাকার ভরতমল্লিক, আপন
তের প্রতিপোষক প্রমাণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই, ভট্টি-
াব্যকে ভর্তৃহরিপ্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভর্তৃ-
রি ও এই কাব্যের রচয়িতা, উভয়েই অতি প্রধান বৈয়া-
রণ ছিলেন, বোধ হয়, এই সাদৃশ্য দর্শনেই, ভরতমল্লিকের
াক্তি জন্মিয়াছিল। গ্রন্থকর্ত্তা কাব্যের শেষ শ্লোকে (৭)
লখিয়াছেন, আমি, বলভীপতি নরেন্দ্র রাজার রাজধানীতে
াকিয়া, এই কাব্য রচনা করিলাম। যদি ভরতমল্লিক এই
্লোক দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি ঐ ভ্রমে পতিত হই-
তেন না। যেরূপ জনশ্রুতি আছে, তদনুসারে ভর্তৃহরি

(৭) কাব্যমিদং বিহিতং মযা বলভ্যাং
শ্রীধরসেননরেন্দ্রপালিতায়াম্।
কীর্ত্তিরতো ভবতান্নৃপস্য তস্য
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্॥

স্বয়ং রাজা ছিলেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং রাজা হন, তিনি, অমুক রাজার রাজধানীতে থাকিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিলাম, আপন গ্রন্থে কদাচ এরূপ নির্দ্দেশ করেন না। ভরতমল্লিক শেষ চারি শ্লোকের টীকা করেন নাই; তাহাতেই বোধ হইতেছে, এই চারি শ্লোক তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।

ভট্টিকাব্যের রচনা স্থানে স্থানে অতি সুন্দর। বিশেষতঃ, দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে যে হৃদয়গ্রাহিণী শরদ্বর্ণনা আছে, তদ্দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার অসাধারণ কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ব্যাকরণের উদাহরণপ্রদর্শন গ্রন্থকর্ত্তার যেরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কবিত্বশক্তি প্রদর্শন তাদৃশ উদ্দেশ্য ছিল না। এই নিমিত্তই, ভট্টিকাব্যের অধিকাংশ অত্যন্ত নীরস ও অত্যন্ত কর্কশ। যদি তিনি, ব্যাকরণের উদাহরণপ্রদর্শনে ব্যগ্র না হইয়া, কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে ভট্টিকাব্য উৎকৃষ্ট মহাকাব্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত, সন্দেহ নাই।

এই যে ছয় মহাকাব্যের বিষয় উল্লিখিত হইল, ইহারাই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও অত্যন্ত প্রচলিত। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই এই ছয়ের সচরাচর অনুশীলন আছে।

রাঘবপাণ্ডবীয়।

এই মহাকাব্যের প্রণালী স্বতন্ত্র। ইহা দ্ব্যর্থ কাব্য।
ঃ অর্থে রামের চরিত্র বর্ণন প্রতিপন্ন হয়, অপর অর্থে
ষ্ঠিরপ্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডবের বৃত্তান্ত বর্ণন লক্ষিত হয়। এই
া এক শ্লোকে অর্থদ্বয় সমাবেশ দ্বারা রাঘব ও পাণ্ডব,
:গের বৃত্তান্ত বর্ণন সমাধান করিয়া, কবি স্বীয় অসাধারণ
তা প্রদর্শন করিয়াছেন। রাঘবপাণ্ডবীয়ের উপক্রমণিকা
:শে গ্রন্থকর্ত্তার নাম কবিরাজপণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট
ছে। কিন্তু বোধ হয়, ইহা তাঁহার উপাধি, নাম নহে।
াধি দ্বারাই বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন, এ নিমিত্ত, গ্রন্থ-
া আপন গ্রন্থে উপাধিরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কবি
প উপাধি অথবা নাম পাইয়াছিলেন, তদনুরূপ কবিত্ব-
ক প্রাপ্ত হন নাই। ইনি কবিত্ব বিষয়ে, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট
াদিগের অপেক্ষা, অনেক অংশে ন্যূন। এই কাব্য
াদশ সর্গে বিভক্ত। পূর্ব্বোক্ত কাব্য সকল যেমন সর্ব্বত্র
লিত, রাঘবপাণ্ডবীয় সেরূপ নহে, ইহা অত্যন্ত বিরল-
ার; এত বিরলপ্রচার, যে অনেকে ইহার নামও অব-
নহেন। কবিরাজ স্বগ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি
দেব রাজার সভায় ছিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক প্রোৎ-
হত হইয়া রাঘবপাণ্ডবীয় রচনা করেন। কামদেব জয়ন্তী-
র রাজা ছিলেন এবং মধ্যদেশ হইতে সোমপায়ী

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া অনেকে
বোধ করেন, কামদেবেরই অপর নাম আদিশূর।
আদিশূরেরও মধ্যদেশ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়নের
কিংবদন্তী আছে।

গীতগোবিন্দ।

গীতগোবিন্দ জয়দেবপ্রণীত। এই মহাকাব্যের রচনা
যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ
রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, এরূপ
ললিতপদবিন্যাস, শ্রবণমনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা ও প্রসাদ
গুণ প্রায় কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাঁহার রচনা যেরূপ
চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ মনোহারিণী। জয়দেব রচনা
বিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি
তাঁহার কবিত্বশক্তি তদনুযায়িনী হইত, তাহা হইলে
তাঁহার গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব্ব মহাকাব্য বলিয়া পরি
গণিত হইত। জয়দেব, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রধান
প্রধান কবি হইতে অনেক ন্যূন বটে, কিন্তু তাঁহার কবিত্ব
শক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশে
যত সংস্কৃত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ইনিই
সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

গীতগোবিন্দ আদ্যোপান্ত সঙ্গীতময়, কেবল মধ্যে মধ্যে

ক আছে। সঙ্গীতসমূহে রাগ তানের বিলক্ষণ সমা-
আছে। অনেকানেক কলাবতেরা, ভাষাসঙ্গীতের
, গীতগোবিন্দ গান করিয়া থাকেন। গীতগোবিন্দে
ও কৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেব পরম বৈষ্ণব
নন, এবং প্রগাঢ় ভক্তিযোগ সহকারে, বৈষ্ণবদিগের
া দেবতা রাধা ও কৃষ্ণের লীলা বর্ণন করিয়াছেন।
এরূপ কিংবদন্তী আছে, এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের
করা অদ্যাপি বিশ্বাস করিয়া থাকেন, যে গীতগোবি-
র "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই অংশটি কৃষ্ণ জয়-
ার আবাসে আসিয়া স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন। রাধার
ভঞ্জনের নিমিত্ত, যখন কৃষ্ণ অনুনয় করিতেছেন, সেই
, "মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্," এই
্য লিখিত আছে। ইহার অর্থ এই, (কৃষ্ণ রাধিকাকে
িতেছেন) তোমার উদার পদপল্লব আমার মস্তকে
ণস্বরূপ অর্পণ কর। জয়দেব "মণ্ডনং" পর্য্যন্ত
খিয়া, এই ভাবিয়া, "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই
শ সাহস করিয়া লিখিতে পারিতেছেন না, যে প্রভুর
কে পদার্পণের কথা কিরূপে লিখিব। পরিশেষে,
অংশ লিখিতে কোনও ক্রমে সাহস না হওয়াতে, সে
া লেখা রহিত করিয়া, তিনি স্নানে গমন করিলেন।
কৃষ্ণ অত্যন্ত রসিক, সামান্য নায়কের ন্যায় বর্ণিত
ন, অপরাধ গ্রহণ করেন এরূপ নহেন; বরং তাঁহার

প্রণয়িনীর পদপল্লব তদীয় মস্তকে অর্পিত বর্ণন করিলে
প্রসন্নই হয়েন। অতএব তিনি, প্রস্তুত বিষয়ে স্বীয় পরি
তোষ দর্শাইবার এবং পরমভাগবত জয়দেবকে চরিতা
করিবার নিমিত্ত, জয়দেবের স্নানোত্তর প্রত্যাগমনে
কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, তদীয় আকার অবলম্বন করিয়া, স্নাতপ্রত্যা
গত জয়দেবের ন্যায়, তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন।
জয়দেবের ব্রাহ্মণী পদ্মাবতী রীতিমত অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তু
করিয়া দিলেন। জয়দেবরূপী কৃষ্ণ সেই অন্ন ব্যঞ্জন আহা
করিলেন এবং আহারান্তে জয়দেবের পুস্তক বহিষ্কৃ
করিয়া, "**দেহি পদপল্লবমুদারম্**" এই অংশ স্বহস্তে
লিখিয়া রাখিলেন। অনন্তর পদ্মাবতী, শয্যা প্রস্তুত করি
তাঁহাকে শয়ন করাইয়া, রীতিমত তদীয় পাত্রাবশিষ্ট প্রসা
পাইতে বসিলেন। এই অবসরে প্রকৃত জয়দেবও স্না
করিয়া গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন। জয়দেব জানিতেন, পদ্
বতী প্রতিদিন পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ পাইয়া থাকেন, প্রা
ন্তেও কদাপি তাঁহার আহারের পূর্ব্বে জলগ্রহণ করেন ন
সে দিবস তাঁহাকে অগ্রে আহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া, চমৎক
হইয়া হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি পূর্ব্বাপর সমস্ত ব্যাপা
বর্ণন করিলেন। জয়দেব, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হই
পুস্তক উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিলেন, "**দেহি পদপল্লবমুদারম্**"
এই অংশটি লিখিত রহিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিলে
ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া লিখিয়া গিয়াছে

া শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শয্যা পাতিত
ছে, প্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন। তখন, আপনাকে
ারোনাস্তি ভাগ্যবান্ ও প্রভুর অসাধারণ কৃপাপাত্র
া করিয়া, জয়দেব প্রভুর প্রসাদ বলিয়া পদ্মাবতীর
াবশিষ্ট গ্রহণ দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করিলেন।

কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের বাস ছিল (৮)। বীরভূমির
া দশ ক্রোশ দক্ষিণে, অজয় নদের উত্তরতীরে, কেন্দুলি
া যে গ্রাম আছে, জয়দেব তাহাকেই কেন্দুবিল্ব নামে
দেশ করিয়াছেন। ঐ কেন্দুলি গ্রামে অদ্যাপি, জয়-
ের স্মরণার্থে, প্রতিবৎসর পৌষমাসে বৈষ্ণবদিগের
া হইয়া থাকে। জয়দেব কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত
াছিলেন, তাহার নিশ্চয় হওয়া দুর্ঘট।

খণ্ডকাব্য।

কোনও এক বিষয়ের উপর লিখিত অনতিদীর্ঘ যে কাব্য,
লঙ্কারিকেরা তাহাকে খণ্ডকাব্য বলেন। খণ্ডকাব্য
কাব্যের প্রণালীতে রচিত, কিন্তু মহাকাব্যের সম্পূর্ণ
াক্রান্ত নহে। কোনও কোনও খণ্ডকাব্য, মহাকাব্যের
সর্গবন্ধে বিভক্ত নয়। আর যে সকল খণ্ডকাব্য

(৮) বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণীরমণেন॥

সর্গবন্ধে বিভক্ত, তাহাতেও সর্গসংখ্যা আটের অধি
নহে।

মেঘদূত।

সংস্কৃত ভাষায় যত খণ্ডকাব্য আছে, মেঘদূত সর্ব্বাংশে
সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দশাধিক শতশ্লোকাত্মক খণ্ডকাব
কালিদাসপ্রণীত। মেঘদূত এরূপ ক্ষুদ্র কাব্য বটে ; কিং
ইহার প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসে
অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়

কুবেরের ভৃত্য এক যক্ষ, অত্যন্ত স্ত্রৈণতা বশতঃ, আপ
কর্ম্মে অবহেলা করাতে, কুবের তাহাকে এই শাপ দেন
তোমাকে একাকী এক বৎসর রামগিরিতে অবস্থিতি করিতে
হইবেক। তদনুসারে, সে তথায় আট মাস বাস করিয়া,
স্বীয় প্রিয়তমার অদর্শনদুঃখে উন্মত্তপ্রায় হয়। পরিশেষে,
আষাঢ়ের প্রথম দিবসে, নভোমণ্ডলে নূতন মেঘের উদয়
দেখিয়া, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল, আপন প্রিয়ার নিকট
সংবাদ লইয়া যাইবার নিমিত্ত, মেঘকে সচেতন বোধে
সম্বোধন করিয়া, দৌত্যভারগ্রহণপ্রার্থনা জানাইল, এবং
রামগিরি হইতে আপন আলয় পর্য্যন্ত পথ নির্দ্দেশ করিয়া
দিতে আরম্ভ করিল। এই বিষয় অতি সুন্দর রূপে মেঘ
দূতে বর্ণিত হইয়াছে।

কালিদাস এই কাব্যে নানা গিরি, নদী, উপবন, গ্রাম, াগর, ক্ষেত্র, দেবালয় ও রাজধানী এবং হিমালয়, অলকা, ক্ষের আলয়, যক্ষের ও যক্ষপত্নীর বিরহাবস্থা প্রভৃতির র্ণন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত বর্ণনে এমন অসাধারণ কবিত্ব-াক্তি ও অনন্যসামান্য সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে যে দি কালিদাস মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও কাব্য রচনা া করিতেন, তথাপি তাঁহাকে অদ্বিতীয় কবি বলিয়া অঙ্গী-ার করিতে হইত। মেঘদূতের রচনা কালিদাসের ন্যান্য কাব্যের রচনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দুরূহ।

ঋতুসংহার।

কালিদাসপ্রণীত এই খণ্ডকাব্য ছয় সর্গে বিভক্ত। এক ক সর্গে যথাক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হিম, শিশির, বসন্ত, ঋতু বর্ণিত হইয়াছে। যে স্বভাবোক্তি কাব্যের প্রধান লঙ্কার, ঋতুসংহার আদ্যোপান্ত তাহাতে অলঙ্কৃত। ন্তু রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার এতদ্দেশীয় াকের অধিক প্রিয়, স্বভাবোক্তির চমৎকারিত্ব তাঁহাদের াদৃশ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই নিমিত্ত, অনেকেই ইহাকে ৎকৃষ্ট কাব্য বলেন না। কেহ কেহ ঋতুসংহারকে রঘু-শ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমো-শী এই সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্যের রচয়িতা কালিদাসের

প্রণীত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে সম্মত নহেন। ঋতু সংহার রঘুবংশ প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক অংশে ন্যূ বটে; কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকাতে, রঘুবংশাদির এত আদ ও এত গৌরব, কুসংস্কারবিবর্জ্জিত ও সহৃদয়পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া, অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে, ঋতুসং হারে সে সমস্ত গুণের লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। অন্যান ঋতুর অপেক্ষা গ্রীষ্ম ঋতুর বর্ণন সাতিশয় মনোহর।

নলোদয়।

নলোদয়ের প্রত্যেক শ্লোক যমকালঙ্কারযুক্ত। এ কাব্য কালিদাসপ্রণীত। ইহাতে নল রাজার বৃত্তা সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাস, যমকের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখাতে, স্বপ্রণীত অন্যান্য কাব্যের ন্যা নলোদয়কে স্বীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তির লক্ষণে লক্ষি করিবার অবকাশ পান নাই।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, কালিদাস ঘটকর্পরের গ খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত নলোদয় রচনা করেন। ঘটকর্পর কালিদাসের ন্যায়, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্ব্বর্ত্তী ইনি যমকালঙ্কারযুক্ত দ্বাবিংশতি শ্লোক রচনা করেন। দ্বাবিংশতিশ্লোকাত্মক কাব্যও ঘটকর্পর নামে প্রসিদ্ধ ঘটকর্পরের, বিশেষ প্রশংসা করা যায়, এমন কোনও

ই। গ্রন্থকর্ত্তা শেষ শ্লোকে কহিয়াছেন, "যে কবি, যমক
াখিয়া, আমাকে পরাজয় করিতে পারিবেক, আমি ঘট-
র্পর অর্থাৎ কলসীর খাপরা দ্বারা তাহার বারি বহন করিব"
)। কবির এই প্রতিজ্ঞাবাক্য দর্শনে এক প্রকার স্পষ্ট
াধ হইতেছে, ঘটকর্পরঘটিত প্রতিজ্ঞা দ্বারাই তাঁহার ও
াহার কাব্যের নাম ঘটকর্পর হইয়াছে। এরূপ কিং-
ন্তী আছে, ঘটকর্পরের এই গর্ব্বিত প্রতিজ্ঞা দর্শনে,
বপরবশ হইয়া, কালিদাস নলোদয় রচনা করেন। ঘট-
রি অপেক্ষা নলোদয়ে যমকের আড়ম্বর অনেক অধিক।
ঐ কিংবদন্তী সমূলক হয়, তাহা হইলে, কালিদাস
কর্পরের যমকরচনাগর্ব্ব বিলক্ষণ খর্ব্ব করিয়াছিলেন।

সূর্য্যশতক।

সূর্য্যশতক ময়ূরভট্টপ্রণীত। ময়ূরভট্ট এক শত শ্লোকে
্যের ও তদীয় মণ্ডল, কিরণ, অশ্ব ও সারথির বর্ণনা ও
করিয়াছেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে, ময়ূরভট্ট এই
শ্লোকাত্মক সূর্য্যস্তব রচনা করিয়া কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে
হইয়াছিলেন। সূর্য্যশতকের রচনা অতিপ্রগাঢ় ও

---

(৫) জীয়েয় যেন কবিনা যমকৈঃ পরেণ।
তস্মৈ বহেয়মুদকং ঘটকর্পরেণ॥

অতিসুন্দর; ইহাতে অসাধারণ কবিত্বশক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ময়ূরভট্টের যেরূপ রচনাশক্তি ও যেরূপ কবিত্বশক্তি ছিল, তাহা বিষয়ান্তরে প্রয়োজিত হইলে, তিনি সূর্য্যশতক অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়া যাইতে পারিতেন।

কোষকাব্য।

পরস্পরনিরপেক্ষ শ্লোকসমূহকে কোষকাব্য বলে।

অমরুশতক।

সংস্কৃত ভাষায় যত কোষকাব্য আছে, তন্মধ্যে অমরুশতক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই শতশ্লোকাত্মক কাব্যের রচনা অতি উত্তম। রচনা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, ইহা প্রাচীন গ্রন্থ। এই কাব্যে অসাধারণ কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে, অন্তঃকরণে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার হয়, অমরুশতকের পাঠে তদনুরূপ হইয়া থাকে। অমরু যে এক জন অতি প্রধান কবি ছিলেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। অমরু অধিক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, যথার্থ বটে; কিন্তু যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার প্রধান কবি বলিয়া চিরস্মরণীয় হইবার সম্পূর্ণ সংস্থান হইয়াছে।

অমরুশতক আদিরসাশ্রিত কাব্য; কিন্তু এক টীকা-
র, প্রথমতঃ আদিরস পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া, পক্ষান্তরে
ান্তিরসাশ্রিত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। টীকাকার,
মরুশতকের শান্তি পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়া,
বল উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। তাঁহার দুর্ভাগ্য ক্রমে,
কটি শ্লোকেরও শান্তি পক্ষে সম্যক অর্থসমাবেশ হইয়া
ঠে নাই।

শান্তিশতক।

এই শান্তরসাশ্রিত শতক কাব্য শিহ্লণপ্রণীত। শিহ্লণ
ম কবি ছিলেন; এবং অর্থলাভার্থে পরোপাসনা, লোভ,
য়াসঙ্গ ইত্যাদির নিন্দা, এবং বিষয়ের অনিত্যতাপ্রতি-
ন ও যদৃচ্ছালাভসন্তোষ প্রভৃতির, স্বীয় শতকে সৎ-
র ন্যায় বর্ণন করিয়াছেন। শান্তিশতকের রচনা উত্তম।
ায় পর্য্যালোচনা করিলে, শান্তিশতক উৎকৃষ্ট কাব্য।

তিশতক, শৃঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক।

নীতিশতকে নানা সুনীতির উপদেশ আছে। শৃঙ্গার
কের সমুদায় শ্লোক আদিরসাশ্রিত। বৈরাগ্যশতক

সর্ব্বাংশে শান্তিশতকের তুল্য। তিনের মধ্যে নীতিশতব
সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই তিন শতকের রচয়িতার নাম ভর্ত্তৃহরি
ভর্ত্তৃহরির রচনাও উত্তম এবং কবিত্বশক্তিও বিলক্ষণ ছিল
অনেকে কহিয়া থাকেন, এই ভর্ত্তৃহরিই বিক্রমাদিত্যে
সহোদর। যেরূপ জনশ্রুতি আছে, তদনুসারে বিক্রম
সোদর ভর্ত্তৃহরি অত্যন্ত নীতিপরায়ণ ও অত্যন্ত স্ত্রৈ
ছিলেন এবং পরিশেষে, স্ত্রীর উপর বিরক্ত হইয়া, বৈরাগ্য
অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থার সহিত তি
কাব্যার্থের যেরূপ ঐক্য হইতেছে, তাহাতে এই তিন কাব
তাঁহার রচিত, এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না।

আর্য্যাসপ্তশতী।

এই সপ্তশতশ্লোকাত্মক কাব্য আর্য্যা ছন্দে রচিত, এ
নিমিত্ত ইহা আর্য্যাসপ্তশতী নামে প্রসিদ্ধ। গ্রন্থকর্তা
নাম গোবর্দ্ধন, এ নিমিত্ত গোবর্দ্ধনসপ্তশতী নামে
নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। গোবর্দ্ধন সৎকবি ছিলেন। তাঁহা
রচনা সরল ও মধুর। জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে
গোবর্দ্ধনের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন (১০)।

---

(१०) शृङ्गारोत्तरसत्प्रमेयरचनैराचार्य्यगोवर्द्धन-
स्पर्द्धी कोऽपि न विश्रुतः।

গদ্যকাব্য।

কাদম্বরী।

সংস্কৃত ভাষায় গদ্য সাহিত্য গ্রন্থ অধিক নাই। যে
ক খানি গদ্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কাদ-
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কাদম্বরী গদ্যে রচিত বটে, কিন্তু অতি
ান কাব্য মধ্যে পরিগণিত। এই গ্রন্থ বাণভট্টপ্রণীত।
ভট্ট মহাকবি ও সংস্কৃত রচনায় মহাপণ্ডিত ছিলেন।
্যশাস্ত্রে যে সকল বিষয়ের বর্ণন করিতে হয়, বাণভট্ট
গ্রন্থে তাহার কিছুই পরিত্যাগ করিয়া যান নাই।
যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই অসাধারণ। তাঁহার
া সকল কারুণ্য, মাধুর্য্য ও অর্থের গাম্ভীর্য্যে
পূর্ণ। রচনা মধুর, কোমল, ললিত ও প্রগাঢ়। রচনার
াষ প্রশংসা এই, বাণভট্ট যে সকল শব্দ বিন্যাস
য়াছেন, তাহার একটিও পরিবর্ত্তসহ নহে।

এই গ্রন্থে চন্দ্রাপীড়নামক রাজকুমার ও গন্ধর্ব্বরাজ
রথের কন্যা কাদম্বরীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই
কাব্যের যে স্থলে, মহাশ্বেতানাম্নী এক তপস্বিনী,
পীড়ের নিকট, পরিদেবিতপরিপূর্ণ আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন
তছেন, ঐ অংশ এমন মনোহর যে বোধ হয় কোনও
ার কোনও কবি তদপেক্ষায় অধিক মনোহর রচনা বা

বর্ণনা করিতে পারেন নাই। মহাশ্বেতার উপাখ্যান এ
অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগ।

কাদম্বরী, এইরূপ অশেষগুণসম্পন্ন হইয়াও, দোষস্প
শূন্য নহে। বাণভট্ট মধ্যে মধ্যে শব্দশ্লেষ ও বিরোধাভা
ঘটিত রচনা করিয়াছেন। ঐ সকল স্থলে গ্রন্থকর্ত্তা
অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং ভারতবর্ষী
পণ্ডিতেরাও ঐরূপ রচনাকে চিত্তরঞ্জন জ্ঞান করিয়া থাকে
যথার্থ বটে; কিন্তু ঐ সকল স্থল যে দুরূহ ও নীর
ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। এতদ্ব্যতিরি
মধ্যে মধ্যে দীর্ঘসমাসঘটিত অতি দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্য আছে
এই দ্বিবিধ দোষস্পর্শ না থাকিলে কাদম্বরীর ন্যায় কা
গ্রন্থ অতি অল্প পাওয়া যাইত।

দুর্ভাগ্য ক্রমে, বাণভট্ট আপন গ্রন্থ সমাপন করি
যাইতে পারেন নাই। তিনি যে পর্য্যন্ত লিখিয়া গি
ছিলেন, তাহা কাদম্বরীর পূর্ব্বভাগ নামে প্রসিদ্ধ। তাঁ
পুত্র উপাখ্যানের উত্তরভাগ সঙ্কলন করিয়াছেন। কি
পুত্র পৈতৃক অলৌকিক কবিত্বশক্তি বা অসাধারণ রচ
শক্তির উত্তরাধিকারী হয়েন নাই। উত্তর ভাগ কোন
ক্রমে পূর্ব্ব ভাগের যোগ্য নহে।

দশকুমারচরিত।

দশকুমারচরিত এক অত্যুত্তম গদ্য গ্রন্থ। কিন্তু
্যাংশে তাদৃশ উৎকৃষ্ট নয়। রচনা অতি উত্তম বটে,
কাদম্বরীর রচনার ন্যায় চমৎকারিণী ও চিত্তহারিণী
। এই গ্রন্থে নানা বিষয়ের বর্ণনা আছে; কিন্তু বর্ণনা
া যেরূপ কৌতুকবাহিনী, সেরূপ রসশালিনী নহে।
করিলে প্রীত ও চমৎকৃত হওয়া যায়, দশকুমারচরিত
প গ্রন্থ নয়। গ্রন্থকর্ত্তার নাম দণ্ডী।

দশকুমারচরিতশব্দে দশ কুমারের বৃত্তান্তবর্ণনাত্মক
বুঝায়। কিন্তু যে দশকুমারচরিত দণ্ডিপ্রণীত বলিয়া
লিত, তাহাতে আট কুমারের চরিত্র মাত্র বর্ণিত আছে।
াং, এই গ্রন্থ অসম্পূর্ণবৎ বোধ হইতেছে। যেরূপে
র আরম্ভ হইতেছে, তাহা কোনও ক্রমে সংলগ্ন
হয় না। আমরা যে সকল ব্যক্তি ও বৃত্তান্তের বিষয়
বিসর্গও অবগত নহি, এককালে সেই সকল বিষয়ের
ম্ভ হইতেছে। সমাপ্তিও আরম্ভের ন্যায় অসংলগ্ন।
কুমারের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ রূপে বর্ণিত হইল, এরূপ
তি হয় না। এইরূপে দশকুমারচরিতের উপক্রম ও
ংহার উভয়ত্রই ন্যূনতা প্রতিভাসমান হইতেছে।

উপক্রমের ন্যূনতাপরিহারের নিমিত্ত, পূর্ব্বপীঠিকা
এক উপক্রমণিকা রচিত হইয়াছে। এই উপক্রম-

ণিকাতে, দশ সংখ্যা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, আর দুই
কুমারের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইয়াছে। এই অংশও দণ্ডী
নিজের রচিত বলিয়া প্রচলিত। কিন্তু উপক্রমণিকার ও
দশকুমারচরিতের রচনা পরস্পর এরূপ বিসংবাদিনী যে
উভয় এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া কোনং
ক্রমে প্রতীতি হয় না।

দশকুমারচরিতের যেরূপ এক উপক্রমণিকা আছে
সেইরূপ এক পরিশিষ্টও আছে। ইহার নাম শেষ অর্থা
কথার অবশিষ্ট অংশ। এই অবশিষ্ট অংশ চক্রপাণি
দীক্ষিতনামক এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের রচিত। আমরা
পর্য্যন্ত এই পুস্তক দেখিতে পাই নাই। সুবিখ্যা
সংস্কৃতবেত্তা শ্রীযুত হোরেস্ হেমেন্ উইলসন্ ঐ পুস্ত
দেখিয়াছেন। তিনি কহেন যে চক্রপাণি নিজ রচ
উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত, যথেষ্ট শ্রম করিয়াছিলেন, কি
তাঁহার রচনা দণ্ডীর রচনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বিশেষ
উপাখ্যানভাগ এমন অসার ও অকিঞ্চিৎকর যে
করিলে পরিশ্রম পোষায় না।

অনেকে অনুমান করেন, দণ্ডী গ্রন্থকর্ত্তার নাম নহে
ইহা তাঁহার উপাধি মাত্র। যাহারা, সংসারাশ্রম পরিত্য
করিয়া, সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে দণ্ডী কহে
এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। আর,
গ্রন্থকর্ত্তার বিষয়ে যে এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তদ

ও উক্ত অনুমানের বিলক্ষণ পোষকতা হইতেছে। দণ্ডী-
:গর নিয়মিত বাসস্থান নাই, তাঁহারা সর্ব্বদা পর্য্যটন
রন; কেবল বর্ষা চারি মাস, পর্য্যটনে অশেষ ক্লেশ
িয়া, কোনও গৃহস্থের আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন।
মাদের দণ্ডীও গৃহস্থের ভবনে বর্ষা চারি মাস বাস
রিতেন, এবং সেই অবকাশে এক এক খানি গ্রন্থ রচনা
রিতেন। যে বার যে গৃহস্থের আশ্রয়ে থাকিতেন, বর্ষান্তে
স্থানকালে, স্বরচিত পুস্তক খানি তাহার হস্তে সমর্পণ
রিয়া যাইতেন। দশকুমারচরিত দণ্ডীর এক বর্ষা চারি
সের রচনা। আর, কাব্যাদর্শ নামে দণ্ডীর যে অলঙ্কার
্থ আছে, তাহাও আর এক বর্ষা চারি মাসের পরিশ্রম।
ি এই কিংবদন্তী অমূলক না হয়, তাহা হইলে, দশ-
ারচরিতের উপক্রমে ও উপসংহারে যে ন্যূনতা আছে,
হারও এক প্রকার কারণ উপলব্ধ হইতেছে। যেহেতু,
ংবদন্তী ইহাও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, দণ্ডী যে বর্ষাতে
কুমারচরিত রচনা করেন, সেই বর্ষাতেই তাঁহার প্রাণ-
াগ হয়। এই নিমিত্ত, তিনি দশকুমারচরিতের কথা
াপ্ত ও পূর্ব্বাপরসংলগ্ন করিয়া যাইতে পারেন
ই।

বাসবদত্তা।

বাসবদত্তা সুবন্ধুনামক কবির রচিত। সুবন্ধু স্বগ্রন্থে
সমাপিকাতে, বররুচির ভাগিনেয় বলিয়া, আত্মপরি
প্রদান করিয়াছেন (১১)। বররুচি বিক্রমাদিত্যের ন
রত্নের অন্তর্বর্ত্তী ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর প
সুবন্ধু বাসবদত্তা রচনা করেন; এবং গুণগ্রাহী বিক্রমাদি
বিদ্যমান নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন (১২)।

বাণভট্টের কাদম্বরী ও সুবন্ধুর বাসবদত্তা এ উ
গ্রন্থ এক প্রণালীতে রচিত। বোধ হয়, এরূপ রচনাপ্রণা
সুবন্ধুই প্রথম উদ্ভাবিত করেন। বাণভট্ট যে বিক্রমা
ত্যের সময়ের অনেক পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তা
কোনও সংশয় নাই। এই গ্রন্থে কন্দর্পকেতুনামক এ
রাজকুমার ও বাসবদত্তানাম্নী এক রাজকুমারীর বৃত্তা
বর্ণিত হইয়াছে।

সুবন্ধু বাসবদত্তারচনাতে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদ
করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার তাদৃশ অসাধারণ কবিত্বশ
ছিল না। কি রচনা, কি বর্ণনা, কি কথাযোজনা, সুব

---

(११) इति श्रीवररुचिभागिनेयसुबन्धुविरचिता वासवद
ख्यायिका समाप्ता।

(१२) सारसवत्ता विहता नवका विलसन्ति चरति नो क
सरसीव कीर्त्तिशेषं गतवति भुवि विक्रमादित्ये॥

দত্তা সর্ব্বাংশেই মধ্যবিধ। পাঠ করিলে, এই গ্রন্থ
ন কবির রচিত বলিয়া প্রতীতি হয় না। কিন্তু গ্রন্থের
ন্তে যে কয়েকটি শ্লোক আছে, এবং গ্রন্থের মধ্যে কবি
ই শ্লোকে কুপিত সিংহের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা
ন্ত মনোহর।

চম্পূকাব্য।

আমরা যে কয়েক খানি চম্পূকাব্য দেখিয়াছি, তন্মধ্যে
ষ প্রশংসার যোগ্য এক খানিও নাই। কালিদাস ও
ট, ভারবি ও ভবভূতি, মাঘ ও শ্রীহর্ষদেব প্রভৃতি
া কবিরা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। আর,
কোনও প্রধান কবি চম্পূকাব্য রচনা করিয়া থাকেন,
াহা অদ্যাপি বিদ্যমান নাই, নয় এপর্য্যন্ত উদ্ধা-
হয় নাই।

আমরা যে সাত খানি চম্পূকাব্য দেখিয়াছি, তন্মধ্যে
জবিরচিত অনিরুদ্ধচরিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দেবরাজের
শক্তি ও কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না। যে
দেবকে বিদ্যোৎসাহিতা ও গুণগ্রাহিতা বিষয়ে দ্বিতীয়
াদিত্য বলিয়া গণনা করিতে হয়, তাঁহার রচিত
ামায়ণ ও চিরঞ্জীববিরচিত বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী নিতান্ত
ষ্ট চম্পূ নহে। এতদ্ব্যতিরিক্ত, অনন্তভট্টপ্রণীত
ারত, ভানুদত্তবিরচিত কুমারভার্গবীয়, রামনাথকৃত

চন্দ্রশেখরচেতোবিলাসচম্পূ, এবং রূপগোস্বামিলি।খ
আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, এই কয়েক চম্পূকে কাব্য না
নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, এমন কোনও বিশেষ গু
দেখিতে পাওয়া যায় না।

দৃশ্য কাব্য।

মহাকাব্য প্রভৃতির কেবল শ্রবণ হয়, এই নিমি
উহাদিগকে শ্রব্য কাব্য বলে। নাটকের, শ্রব্য কাব্যে
ন্যায়, শ্রবণ হয়; অধিকন্তু, রঙ্গভূমিতে নট দ্বারা অভিন
কালে, দর্শনও হইয়া থাকে। এবং ইহাই নাটকে
প্রধান উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত নাটকের নাম দৃশ্য কা
দৃশ্য কাব্য দ্বিবিধ; রূপক ও উপরূপক। রূপক নাট
প্রকরণ প্রভৃতি দশবিধ। উপরূপক নাটিকা, ত্রো
প্রভৃতি অষ্টাদশবিধ। আলঙ্কারিকেরা দৃশ্য কাব্যের এ
যে অষ্টাবিংশতি বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা
বিশেষভেদগ্রাহক তাদৃশ কোনও লক্ষণ নাই। সর্ব্বপ্রা
ভেদ নাটকের যে সমস্ত লক্ষণ নিরূপিত আছে, দৃ
কাব্যের অন্যান্য ভেদও সেই সমুদয় লক্ষণে আক্রা
আলঙ্কারিকেরা অন্যান্য ভেদের, অঙ্কসঙ্খ্যার ন্যূনাধি
প্রভৃতি যে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছে
তাহা এত সামান্য যে সে অনুরোধে, দৃশ্য কাব্যের অ

গতি বিভাগ কল্পনা না করিয়া, যাবতীয় দৃশ্য কাব্যকে
ল নাটক নামে নির্দ্দেশ করিলেই ন্যায়ানুগত হইত।
প্রত্যেক নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধার, অর্থাৎ প্রধান
স্বীয় সহচরী অথবা অন্য দুই এক সহচরের সহিত
মিতে প্রবিষ্ট হইয়া, কবির ও নাটকের নাম নির্দ্দেশ
এবং প্রসঙ্গ ক্রমে নাটকীয় ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া
এই অংশকে প্রস্তাবনা কহে। যে স্থলে ইতি-
। স্থূল স্থূল অংশের একপ্রকার শেষ হয়, সেই সেই
পরিচ্ছেদ কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ পরিচ্ছেদের
অঙ্ক। নাটকে এক অবধি দশ পর্য্যন্ত অঙ্কসংখ্যা
তে পাওয়া যায়। নাটক আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত,
মধ্যে মধ্যে শ্লোক থাকে। আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত
ভাষায় রচিত নহে, ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্য ভাষা-
বে সঙ্কলিত হইয়া থাকে। রাজা, মন্ত্রী, ঋষি, পণ্ডিত,
প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা সংস্কৃতভাষী; স্ত্রী, বালক,
প্রধান পুরুষদিগের ভাষা প্রাকৃত। প্রাকৃত সংস্কৃতের
ংশ। আলঙ্কারিকেরা এই অপভ্রংশের, কিঞ্চিৎ
বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন, সপ্তদশ ভেদ কল্পনা করিয়া-
স্ত্রীলোকের মধ্যে পণ্ডিতা তপস্বিনীরা সংস্কৃত-
ী। অশুভ ঘটনা দ্বারা সংস্কৃত নাটকের উপসংহার
নাই। সংস্কৃত ভাষায় আদিরস, বীররস ও
স প্রধান নাটক অনেক।

মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, ও কোষকাব্যের ন্যায়, সং
ভাষায় নাটকও অনেক আছে। কালিদাস প্রভৃ
প্রধান কবিগণ এই ভাষায় নাটক রচনা করিয়া গিয়াছে
এক সময়ে এই ভারতবর্ষে রঙ্গভূমিতে সংস্কৃত নাট
অভিনয় হইত।

ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা ভরতমুনিকে সংস্কৃত না
শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহ
ইহাও কহেন, এই ভরতমুনি অপ্সরাদিগের নাট্যব্যাপা
উপদেষ্টা। অপ্সরারা, ইহার নিকট উপদিষ্ট হই
দেবরাজ ইন্দ্রের সভায়, নাটকের অভিনয় করিয়া থাকে
এরূপ নাট্যাচার্য্য যে কোনও কালে বিদ্যমান ছিলেন
এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু, সংস্কৃত আল
রিকেরা, স্ব স্ব গ্রন্থে, মধ্যে মধ্যে, ভরতসূত্র বলিয়া প্র
উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান
তেছে, নাটকরচনা বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় এক ও
প্রাচীন গ্রন্থ ছিল; ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা, অবিসংবা
প্রামাণ্য সংস্থাপনের নিমিত্ত, ঐ গ্রন্থ ঋষিপ্রণীত ব
নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কেবল এই বিষয়েই নহে, অন্যান্য বিদ্যা বিষয়ে
প্রথা লক্ষিত হইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ব
পাণিনি মুনির প্রণীত বলিয়া প্রচলিত। ঐ ব্যা
বার্ত্তিক কাত্যায়ন মুনির রচিত, ভাষ্য পতঞ্জলি

ীত, বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে সর্পরাজ অনন্তদেব, পুরাণের অনুসারে, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী ফণমণ্ডলের উপর । করিয়া আছেন, পতঞ্জলি তাঁহার অবতার। সর্পের তার মুনির রচিত বলিয়া, ঐ ভাষ্য ফণিভাষ্য নামে সিদ্ধ। যাবতীয় পুরাণ মহর্ষি ব্যাসের রচিত বলিয়া লিত। ধর্ম্মশাস্ত্র সকল মনু, অত্রি, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য ্তি এক এক মুনির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সাঙ্খ্য পাতঞ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিক, বেদান্ত ও মীমাংসা ছয় দর্শন, যথাক্রমে, কপিল ও পতঞ্জলি, গোতম ও দ, ব্যাস ও জৈমিনি, এই ছয় মুনির নামে প্রচলিত। সকল যে ইদানীন্তন কালের রচিত গ্রন্থ, তাহার নও সংশয় নাই—এত ইদানীন্তন, যে কোনও নও তন্ত্রে ইঙ্গরেজদিগের ও লণ্ডন নগরের নির্দ্দেশ াতে পাওয়া যায় (১৩)। এই সকল তন্ত্র শিবপ্রোক্ত ়া প্রচলিত। বেদ সকল সৃষ্টিকর্ত্তার নিজের রচিত ়া প্রসিদ্ধ। এই রূপে, নব্য কাব্য ও সংগ্রহ গ্রন্থ , প্রায় সমুদয় সংস্কৃত শাস্ত্রই এক এক মুনির, অথবা তার, প্রণীত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

---

(१३) पूर्व्वाम्नाये नवशतं षडशीतिः प्रकीर्त्तिताः।
फिरङ्गभाषया तन्त्रास्तेषां संसाधनाद्भुवि।
अधिपा मण्डलानाञ्च संग्रामेष्वपराजिताः।
इंरेजा नव षट् पञ्च लण्ड्रजाश्चापि भाविनः॥

মেরুতন্ত্র। ২৩ প্রকাশ।

অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র।

সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, শকুন্তলা সে সকল অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। এই অপূর্ব্ব নাটকের, আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত, সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যদি শত বার পাঠ কর, শত বারই অপূর্ব্ব বোধ হইবেক। এই নাটক সাত অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সাক্ষাৎকার, তৃতীয় অঙ্কে উভয়ের মিলন, চতুর্থে শকুন্তলার প্রস্থান, পঞ্চমে শকুন্তলার দুষ্মন্ত-সমীপগমন ও প্রত্যাখ্যান, ষষ্ঠে রাজার বিরহ, সপ্তমে শকুন্তলার সহিত পুনর্ম্মিলন; এই সকল স্থলে কালিদাস স্বীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তির পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তি অভিজ্ঞানশকুন্তল পাঠ করিলে, অবশ্যই তাঁহার অন্তঃকরণে এই প্রতীতি জন্মিবেক যে মনুষ্যের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না। বস্তুতঃ, কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল অলৌকিক পদার্থ।

ভারতবর্ষীয়েরাই যে, স্বদেশীয় কাব্য বলিয়া, শকুন্তলার এত প্রশংসা করেন, এমন নহে; দেশান্তরীয় পণ্ডিতেরাও শকুন্তলার এইরূপ, অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক, প্রশংসা

করিয়াছেন। নানাবিদ্যাবিশারদ, অশেষদেশভাষাজ্ঞ, সুবিখ্যাত সর্ উইলিয়ম্ জোন্স, শকুন্তলা পাঠ করিয়া, এমন প্রীত হইয়াছিলেন যে কালিদাসকে স্বদেশীয় অদ্বিতীয় কবি শেক্সপীরের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং জর্ম্মনিদেশীয় অতি প্রধান পণ্ডিত ও অতি প্রধান কবি, গেটি, শকুন্তলার সর্ উইলিয়ম্ জোন্সকৃত ইঙ্গরেজী অনুবাদের ফর্ষ্টরকৃত জর্ম্মন অনুবাদ পাঠ করিয়া, লিখিয়াছেন, "যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষক ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞানশকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি; এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল"। যদি বিদেশীয় লোক, অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করিয়া, এত প্রীত ও এত চমৎকৃত হইতে পারেন, তবে স্বদেশীয়েরা যে, সেই বিষয় মূল পুস্তকে পাঠ করিয়া, কত প্রীত ও কত চমৎকৃত হইবেন, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

বিক্রমোর্ব্বশী পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। এই নাটকে পুরূরবাঃ ও উর্ব্বশীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। বিক্রমোর্ব্বশীর আদ্যোপান্ত শকুন্তলার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। কিন্তু, চতুর্থ অঙ্কে, উর্ব্বশীর বিরহে একান্ত অধীর ও বিচেতন হইয়া,

পুরূরবাঃ, তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত, বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, এই বিষয়ের যে বর্ণন আছে, তাহা অত্যন্ত মনোহর—এমন মনোহর, যে কোনও দেশীয় কোনও কবি উহা অপেক্ষা অধিক মনোহর বর্ণনা করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবেক না।

কালিদাসের তৃতীয় নাটক মালবিকাগ্নিমিত্র। মালবিকাগ্নিমিত্র উত্তম নাটক বটে, কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তল ও বিক্রমোর্ব্বশী অপেক্ষা অনেক ন্যূন। এই নাটক পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে মালবিকা ও অগ্নিমিত্র রাজার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। বোধ হয়, কালিদাস সর্ব্বপ্রথম এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

বীরচরিত, উত্তরচরিত, মালতীমাধব।

এই তিন নাটক ভবভূতির প্রণীত। ভবভূতি এক জন অতিপ্রধান কবি ছিলেন। কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষদেব ও বাণভট্টের পর তদীয় নাম নির্দ্দেশ, বোধ হয়, অসঙ্গত নহে। ভবভূতির রচনা হৃদয়গ্রাহিণী ও অতিচমৎকারিণী। সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, ভবভূতিপ্রণীত নাটকত্রয়ের রচনা সে সকল অপেক্ষা সমধিক

ঃগাঢ়। ইনি, অন্য অন্য কবির ন্যায়, মধুর ও কোমল
চনাতে প্রবীণ ছিলেন; অধিকন্তু, ইঁহার নাটকে
ধ্য মধ্যে অর্থের যেরূপ গাম্ভীর্য্য দেখিতে পাওয়া
য়, অন্য অন্য কবির নাটকে প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া
য় না। ভবভূতির বিশেষ প্রশংসা এই যে, অন্য অন্য
বিরা, অনাবশ্যক ও অনুচিত স্থলেও, আদিরস অব-
র্ণ করিয়াছেন; কিন্তু ইনি সে বিষয়ে অত্যন্ত
বধান; অনাবশ্যক স্থলে, কোনও ক্রমে, স্বীয় রচনাকে
াদিরসে দূষিত করেন নাই, আবশ্যক স্থলেও অত্যন্ত সাব-
ন হইয়াছেন। ইঁহার যেমন বিশেষ গুণ আছে,
মনই কয়েকটি বিশেষ দোষও আছে। রচনার দোষে
ানে স্থানে অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট; এবং মধ্যে মধ্যে
স্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতে এমন দীর্ঘসমাসঘটিত
না আছে যে তাহাতে অর্থবোধ ও রসাস্বাদ বিষয়ে
লক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠে। নাটকের কথোপকথন
লে সেরূপ দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা অত্যন্ত দূষ্য।

বীরচরিতে রামের বিবাহ অবধি রাবণবধের পর অযোধ্যা
ত্যাগমন ও রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।
া বীররসাশ্রিত নাটক। বীরচরিতে ভবভূতির কবিত্ব-
ক্ত বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু যে সমস্ত গুণ
কিলে নাটক প্রশংসনীয় হয়, সে সমুদয় তাদৃশ অধিক
ই। তথাপি, রামচরিতের এই অংশ লইয়া অন্য অন্য

কবি যে সকল নাটক রচনা করিয়াছেন, বীরচরিত
সকল অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উত্তম, তাহার সন্দেহ নাই।

উত্তরচরিতে বীরচরিতবর্ণিতাবশিষ্ট রামচরিত বর্ণি
হইয়াছে। উত্তরচরিত ভবভূতির সর্ব্বপ্রধান নাটক
এই নাটক করুণারসাশ্রিত। বর্ণনা সকল কারুণ্য, মাধু
ও অর্থের গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুর, ললিত
প্রগাঢ়। ফলতঃ, শকুন্তলা আদিরস বিষয়ে যেমন সর্ব্বো
কৃষ্ট নাটক, উত্তরচরিত করুণরস বিষয়ে সেইরূপ।
নাটক পাঠ করিলে, মোহিত হইতে ও অশ্রুপাত করি
হয়।

মালতীমাধব আদিরসাশ্রিত নাটক। ভবভূতি
নাটকে আপন রচনাশক্তি ও কবিত্বশক্তির একে
প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং প্রস্তাবনাতে গর্ব্বিত বা
কহিয়াছেন, "যাহারা আমার এই নাটকে অব
প্রদর্শন করে, তাহারাই তাহার কারণ জানে, তা
দের নিমিত্ত আমার এ যত্ন নয়; আমার কাব্যের ভা
গ্রহণসমর্থ কোনও ব্যক্তি এই অসীম ভূমণ্ডলের কো
স্থানে থাকিতে পারেন, অথবা কোনও কালে উৎ
হইতে পারেন" (১৪)। কিন্তু ভবভূতি, অসাধারণ উৎ

(১৪) ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां
जानन्ति ते किमपि तान् प्रति नैष यत्नः।
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्म्मा
कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी॥

ম্পাদনের নিমিত্ত যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং
ভাবনাতে যেরূপ অসদৃশ অহঙ্কার প্রদর্শন করিয়াছেন,
লতীমাধব তত উত্তম নাটক হয় নাই। ইহাতে রচনার
তুর্য্য ও মাধুর্য্য আছে এবং অর্থেরও অসাধারণ গাম্ভীর্য্য
াছে, যথার্থ বটে; কিন্তু কালিদাস দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার,
ং শ্রীহর্ষদেব বৎসরাজ ও রত্নাবলীর, উপাখ্যান যাদৃশ
নাহর রূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন, মালতী ও মাধবের বৃত্তান্ত
ভূতি সেরূপ মনোহর করিতে পারেন নাই। বিশে-
ঃ; অর্থবোধের কষ্ট ও অতিদীর্ঘ সমাস প্রভৃতি
ভূতির যে সমস্ত দোষ আছে, সে সমুদয় মালতী-
বেই ভূরি পরিমাণে উপলব্ধ হয়। আমরা, মালতীমাধব
ঠ করিয়া, ভবভূতির কবিত্বশক্তি ও রচনাশক্তির
শংসা করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু মালতীমাধবকে
ৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে কোনও ক্রমে
ত নহি। ভবভূতি যত অহঙ্কার করুন না কেন,
ার মালতীমাধব কালিদাসের শকুন্তলা, শ্রীহর্ষদেবের
বলী এবং তাঁহার নিজের উত্তরচরিত অপেক্ষা অনেক
শে ন্যূন। ভবভূতি স্বপ্রণীত নাটকত্রয়ের মধ্যে, বোধ
মালতীমাধবকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থির করিয়াছিলেন।
পাঠকবর্গের বিবেচনা যেরূপ পক্ষপাতশূন্য হয়,
কর্ত্তাদের নিজের বিবেচনা সর্ব্বদা সেরূপ হইয়া উঠে

না। বোধ হয়, সহৃদয় পাঠক মাত্রেই উত্তরচরিতকে ভূতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক জ্ঞান করিয়া থাকেন।

রত্নাবলী ও নাগানন্দ।

রত্নাবলী এক অত্যুৎকৃষ্ট নাটক—এমন উৎকৃষ্ট অনেকে রত্নাবলীকে যাবতীয় নাটক অপেক্ষা সমা মনোহর জ্ঞান করিয়া থাকেন। সে যাহা হউ উৎকর্ষ অনুসারে পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করিতে হইা শকুন্তলার পরে রত্নাবলীর নাম নির্দ্দেশ হওয়া উচি রত্নাবলী চারি অঙ্কে বিভক্ত। এই নাটকে বৎসরাজ সাগরিকার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। রাজদর্শনান সাগরিকার বিরহ, সাগরিকার সহিত অকস্মাৎ রাজ সাক্ষাৎকার, ও রাজমহিষী বাসবদত্তার বেশে সাগরি রাজসমাগম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে এই সকল বি বর্ণন কালে, কবি যেরূপ কৌশল ও যেরূপ কবি প্রদর্শন করিয়াছেন, শকুন্তলা ভিন্ন আর কো নাটকেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। না নন্দও উত্তম নাটক বটে, কিন্তু রত্নাবলী অপেক্ষা অ ন্যূন।

রত্নাবলী ও নাগানন্দ শ্রীহর্ষদেবপ্রণীত। শ্রীহর্

শ্মীরের রাজা ছিলেন। কহ্লণরাজতরঙ্গিণীর সপ্তম তরঙ্গে
হর্ষদেবের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। রাজতরঙ্গিণীতে রত্না-
লী ও নাগানন্দের উল্লেখ নাই, কিন্তু এরূপ লিখিত
াছে, শ্রীহর্ষদেব অশেষদেশভাষাজ্ঞ, সর্ব্ব ভাষায় সৎকবি
। সমস্ত বিদ্যার আধার ছিলেন (১৫)। রত্নাবলী ও নাগা-
ন্দের প্রস্তাবনাতে রাজশ্রীহর্ষদেবপ্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ
াছে, এবং রাজতরঙ্গিণীতেও রাজা শ্রীহর্ষদেব সৎকবি
লিয়া লিখিত আছে; সুতরাং, রাজতরঙ্গিণীর শ্রীহর্ষ-
দব যে রত্নাবলী ও নাগানন্দের রচয়িতা, এরূপ নির্দ্দেশ
নতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। বিশেষতঃ, আর
কানও গ্রন্থে আর কোনও রাজা শ্রীহর্ষদেবের উল্লেখ
দখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীহর্ষদেব, কিঞ্চিৎ অধিক
মাট শত বৎসর পূর্ব্বে, কশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ
করিয়াছিলেন।

এরূপ প্রবাদ আছে, ধাবক নামে এক কবি রত্নাবলী
ও নাগানন্দ রচনা করেন; শ্রীহর্ষদেব, অর্থ প্রদান দ্বারা
াবককে সম্মত ও সন্তুষ্ট করিয়া, ঐ দুই নাটক আপন নামে
প্রচলিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রধান আলঙ্কারিক মম্মট-
ভট্টের লিখন দ্বারাও এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে (১৬)।

---

(१५) सोऽशेषदेशभाषाज्ञः सर्व्वभाषासु सत्कविः।
कृत्स्नविद्यानिधिः प्राप ख्यातिं देशान्तरेष्वपि ॥ ७।६११॥

(१६) श्रीहर्षादेर्धावकादीनामिव धनम्॥ কাব্যপ্রকাশ।

কিন্তু ধাবক ও শ্রীহর্ষদেবে সহস্র বৎসরেরও অধিক অন্তর। উভয়ে এক সময়ের লোক নহেন। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনাতে, প্রাচীন নাটকলেখক বলিয়া, ধাবকের নামোল্লেখ আছে (১৭)। তদনুসারে ধাবক বিক্রমাদিত্যের সময়েরও পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং, ঐ লোকপ্রবাদ ও তন্মূলক মম্মটের সিদ্ধান্ত অমূলক বোধ হইতেছে। আর, যখন শ্রীহর্ষদেবের সৎকবিত্ব ও অশেষবিদ্যাশালিত্ব প্রামাণিক পুরাবৃত্ত গ্রন্থ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন, অমূলক লোকপ্রবাদ ও তন্মূলক মম্মটের লিখন রক্ষার নিমিত্ত, ধাবকান্তর কল্পনা করিয়া, শ্রীহর্ষদেবের কবিকীর্ত্তি লোপ করা কোনও ক্রমে ন্যায়ানুগত বোধ হইতেছে না।

মৃচ্ছকটিক।

মৃচ্ছকটিকের রচনা ও বর্ণনা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। বোধ হয়, সংস্কৃত ভাষায় এক্ষণে যত নাটক আছে, মৃচ্ছকটিক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। গ্রন্থকর্ত্তার নাম শূদ্রক। শূদ্রক, বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে, ভূমণ্ডলে

---

(१७) प्रथितयशसां धावकसौमिल्लकविपुत्त्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य वर्त्तमानकवेः कालिदासस्य कृतौ किं कृतो बहुमानः।

দুর্ভূত হইয়াছিলেন (১৮)। মৃচ্ছকটিকলেখক সৎকবি
সংস্কৃত রচনায় অতিপ্রবীণ ছিলেন। এই নাটকের
নে স্থানে অতি উৎকৃষ্ট বর্ণনা আছে। শ্লোক সকল
তসুন্দর; আদ্যোপান্তের রচনা অতি প্রাঞ্জল। সমু-
পর্য্যালোচনা করিলে, মৃচ্ছকটিক অতি উত্তম কাব্য
; কিন্তু সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় নাটক বলিয়া গণনীয়
তে পারে না। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক,
কটিক নাটকাংশে শকুন্তলা, রত্নাবলী ও উত্তরচরিত
পক্ষা অনেক ন্যূন।

প্রস্তাবনাতে মৃচ্ছকটিক শূদ্রকপ্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ
ছে। কিন্তু, প্রস্তাবনার সমুদয় অংশ বিবেচনা করিলে,
ক রাজার গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব বিষয়ে নানা সংশয় উপস্থিত
। প্রস্তাবনাতে লিখিত আছে, "গজেন্দ্রগমন, চকোর-
ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, সুঘটিতকলেবর, অগাধবুদ্ধিশালী

---

(১৮) ত্রিষু বর্ষসহস্রেষু কলের্যাতেষু পার্থিব।
ত্রিশতে চ দশন্যূনে হ্যস্যাং ভুবি ভবিষ্যতি॥
শূদ্রকো নাম বীরাণামধিপঃ সিদ্ধসত্তমঃ।
নৃপান্ সর্ব্বান্ পাপরূপান্ বর্দ্ধিতান্ যো হনিষ্যতি॥
চর্ব্বিতায়াং সমারাধ্য লপ্স্যতে ভূভরাপহঃ।
ততস্ত্রিষু সহস্রেষু দশাধিকশতত্রয়ে॥
ভবিষ্যং নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি।
শুক্লতীর্থে সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তিং যোঽভিলপ্স্যতে॥
ততস্ত্রিষু সহস্রেষু সহস্রাভ্যধিকেষু চ।
ভবিষ্যো বিক্রমাদিত্যো রাজ্যং সোঽত্র প্রলপ্স্যতে॥
কুমারিকাখণ্ড যুগব্যবস্থাধ্যায়।

শূদ্রক নামে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন” (১৯)। “শূদ্রক স্ব
পুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া, মহাসমারো
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, এবং এক শত বৎসর দশ দি
আয়ুঃ লাভ করিয়া, অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছেন”(২০)। শূ
রাজা, কবি ও অগাধবুদ্ধিশালী হইয়া, গজেন্দ্রগ
চকোরনয়ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, সুঘটিতকলেবর ইত্যাদি বিশে
দ্বারা আপন গ্রন্থে আপনার বর্ণন করিবেন, সম্ভব বে
হয় না। বিশেষতঃ, এক শত বৎসর দশ দিবস অ
লাভ করিয়া, অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা স্বীয় প্রাণত্যাগের বি
স্বগ্রন্থে নির্দ্দেশ করা কোনও ক্রমে সংলগ্ন হইতে পা
না। ইহাতে, অনায়াসে এরূপ অনুমান করা যাই
পারে, মৃচ্ছকটিক শূদ্রক রাজার প্রণীত নহে, অথবা, প্রস্ত
নাংশ শূদ্রকের মৃত্যুর পর অন্য দ্বারা রচিত ও মৃচ্ছকটি
যোজিত হইয়াছে। কিন্তু, প্রস্তাবনা ও নাটকের রনচ
এরূপ সৌসাদৃশ্য যে এই দুই বিষয় বিভিন্ন লেখনীর
হইতে বিনির্গত, এরূপ প্রতীতি হওয়া দুর্ঘট। বিশেষ
প্রস্তাবনা গ্রন্থকর্ত্তা ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা লিখিত
এরূপ ব্যবহার অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। সংস্কৃত নাটবে

---

(১৯) एतत्कविः किल
द्विरदेन्द्रगतिश्चकोरनेत्रः परिपूर्णेन्दुमुखः सुविग्रहश्च।
द्विजमुख्यतमः कविर्बभूव प्रथितः शूद्रक इत्यगाधसत्त्वः।

(২০) राजानं वीक्ष्य पुत्रं परमसमुदयेनाश्वमेधेन चेष्ट्वा।
लब्ध्वा चायुः शताब्दं दशदिनसहितं शूद्रकोऽग्निं प्रवि

প্রস্তাবনা নাটকের অবয়ব স্বরূপ, তাহা অন্য ব্যক্তি দ্বারা
কলিত হওয়া কোনও ক্রমে সম্ভব বোধ হয় না।

মুদ্রারাক্ষস।

মুদ্রারাক্ষস বিশাখদেবপ্রণীত। প্রস্তাবনায় নির্দ্দিষ্ট
আছে, বিশাখদেব রাজার পুত্র। বিশাখ সৎকবি ও সং-
স্কৃতরচনা বিষয়ে অতি প্রবীন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনা
াম্যক প্রাঞ্জল ও ললিত নহে। যাহা হউক, মুদ্রারাক্ষস এক
ত্যুত্তম নাটক। চাণক্য, নন্দবংশকে রাজ্যচ্যুত করিয়া,
ন্দ্রগুপ্তকে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।
কিন্তু রাজ্যভ্রষ্ট নন্দবংশের অমাত্য রাক্ষস অত্যন্ত প্রভু-
ারায়ণ ও নীতিবিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি চন্দ্র-
গুপ্তের প্রতিপক্ষ থাকিলে, তদীয় সিংহাসন বদ্ধমূল হয়
া; এই নিমিত্ত চাণক্য, স্বীয় অসাধারণ কৌশলে ও
ীতি প্রভাবে, রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের প্রধান অমাত্যের পদ
ীকার করান। এই বিষয় মুদ্রারাক্ষসে সুন্দর রূপে
র্ণিত হইয়াছে।

বেণীসংহার।

বেণীসংহার ভট্টনারায়ণপ্রণীত। এরূপ কিংবদন্তী আছে, রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে গৌড়দেশে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের মধ্যে এক জন। এই নাটক নাটকের প্রায় সমুদয় লক্ষণে অলঙ্কৃত। সাহিত্য দর্পণের ষষ্ঠপরিচ্ছেদে, নাটক সংক্রান্ত বিষয়ের উদাহরণ প্রদর্শনের নিমিত্ত, বেণীসংহার হইতে যত উদ্ধৃত হইয়াছে, অন্য কোনও নাটক হইতে তত নহে। কিন্তু ভট্ট নারায়ণের রচনা প্রাচীন কবিদের রচনার ন্যায় মনো হারিণী নহে। রচনার ন্যূনতা প্রযুক্তই বেণীসংহার নাটকের সমুদয় লক্ষণে আক্রান্ত হইয়াও, কাব্য অংশে শকুন্তলা, রত্নাবলী, উত্তরচরিত, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক ন্যূন। বেণীসংহার বীররসাশ্রিত নাটক। ইহাতে কুরুপাণ্ডবযুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে বীর ও করুণ রস সংক্রান্ত উত্তম উত্তম রচনা ও উত্তম উত্তম বর্ণনা আছে।

যে সকল নাটকের বিষয় উল্লিখিত হইল, সংস্কৃত ভাষায় তদ্ব্যতিরিক্ত অনেক নাটক আছে; বাহুল্যভয়ে এ স্থলে সে সকলের উল্লেখ করা গেল না। সমুদয়ে বিরাশি খানি নাটকের নাম পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে তেত্রিশ খানি

ত্র বিদ্যমান বলিয়া বিজ্ঞাত; অবশিষ্ট সকলের
পকে ও সাহিত্য দর্পণে উল্লেখ আছে, এবং
াহ। প্রদর্শনের নিমিত্ত, অনেকেরই কোনও কোনও
শ উদ্ধৃত হইয়াছে। কুন্দমালা, উদাত্তরাঘব,
রামায়ণ প্রভৃতি কতিপয় নাটকের উদ্ধৃত অংশ
নে বোধ হয়, ঐ সকল নাটক অত্যুৎকৃষ্ট।

উপাখ্যান।

গল্পচ্ছলে বালকদিগের নীতি শিক্ষার নিমিত্ত, মনুষ্য,
পক্ষীর কল্পিত বৃত্তান্ত ঘটিত যে সকল গ্রন্থ
হ, অথবা গ্রন্থকর্ত্তারা স্বেচ্ছা অনুসারে নানা লৌকিক
লৌকিক বৃত্তান্ত ঘটিত যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া-
ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা উহাদিগকেও কাব্য নামে
শ করিয়া থাকেন। কিন্তু, কি কথাযোজনা, কি রচনা,
বর্ণনা, কোনও অংশেই উহারা কাব্যনামের যোগ্য
। সংস্কৃত উপাখ্যানগ্রন্থ কেবল গদ্য, কেবল পদ্য, ও
পদ্য উভয়াত্মক আছে। কিন্তু তাহারা প্রকৃত রূপে
শ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত
স্থলে তাহাদের উল্লেখ করা যায় নাই। উপাখ্যানের
য কয়েক খানি বিশেষ প্রসিদ্ধ, এক্ষণে তাহাদের
সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ।

পঞ্চতন্ত্রের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়, উ
অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন বলিয়া উহার রচনা অত
সরল। এরূপ সরল সংস্কৃত গ্রন্থ আর দৃষ্টিগোচর
না। পঞ্চতন্ত্রের প্রাচীনত্ব ও তন্নিবন্ধন সরলত্ব ব্যতী
আর কিছুই বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। রচনার মাধু
নাই, কথাযোজনার চাতুর্য্য নাই; অধিকন্তু, মধ্যে ম
বহুতর অসার ও অসম্বদ্ধ কথা আছে। বোধ হয়, কো
বিশেষ গুণ নাই বলিয়াই, পঞ্চতন্ত্র একান্ত উপেক্ষি
হইয়া আছে; অন্য অন্য গ্রন্থের ন্যায়, সচরাচর স
প্রচলিত নহে। লিপিকরপ্রমাদ বশতঃ, পঞ্চতন্ত্রের স্থা
স্থানের পাঠ এমন অপভ্রংশিত হইয়া গিয়াছে যে অর্থ
ও তাৎপর্য্যগ্রহ হওয়া দুর্ঘট। পঞ্চতন্ত্রে, বিষ্ণুশর্ম্মা ব
রাজপুত্ত্রগণ শ্রোতা এই প্রণালীতে, মনুষ্য, পশু, প
উপাখ্যানচ্ছলে, নীতি উপদিষ্ট হইয়াছে। ইয়ুরো
সংস্কৃতবেত্তারা পঞ্চতন্ত্রকে পারস, আরব, ইয়ু
প্রভৃতি দেশীয় উপাখ্যানের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া

হিতোপদেশকর্ত্তা গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,
তন্ত্রের ও অন্যান্য গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া, লি
আরম্ভ করিলাম (২১)। বাস্তবিক, হিতোপদেশ

(২১) পঞ্চতন্ত্রাত্তথান্যস্মাদ্গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে।

ন্ত্রর প্রতিরূপ স্বরূপ। পঞ্চতন্ত্রের দোষ গুণ অধিকাংশই তাপদেশে লক্ষিত হয়। বিশেষ এই, পঞ্চতন্ত্র অপেক্ষা তোপদেশের রচনা কিঞ্চিৎ গাঢ়, এবং প্রস্তুত বিষয়ের পাদ্য অথবা দৃঢ়ীকরণ বাসনায়, নানা প্রামাণিক গ্রন্থ তে প্রমাণ, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ স্বরূপ উত্তম উত্তম শ্লোক ধিক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার সম্যক সহৃদয়-র অসদ্ভাব প্রযুক্ত, অনেক স্থলেই উদ্ধৃত শ্লোক সকল সংলগ্ন হইয়া উঠিয়াছে; সেই সেই স্থলে প্রকৃত বিষয়ের হিত ঐ সকল শ্লোকের কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া য় না। গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, উপাখ্যানচ্ছলে বালক-গকে নীতি উপদেশ দিতেছি (২২)। কিন্তু, মধ্যে মধ্যে াদিরসঘটিত এক একটি অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। লকদিগের নিমিত্ত নীতিপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া, বুঝিয়া, গ্রন্থকর্ত্তা ঐ সকল অশ্লীল উপাখ্যান সঙ্কলন রিলেন, বলিতে পারা যায় না।

কোন ব্যক্তি পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ রচনা করিয়া-ন, তাহার স্থিরতা নাই। অনেকে বিষ্ণুশর্ম্মাকে এই ভয় গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহার কোনও মাণ নাই। পঞ্চতন্ত্রে ও হিতোপদেশে বিষ্ণুশর্ম্মা বক্তা, জপুত্রগণ শ্রোতা; বোধ হয়, তদ্দর্শনেই বিষ্ণুশর্ম্মা

(২২) যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ।
কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে॥

গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া তাঁহাদের ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকিবেক। দুই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে গ্র- ন্থান্তরের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। লল্লুলাল হিতোপদেশ নারায়ণপণ্ডিতপ্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২৩ কিন্তু, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কথাসরিৎসাগর।

কথাসরিৎসাগর সোমদেবভট্টপ্রণীত। উহা অতি বৃহ পুস্তক। সোমদেব স্বগ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন, কশ্মীরে অধিপতি অনন্তদেবের মহিষী সূর্য্যবতীর চিত্তবিনোদসম্প দনের নিমিত্ত, আমি এই গ্রন্থ রচনা করিলাম। কহ্ল রাজতরঙ্গিণীর সপ্তম তরঙ্গে অনন্তদেব ও সূর্য্যবতীর বৃত্তা আছে। রাজতরঙ্গিণীর গণনা অনুসারে, অনন্তদেব কিঞ্চি অধিক আট শত বৎসর পূর্ব্বে, কশ্মীরমণ্ডলের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তদনুসারে, সোমদেবের কথাসরিৎ সাগর আট শত বৎসরের পুস্তক। এই অনন্তদেব রত্নাবলী কর্ত্তা শ্রীহর্ষদেবের পিতামহ। কথাসরিৎসাগরে যে সম

---

(২৩) কাহু ৰৰ্মৈ শ্রীনারায়ণ পণ্ডিত নে নীতিশাস্ত্রনি কথানিকো সংগ্রহ করি সংস্কৃতমেঁ এক গ্রন্থ বনায় বা . নাম হিতোপদেশ ধর্য়ো। রাজনীতি।

্যাখ্যান আছে, তাহা তাদৃশ মনোহর নহে। ঐ সমুদয় ল অলৌকিক ও অদ্ভুত ব্যাপারে পরিপূর্ণ। অলৌকিক অ ত বৃত্তান্ত ঘটিত উপাখ্যান সকল এক সময়ে সাতিশয় াহর ছিল, কিন্তু এক্ষণে আর তাহাদের তাদৃশ চমৎ- রজনকত্ব নাই। সোমদেবের লিখন অনুসারে বোধ হই- ছে, বৃহৎকথা নামে এক বহুবিস্তৃত উপাখ্যান গ্রন্থ ছিল, নি তাহার সারসংগ্রহ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ আছো- ন্ত পদ্যে রচিত।

বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যে যে সমস্ত প্রধান গ্রন্থ ছে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। স্কৃত কবিরা আদিরস, করুণরস ও শান্তরস সংক্রান্ত যে ল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যেরূপ মনোহর, তাঁহাদের য, বীর, ভয়ানক প্রভৃতি রস সংক্রান্ত বর্ণন তাদৃশ াহর নহে। ফলতঃ, তাঁহারা মধুর ও ললিত বর্ণনাতে প নিপুণ, উদ্ধত, ওজস্বী ও প্রগাঢ় বর্ণনাতে তদনুরূপ ণ নহেন। নায়ক নায়িকার প্রথমদর্শন, পূর্ব্বরাগ, , বিরহ, প্রবাস, শোক, বৈরাগ্য, উপবন, বসন্ত, লতা, প প্রভৃতির বর্ণনা যেরূপ হৃদয়গ্রাহিণী; যুদ্ধ, ভয়, ত, সমুদ্র প্রভৃতির বর্ণনা তদনুযায়িনী নহে।

উপসংহার।

সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের বি
সঙ্ক্ষেপে উল্লিখিত হইল। অনেকে সংস্কৃত ভাষার অ
শীলন একান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া থাকেন।
নিমিত্ত, সংস্কৃত ভাষার ফলোপধায়কতা বিষয়ে সংক্ষে
কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া প্রস্তাব সমাপন করিব।

সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে নানা ফল। ইয়ুরোপে শ
বিদ্যার যে ইয়তী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষার অ
শীলন তাহার মূল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভা
অনুশীলন দ্বারা অন্য অন্য ভাষার মূলনির্ণয়, স্বরূপপ
জ্ঞান ও মর্ম্মোদ্ভেদে সমর্থ হইয়াছেন; এবং এই পৃথি
যে নানা মানবজাতির আবাসস্থান, তাহাদের কে কো
শ্রেণীর অন্তর্গত, কে কোন দেশের আদিম নিবাসী লো
কে কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া কোন প্রদেশে ব
করিয়াছে; ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে
কিন্তু, ইয়ুরোপীয় শব্দবিদ্যা যাবৎ সংস্কৃত ভাষার সহা
প্রাপ্ত হয় নাই, তত দিন পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় অন্ধকা
আচ্ছন্ন ছিল; এই নিমিত্তই, ডাক্তর মোক্ষ মূ
সংস্কৃত ভাষাকে সকল ভাষার ভাষা বলিয়া নির্দে
করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের এক অতি প্রধান
এই যে, ইদানীন্তন কালে ভারতবর্ষে হিন্দী, বাঙ্গালা
ভৃ , যে সকল ভাষা কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে
চলিত আছে, সে সমুদয় অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে।
া একপ্রকার বিধিনির্ব্বন্ধ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে,
রি পরিমাণে সংস্কৃত কথা লইয়া ঐ সকল ভাষায়
ন্নবেশিত না করিলে, তাহাদের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি
স্পাদন করা যাইবেক না। কিন্তু, সংস্কৃত ভাষায়
স্পূর্ণরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ ব্যতিরেকে, তৎসম্পাদন কোনও
তে সম্ভাবিত নহে। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হই-
ক, ভারতবর্ষীয় সর্ব্বসাধারণ লোক বিদ্যানুশীলনের ফল-
ভাগী না হইলে, তাহাদের চিত্তক্ষেত্র হইতে চিরপ্ররূঢ়
সংস্কারের সমূলে উন্মূলন হইবেক না; এবং হিন্দী,
াঙ্গালা প্রভৃতি তত্তৎ প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে
ারস্বরূপ না করিলে, সর্ব্বসাধারণের বিদ্যানুশীলন সম্পন্ন
ওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং, ইয়ুরোপীয় কোনও ভাষা
ইতে পুরাবৃত্ত পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি ঐ সকল প্রচলিত
াষায় সঙ্কলিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু, সংস্কৃত না
ানিলে, কেবল ইঙ্গরেজী শিখিয়া, আমরা যে ঐ মহোপ-
ারক গুরুতর বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিব, ইহা কোনও
তে সম্ভাবিত নহে।

তৃতীয়তঃ, পূর্ব্বকালীন লোকদিগের আচার, ব্যবহার,

রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, উপাসনা ও বুদ্ধির গতি প্রভৃতি বি
সকল মনুষ্যমাত্রের অবশ্যজ্ঞেয়, ইহা বোধ হয়, সক
অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। অন্য অন্য দেশ সংক্রা
সমস্ত বিষয় তত্তদ্দেশীয় পুরাবৃত্ত গ্রন্থ দ্বারা অবগত হও
যায়। সংস্কৃত ভাষায়, রাজতরঙ্গিণী ব্যতিরিক্ত, প্রকৃ
পুরাবৃত্ত গ্রন্থ এক খানিও নাই। রাজতরঙ্গিণীতেও এই ব
বিস্তৃত ভারতবর্ষের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ কশ্মীরের পুরা
মাত্র সঙ্কলিত আছে। সেই সঙ্কলিত পুরাবৃত্তও সর্ব্বসাধার
লোক সংক্রান্ত নহে। কে কোন সময়ে সিংহাসনে আরে
হণ করিয়াছিলেন, কে কত দিন রাজ্যশাসন ও প্রজাপাল
করিয়াছিলেন, কে কোন সময়ে সিংহাসনভ্রষ্ট হইয়
ছিলেন, কে কাহাকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিয়া স্বীয় ক্ষমতাে
রাজ্যাস্পদ অধিকার করিয়াছিলেন, এইরূপ, কেবল রাজ
দিগের বৃত্তান্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং, প্রকৃ
পুরাবৃত্তের নিতান্ত অসদ্ভাবস্থলে বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরা
ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন ব্যতিরেকে
পূর্ব্বকালীন ভারতবর্ষীয়দিগের আচার ব্যবহার প্রভৃ
পরিজ্ঞানের আর কোনও পথ নাই।

চতুর্থতঃ, যাবতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুশীলনে
আমোদ, যে উপকার, যে উপদেশ লব্ধ হইয়া থাকে
সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র সেই আমোদ, সেই উপকার, সে
উপদেশ প্রদানে অসমর্থ নহে।

এই সমস্ত সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনসাপেক্ষ।

...এক্ষণে, এতদ্দেশে যাঁহারা লেখা পড়ার চর্চ্চা করিয়া ...ন, তাঁহারা যে এইরূপ মহোপকারিণী সংস্কৃত ভাষার ...নুশীলনে একান্ত উপেক্ষা করেন, ইহা অল্প আক্ষেপের ...ষয় নহে।

সম্পূর্ণ

PRINTED BY PITAMBARA VANDYOPADHAYA,
AT THE SANSKRIT PRESS.
62, AMHERST STREET, 1879.

পিটার পারলির আখ্যায়িকা।

প্রথম ভাগ।

পিটার পারলির ইউরোপ ভ্রমণের বিবরণ।

হেয়ার স্কুলের ২য় সংস্কৃত শিক্ষক

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লালগোপাল গোস্বামী

কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

৩১ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।

PUBLISHED BY BOSE BROTHER'S

54/1 COLLEGE STREET,

CALCUTTA.

পিটার পারলির ইউরোপ ভ্রমণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমার নাম পিটার পারলি। আমি বয়সে বৃদ্ধ, এবং আমার একখানি পা ভাঙ্গা। আমি অনেক দেখিয়াছি ও অনেক শুনিয়াছি, এবং সেই বৃত্তান্তগুলি গল্প করিতে ভাল বাসি। বালকেরা স্বভাবতঃ গল্প শুনিতে ভাল বাসে, এই নিমিত্ত আমাকে দেখিতে পাইলেই তাহারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বসে, এবং আমিও তাহাদিগকে অবসর ক্রমে আপন ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করি। এক্ষণে আমার ইউরোপ ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বোধ হয় তোমরা সকলেই ইউরোপের নাম শুনিয়াছ। ভূচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাইবে যে, যে দেশের উত্তর সীমায় উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণ সীমায় ভূমধ্য সাগর, পূর্ব্ব সীমায় আসিয়াস্থিত রুসিয়া ও পশ্চিম সীমায় আটলাণ্টিক মহাসাগর, জর্ম্মণ সমুদ্র, ও ইংলিস প্রণালী ,তাহাকেই ইউরোপ কহে।

ইউরোপ অতি বিস্তৃত দেশ, এবং পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা ইহার অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। কিন্তু

অতি বিস্তৃতে হইলেও বিস্তার আফ্রিকা দেশের তিন ভাগে একভাগ। কেবল অধিবাসীর সংখ্যা আফ্রিকা অপেক্ষা চারি গুণ, এবং আমেরিকা অপেক্ষা ছয় গুণ অধিক ইউরোপের সকল স্থানেই বৃহৎ বৃহৎ নগর, ধর্ম্মালয় মনোহর রাজভবন, এবং প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশে দেখা যায়। এই দেশ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত এবং প্রত্যেক রাজ্যের অধিবাসীর আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি, ভাষা ও পরিচ্ছদাদি বিভিন্ন।

ইউরোপের মধ্যে ইংলণ্ডবাসীদিগের ভাষা ইংরাজী এতদ্ব্যতীত, আমেরিকান, আইরিস, এবং স্কচ্‌দিগের ভাষাও ইংরাজী, তবে কেবল উচ্চারণের কিছু ইতর বিশেষ আছে আয়ারর্লণ্ড বাসীরা ইংরাজ শাসনের অধীন। ইংরাজ ব্যতীত ইউরোপের ফ্রেঞ্চ্‌ দেশবাসীদিগকে ফরাসী, হলণ্ডের অধিবাসীদিগকে ওলন্দাজ, ডেনমার্কের অধিবাসীদিগকে ডেন্‌, রুসিয়ার অধিবাসীদিগকে রশিয়ান, হঙ্গেরীর অধি বাসীদিগকে হঙ্গেরীয়ান, তুরুষ্কের অধিবাসীদিগকে টর্ক, গ্রীসের অধিবাসীদিগকে গ্রীক্‌, ইটালির অধিবাসীদিগকে ইটালিয়ান, স্পেনের অধিবাসীদিগকে স্পানিয়ার্ড এবং পর্টুগাল দেশবাসীদিগকে পোর্টুগিস্‌ কহে।

জর্ম্মণী রাজ্য অনেক ভাগে বিভক্ত। তাহার মধ্যে অষ্ট্রীয়া, প্রসিয়া, সাক্সনী, এবং সুইজর্লণ্ড প্রধান। এই সমস্ত দেশের বিবরণ ক্রমে ক্রমে বলা যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইউরোপের উত্তর সীমা স্থিত দেশ, অর্থাৎ নরওয়ে, সুইডেন্, ডেন্মার্ক, ল্যাপ্লাণ্ড, এবং রুসিয়ার উত্তর সীমা, অতিশয় শীতল। বিশেষতঃ শীতকালে এই সকল দেশে ভয়ঙ্কর শীতের প্রাদুর্ভাব হয়। এ দেশবাসীরা শীতকালে, পশম এবং পশুর ছাল বস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে।

সুইডেনের অধিবাসীরা অতি দরিদ্র, কিন্তু সরল এবং সৎপথাবলম্বী। সুইস্‌দিগকে দেখিলেই অতি আমোদপ্রিয় এবং সন্তোষী বলিয়া বোধ হয়। রুসিয়া এত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, যে ইহার উত্তর সীমাস্থিত দেশ সকল কানাডার ন্যায় শীতল, এবং দক্ষিণ সীমা সেই পরিমাণে উষ্ণ। রুসিয়ার অধিবাসীরা সচরাচর মূর্খ এবং নির্ব্বোধ। এদেশের বড়লোক ও ধনবান্ ব্যতীত, সকলেই ক্রীত-দাসভাবাপন্ন।

প্রসিয়া দেশ রুসিয়ার সহিত সংযুক্ত; কিন্তু অধি-বাসীরা সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন। প্রসিয়ানেরা জর্ম্মান্ কিম্বা ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। ইহারা অতিশয় যুদ্ধপ্রিয়। জর্ম্মনির উৎকৃষ্ট ভাগ এবং সমগ্র হঙ্গেরী অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের অধীনস্থ। অষ্ট্রীয়ানেরা সচরাচর পরি-শ্রমী এবং আমোদী।

ইউরোপের মধ্যবর্ত্তী আল্পস্ পর্ব্বতশ্রেণী, ইউরোপের উত্তর সীমা এবং জার্ম্মনিকে বিভাগ করিতেছে। আল্পস্

পর্ব্বতের শিখর দেশে যে দেশ স্থাপিত, তাহাকে সুইজ-
র্লণ্ড কহে। এ দেশবাসীরা অতিশয় পরিশ্রমী এবং
স্বদেশ প্রিয়। সুইজর্লণ্ডের বিপরীত দিকেই হলণ্ড দেশ।
এই দেশের আর! একটী নাম নেদারল্যাণ্ড। হলণ্ড এ
প্রকার সমতল, যে এখানে একটীও পর্ব্বত দেখা যায়
না। আর সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থান সকল এ প্রকার নিম্ন যে
সমুদ্রের জল হইতে দেশরক্ষার নিমিত্ত সমুদ্রতীর অতি
উচ্চ ভেড়ী (বৃহৎ মাটীর প্রাচীর) দ্বারা বেষ্টিত। এদেশে
তাহাকে (Dikes) ডাইক্স কহে।

ইটালী দেশ অতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। এদেশবাসী-
দিগকে পূর্ব্বে রোমান কহিত। এক্ষণে ইহাদিগকে
ইটালীয়ান্ কহে। ইটালী দেশবাসীরা অতি কুসংস্কারা-
বিষ্ট, এবং উগ্রস্বভাব সম্পন্ন। ইহাদিগের কল্পনাশক্তি
অতি প্রবল। ইহারা অতিশয় সঙ্গীত ও কাব্যপ্রিয়, এবং
চিত্র বিদ্যাতে প্রায় সকলেরই পারদর্শিতা দেখা যায়।

স্পেন ও পোর্টুগালবাসীরা প্রায় এক প্রকারের
লোক। কিন্তু ইহাদিগের আচার ব্যবহার, এবং ভাষার
ও কিছু বিভিন্নতা আছে। এই দুই দেশীয় লোকেরা
পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া থাকে। স্পানিয়ার্ডদিগের
পোষাক নূতনবিধ। ইহারা বাটীর বাহিরে গমন করি-
বার সময় কোটের পরিবর্ত্তে এক প্রকার ছোট ক্লোক
ব্যবহার করিয়া থাকে।

এপর্য্যন্ত ইউরোপস্থিত যে সমস্ত জাতির বিষয়
থিত হইল, তাহারা সকলেই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, এবং
ইবেলের মত গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু তুরষ্কবাসীরা
াহা নহে। এদেশবাসীদিগকে টর্ক্ কহে। টর্কেরা
সলমান, এবং কোরাণের মতাবলম্বী। তুরষ্কদিগের
াচার ব্যবহার পরিচ্ছদাদি এবং ভাষা, ইউরোপের
ন্যান্য জাতিদিগের অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহারা
ষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকে

গ্রীসদেশ তুরষ্কের দক্ষিণ। এককালে গ্রীকেরা
থিবীর অতি প্রধান জাতির মধ্যে গণ্য ছিল। কাল-
মে তুরষ্কদিগের শাসনাধীন হয়, এবং অনেক দৌরাত্ম্য
অত্যাচার সহ্য করিয়া সম্প্রতি স্বাধীন হইয়াছে।
ীক্‌দিগের বিশেষ বৃত্তান্ত পরে প্রকাশিত হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পারলির ইংলণ্ড গমন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি নাবিকের কার্য্যে নিযুক্ত
য়া ইউরোপে গমন করিয়াছিলাম। আমি বোল্ড
রো নামক জাহাজে নিযুক্ত হই, এবং বোষ্টন নগর
তে ইউরোপ যাত্রা করি। কাপ্তেন ফিলিপ্ নামক
ক ব্যক্তি আমাদিগের জাহাজের (কাপ্তেন) অধ্যক্ষ
লেন। কয়েক দিবসাবধি আমরা ক্রমাগতঃ পূর্ব্বাভি-

মুখে গমন করিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমাদিগে
জাহাজ আটলাণ্টিক মহাসাগরে ছিল। কিয়দ্দিবসের প
এক দিন সহসা ঝড় উঠিল। সমুদ্রে ঝড়ের সময় অবস্থা
করা অসমসাহসীকের কার্য্য তাহা বোধ হয় সকলে
জ্ঞাত আছ।

ঝড় উঠিবামাত্র সাগরে মহা তরঙ্গ উপস্থিত হইল
সমুদ্রের জল প্রবল বেগে ঘুরিতে লাগিল, এবং তর
প্রবাহে আমাদিগের জাহাজ আলোড়িত হইল। চতুর্দ্দিে
সঘন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিল, এবং জাহা
জস্থ সকলেই তটস্থ হইয়া রহিলেন। কাপ্তেন চীৎকা
পূর্ব্বক নাবিকদিগকে ডাকিতে লাগিলেন। জাহাজে
পাল সকল বায়ুবেগে ফাঁপিয়া উঠিল, এবং পরস্পরে
সহিত আঘাত লাগিয়া পট্‌পট্‌ শব্দ হইতে লাগিল
উত্তাল তরঙ্গবেগে জাহাজ একবার অত্যুচ্চ পর্ব্বতে আরো
হণ করিতে লাগিল, এবং অন্যবার প্রায় সাগরগর্ভে বিলী
হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে তরঙ্গের আঘাতে জাহা
জের তক্তাগুলি একে একে ফাটিতে আরম্ভ হইল।

জাহাজস্থ সকলেই ভয়ে ম্রিয়মান হইলেন। প্রথ
আমি সমুদ্রের উপর একটী তুষার পর্ব্বত দেখিয়া ব্যাকু
হইলাম, কারণ যদি সেই পর্ব্বত বায়ুবেগে আমাদিগে
জাহাজের উপর পড়ে, তাহা হইলে জাহাজখা
চূর্ণ হইয়া যাইবে।

যে সময়ে আমরা এই প্রকার অবস্থায় অবস্থিত আছি, ।মত কালে রাত্রি উপস্থিত হইল, এবং রাত্রি প্রভাত ইলে, পর দিবসে যে আর প্রাতঃকালের মুখ দেখিতে াইব, তাহার কোন আশা রহিল না। কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে যামিনী পোহাইল, এবং ঊষা উপস্থিত হইল। ঠিয়া দেখি, ঝড় থামিয়াছে, এবং তুষার পর্ব্বত অনেক শ্চাতে পড়িয়াছে। আমরা কিয়দ্দূরে আগমন করিয়াই ।ক খানি ভগ্ন জাহাজ দেখিতে পাইলাম। আমরা ভগ্না-শিষ্ট জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, কেবল াহাতে একজন মাত্র লোক জীবিত আছে।

সেই ব্যক্তি আমাদিগের জাহাজ দেখিবামাত্র চীৎ-ার করিতে লাগিল, এবং হাত উঠাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু সে সময়েও তরঙ্গের অবস্থা এ প্রকার বল, যে ভগ্নাবশেষ জাহাজের নিকটবর্ত্তী হওয়া দুরূহ। াবশেষে আমরা অনেক আয়াসে তাহাকে আমাদিগের াহাজে উঠাইয়া লইলাম।

ভগ্ন জাহাজে যে ব্যক্তি জীবিত ছিলেন, তিনি এক-ন ইটালিয়ান, এবং তাঁহার নাম লিও। আমি তাঁহাকে ামাদিগের জাহাজে উঠাইয়া লইবার নিমিত্ত আগ্রহ হকারে পরিশ্রম করিয়াছিলাম, এই নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তি ামাকেই প্রাণদাতা স্বরূপ জানিয়াছিলেন। লিও এক াকার ধাতুর লোক। আমার গল্পের অনেক স্থলেই

লিওর বৃত্তান্ত কথিত হইবে। লিও সেই ভগ্ন জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন। তিনি ব্যতীত সকলেই জলমগ্ন হইয়াছিল।

আমরা লিওকে জাহাজে উঠাইয়া লইয়া অভীষ্ট দেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। বাতাস অনেক নিবৃত্ত হইল, জাহাজ স্থির ভাবে চলিতে লাগিল, এবং মেঘান্তরিত সূর্য্যতেজ প্রখর হইল। উত্তাল তরঙ্গময় সাগর ভীষণ মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হইল। বস্তুতঃ সমুদ্র স্থির ভাব ধারণ করিলে যে প্রকার প্রীতি-প্রদ হয়, ঝড়ের সময় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

অবশেষে অনুকূলবায়ুবশে আমরা বোষ্টন্ হইতে ত্রিশ দিবসের পর ইংলণ্ডের উপকূল সমীপে উপনীত হইলাম। তোমরা ভূচিত্রে দেখিতে পাইবে, যে ফ্রান্স এবং ইংল-ণ্ডের মধ্যে যে অপ্রশস্ত জলভাগ আছে, তাহাকে ইংলিস চ্যানেল (খাত) কহে। আমরা ইংলিস খাতের মধ্য দিয়া টেম্‌স নদীর মুখে উপনীত হইলাম। টেম্‌স নদী ইংল-ণ্ডের সকল নদী অপেক্ষা দীর্ঘ। আমরা নদীর ভিতর প্রবেশ করিয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম, যে শত সহস্র জাহাজ নদীর ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে।

এই প্রকার টেমস্ নদী দিয়া লণ্ডন নগরে উপনীত হইলাম। লণ্ডন নগর ইংলণ্ডের কেন, পৃথিবীর মধ্যে একটী বৃহৎ এবং বিস্তৃত নগর। যে স্থানে আমাদিগের জাহাজ নোঙ্গর করিল, সে স্থলে এত জাহাজ ছিল

তাহার মাস্তুলগুলি এক দৃশ্যে একটী বিস্তৃত অরণ্যের
ায় বোধ হইতে লাগিল।

অসংখ্য জাহাজ দেখিয়া আমি স্বগত কহিতে লাগি-
ম, যে এই জাহাজ কত শত নদ নদী, সাগর উপসাগর,
র হইয়া, কত শত দেশ হইতে বাণিজ্য দ্রব্য বহন
র্বক ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়াছে, এবং এদেশ হইতে
চ প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া অন্যদেশে যাইবে।
ই জাহাজ দ্বারা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা, পৃথিবীর সভ্য
াভ্য প্রদেশে যাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। ইংলণ্ড
থিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ!!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমেরিকার বোষ্টন্, ফিলাডেলফিয়া, বাল্টীমোর,
র্লস্টাউন, নিউইয়র্ক, এই পাঁচ নগরের বাটীর সংখ্যা
ং অধিবাসীর সংখ্যা লণ্ডন নগরের তুল্য। অর্থাৎ
ঃ পাঁচটী নগর একত্রিত করিলে, তবে লণ্ডন নগরের
ান হয়। ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে লণ্ডন নগর দেখিলে এক
র সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেখায়। (Black Frier's bridge)
ক ফ্রায়ারস্ ব্রীজ হইতে সেণ্টপলস কেথিড্রেল প্রভৃতির
টী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। লণ্ডনের রাস্তাতে এত জনতা,
কোন কোন সময়ে গমনাগমন দুষ্কর হইয়া উঠে। প্রায়
রাচর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হয়।

কয়েকবৎসর পূর্ব্বে একজন আমেরিকার আদি
অধিবাসী লণ্ডনের লোকসংখ্যা গণিবার নিমিত্ত এক গাছি
ছড়ি এবং এক খান ছুরি লইয়া বাটীর বাহির হইলেন।

তিনি কোন লোককে সম্মুখে দেখিলেই, ছুরি দ্বারা
ছড়িতে এক একটী দাগ দিতে আরম্ভ করিলেন। উক্ত
ব্যক্তি দুই চারি পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই, ছড়ী
দাগে পরিপূর্ণ হইল, এবং তিনিও লোক সংখ্যায় নিরা
হইয়া ছড়িটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

আমি লিওর সহিত নগর দর্শনে গমন করিলাম
লিও অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং একজন বিখ্যা
পর্য্যটক। তিনি ইতিপূর্ব্বে কিছু কাল লণ্ডনে অবস্থা
করিয়াছিলেন, এবং এখানকার সম্বন্ধীয় অনেক বিষ
জ্ঞাত ছিলেন। আমরা প্রথমেই সেণ্টজেমস্ প্রাসা
দেখিতে গমন করিলাম। রাজা বৎসরের কিছু কা
এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। সেণ্টজেমস্ প্রাসাদে
পর আমরা ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবি দেখিতে গম
করিলাম। ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবী একটী ধর্ম্মাল
এবং অতি প্রাচীন কালের নির্ম্মিত। এই স্থানে ইংলণ্ডে
বিখ্যাত লোকেরা সমাহিত হইতেন ও হইয়া থাকে
এবং এই স্থানেই নূতন রাজা অতি সমৃদ্ধি সহকা
সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবির প
আমরা উচ্চচূড় প্রাসাদ (tower) দেখিতে গমন করিলা

লণ্ডনের টাউয়ার এককালে কারাগার স্বরূপ ব্যবহৃত
ইত। পূর্ব্বকালে অনেক বন্দী এই স্থানে অতি নিষ্ঠুর
পায় দ্বারা হত হইত। এই স্থানে আমরা অনেকগুলি
্য পশু আবদ্ধ দেখিতে পাইলাম। তাহার মধ্যে দুই
কটী সিংহ ও ব্যাঘ্র ছিল। কিন্তু এক্ষণে জন্তুগুলি
নান্তরিত হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত এই স্থানে পূর্ব্বতন
জাদিগের ব্যবহৃত মণি মুক্তা দ্বারা খচিত, বহুমূল্য
জমুকুট, সাধারণের দর্শনার্থ স্থাপিত আছে। লণ্ডনের
উয়ার সম্পর্কীয় একটী গল্প বলিতেছি, শ্রবণ কর।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে এডওয়ার্ড নামক এক
জা ছিলেন। তৎকালে তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর
ল; রিচার্ড নামে তাঁহার এক খুড়া ছিলেন। তিনি অতি
সৎ প্রকৃতির লোক। রিচার্ডের আর একটী নাম ক্রুক্
াক্। রিচার্ড ক্রুকব্যাক্ রাজা হইবার মানসে এডওয়ার্ড
তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরকে এই টাউয়ার মধ্যে আবদ্ধ
রিয়া রাখেন, এবং কিছুকাল পরে, ইহাদিগের প্রাণ
করিয়া আপনি তৃতীয় রিচার্ড নাম গ্রহণ পূর্ব্বক
লণ্ডের অধীশ্বর হন।

টাউয়ার দেখা হইলে আমরা এক বাগান দেখিতে
ন করিলাম। এই উদ্যানটী অতি মনোহর। চারি
ক্ বৃক্ষশ্রেণীতে পরিপূর্ণ, এবং মধ্যে মধ্যে লতাকুঞ্জ
ফুটিত পুষ্পের সহিত অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে।

এই উদ্যানে নগরের সকল লোকেই পাদ চারণের নি
আসিয়া থাকে, এবং এই স্থানে প্রায় সকল পরি
লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

লণ্ডন নগরে একটী পশ্বালয় আছে, এবং নানা
হইতে অনেক বন্য ও গ্রাম্য পশু পক্ষী এই স্থানে সং
হীত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় বৃক্ষাদিও এখা
অনেক।

সন্ধ্যার পর আমরা নাট্যশালায় গমন করিলাম। ইং
জিতে ইহাকে (Theatre) থিয়েটার কহে। আমি
সময়ে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলাম, তখন ইংলণ্ডের রা
সিংহাসনে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। এক্ষ
ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের অধীশ্বরী। সে দিবস রাজা
সেই নাট্যশালায় উপস্থিত ছিলেন।

এ স্থলে সৌভাগ্য ক্রমে আমাদিগের রাজদর্শন হই
রাজার গাত্রাবরণের চতুর্দ্দিকে জরির কাজ করা, এ
বক্ষঃস্থলে হীরকের তারাকৃতি ধুক্‌ধুকী। রাজা না
শালায় প্রবেশ করিবার সময় সকলকে অভিবা
করিলেন, এবং সকলেই মহানন্দে করতালী দিলে
অভিনয়ের পর কয়েক সহস্র লোক একত্রিত হই
সমস্বরে (God save the king) পরমেশ্বর রাজা
রক্ষা কর, এই গানটী গাহিতে লাগিল।

নাট্যশালায় বসিবার অতি অল্পক্ষণ পরেই আ

াহসা পকেটে হাতদিয়া দেখি যে, আমার পকেটবুক
াই। তাহাতে কিছু টাকা ছিল। তাহার পরক্ষণেই
মকিত হইয়া দেখিলাম যে, আমার ঘড়ি এবং চেন
াই। ইহা নিশ্চয় যে কেহ অপহরণ করিয়াছে, কিন্তু
কমন করিয়া অপহরণ করিল তাহা বুঝিতে পারি-
াম না। চোর এ প্রকার সতর্কতার সহিত চুরি
রিয়াছিল, যে আমি কিছুই জানিতে পারি নাই ও
এই কারণে কাহাকেও কিছু বলিতে পারিলাম না।
কবল প্রতিজ্ঞা করিলাম যে ভবিষ্যতে অতি সাবধান
ইয়া চলিব। যদি তুমি কখন লণ্ডনে যাও, তাহা হইলে
াকেটস্থ দ্রব্য এবং ঘড়ি ও চেনের উপর সর্ব্বদা মন
াখিবে ও সাবধান হইয়া চলিবে।

প্রায় মধ্যরাত্রে নাট্যশালা ভঙ্গ হইল। আমি এবং
লও উভয়ে নাট্যশালা পরিত্যাগ করিয়া বাসস্থানাভিমুখে
লিলাম। আমরা একটী অপ্রশস্ত গলির মধ্য দিয়া
াইতেছি, এমত সময়ে এক দিক্ হইতে গোঁ গোঁ শব্দ
র্ণে প্রবিষ্ট হইল। শ্রবণমাত্র বোধ হইল যেন কোন
্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া এই শব্দ করিতেছে। আমরা
ভয়ে শব্দ অনুসরণ করিয়া যাইতে যাইতে এক দ্বারে
পস্থিত হইলাম, এবং বিশেষ বোধ হইতে লাগিল যে
ব্দ সেই বাটীর ভিতর হইতে আসিতেছে। আমরা
াহসে নির্ভর করিয়া দ্বারে করাঘাত করিলাম, কিন্তু

কোন উত্তর পাইলাম না। তাহার পর অনন্যোপায় হইয়া সজোরে ধাক্কা দিবা মাত্র দ্বার খুলিয়া গেল। আমরা বাটীর ভিতর প্রবিষ্ট হইলাম, এবং ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে করিতে একটী ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি যে সেই ঘরে একটীমাত্র আলোক মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে এবং অতি অপরিচ্ছন্ন এক বিছানাতে এক স্ত্রীলোক মুমূর্ষু অবস্থায় শয়ন করিয়া আছে। স্ত্রীলোকটীর পার্শ্বদেশে দুইটী বালক। একটীর বয়স প্রায় ছয় বৎসর এবং আর একটীর কিছু অধিক। ছোট বালকটী নিদ্রিত ছিল, এবং জ্যেষ্ঠটী জাগরিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কাঁদিতেছে, এবং এক এক বার তাহার মাতার চরমাবস্থার শীতল গণ্ডস্থল, জন্মের মত চুম্বন করিতেছে।

আমি এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া দ্রুতবেগে পথে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কেহই উত্তর প্রদান করিল না। আমি প্রত্যেক দ্বারে করাঘাত করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাতেও কেহ অগ্রসর হইল না। অবশেষে প্রত্যাগমন করিয়া দেখি যে স্ত্রীলোকটী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। আমরা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সেই স্থানে অপেক্ষা করিলাম, এবং তৎপরে দেখি যে কয়েক জন দয়ালু প্রতিবেশী আগমন করিয়া তাহার সমাধি

কার্য্য সমাধা করিলেন, এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক বালকদিগকে আশ্রয় দিলেন।

অবশেষে জ্ঞাত হইলাম স্ত্রীলোকটী আহারাভাবে অসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কি আশ্চর্য্য !!! পৃথিবীর মধ্যে মহাসমৃদ্ধশালী নগরেও লোকে আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করে। সমৃদ্ধশালী দেশমাত্রের অধিবাসী-দিগের অধিক অর্থের আবশ্যক, ইহা আমাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তোমরা যদি কখন ইংলণ্ডে যাও, তাহা হইলে অগ্রে অধিক পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিবে, নতুবা সেখানে মহাবিপদাপন্ন হইতে হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উইণ্ডসর কাসেল।

বোধ হয় তোমরা উইণ্ডসর কাসেলের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া থাকিবে। ইহা লণ্ডন হইতে প্রায় দশ ক্রোশ অন্তর। এক্ষণে ইংলণ্ডের রাণী এই প্রাসাদেই বৎসরের অধিক কাল অতিবাহিত করেন। উইণ্ডসর কাসেল অতি প্রশস্ত হর্ম্ম্য। ইহার চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত, এবং তাহার চারিদিকেই ঘর। এই প্রাসাদটী এক পর্ব্বতের উপরে স্থাপিত। প্রাসাদের মধ্যস্থলে রাজপতাকা উড়িয়া থাকে। দূর হইতে উইণ্ড-

সর কাসেল্ দেখিতে অতি মনোহর। আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকবার উইণ্ডসর কাসেলের বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম, এই নিমিত্ত তাহার প্রত্যেক স্থান দেখিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম।

আমরা উইণ্ডসর কাসেলে যাইবার কালে, এক সুদৃশ্য ভবনের নিকটবর্ত্তী হইলাম। সেই বাটীর চারিদিকে ফুলের বাগান এবং বৃক্ষ সকল ফল পুষ্পে সুশোভিত। আমি পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এটি কাহার বাসস্থান, সে উত্তর করিল, লর্ড পারসির। তৎপরে আর এক বাড়ী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলাম, সে ডিউক অব্ সসেক্সের বাটী। তাহার পর তৃতীয় বাটী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলাম, সেটি আরল্ অব্ হারোবীর বাটী।

আমি আরল্, ডিউক, লর্ড কাহাকে কহে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নিকটবর্ত্তী এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে বিদেশী দেখিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক কহিলেন; ইংলণ্ডে কতকগুলি লোকের ব্যারণ, ভাইকাউণ্ট, আরল্, মারকুইস, এবং ডিউক এই সমস্ত উপাধি আছে। তাহারা সকলেই লর্ড এবং কোন কোন সময়ে জায়গীর পাইয়া জমিদারদিগের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন। ইহারা সচরাচর সমৃদ্ধিশালী।

ক্রমাগত দুই ঘণ্টা শকটারোহণে গমন করিয়া আমরা

উইণ্ডসর কাসেলে উপনীত হইলাম। এই সময়ে রাজা এই প্রাসাদে উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং আমরা কয়েক মহল দেখিতে অনুমতি পাইয়াছিলাম। সকল মহলই উত্তমরূপে সুসজ্জিত। তাহার মধ্যে কয়েকটী গৃহে অতি উৎকৃষ্ট ছবি আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উইণ্ডসর কাসেলে সেণ্টজর্জ্জ নামে এক (গির্জ্জা) ধর্ম্মালয় আছে। আমি সেণ্টজর্জ্জ দেখিতে গমন করিলাম। এই স্থানে ইংলণ্ডের কয়েকজন রাজা সমাহিত আছেন। দেখ? অন্য লোকদিগের ন্যায় রাজারাও মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান না। প্রিন্সেস্ সারল্টও এই খানে সমাহিত হইয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকিলে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অধীশ্বরী হইতেন।

প্রিন্সেস্ সারলটের দয়ার পরিচয় দিতেছি শ্রবণ কর। এই সময়ে একজন দরিদ্র লোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া বধ্যভূমিতে তাহার ফাঁসী হইবার উপক্রম হইতেছিল। তাহার বন্ধু বান্ধবেরা বিবেচনা করিল, যদি কোন ক্রমে সারলটের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে পারি, তাহা হইলে ইহার পরিত্রাণ হয়।

তাহারা এই স্থির করিয়া সারলটের অনুগ্রহ প্রার্থনা

করিল, সারলটও স্বভাবসুলভ দয়ার বশবর্ত্তী হইয়
তাহাদিগের উপকার সাধনে সম্মত হইলেন। সারল
পিতামহের নিকট গমন করিয়া তাঁহার পদতলে পড়িলেন
এবং কহিলেন যে, যে পর্য্যন্ত না আপনি আমাকে বন্দী
জীবন ভিক্ষা দেন, সে অবধি আমি কোন ক্রমেই আপ
নার পদতল হইতে উঠিব না। সারলটের পিতামহ তাহা
তেই সম্মত হইলেন, এবং দোষী ব্যক্তির অপরাধ
মার্জ্জনা করিলেন। যে সময়ের কথা বলিলাম, তখন সার
লটের বয়স দ্বাদশ বৎসর। সারলটের অকাল মৃত্যুতে
সকলেই শোকসূচক পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক বিলাপ
করিয়াছিলেন।

রাজারা যে ভবনে বাস করেন, ইংরাজিতে তাহাকে
PALACE (প্যালেস্) কহে। রাজারা প্রায় পাঁচ
কিম্বা আট ঘোড়ার গাড়িতে ভ্রমণ করেন, এবং রাজ্যের
সকলেই রাজাকে সম্মান করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে
অনেকগুলি রাজা ছিলেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি ভাল
এবং কতক অংশ মন্দ। ইংলণ্ডের রাজাদিগের ইতিহাস
পাঠ করিলে জানিতে পরিবে, তাঁহাদিগের মধ্যে কতক
গুলির বিবরণ অতি প্রীতিপ্রদ, কিন্তু অধিকাংশই জঘন্য
চরিত্রের লোক ছিলেন। ইংরাজীতে রাণীকে Queen
"কুইন" কহে।

তোমাদিগকে ইংলণ্ডের এক রাণীর বৃত্তান্ত বলি

ছি, শ্রবণ কর। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে মার্গা-
টনাম্নী এক রাণী ছিলেন। তিনি ষষ্ঠ হেন্‌রীর স্ত্রী,
হেনরী অতি দুর্ব্বল রাজা ছিলেন বলিয়া তাঁহার শত্রু-
ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে কারাবদ্ধ করেন। রাজাকে
বদ্ধ করিয়াই শত্রুগণ রাণীর উদ্দেশে ধাবমান হইল।
ন্তু মার্গারেট ইতিপূর্ব্বেই আপন শিশু সন্তানকে লইয়া
কটস্থ এক অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সুতরাং শত্রু-
ভগ্নমনোরথ হইয়াছিল।

এক দিবস মার্গারেট আরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতে
রিতে এক দস্যুর সম্মুখে পতিত হন। দস্যু কাহাকে
ল, তাহা বোধ হয় তোমরা সকলেই জ্ঞাত আছ। দস্যু-
সহায় শূন্য স্থানে অবস্থান করিয়া, মনুষ্যের প্রাণ-
নাশ করতঃ অর্থ এবং বহুমূল্য দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া
কে। পূর্ব্বোক্ত দস্যু মার্গারেটের সম্মুখীন হইয়া কহিল,
মার নিকট যে সমস্ত অর্থ আছে আমাকে প্রদান কর।
র্গারেট উত্তর করিলেন আমি অর্থ কোথায় পাইব, আমি
মার দেশের অর্থহীনা রাণী, এবং এই বালক তোমার
জপুত্র। দস্যু এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল,
ং জানু পাতিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। রাণী তাহাকে
া করিলেন, এবং দস্যুও মার্গারেট্‌কে সঙ্গে করিয়া
ণ্যের বাহিরে পৌঁছাইয়া দিল।

ইংলণ্ডে মেরী নাম্নী আর এক রাণী ছিলেন, এদেশের

অধিকাংশ লোকের সহিত তাঁহার ধর্ম্মসম্পর্কীয় মতে একতা ছিল না। মেরী প্রজাদিগকে স্বীয় মত গ্রহণ কর ইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথা গ্রাহ্য ক নাই। অবশেষে মেরী কুপিতা হইয়া প্রায় তিন শ লোককে অগ্নিদগ্ধ করিয়া বধ করেন। হত ব্যক্তিদিগে মধ্যে কতকগুলি পুরুষ এবং কতকগুলি স্ত্রীলোক ছিলে এই ঘটনার নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে শোণিতশোষক মে কহিত। এই কালে ইংলণ্ডের ভদ্রলোকেরাও ধর্ম্মবিষয় বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগের উপর অতি নিষ্ঠুর ব্যবহ করিতেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমরা লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া দেখি, আমাদিগে জাহাজ বোল্‌ডহীরো লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া হল গমনে উদ্যত হইয়াছে। আমার ইচ্ছা ছিল, ইংলণ্ডে থাকিয়া আরও অনেক বিষয় দেখিব, কিন্তু তাহা হই না। লণ্ডন ব্যতীত ইংলণ্ডে আরও অনেক নগর আছে লিভারপুল বিখ্যাত বাণিজ্য স্থান। বারমিংহাম—এ নগরে তরোয়ার ছুরি, কাঁচি, ষ্টিলপেন্ প্রভৃ প্রস্তুত হয়। মাঞ্চেষ্টর,—এই নগরে নানা প্রকার ব প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কয়েকটী ব্যতীত ইংলণ্ডে আরও অনেক প্রধান নগর আছে।

আমি আয়র্লণ্ডে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম। আয়র্লণ্ড ইরীস্‌দিগের বাসস্থান, এবং ইংলণ্ডের পশ্চিম সীমা-ত এক দ্বীপ, ও ইংলণ্ডের শাসনাধীন। ইংলণ্ডের উত্তর কে স্কট্‌লণ্ড। স্কট্‌লণ্ড অতি সুন্দর দেশ। স্কটলণ্ডের ধিবাসীদিগকে স্কচ্ কহে। স্কচেরা অতি সামাজিক এবং দ্ধমান। এদেশে দুই প্রকার লোক আছে। তাহার ধ্য পার্ব্বতীয় প্রদেশবাসীদিগকে হাইলাণ্ডার, এবং ম্নস্থলবাসীদিগকে লোলাণ্ডবাসী কহে। হাইলাণ্ডবাসী-গের পরিচ্ছদ বিভিন্ন প্রকার। তাহারা হাঁটুর উপর র্য্যন্ত এক প্রকার ছোট ঘাগ্‌রা পরিয়া থাকে। হাঁটুর ম্নভাগ খোলা রাখে। ইহারা যে ভাষায় কথা বার্ত্তা হে, তাহাকে ইরস্ ভাষা বলে। ভারতবর্ষীয় লোকেরা ইলাণ্ডবাসী সৈন্যদিগকে নেঙ্টা গোরা কহে।

তুমি ম্যাপ দেখিলেই এই সমস্ত স্থান দেখিতে ইবে। আমি এই সকল স্থান দেখিবার নিমিত্ত অতি-কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ মাদিগের জাহাজ চলিয়া যাইবে বলিয়া মনোরথ সিদ্ধ নাই। লিও আমাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ইটালী শ গমন করিলেন, এবং আমিও হলণ্ড যাইবার মিত্ত জাহাজে আরোহণ করিলাম।

আমি তোমাদিগকে ইংলণ্ডের বিবরণ অতি সংক্ষেপে ইলাম, সময়ান্তরে বিস্তারিত বিবরণ কহিবার মানস

রহিল। ইংলণ্ড অতি সুন্দর দেশ। ইহার চারিদিবে
সুপ্রসিদ্ধ নগর, এবং প্রত্যেক নগর জনতায় পরিপূ
ইংলণ্ডের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় দুই কোটি সত্তর ল
এবং এত দিনে লোক সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে। ইং
ণ্ডের লোকসংখ্যা প্রায় ইউনাইটেড্‌ষ্টেটের দ্বিগুণ হইত
ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ড এই দুই দেশকে একত্র গ্রেট্‌ব্রীটে
কহে। এ দেশে ধনীর সংখ্যা অনেক বটে, কিন্তু অ
কাংশই দরিদ্র। এক সহস্র আট শত বৎসর পূ
গ্রেট্‌বৃটেন্‌বাসীরা সম্পূর্ণ অসভ্যাবস্থায় কালযাপ
করিত। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে ইহারা উন্নতিপ
পদার্পণ করিতে আরম্ভ করিয়া, এক্ষণে পৃথিবীর এ
প্রধান সভ্যজাতির মধ্যে গণ্য. হইয়াছে। গ্রেট্‌বৃট
অনেক মহৎ লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং এক্ষণে
দেশ পৃথিবীর এক প্রধান প্রতাপশালী দেশ মধ্যে গ
হইয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হলণ্ড।

আমরা জাহাজে পাল তুলিয়া টেমস্ নদী দিয়া সমু
পথে যাত্রা করিলাম। জাহাজ নদীর মুখে আসিতে
আসিতেই রাত্রি উপস্থিত হইল। এই সময়ে মন্দ ম
বায়ু বহিতেছিল, এবং যামিনী, কুজ্‌ঝটিকা বশতঃ ঘো

কারে আচ্ছন্ন হইল। আমাদিগের জাহাজ পালভরে
চ বেগে যাইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই আমরা এক
াণ শব্দ শ্রবণে চমকিত হইলাম; বোধ হইল যেন
াাদিগের জাহাজ কোন পর্ব্বতে প্রতিহত হইল। সত্বর
হরে অসিয়া বুঝিতে পারিলাম আমাদিগের জাহাজ
র একখানি জাহাজে প্রতিহত হইয়াছে, এবং ধাক্কার
দই আমরা চমকিত হইয়াছিলাম। ধাক্কা এমত
লে লাগিয়াছিল, যে সে জাহাজখানি চূর্ণ হইয়া জল-
হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা সত্বর জাহাজস্থ
দিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলাম, এবং কয়েক
ক পিনেসে উঠাইতেছি, ইতিমধ্যে জাহাজখানি
রগর্ভে নিমগ্ন হইল। আমরা যে কয়েকজনকে তুলিয়া
ম, তাহার মধ্যে কাপ্তেন, তাঁহার স্ত্রী ও দুটী শিশু
ন, আর দুই জন নাবিক ছিল। কাপ্তেনের নাম
াক। হটরীক হলণ্ডবাসী। তাঁহারা হলণ্ডের প্রধান
হইতে আসিতেছিলেন। হটরীক কহিলেন, যে তিনি
পরিবারে পরিবৃত হইয়া কয়েক বৎসরাবধি এই ক্ষুদ্র
াজে বাস করিতেছিলেন। বস্তুতঃ হলণ্ডের কাপ্তেন-
র এই রীতি, যে তাঁহারা পুত্র পরিবার সহ জাহাজেই
স্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। আমরা লণ্ডন হইতে ছয়
সের মধ্যে আমেষ্টার্ডাম নগরে পৌঁছিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

হলণ্ডের মধ্যে আমেষ্টার্ডাম এক বৃহৎ নগর, এব
হলণ্ডের অধিবাসীদিগকে ডচ্ কহে ইহা তোমরা জান
ডচ্দিগের ভাষাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহারা Hous
(বাড়ীকে) Huis হুইস্, ঘোটককে পার্ড এবং কুক্কু
রকে Hund (হুণ্ড) বলিয়া থাকে।

আমি কাপ্তেন হটরীকের সহিত আমেষ্টার্ডাম নগ
দেখিতে গমন করিলাম। পথিমধ্যে যাইতে যাই
এক প্রকার অপূর্ব্ব গাড়ী দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলাম
এই গাড়ীতে চাকা বা স্প্রীং কিছুই নাই, কেবল কয়ে
খণ্ড কাষ্ঠের উপর স্থাপিত। পথিমধ্যে কাপ্তেন হটরী
হলণ্ডের অনেক বিবরণ কহিতে লাগিলেন। হল
আমেষ্টার্ডাম ব্যতীত হেগ, রটার ডম্, লীডন্, হার
প্রভৃতি অনেক নগর আছে। তাহার মধ্যে হেগ নগ
রাজার বাসস্থান।

হলণ্ড দেশ অতি সমতল, এবং চারি দিকে খাল দ্ব
বেষ্টিত। অধিবাসীরা সচরাচর নৌকাযোগে গতা
করিয়া থাকে। হলণ্ডের অধিকাংশ ভূভাগ জলমগ্ন ছি
কিন্তু ইহারা ডাইক্স দ্বারা জলকে স্থলে পরিণত ক
য়াছে। আবার কোন কোন সময়ে জল প্রবাহে ডাই
ভগ্ন হইয়া লোকের আবাস স্থান প্লাবিত হয়, এবং অ
কের প্রাণহানিও হইয়া থাকে। কাপ্তেন হটরীক ক

ান, এদেশে Stork সারস নামে এক প্রকার পক্ষী
াছে। সারস দেখিতে প্রায় হংসের ন্যায়, সারসদিগের
নক জননী বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইলে সন্তানগণ তাহা-
গকে পৃষ্ঠদেশে বহন করিয়া লইয়া যায়। হলণ্ডবাসীরা
রস পক্ষীর অতিশয় যত্ন করিয়া থাকে। এদেশীয়-
গের এই প্রকার সংস্কার যে, যদ্যপি কোন সারস
াহারও বাটীর উপর বাসা করে, তাহা হইলে গৃহ-
ামীর সমূহ মঙ্গল হইয়া থাকে। কেহ ভ্রম ক্রমেও সারস
ক্ষীর উপর কোন অত্যাচার করে না, এই নিমিত্ত প্রতি
হের উপরে সারসপক্ষীর কুলায় দেখা যায়।

দশম পরিচ্ছেদ।

মহানুভব পিটারের গল্প।

আমেষ্টার্ডেম নগরের কয়েক ক্রোশ দূরে সার্ডাম
াক এক নগর আছে। অতি পূর্ব্বকালে এই নগরে
াজ নির্ম্মিত হইত এই কারণে, এই স্থানে অনেক
ারের বাস ছিল। এই ছুতারদিগের মধ্যে মাষ্টারপিটার
াক এক ব্যক্তি ছিলেন। তোমরা কি কেহ মাষ্টার
ারের গল্প শুনিয়াছ? যদি না শুনিয়া থাক, বলিতেছি
ণ কর। একদিবস ছুতার মণ্ডলী মাষ্টার পিটারকে
িয়ার সম্রাট বলিয়া জানিতে পারিয়া বিস্মিত হইল,
ং পরস্পর বলিতে লাগিল, ইনি সম্রাট হইয়া কি

নিমিত্ত সামান্য লোকদিগের সহিত সামান্য কার্য্যে প্রবৃ
হইয়াছেন ?

পিটার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে সহে
ধন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি রুসিয়া দেশের সম্রাট
রুসিয়া এই স্থান হইতে অনেক দূর উত্তরে অবস্থিত
আমার প্রজারা জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে জানে না। f
প্রকারে জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে হয়, ইহাই জানিবা
নিমিত্ত আমি এখানে আসিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি শিখ
করিয়াছি, এবং দেশে প্রত্যাগমন করিয়া লোকদিগে
শিক্ষা দিব। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে পিটা
স্বদেশে যাইয়া প্রজাদিগকে জাহাজ নির্ম্মাণ এবং অপর
পর কারুকার্য্য শিক্ষা দিয়াছিলেন।

পিটার রুসিয়া দেশে সেণ্টপিটসবর্গ নামক নগ
স্থাপন করেন, এবং অন্যান্য অনেক মহৎ কার্য্য সম্পাদ
করিয়া ভুবনবিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত লোে
তাঁহাকে (Peter the great) মহাত্মা পিটার কহিত
সৎকার্য্য করিলেই সকলে সেই কর্ম্মের প্রশংসা করি
থাকেন। স্বার্থপর লোকেরা দেশের অধীশ্বর হইলে
লোকের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হন না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আমরা কয়েক সপ্তাহ আমেষ্টার্ডেম নগরে অতিবাহি

রিয়া ডেন্মার্কে যাত্রা করিলাম, এবং ডেন্মার্কের রাজ-
ানী কোপেনহেগেন নগরে উপস্থিত হইলাম। ডেন্মার্ক-
াসীরা তাহাদিগের স্বদেশীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে।

এক দিবস আমি বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম,
ক রাস্তার এক স্থানে জনতা হইয়াছে, এবং এক
্যক্তিকে লইয়া টানাটানী করিতেছে। আমি গোল-
াগের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত আগ্রহ সহকারে
নতার নিকট গমন করিয়া দেখি, যে ধৃত ব্যক্তির চতু-
দকে এত লোক দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাকে দেখিতে
াইলাম না, কেবল জনতার মধ্য হইতে এক ব্যক্তি
ংরাজী কথা কহিতেছে শুনিতে পাইলাম। আমি অধিক
কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অতি কষ্টে জনতা ভেদ করিয়া
েখি যে, যে ব্যক্তিকে তাহারা টানাটানী করিতেছে সে
ামার পরিচিত জেঙ্কিন্স। আমি বিনয় সহকারে তাহা-
গকে কহিলাম যে তোমরা এই ব্যক্তিকে মুক্ত কর,
ন্তু কেহই আমার বাক্যে কর্ণপাতও করিল না। অব-
াষে আমি বলপূর্ব্বক তাহাদিগের হস্ত হইতে জেঙ্কিন্সকে
ক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া, যে তাহার হাত ধরিয়াছিল,
াহাকে এক ধাক্কা দিলাম। সে একটু পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবা-
ত্র আমি জেঙ্কিন্সের সহিত ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ
রিলাম। কিন্তু অতি অল্পদূর যাইতে না যাইতেই,
হারা আসিয়া আমাদিগকে পুনর্ব্বার বেষ্টন করিল।

তাহাদিগের মধ্য হইতে দুই বা তিন ব্যক্তি জেঙ্কি ন্সকে ধরিল,এবং চারি পাঁচ জনে আমাকে বেষ্টন করিল আমি ইহাদিগের সহিত বাক্য ব্যয় বৃথা মনে করিলাম কারণ, তাহারা কেহই আমাদিগের ভাষা বুঝিতে সম নহে। তাহারা অবশেষে আমাদিগকে কারাগারে লইয় গেল, এবং এক অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিল জেঙ্কিন্সকে আমি এই ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করাে সে কহিল, কোন ব্যক্তি একজনের একটী ঘড়ী অপহর করিয়াছে এবং ইহারা আমাকেই সেই ব্যক্তি মে করিয়া ধরিয়াছে। ইহাই সমস্ত গোলযোগের কারণ আমি কাপ্তেন ফিলিপ্‌কে এই সকল বৃত্তান্ত এবং আমা দিগের দুর্দ্দশার বিষয় বলিয়া পাঠাইলাম। তিনি সহরে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন আমরা দুই এক দিবসের মধ্যে কারামুক্ত হইলাম।

আমি অতি অল্পকাল ডেন্মার্কে অবস্থান করিয় ছিলাম। ডেন্মার্কবাসীরা নৃত্যগীত অতিশয় ভালবাসে আমি একদিবস ডেন্মার্কের এক পথ দিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলাম, একব্যক্তি রাস্তার মধ্যস্থলে শয় করিয়া আছে। তাহার নিকট গমন করিয়া অবগত হই লাম যে, সে মদ্যপান করিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া মৃতব পড়িয়া আছে। সে দিবস অতি শীতল বায়ু প্রবাহি হইতেছিল, এই নিমিত্ত তাহার শরীর এবং অঙ্গুলী স

। অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। আমি অন্যান্য লোকের
হায্যে তাহাকে তাহার বাটী লইয়া গেলাম। বাটীতে
ব্যক্তির স্ত্রী এবং তিনটী পুত্র ছিল। রাত্রির মধ্যেই
আপন পুত্র এবং পরিবারদিগকে অকূল পাথারে
সাইয়া কালগ্রাসে পতিত হইল। এই ব্যাপার অব-
াকন করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে প্রত্যেক
াককে পানদোষ হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিব।
ডেন্মার্ক ও অতি সমতল দেশ। এখানে সচরাচর
জ্ঝটিকা হইয়া থাকে। ডেন্মার্কের অধিবাসীর সংখ্যা
ায় বিশ লক্ষ হইবে। আমরা যে সময়ে তথায় গমন
রিয়াছিলাম, সে দেশের তৎকালীন রাজার নাম সপ্তম
াড্‌রীক্।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সুইডেন্।

কোপেন হেগেন নগরে এক মাস অতিবাহিত করিয়া
মরা রুসিয়ায় সেণ্টপিটার্সবর্গে যাত্রা করিলাম।
মরা ইউরোপের ম্যাপ দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে
াপেন হেগেন হইতে সেণ্টপিটর্স বর্গ যাইতে হইলে
ল্টিক সাগরই প্রশস্ত পথ। আমি জেঙ্কিন্সকে অনুরোধ
রলে তিনি আমাদিগের সহচর হইলেন, এবং আমরা

জাহাজারোহণ করিয়া সেণ্টপিটর্সবর্গ অভিমুখে প্রস্থা
করিলাম।

জেঙ্কিন্স আমার পূর্ব্বে আমেরিকা হইতে ইউরোপে
উপস্থিত হইয়া সুইডেনের প্রধান নগর ষ্টকহলমে কি
কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি পথিমধ্যে উক্তদে
সম্পর্কীয় অনেক গল্প করিতে লাগিলেন।

জেকিন্স কহিলেন ষ্টকহলম নগরে কতকগুলি লো
আছে, তাহারা রাত্রিকালে পাহারা দিয়া থাকে। এদে
এই দলভুক্ত লোকদিগকে (Watch man) ওয়াচ ম্যা
কহে। ওয়াচম্যানেরা রাত্রিকালে "সর্ব্বশক্তিমান, প
মেশ্বরের মহাস্ত্র, অগ্নি হইতে আমাদিগের নগরকে র
করুন" এই বলিয়া পথে পথে চীৎকার করিতে থাকে
সুইডেন্ যদিও অতি বিস্তৃত দেশ, কিন্তু প্রায় সমস্ত স্থা
পাহাড় পর্ব্বত এবং বন জঙ্গলে আবৃত। এদেশে
অধিবাসীরা সবল এবং প্রিয়দর্শন। সুইডেনে প্রায় ত্রি
লক্ষ লোকের বাস। এখানে শীত অতিশয় প্রবল
সুইডেনে এই প্রকার এক প্রথা আছে, যে তাহারা
মাসের প্রথম দিবসে এক প্রান্তরে যাইয়া, অগ্নি জ্বালি
সেই স্থানে আমোদ আহ্লাদে রত হইয়া, আমো
প্রকাশ করিতে থাকে। আবার যে দিবস হইতে গ্রীষ্মে
হ্রাস হয়, তাহারা সেই দিবসে নিশাকালে প্রাঙ্গণের ব
র্ভাগে এক ধ্বজা পুতিয়া তাহার চারি দিগে নৃত্য করে

ইরূপে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া তাহারা ধর্ম্মা-
:য় গমন করে, এবং ঈশ্বরের নিকট আশ্রয় যাচ্ঞা
রিয়া পুনর্ব্বার আমোদে প্রবৃত্ত হয়।

আমি তোমাদিগকে সুইজারলণ্ডের এক রাজার
ৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই দেশে অতি পূর্ব্ব-
লে দ্বাদশ চারল্‌স (Charles the XII.) নামে
ক রাজা ছিলেন। তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে
ংহাসনে অধিরূঢ় হন। ডেন্মার্ক, প্রসিয়া, রুসিয়া
ভৃতির সন্নিকটস্থ রাজগণ চারলস্‌কে অতি অল্পবয়স্ক
খিয়া মনে করিলেন, যে তাঁহারা অতি সহজে চারল্‌সের
জ্য হস্তগত করিতে সমর্থ হইবেন। মনোমধ্যে এই
র করিয়া তাঁহারা চারল্‌সের রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ
রিতে লাগিলেন। এদিকে চারল্‌স এই সমস্ত ব্যাপার
াগত হইয়া কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া একেবারে
ন্মার্কে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। ডেন্মার্কে উপস্থিত
বামাত্র একদল ডেন্স সৈন্য তাঁহার সম্মুখীন হইল,
ং উভয় সৈন্য তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অবশেষে
রল্‌স যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সন্ধি করিলেন, এবং
মার্কের রাজাকে এই মর্ম্মে সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া
লেন, যে তিনি আর কখন সুইসদিগের উপর কোন
ার অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইবেন না। এই প্রকারে
মার্কের অধিপতিকে সন্ধিসূত্রে বদ্ধ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন

কালে লাভাতে রুসিয়ার এক দল সৈন্যকে পরাস্ত
করেন। রুসিয়ান্ সৈন্যদল, চারলসের সৈন্যগণ অপেক্ষা
চতুর্গুণ অধিক ছিল, এবং পিটার তাহাদিগের সে
নায়ক ছিলেন। এই ঘটনার পরেই চারল্স সসৈ
পোলাণ্ডে যাত্রা করেন, এবং পোলাণ্ডরাজকে সিংহাস
চ্যুত করিয়া তৎপদে আর এক জনকে অভিষেক কা
লেন। তিনি পুনঃ পুনঃ জয়ে এ প্রকার উদ্রিক্ত হই
ছিলেন, যে অবশেষে রুসিয়ান্দিগের দেশে গমন করি
তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে অভিলাষী হন। রুসিয়
অন্তর্গত পোটৌলা নামক এক নগরে, চারল্সের সৈ
গণ রসিয়ান্ সৈন্যদিগের সম্মুখীন হইল। উভয় সৈ
পরস্পর সাক্ষাৎ হইবামাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়, এবং তু
সংগ্রামের পর চারল্সের সৈন্যগণ পরাস্ত হইয়া প্র
সকলেই নিহত হইল। চারল্স অনন্যোপায় হই
কয়েকজন সহচরের সহিত পলায়ন করিলেন, কিন্তু রা
য়ান্ সৈন্যগণ তাঁহার অনুসরণ করিল। চারল্স অ
কষ্টে তুরুষ্কে উপস্থিত হইয়া সুলতানের শরণাপন্ন হই
শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন। এই স্থানে তিনি পীড়
ভাণ করিয়া ক্রমাগত দশ মাস কাল শয্যাগত রহিলে

এই প্রকারে কয়েক মাস অতিবাহিত করিয়া চার
এই স্থান হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলে
কিন্তু একে তুরস্ক হইতে তাঁহার দেশ অনেক দূর, তাহা

বার তিনি চারিদিকে শত্রু দ্বারা বেষ্টিত, সুতরাং
ায়নের কোন আশু সুযোগ পইলেন না। অবশেষে
রল্‌স অনেক চিন্তার পর সাহসের উপর নির্ভর করিয়া
টী মাত্র বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া, শত্রু মধ্য হইতে পলায়ন
রিলেন, এবং অনেক বিপদ অতিক্রম করিয়া সুইডেনে
স্থিত হইলেন।

এই সকল ঘটনার পরেও চারল্‌সের রণকণ্ডুয়ন
বৃত্ত না হওয়াতে, তিনি বিংশতি সহস্র সৈন্য সংগ্রহ
রিয়া নরওয়ে আক্রমণ করিতে গমন করিলেন।

এক দিবস তিনি শত্রুদিগের পার্শ্ব দিয়া যাইতে-
লন, এমন সময়ে শত্রুগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া
ান ছাড়িল। চারল্‌স গোলা দ্বারা আহত হইবামাত্র
র্ত্ত মাত্রে সেই স্থানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

তোমাদিগের সকলের মনোযোগ সহকারে চারল্‌সের
ান্ত পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইহাঁর বৃত্তান্ত তোমাদিগের
তিপ্রদ হইবে। চারল্‌সের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে
মরা জানিতে পারিবে, যে তিনি এক জন সাহসী
ষ, এবং প্রজাগণের উপকার করিয়া যশোলাভ
িতে ইচ্ছুক ছিলেন। প্রজাগণের মঙ্গলের নিমিত্তই
ন কত শত লোককে বধ করিয়াছেন এবং আপনাকে
বিপদে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নরওয়ে।

নরওয়ে ইউরোপের উত্তরভাগে অবস্থিত। অত্র
লোকেরা ডেন্স ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। ইহারা ডেন
দিগের ন্যায় সুরাপানে আসক্ত নহে। নরওয়েবাসী
অতি সরল এবং আতিথেয়। নরওয়ের উত্তরভাগের সমু
একটী পাক্ আছে, তাহাকে মেলষ্ট্রম কহে। এদেশবাসী
ইহার অবস্থাকে দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া বর্ণন করিয়া থাকে
কতকগুলি লোকে কহে, এই পাকের জল চতুর্দ্দি
মহাবেগে বর্ত্তুলাকার হইয়া ঘুরিতেছে, এবং বজ্র শব্দে
ন্যায় অনবরত শব্দ হইতেছে। কোন জাহাজ ঘটনাক্র
এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে পাক দ্বারা আকৃ
হয়, এবং জলের আঘাতে চূর্ণ হইয়া পাকের মধ্যস্থ
উচ্চশির হইয়া সাগর গর্ভে প্রবেশ করে। কোন কে
সময়ে বৃহদাকার তিমি মৎস্য অতি দূর হইতে জল বে
আকৃষ্ট হইয়া পাকের মধ্যে পতিত হইয়া বিনষ্ট হ
তিমি মৎস্যেরা আবর্ত্ত দ্বারা আকৃষ্ট হইবামাত্র জানি
পারিয়া বিধিমতে পলাইবার চেষ্টা করিতে থাকে, কি
যখন জানিতে পারে যে পরিত্রাণের আর কোন উপ
নাই, সেই সময়ে অতি করুণসূচক আর্ত্তনাদ করিতে করি
আবর্ত্তমধ্যে নীত হয়, এবং জলবেগে প্রাণত্যাগ করে

জেঙ্কিন্স নরওয়েতে যান নাই, কিন্তু সুইডেনে অ

ন কালীন এই দেশের অনেক বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন।
নি কহেন বন্য পশুর মধ্যে এখানে বন্য বরাহের সংখ্যা
ধিক। এখানকার বন্য বরাহগণ কাহারও কোন অপ-
র করে না। কথিত আছে একজন নরওয়েবাসী এক
া নদী পার হইবার নিমিত্ত এক নৌকাতে আরোহণ
রিয়া পর পারে যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমত সময়ে
 বন্য বরাহ তীর হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তরণীতে
স্থিত হইল, এবং নৌকার এক পার্শ্বে উপবেশন
রিল। তরণী পর পারে উপস্থিত হইবামাত্র বরাহ
ীর ভাবে এক লম্ফে তীরে পতিত হইয়া অভীষ্ট দেশে
স্থান করিল।

নরওয়ে দেশের এই এক প্রকার রীতি, যে কোন ব্যক্তির
দেহ সমাধি ক্ষেত্রে লইয়া যাইবার কালে এক ব্যক্তি
ার সর্ব্বাগ্রে বেহালা বাজাইতে বাজাইতে গমন করে।
দেশের অন্যান্য অংশের লোকেরা মৃত ব্যক্তিকে "তুমি
া মরিলে? তোমার স্ত্রী পুত্র তোমাকে ভাল বাসিত
না" এই প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।

নরওঁয়েতে প্রায় পঞ্চদশ লক্ষ লোকের বাস। এদেশে
ই রাজা নাই, অধিবাসীরা সুইডেনের রাজাকেই আপ-
দিগের অধীশ্বর বলিয়া মানে। সুইডেনের প্রধান নগর
াগেন। (Bergen) এদেশ গ্রীষ্মকালে অতিশয় উষ্ণ এবং
কালে সেই পরিমাণে শীতল হয়। নরওয়েবাসীরা

শীত নিবারণের নিমিত্ত পশুলোম দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র ব্যব
হার করে। এদেশ এ প্রকার শীতল যে এক শত বৎস
পূর্ব্বে এক দিবস প্রায় সপ্ত সহস্র স্থইস সৈন্য এক পর্ব্ব
উল্লঙ্ঘন করিতেছিল, তাহারা পর্ব্বতের কিয়দ্দূরে আসিবা
মাত্র শীত প্রভাবে তাহাদিগের শরীর অবশ হইয়া আসে
এবং অতি অল্প কাল মধ্যে প্রত্যেকে যে যে ভাবে ছিল
সে সেই ভাবেই প্রাণত্যাগ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ল্যাপলাণ্ড।

ল্যাপলাণ্ড ইউরোপের উত্তর দিকের প্রান্তভা
স্থাপিত। ল্যাপলাণ্ডে একটীও বৃহৎ নগর নাই। এ
অতি অনুর্ব্বর, এবং অধিকাংশ স্থান মরুভূমিতে ব্যাপ্ত
ল্যাপলাণ্ডের অধিবাসীরা যাযাবর, অর্থাৎ তাহাদিগে
বাসস্থানের কোন স্থিরতা নাই। এদেশীয়েরা শীতকা
কুটীরে এবং গ্রীষ্মকালে হরিণচর্ম্মনির্ম্মিত তাম্বুতে কাল
তিপাত করিয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে নয় মাস কাল এ
স্থানে শীত অতিশয় প্রবল থাকে। শীতকালে রাত্রি
ভাগ অধিক হয়, এমন কি দুই তিন মাস কেহ সূর্য্যে
মুখ দেখিতে পায় না। এই সময় অরোরা বোরিয়ালী
নামক নক্ষত্রের আলোকে অন্ধকার বিনষ্ট হয়।

কৃষ্ণবর্ণ বিড়ালের উপর ল্যাপলাণ্ডবাসীদিগের অ

ায় ভক্তি। প্রত্যেক গৃহস্থের এক একটী কৃষ্ণবর্ণ বিড়াল দেখা যায়। এদেশবাসীরা ইষ্টানিষ্ট কার্য্যে এবং সকল প্রকার আপদ বিপদের পরামর্শ বিড়ালকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। ইহারা অরণ্যে শিকার বা মৎস্য ধরিতে াইবার কালে কাল বিড়ালকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। ল্যাপলাণ্ডের লোকেরা চক্রহীন শকটে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করে। হরিণই এদেশীয়দিগের প্রধান সহায়। যদি ইহারা হরিণের সাহায্য না পাইত, তাহা হইলে কোন ক্রমেই ল্যাপলাণ্ডে মনুষ্যের বসতি হইত না। দেখ ল্যাপলাণ্ডবাসীরা হরিণ দ্বারা চক্রহীন শকট চালায়,হরিণের মাংসে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এবং হরিণের চর্ম্মে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া শীত নিবারণ করে, ও তাহা দ্বারা তম্বু প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সপরিবারে বাস করিয়া থাকে। এদেশজাত হরিণকে রেন্‌ডিয়ার বা বল্‌গা হরিণ কহিয়া থাকে। বল্‌গা হরিণ এক দমে বিশ ক্রোশ গাড়ী টানিয়া যায়। জগদীশ্বর সকল দেশীয় লোকদিগকে সুখে রাখিবার নিমিত্ত এক এক উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

হরিণ ল্যাপলণ্ডবাসীদিগের জীবনোপায়, আরব বা সাহারা বাসীরা উষ্ট্রদ্বারা আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে,এবং কামেস্কাট্‌কাবাসীরা কুকুরের সাহায্য গ্রহণ করে। এই প্রকার প্রত্যেক দেশেই এক এক

প্রকার পশু মনুষ্যের সাহায্যে ব্রতী আছে। ইহা দ্বার
স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, পশুগণ আমাদিগের সু
সমূহের সহায়; সুতরাং পশুদিগের উপর নির্দ্দয় ব্যবহা
করা মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে। বালক বালিকাগণ
আমার বোধ হয় তোমরা এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিয়
কদাপি পশুদিগের উপর ক্রীড়াচ্ছলেও নিষ্ঠুর ব্যবহা
ব্রতী হইবে না"।

ষষ্ঠ দশ পরিচ্ছেদ।

সেণ্টপিটার্সবর্গের বিবরণ।

কয়েক সপ্তাহ পরে, আমরা কোপেনহেগেন্ পরি
ত্যাগ করিয়া সেণ্টপিটার্সবর্গে উপনীত হইলাম। সেণ্ট
পিটার্সবর্গ অতি বিস্তৃত নগর, এবং রুসিয়ার রাজধানী।
ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে
মহাত্মা পিটার (Peter the great) এই নগর স্থাপন
করেন। রুসিয়ার অধিবাসীরা সচরাচর মূর্খ, কিন্তু অনে
কেই সর্ব্বদা প্রফুল্ল চিত্তে কাল যাপন করিয়া থাকে। এ
দেশের অধিকাংশ অধিবাসী ধনী লোকদিগের ক্রীতদাস
রুসিয়ার ধনবান লোক ক্রীতদাসদিগের উপর অতিশ
দুর্ব্ববহার করিয়া থাকেন। পৃথিবীর সমস্ত দেশ অপেক্ষ
রুসিয়া অতি বিস্তৃত। এদেশের অধিবাসীর সংখ্যা প্রা
এক কোটি দশ লক্ষ হইবে। অধিবাসীর অধিকাংশ দরি

বং অসভ্য। আমি সেণ্টপিটার্সবর্গে ক্রমাগত দুই মাস
াল অবস্থান করিয়া অনেক বিবরণ জ্ঞাত হইয়াছিলাম।
এক দিবস ভ্রমণ করিতে করিতে আমার একজন
রাজ ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি মস্কো
ারে ব্যবসায় কার্য্য করিয়া থাকেন। আমি কৌতূ
সাক্রান্ত হইয়া, মস্কো প্রভৃতি অন্যান্য নগরের বিবরণ
জ্ঞাসা করাতে, তিনি আহ্লাদ সহকারে, আমাকে
াদ্যোপান্ত কহিলেন। মস্কো নগর মহাত্মা পিটারের
ন্মস্থান।

প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সের সম্রাট নেপো-
ায়ান বোনাপার্টী, বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে,
সিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। রুসিয়াতে শীতের
য়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, নেপোলিয়ন মস্কোনগরে শীত-
াল অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে নগরমধ্যে
বিষ্ট হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এ দিকে রুসি-
নেরা বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত নগরস্থ গৃহ সমূহে অগ্নি
দান করিল। অগ্নিশিখা গগনস্পর্শী হইয়া গৃহ হইতে
হান্তরে, এবং এক পথ হইতে অন্য পথে পতিত হইতে
াগিল। নেপোলিয়ন এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে
তাশ্বাস হইয়া সৈন্যগণের সহিত পলায়ন করিলেন।
দীপ্ত হুতাসন কয়েক দিবসাবধি চারি দিক গ্রাস করিতে
াগিল। প্রাবৃট্‌কালীন মেঘের ন্যায়, প্রভূত ধূমরাশি

গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া, দিবাভাগকে নিবিড় অন্ধকারে পরিণত করিল, এবং অতি সত্বর, প্রায় সমুদয় মস্কোনগর, ভস্মাবশেষ লইয়া গেল। এ দিকে নেপোলিয়নের সৈন্য-গণ পলায়ন কালীন প্রভূত তুষার রাশিতে সমাহিত হইতে লাগিল, এবং বহুসংখ্যক সৈন্যের মধ্যে কয়েকজন মাত্র, বিভ্রাটের ও দুর্দ্দশার সংবাদ লইয়া ফ্রান্সে উপনীত হইল।

রসিয়ানদিগের ভ্রমণের শকট অতি সুখপ্রদ। তাহারা চক্রহীন শকটের উপর পশুলোম বিস্তরণ করিয়া সমস্ত তৈজসপত্র লইয়া তাহাতে আরোহণ করে। শকটে সচরাচর চারি কিম্বা ছয় ঘোড়া যোজনা করে, এবং অধিক দূর যাইতে হইলে তাহারা শকটমধ্যেই পানাহার সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহাদিগকে পথিমধ্যে অবতরণের ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। অতিশয় শীতের সময় এই প্রকার গাড়ীতে কোন ক্লেশ হয় না। আমি সেণ্টপিটার্স-বর্গে অবস্থান কালীন প্রাস্কোভিয়া নাম্নী এক যুবতী কন্যার গল্প শ্রবণ করিয়াছিলাম। প্রাস্কোভিয়ার গল্প তোমাদিগের প্রীতিপ্রদ হইতে পারে, অনুমান করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ কর।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

লপৌলোফ নামক এক ব্যক্তি রুসিয়ায় বাস করি-তেন। কোন সময়ে রুসিয়ার সম্রাট, বা জার, লপৌ

াকের প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহাকে স্ত্রী এবং একটী
শু কন্যার সহিত আসিয়াস্থিত সাইবিরিয়া দেশে
র্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। সাইবিরিয়া অতি অরণ্যময়
দেশ, এবং সেণ্টপিটার্স্বর্গ হইতে অনেক দূরে অব-
হৃত। এদেশের অরণ্যের সর্ব্বস্থানই বন্যজন্তুতে পরি-
র্ণ, এবং কয়েকজন নির্ব্বাসিত ব্যক্তি ব্যতীত এখানে
ন্য লোকের বাসস্থান নাই। সুতরাং এমতস্থলে
পৌলোফ যে, কোন বন্ধু বান্ধব পাইবেন তাহারও
ম্ভাবনা ছিল না। মানব জাতির স্বভাব এই যে তাহারা
াক সহবাস ব্যতিরেকে কদাপি নির্জ্জন স্থানে বাস
রিতে সমর্থ হয় না, এবং এই নিমিত্ত সির্ব্বাসিত
ক্তিদিগকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। সুতরাং
পৌলোফও সেই কষ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান
ই। লপৌলোফের শিশু কন্যাটীর নাম প্রাস্কোভিয়া।
াস্কোভিয়া কালক্রমে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল।
াস্কোভিয়ার স্বভাবটী প্রীতিপ্রদ ছিল বলিয়া, তাহার
তা মাতা তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন।

এক দিবস প্রাস্কোভিয়া দেখিল যে তাহার পিতা
ত দুঃখিতান্তঃকরণে বসিয়া আছেন, এবং জননী
দিতেছেন। প্রাস্কোভিয়া তাঁহাদিগের এই প্রকার
স্থা দর্শন করিবামাত্র দ্রুতগতি পিতা মাতার সমীপ-
ী হইল, এবং কহিল তোমাদিগের কি হইয়াছে;

তোমরা কাঁদিতেছ কেন; আমাকে বল, আমি তোমা- দিগের দুঃখ দূর করিব। এই কাব্য শ্রবণ করিয়া প্রাস্কোভিয়ার মাতা কহিলেন, বাছা! আমরা এককালে সেণ্টপিটার্সবর্গে বাস করিতাম। সেখানে আমাদিগের ধন ছিল, বন্ধু ছিল, সহায় ছিল, এবং সুখ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সম্রাট আমাদিগকে এই দূরবর্ত্তী বিজন স্থানে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা অতি দুঃখের দশায় কালাতিপাত করিতেছি।

প্রাস্কোভিয়া কহিল মা! আমি সম্রাটের নিকট গমন করিয়া কহিব যে আমার পিতা নির্দ্দোষ। আরও কহিব যে আমরা সেখানে অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছি এবং অবশেষে অতি কাতরতার সহিত সেণ্টপিটার্সবর্গে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি প্রার্থনা করিব। সম্রাট অতি দয়ালু, বোধ হয় এ প্রকার যথাযথ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না। প্রাস্কোভিয়ার পিতা মাতা প্রথমে তাঁহাকে সম্রাটের নিকটে গমনের মানস হইতে নিবৃত্ত হইতে কহিলেন, কিন্তু প্রাস্কোভিয়ার পীড়াপীড়িতে অগত্যা সম্মত হইতে হইল। সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু পথিমধ্যে পাছে প্রাস্কোভিয়ার কোন বিপদ উপস্থিত হয়, এই ভয়ে শঙ্কিত হইয়া রহিলেন।

প্রাস্কোভিয়া সেণ্টপিটার্সবর্গে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। তাহাকে অনেক দূর যাইতে হইবে, কিন্তু সঙ্গে

হবার কেহ নাই, পথখরচের এক পয়সাও সম্বল
ই। প্রাস্কোভিয়া জানু পাতিয়া ঈশ্বরের নিকট
ত্মসমর্পণ করিয়া প্রার্থনা করিল "হে পরমেশ্বর!
মিই অসহায়ের সহায়, নির্ধনের ধন, আমি তোমার
ার নির্ভর করিয়া বহুদূরস্থিত অপরিচিত দেশে যাইতে
্যত হইলাম। আমি একাকিনী, আমার সঙ্গে কেহ
ই, অসহায়া হইয়া গভীর অরণ্য, বিজন প্রান্তর, ভয়ঙ্কর
ভূমি, এবং অত্যুচ্চ পর্ব্বত পার হইতে হইবে, প্রভু;
মি আমার সহায় হও এবং তোমারই উপর নির্ভর
রিয়া আমি অকূল দুরাশা সাগরে ঝাপ দিলাম।" এই
কারে প্রার্থনা সমাপন করিয়া প্রাস্কোভিয়া পিতা
তার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পদব্রজে সম্রাট
ীপে প্রস্থান করিল।

এক দিবস প্রাস্কোভিয়া অরণ্যের মধ্য দিয়া যাই-
ছে এমত সময়ে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল, এবং অতি
ক্ষণ পরেই তাহার সম্মুখবর্ত্তী পথে এক প্রকাণ্ড
রুহ শাখা প্রশাখা সহিত, বায়ুবেগে ভূমিতলে পতিত
ল। প্রাস্কোভিয়া ভয়ত্রস্তা হইয়া নিবিড় অরণ্যে
বেশ করিল। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল, প্রাস্কো-
য়া আর গন্তব্য পথ দেখিতে পায় না।

প্রথমে পথভ্রষ্টা হইয়া অন্ধকারেই ইতস্ততঃ ঘুরিয়া
ড়াইতে লাগিল, কিন্তু অবশেষে ক্ষুধায় কাতর, এবং

জলে আর্দ্র হইয়া, সমস্ত রাত্রি সেই বিজন বিপিনে অ
বাহিত করিল। প্রভাত হইবামাত্র এক ব্যক্তি সহস
সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, প্রাস্কোভিয়ার এই প্রকা
অবস্থা অবলোকন করতঃ দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে একখানি
গাড়ীতে উঠাইয়া গ্রাম মধ্যে লইয়া গেল। গ্রামে উপস্থি
হইয়া শকট হইতে অবতরণকালে প্রাস্কোভিয়ার পদস্খ
লন হইল, এবং সে কাদায় পড়িয়া গেল, ও তাহার সর্ব্বা
কর্দ্দমাক্ত হইল। প্রাস্কোভিয়া এই প্রকার অবস্থা
প্রত্যেক বাটীর দ্বারে দ্বারে, গমন করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা
করিল, কিন্তু আশ্রায় প্রদান দূরে থাকুক্ সকলেই তাহাকে
দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। কেহ কহিল এটা চোর,
কেহ বলিল এটা অতি দুষ্ট লোক, এবং গ্রামস্থ বালকেরা
তাহার এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া চোর চোর বলিয়া
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেড়াইতে লাগিল। প্রাস্কোভিয়া
নিরূপায় ও ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া, এক ধর্ম্মালয়ে
সমীপবর্ত্তী হইল, এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিয়া দেখে
যে, দ্বার রুদ্ধ। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া ধর্ম্মালয়ে
সোপানে উপবেশন পূর্ব্বক পরমেশ্বরের প্রার্থনায় নিযুক্ত
হইল। এই সময়ে এক স্ত্রীলোক সেই স্থানে উপস্থি
হইল, এবং প্রাস্কোভিয়ার এই প্রকার অবস্থা দর্শনে
করুণার্দ্র হইয়া তাহাকে আপন গৃহে লইয়া গেল, এবং
যথোচিতরূপে আহার করাইয়া কয়েকখানি বস্ত্র প্রদা

রিল। প্রাস্কোভিয়া এই স্থানে কয়েক দিবস অবস্থান
রিয়া, সেই স্ত্রীলোকটীকে ধন্যবাদ দিয়া পুনর্ব্বার গন্তব্য
েশে প্রস্থান করিল।

এইরূপ অবস্থায় কিছু কাল থাকিতে২ শীত উপস্থিত
ল। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, রুসিয়াতে অত্যন্ত
তের প্রাদুর্ভাব। শীতল বায়ু প্রবাহিত হইবামাত্র
রি দিক হইতে তুষার পড়িতে আরম্ভ হইল। প্রাস্কো-
য়ার শীতবস্ত্র কিছুই ছিল না, সুতরাং তুষার ধবলিত
। দিয়া যাইবার সময় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।
হার সৌভাগ্যবলে এক ব্যক্তি চক্রহীন শকটারোহণে
ই পথ দিয়া যাইতে যাইতে প্রাস্কোভিয়ার নিকটবর্ত্তী
ল, এবং তাহার দুর্দ্দশা দর্শনে করুণার্দ্র হইয়া তাহাকে
পন শকটে উঠাইয়া লইল। প্রাস্কোভিয়ার শীতবস্ত্র
ই দেখিয়া তিনি, একটা মেষ চর্ম্মের কোট্ তাহাকে
লন। এই প্রকার কষ্টে অনেক দূর অতিবাহিত
রিয়া প্রাস্কোভিয়া অবশেষে পীড়াগ্রস্ত হয়, এবং অধিক
গমনে অসমর্থ হইয়া এক দয়ালু ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ
র। এই ব্যক্তির অনুগ্রহে চিকিৎসিত হইয়া ক্রমে
ম রোগ হইতে মুক্ত হয়, এবং কিছুকাল পরে বল-
প্ত হইয়া সম্রাট সদনে গমনোদ্দেশে প্রস্থান করে।

পথে এই প্রকার অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে
স্কোভিয়া এক বৎসর পরে রুসিয়ার রাজধানী সেণ্ট-

পিটার্সবর্গে উপনীত হয়, এবং সম্রাট প্রাসাদে গম
করিয়া মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করে। সম্রাটমহিষী সানু
গ্রহে তাহাকে নিকটে স্থান দিলেন। প্রাস্কোভিয়া মহি
ষীর অনুগ্রহে অনুগৃহীতা হইয়া আপনার বৃত্তান্ত আদ্যো
পান্ত নিবেদন করিল। মহিষী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শ্রব
করিয়া করুণার্দ্রা হইলেন, এবং তাহার পিতামাতাকে
মুক্ত করিয়া দিতে স্বীকৃতা হইয়াছিলেন। প্রাস্কোভিয়া
প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বাসস্থানে যাইবার নিমিত্ত
রাজ্ঞীকে অভিবাদন করিলে, তিনি তাহাকে কিছু অ
দিয়া সে দিবসের মত বিদায় দিলেন। রাজ্ঞী সম্রাট
সমীপে প্রাস্কোভিয়ার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলে,
সম্রাট তাহার পিতামাতাকে মুক্ত করিয়া দিতে স্বীকৃত
হইয়া সাইবিরিয়ায়এক দূত পাঠাইয়া দিলেন। লপে
লোফ এবং তাহার স্ত্রী আপনাদিগের মুক্তির সংবা
শ্রবণ করিয়া, অতুল আনন্দে নিমগ্ন হইলেন, এবং অনতি
বিলম্বে সেণ্টপিটার্সবর্গ অভিমুখে যাত্রা করিলেন
কিছুকাল পরে সেণ্টপিটার্সবর্গে উপস্থিত হইলে, তাঁহা
দিগের প্রাস্কোভিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রাস্কো
ভিয়া পিতামাতাকে দেখিয়া তাঁহাদিগকে গাঢ় আলিঙ্গ
করিয়া, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। এ
প্রকারে লপৌলোফ কন্যার সহিষ্ণুতা এবং সাহসে
গুণে, পুনর্ব্বার বন্ধুবর্গে পরিবৃত হইয়া সেণ্টপিটার্সবর্গে

খে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দেখ দেখি,
ৎসন্তানগণ পিতামাতার কি পর্য্যন্ত উপকার করিতে
মর্থ হয়, অসৎ সন্তানগণ পরিবারের কণ্টকতুল্য হইয়া
াকে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পারলির প্রসিয়ায় যাত্রা।

আমাদিগের সেণ্টপিটার্সবর্গে পঁহুছিবার অব্যবহিত
রেই কাপ্তেন ফিলিপ আমাদিগের জাহাজ বোল্ডহীরো
নি বিক্রয় করিয়া আর এক খানি জাহাজ নিযুক্ত করতঃ
মেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।
ন্তু আমি ইউরোপে অন্যান্য দেশ দেখিবার নিমিত্ত
প্রকার কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম, যে কোন প্রকা-
ই স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনে সম্মত হইলাম না। আমি
ন্‌কীন্সের নিকটে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে তিনি
মার সহচর হইতে স্বীকৃত হইলেন। এই প্রকারে
মরা দুই জনে সেণ্টপিটার্সবর্গ পরিত্যাগ করিয়া এক
নি জাহাজে আরোহণ করিয়া, বাল্‌টিক সাগরে উপ-
ত হইলাম, এবং অতি অল্প সময় মধ্যে প্রসিয়া দেশের
ণ্টিজ নামক নগরে অবতীর্ণ হইলাম।

ডাণ্টিজ অতি বৃহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী নগর। আমি এবং
ন্‌কীন্স উভয়ে এই স্থানে কয়েক দিবস অতিবাহিত

করিয়া, পরে প্রসিয়ার রাজধানী বারলীন্ নগরে উপনী
হইলাম। পথিমধ্যে আমরা কখন বা পদব্রজে, কখ
ষ্টেজ কোচে ভ্রমণ করিয়াছিলাম। এদেশের লোকের
ষ্টেজ কোচকে (Speed Wagon) অর্থাৎ দ্রুতগামী শকট
কহে। আমরা প্রসিয়ান্‌দিগের ভাষা বুঝিতে পারিতাম না
বলিয়া অনেক সময়ে অসুবিধা হইত, কারণ প্রসিয়ানেরা
জর্ম্মাণভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। আমাদিগের মধ্যে
জেন্‌কীন্স অতি অল্প ফ্রেঞ্চ ভাষা কহিতে পারিত বলিয়া
সম্পূর্ণ অসুবিধা হয় নাই, কারণ আমরা দেখিলাম যে,
ইউরোপের সমুদায় দেশের লোকেই কতক পরিমাণে
ফ্রেঞ্চ ভাষা বুঝিতে ও কহিতে পারে।

প্রসিয়া দেশের অনেক স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কয়েক
বৎসর গত হইল, এক দল শিকারী, পশুবধের নিমিত্ত
প্রসিয়ার এক অরণ্যে প্রবেশ করে। তাহারা ইতস্তত
পশু অন্বেষণ করিতেছে, ইত্যবসরে বনের মধ্যে মনুষ্যা-
কৃতি এক জন্তু দেখিয়া চমকিত হইল। শিকারীরা অদৃষ্ট-
পূর্ব্ব পশুর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র সে পলায়নে তৎপর
হইল। শিকারীরা সেই জন্তুর পশ্চাৎ ধাবিত হইলে, সে
অতি দ্রুতবেগে নিকটস্থ পর্ব্বতের এক গুহায় প্রবে
করিল। শিকারীরা কয় জনে গুহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করি
অবশেষে তাহাকে ধরিল। এই জন্তু বনমানুষ। বনমা
যেরা বনে বাস করিয়া থাকে, কথা কহিতে পারে ন

কেবল বানরের ন্যায় চীৎকার করে। বৃক্ষের পত্র এবং উদ্ভিদের মূলই ইহাদিগের উপজীবিকা। শিকারীরা তাহাকে ধরিয়া নগরে লইয়া গেল, এবং কথা কহা শিখাইবার বিস্তর প্রয়াস পাইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না! এই জন্তুর স্বভাব অতি ক্রূর। কেহ নিকটে আসিয়া কোন প্রকারে বিরক্ত করিলেই তাহাকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিত। বেচারা এত চেষ্টাতেও কোন ক্রমে শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইল না।

তাহার পর আমরা বার্লিনে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বার্লিন অতি বৃহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী নগর। এই নগরের চতুর্দ্দিক প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রসিয়ার রাজা (এক্ষণে সম্রাট) কোন সময়ে বার্লিনে এবং কোন সময়ে পোষ্টডম নগরে বাস করিয়া থাকেন। প্রসিয়ার অধিবাসীর সংখ্যা আমেরিকার ইউনাইটেড-ষ্টেটের তুল্য। প্রসিয়াদেশের এই প্রকার রীতি যে তাহারা মস্তকের সমুদয় কেশ মুণ্ডন করতঃ কেবল ঊর্দ্ধ দেশে গোলাকৃতি কতকটা স্থানে চুল রাখে।

আমি তোমাকে প্রসিয়ার এক রাজার গল্প বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে প্রসিয়া দেশে ফ্রেড্‌রিক্ নামে এক রাজা ছিলেন। এই রাজার রাজত্ব কালে প্রসিয়ার চতুর্দ্দিকের রাজগণ একত্র হইয়া ফ্রেড্‌রিকের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ফ্রেড্‌রিকও যুদ্ধে

প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ং সেনানায়ক হন, এবং অনেক স্থলে যুদ্ধ করেন। কোন কোন যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অনেক যুদ্ধেই জয়লাভ করিয়াছিলেন। অতি অল্প রাজাই ফ্রেড্রিকের ন্যায় সেনানায়ক হইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকেন। ফ্রেড্রিক্ কহিতেন যে, আমার সহা-য়তার নিমিত্ত যে সমস্ত লোক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জনে উদ্যত হয়, সে স্থলে আমি তাহাদে অধিনায়ক হইয়া বিপদ হইতে দূরে থাকিব, ইহা কখন কর্ত্তব্য নহে। এই সমস্তকারণেই লোকে তাঁহাকে (Fre deric the great) মহাত্মা ফ্রেড্রিক্ কহিত। তিনি যুদ্ধজয়ী অপেক্ষা একজন পরোপকারক বলিয়াই বিখ্যা ছিলেন।

কথিত আছে মহাত্মা ফ্রেড্রিক্ এক দিবস স্বী উপবেশন গৃহে বসিয়া আছেন, এমত কালে ভৃত্যে ডাকিবার প্রয়োজন হওয়াতে ঘণ্টা বাজাইলেন। কি ঘণ্টার শব্দে কেহই উপস্থিত হইল না দেখিয়া, তিনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৃহের বহির্ভাগে আসিয়া দেখেন তাঁহার বালক ভৃত্য একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয় নিদ্রাগত আছে। বালক ভৃত্যেরা সচরাচর সামান্য আজ্ঞ প্রতিপালনের নিমিত্ত নিযুক্ত হয়, এবং সর্ব্বদা আজ্ঞাব থাকাই তাহাদিগের কর্ত্তব্য।

মহাত্মা ফ্রেড্রিক্ তাহাকে জাগাইবার নিমিত্ত অগ্রস

হইতেছেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, বালকের পকেটে এক খণ্ড কাগজ রহিয়াছে। তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পত্রের মর্ম্ম অবগত হইবার নিমিত্ত অতি আস্তে তাহার পকেট্ হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া পড়িলেন। এই পত্রখানি বালকের মাতা পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, বালক আপনার বেতনের কিয়দংশ মাতার সাহায্যের নিমিত্ত পাঠাইয়াছিল, তাহার মাতা সেই অর্থ পাইয়া এই লিখিয়া পাঠায়াছিলেন যে, বাছা! পরমেশ্বর তোমার ভাল করিবেন, এবং তুমি সচ্চরিত্রতার পুরস্কার পাইবে।

ফ্রেড্রিক্ পত্র পাঠ করণানন্তর ধীরে ধীরে পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং কয়েকটী ডূকেট (প্রসিয়া দেশের এক প্রকার স্বুবর্ণ মুদ্রা) বাহির করিয়া পত্রের সহিত সেই বালক ভৃত্যের পকেটে রাখিয়া দিলেন। তাহার পর পুনর্ব্বার সজোরে ঘণ্টা বাজাইবামাত্র ভৃত্যের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, এবং সে তটস্থ হইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন তোমার স্বচ্ছন্দে নিদ্রা হইয়াছিল? ভৃত্য নম্রভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার উপক্রম করিতেছে, এমত সময়ে সহসা পকেটে হাত পড়াতে চমকিত হইয়া উঠিল, মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল, এবং রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে সময়ে তাহার কথা কহিবারও সামর্থ্য রহিল না। রাজা

তাহাকে কহিলেন তোমার কি হইয়াছে ? ভৃত্য রাজার পদতলে পতিত হইয়া কহিল, মহাত্মন্! বোধ হয় কোন ব্যক্তি আমার সর্ব্বনাশের উদ্যোগ করিতেছে। এই টাকা কি প্রকারে আমার পকেটে আসিল, আমি তাহার কিছুই জানি না। রাজা তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বন্ধো! আমাদিগের নিদ্রিতাবস্থাতে পরমেশ্বর সর্ব্বদা করুণা বিতরণ করিয়া থাকেন। এই টাকা তুমি তোমার মাতার কাছে পাঠাইয়া দাও, এবং আমার প্রণাম জানাইয়া কহিও যে, অদ্য হইতে আমি তোমার এবং তোমার মাতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলাম।

সর্ব্বপ্রধান যুদ্ধ জয় অপেক্ষা মহাত্মা ফ্রেড্রিকের এই সমস্ত কার্য্যই যথার্থ প্রশংসার কার্য্য। বেচারা ভৃত্য যে কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলনের নিমিত্তই ক্ষমা প্রাপ্ত হইল, তাহা নহে, সে মাতার প্রতি অবিচলিত ভক্তির পুরস্কারও প্রাপ্ত হইয়াছিল।

মহাত্মা ফ্রেড্রিকের যে কেবল এই সমস্ত গুণ ব্যতীত আর কিছু ছিল না, তাহা নহে। তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু ধর্ম্ম সম্পর্কে যদি তাঁহার অধিক ভক্তি থাকিত, তাহা হইলে তিনি সংসারে আরও সুখী হইতে পারিতেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পারলির ভিয়ানায় গমন।

জেন্‌কীন্স এবং আমি এক সপ্তাহ বার্লিনে অবস্থান করিয়া, অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়ানা নগরে গমন করিলাম। আমরা পদব্রজেই গমন করিয়াছিলাম। জর্ম্মণির সরাই সকল অতি কৌতুকাবহ। দেখিতে অনেকটা গোলাবাড়ীর সদৃশ, এবং অশ্ব, গাভী, গর্দ্দভ, শূকর ও মনুষ্য প্রভৃতি সকল জীবজন্তু এই স্থানে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আমরা পথশ্রান্তে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত আছি, এমত সময়ে একটা কোলাহল শব্দে জাগ্রত হইলাম। নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র দেখি যে একদিকে কতকগুলা শূকর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিতেছে, অন্য দিকে, গর্দ্দভে চীৎকার করিতেছে, এবং সকল প্রকার জন্তুর স্বর একসঙ্গে মিলিত হইয়া একটি মহাকলরব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জর্ম্মণীর অরণ্যে বন্য শূকরের অত্যন্ত উপদ্রব। ইহারা সম্মুখস্থ দুইটী দন্ত দ্বারা অগ্রবর্ত্তী শত্রুকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। শূকর শিকার জর্ম্মাণির বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগের একটি প্রধান আমোদ। একদিবস আমরা জর্ম্মণির এক অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে দেখি যে একটা বন্য শূকর অতি দ্রুতবেগে পলাইতেছে। তাহার পরক্ষণেই দেখিলাম যে, প্রায় দশ বারটা শিকারী কুকুর তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হই-

য়াছে। তাহাদিগের মধ্যে দুইটা কুকুর প্রাণপণে দৌড়িয়া, একটা, শূকরের কাণ, এবং আর একটা, গ্রীবাদেশ কামড়াইয়া ধরিল। শূকর সজোরে গাত্র সঞ্চালন করাতে দুইটা কুকুরই ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং শূকরও এই অবকাশে আপন তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা কুকুর দুইটার উদর বিদীর্ণ করিয়া পলাইতেছে, ইতিমধ্যে এক অশ্বারূঢ় পুরুষ অশ্ব হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইল। শূকর তাঁহাকে দন্তাঘাত করিবার উপক্রম করিতেছে, ইত্যবকাশে তিনি নিমেষ মধ্যে একটী সুতীক্ষ্ণ বর্ষা দ্বারা তাহার গ্রীবাদেশ ভেদ করিলেন, বর্ষা গ্রীবাভাগে প্রবিষ্ট হইবামাত্র চারিদিক্ রক্তে প্লাবিত হইল, এবং শূকরও ঘুরিয়া ভূমিতলে পড়িল।

শূকরের এই অবস্থা দেখিয়া অশ্বারোহী ব্যক্তি সজোরে ভেঁপু বাজাইতে লাগিলেন, এবং তাহার অল্পক্ষণ পরেই আরও কয়েকজন অশ্বারূঢ় পুরুষ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। এই কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত আমরাও অগ্রসর হইয়া তাহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইলাম, এবং শিকারীদিগের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে জানিতে পারিলাম যে, শূকরহন্তা কেবল একজন শিকারী নহেন, তিনি অষ্ট্রীয়াদেশের সম্রাট, এবং অপরাপর অশ্বারোহী তাঁহারই সম্ভ্রান্ত পারিষদ। সুতীক্ষ্ণ বল্লাম প্রয়োগে ক্ষিপ্রহস্ত না হইলে, শূকর শিকারে গমন করা অসংসাহ-

সিকের কার্য্য। আমরা এই ঘটনার দুই দিবস পরেই ভিয়েনা নগরে উপস্থিত হইলাম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভিয়ানা নগর।

ডানিউব ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান নদী, এবং এই নদীর তীরে ভিয়ানা নগর স্থাপিত। ভিয়ানা নগর দেখিতে অতি মনোরম এবং প্রীতিপ্রদ, ও ইউনাইটেডষ্টেটের সকল নগর অপেক্ষা বৃহৎ। ভিয়ানার অধিবাসীরা অতিশয় আমোদপ্রিয়। শীতকালে ডানিউব নদীর জল তুষারে পরিবর্ত্তিত হইলে, নগরবাসীরা নানা প্রকার চক্রহীন শকটে আরোহণ পূর্ব্বক নদীর উপর বহুবিধ ক্রীড়া, এবং কেহ কেহ পর্য্যটন করিয়া থাকে। এমন কি স্ত্রীলোকেরাও এই আমোদের সাহায্য করিয়া থাকে। চক্রহীন শকট গুলির আকার বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। কতকগুলি অশ্বের ন্যায়, কতকগুলি হংসের ন্যায়, এবং কতকগুলি ব্যাঘ্রের আকারের মত নির্ম্মিত হয়। এই আকারের গাড়ীকে এখানে স্লেজ্ কহে।

স্ত্রীলোকেরা শীত নিবারণের নিমিত্ত পশুলোমজাত বস্ত্র ব্যবহার করে, এবং অনেক প্রকার বহুমূল্য শিরোভূষণ পরিধান করিয়া থাকে। ঘোটক কিম্বা হরিণ দ্বারাই

স্লেজ্ টানাইয়া থাকে, এবং প্রত্যেক ঘোটকের গলার চতুর্দ্দিক কিঙ্কিণী দ্বারা বেষ্টন করিয়া দেয়। ভিয়ানা নগরের নিকটবর্ত্তী এক উদ্যান আছে, তাহাকে প্রেটার কহে। এই উদ্যানের পরিসর প্রায় চারি মাইল। গ্রীষ্ম কালে বহুসংখ্যক লোকে এই স্থানে সমবেত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে। উদ্যানে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাইবে, কোথায় এক দল বালক ক্রীড়া করিতেছে, কোথাও প্রণয়ি যুগল এক বৃক্ষের অন্তরালে বসিয়া প্রেমালাপ করিতেছে, কোন স্থানে বা কতকগুলি লোক উচ্চৈঃস্বরে সংগীতালাপ করিতেছে, কোন স্থানে বালিকারা একত্রিত হইয়া রজ্জুক্রীড়া করিতেছে, এবং উদ্যানের নিভৃতস্থানে গম্ভীরপ্রকৃতি পণ্ডিতেরা বসিয়া সংসারের আদি, অন্ত, কার্য্য, কারণ, সুখ, দুঃখ, মায়া মোহ প্রভৃতি চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। এই উদ্যানটীকে দেখিলেই প্রমোদ কানন বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অষ্ট্রীয়া।

অষ্টিয়া অতি বৃহৎ দেশ। এদেশের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেটের দ্বিগুণ হইবে। ভিয়ানা ব্যতীত এখানে আরও অনেকগুলি বড় বড় নগর আছে।

অষ্ট্রীয়ার কতকগুলি অধিবাসী অতি পরিশ্রমী এবং কতকগুতি অতি অলস। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই শিল্পী। ইহারা ঘড়ী নির্ম্মাণে অতিদক্ষ, এবং প্রতি বৎসর এদেশে অনেক ঘড়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে। বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত অনেক প্রকার পুতুলও এখানে নির্ম্মিত হয়। আমরা একদিবস একটী গ্রামের প্রতিরূপ দেখিলাম। প্রতিরূপটী অতি সুন্দর, এবং সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই প্রতিরূপের মনুষ্যাকৃতি পুত্তলিকাগণ প্রায় দুই ইঞ্চি উচ্চ (Inch) এবং তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বেড়াইতেছে, কতকগুলি কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, এবং কতকগুলি নৃত্য করিতেছে। প্রতিরূপের এক প্রান্তরে কতকগুলি সৈনিক পুরুষ রণসজ্জায় প্রস্তুত হইয়া গমন করিতেছে, এবং তাহাদিগের মধ্যে একজন জয়ঢাক্ বাজাইতেছে।

বোধ করি তোমরা সকলে কলে দাবা খেলার গল্প শ্রবণ করিয়াছ। এই আশ্চর্য্যজনক পুত্তলিকাটীও এই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই কলে একটী তুরস্ক দেশীয়ের প্রতিরূপ স্থাপিত আছে। তাহার সম্মুখে টেবিল, এবং দাবা বড়ে স্থাপিত। কেহ একটী বড়ে চালিলেই সেই পুত্তলিকাও চালিবে। এমন কি কেহই এপর্য্যন্ত এই পুত্তলিকাকে খেলায় পরাস্ত করিতে পারে নাই। এই অদ্ভুত পুত্তলিকা পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই দর্শনার্থ নীত হইয়া-

ছিল, এবং এক্ষণে লণ্ডনে ক্রীষ্টল প্যালেসে স্থাপিত আছে। এদেশে জিপ্‌সী নামক এক প্রকার জাতি আছে। তাহারা যাযাবর, অর্থাৎ তাহাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। পুত্র পরিবার লইয়া ইউরোপের সর্ব্বস্থানেই ভ্রমণ করিয়া থাকে। জিপ্‌সীরা কহে, তাহারা লোকের অদৃষ্টলিপি বলিতে পারে; কিন্তু অপহরণ কার্য্যই ইহাদিগের প্রধান ব্যবসায়।

এক দিবস জেন্‌কীন্স এবং আমি ভ্রমণ করিতে করিতে এক আরণ্যে উপস্থিত হই, এবং সেই খানে দিবাবসান হয়। আমরা অন্ধকারে পথ ভুলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দূর হইতে এক আলোক দেখিতে পাইলাম। আমরা রাত্রিকালে বনের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে সেই আলোক স্থানে উপস্থিত হই, এবং দেখি যে প্রায় বিশজন জিপ্‌সী সেখানে বসিয়া আছে।

আমরা তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলাম যে, আমরা পথ হারাইয়াছি, এবং অদ্য এই স্থলেই রাত্রি যাপন করিতে ইচ্ছা করি। তোমরা অনুগ্রহপূর্ব্বক কিছু খাদ্য এবং একটু শয়নের স্থান প্রদান কর। তাঁহারা আমাদের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইল, এবং কিছু মাংস, রুটী, ও মদ্য আনিয়া দিল। আমরা আহার করিয়া তাহাদি-গেরই এক তাম্বুতে শয়ন করিলাম। অর্দ্ধ রাত্রে পদ সঞ্চালন শব্দে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি সভয়ে

ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখি যে, একজন জিপ্‌সী জেন্‌কীন্‌সের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহার পকেট অনুসন্ধান করিতেছে। আমি এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া জেন্‌কী-ন্‌সকে ডাকিবামাত্র সে ব্যক্তি পলায়ন করিল। জেন্‌কীন্‌স পকেটে হাত দিয়া দেখে, যে তাহার বিশ ডলার সেই ব্যক্তি অপহরণ করিয়া পলাইয়াছে। আমরা যামিনীর অবশিষ্ট ভাগ বসিয়া কাটাইলাম, এবং প্রাতঃকালে অপহরণ বৃত্তান্ত তাহাদিগকে বলাতে তাহারা উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল "যদি তোমাদিগের ধনরক্ষারই বাঞ্ছা ছিল, তাহা হইলে কোন সৎসঙ্গে প্রবিষ্ট হইলে ভাল হইত।" আমরা ইতি কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সেই স্থান হইতে অভীষ্ট দেশে প্রস্থান করিলাম, এবং উভয়ে বিবেচনা করিলাম, যে, আজি আমাদিগের একটী শিক্ষা লাভ হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

তুরক্কের বিবরণ।

তুরুক্ক দেশ অষ্ট্রীয়ার পার্শ্বে অবস্থিত। আমরা তুরক্কে গমন করি নাই। কারণ, পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি-লাম যে, তুরক্কের অধিবাসীরা অতি নিষ্ঠুর, এবং তাহারা বাইবেলে বিশ্বাস করে না। মহম্মদনামক এক ব্যক্তি তাহাদিগের ধর্ম্মপ্রচারক, এবং মহম্মদ লিখিত কোরাণই ইহাদিগের ধর্ম্মপুস্তক। কোরাণ অনেক আশ্চর্য্য কথায়

পরিপূর্ণ। মুসলমানেরা সেই আশ্চর্য্য ঘটনা গুলিকে অতি আগ্রহসহকারে বিশ্বাস করিয়া থাকে। কোরাণের এক স্থানে লিখিত আছে, যে এক দিবস রাত্রি কালে মহম্মদ স্বর্গে নীত হন, এবং স্বর্গীয় অনেক আশ্চর্য্য জনক ব্যাপার দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার নরলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তুরুষ্কেরাও এই সকল ঘটনাবলী নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্তে বিশ্বাস করিয়া থাকে।

কনষ্টাণ্টিনোপল তুরুষ্কের রাজধানী। এই নগর পৃথিবীর অতি বৃহৎ নগর সমূহের মধ্যে পরিগণিত। তুরুষ্কের ভূপালকে সুলতান্ কহে। সুলতান্ অনেকগুলি বিবাহ করেন, এবং তাহাদিগকে সুলতানা বলে। তুরষ্কের অধিবাসীরা শ্মশ্রুধারণ করিয়া থাকে। ইহারা অতিশয় তাম্রকূটপ্রিয়। কোন কোন লোকের তামাক খাইবার নল প্রায় ছয় ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে।

তুরষ্কবাসীরা চেয়ার টেবীল ব্যবহার করে না, তাহারা জানু পাতিয়া ভূমির উপরেই উপবেশন করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে আহারের সময় কাঁটা ছুরি প্রভৃতির ব্যবহার নাই। এক ব্যক্তি মাংস প্রভৃতি খাদ্য কাটিয়া দেয়, এবং অপরাপর সকলে আহার করিতে থাকে। তুরষ্কদেশে টুপীর ব্যবহার নাই। লোকে শিরস্ত্রাণ (পাগড়ী) ব্যবহার করিয়া থাকে।

তুরষ্কের দক্ষিণ দিকে গ্রীসদেশ। গ্রীসদেশের অধি

বাসীকে গ্রীক কহে। গ্রীকেরা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। তুরস্কেরা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকে। এককালে গ্রীসদেশ তুরস্কের অধীন ছিল, এবং এই সময়ে গ্রীকেরা তুরস্কদিগের অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছে।

গ্রীসদেশ যে কেবল দেখিতেই সুন্দর তাহা নহে, আদিমকালে গ্রীসদেশবাসিগণ পৃথিবীর প্রধান সুসভ্য সম্প্রদায় মধ্যে গণ্য ছিল। যদি কখন গ্রীসদেশে ভ্রমণ করিতে যাও, দেখিবে সহস্র সহস্র বৎসরের শত শত নগরের ভগ্নাবশেষ আজি পর্য্যন্তও শোভা পাইতেছে। গ্রীসদেশে আথেন্স নামে একটী বিখ্যাত নগর আছে। এই নগরে মিনার্ভা দেবীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজি পর্য্যন্তও বর্ত্তমান আছে, তাহাকে পারথিওন কহে। এই মন্দির সত্যযুগে নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু আজি পর্য্যন্ত ইহার শোভা বিনষ্ট হয় নাই।

গ্রীসের আদিম অধিবাসীরা অতি সাহসী, সরল, বিদ্বান, এবং শিল্পী ছিল। ইহাদিগের দ্বারা পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত কার্য্যসমূহ সম্পাদিত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে জরাক্সেস্ নামে পারস্যদেশে এক প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্ত লইয়া গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন। গ্রীকেরা এ প্রকার অতুল সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, যে

অবশেষে জরাক্সেস্ গ্রীস জয় অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গ্রীসদেশ সম্পর্কীয় অনেকগুলি মনোরম গল্প আছে। আমি তাহার মধ্যে তোমাদিগকে একটী গল্প বলিতেছি শ্রবণ কর। এক কালে গ্রীস দেশে ডেমন্ এবং পিথিরিয়াস্ নামে দুই ব্যক্তি বাস করিত। তাহাদিগের পরস্পরের অত্যন্ত মিত্রতা ছিল। কিছু দিবস পরে ডেমন্ কোন অপরাধে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, এবং রাজা তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করেন। ডেমন্ দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সকরুণ ভাবে রাজার নিকট এই প্রার্থনা করিল যে সে অন্তিমকালে একবার তাহার পুত্র পরিবারকে দর্শন করিবে, এবং তাহার পর পুনর্ব্বার রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া প্রাণদানে প্রস্তুত হইবে।

রাজা প্রথমে এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না, কিন্তু তৎপরে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর, এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত ডেমন্ আপন পরিবারদিগকে দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন না করে, সেকাল পর্য্যন্ত তাহার বন্ধু পিথিয়স্ তাহার পরিবর্ত্তে বন্দী থাকিবে। যদি ডেমন্ নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে তাহার বন্ধুর প্রাণদণ্ড হইবে। পিথিয়স্ রাজার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া ডেমনের স্থানে বন্দী হইল, এবং ডেমনও পরিবারদিগকে দেখিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিল।

ডেমনের পরিবারেরা কিছু দূরে ছিল এই নিমিত্ত তাঁহার যাইতে বিলম্ব হইয়াছিল।

অবশেষে ডেমন্ গৃহে উপস্থিত হইয়া আপন পরিজন-দিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া বলিলেন,আমি তোমাদিগকে ক্ষণ কালের নিমিত্ত দেখিতে আসিয়াছি। এক্ষণে আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না। কারণ,কালবিলম্ব হইলে প্রিয়বন্ধু পিথিয়সের প্রাণদণ্ড হইবে। এক্ষণে বিদায় হই। ডেমনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার পুত্র পরিবার ডেমনের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং কহিল, আমরা তোমাকে কখনই যাইতে দিব না।

এদিকে রাজা ডেমনের কাল বিলম্ব দেখিয়া ডেমন্ আর প্রত্যাগমন করিবে না, ইহাই স্থির করিলেন, এবং তাহার পরিবর্ত্তে পিথিয়সকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

পিথিয়স্ বধ্যভূমিতে নীত হইল, এবং এক উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইলে, চারিদিকে সহস্র ২ লোক উচ্চ ভূমি বেষ্টন করিল। রাজাও পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে উপনীত হইলেন। সকলেই মনে নিশ্চয় করিল যে পিথিয়সের মৃত্যুকালে আসন্ন। ইতিমধ্যে জনতা মধ্যে মহান কোলাহল উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে হইতে এক জন উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, আমাকে পথ দেও, পথ দেও, গমন করি। এই বাক্য শ্রবণে সকলেই

বিস্ময়ান্বিত হইয়া দেখে যে, ডেমন্ উপস্থিত হইয়াছে, এবং তীব্রবেগে বধ্যভূমির অভিমুখে আসিতেছে। ডেমন্ জনতা ভেদ করিয়া মঞ্চের নিকটবর্ত্তী হইল, এবং পিথিয়সের গলা ধরিয়া কহিল, আমি উপস্থিত হইয়াছি, আমি আসিয়াছি, আর তোমাকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইবে না, আমিই এক্ষণে মরিতে প্রস্তুত আছি। রাজা পিথিয়স, এবং ডেমনের অকপট মিত্রতা দর্শন করিয়া করুণার্দ্র হইয়া কহিলেন, ভয় নাই, তোমাদিগের কাহাকেও মরিতে হইবে না, আমি তোমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিতেছি, এবং এক্ষণ হইতে তোমরা স্বাধীন হইলে। আপনাদের অভীষ্ট স্থানে গমন কর, এবং অকপট মিত্রতার উপমা জগৎবাসীদিগকে দেখাও। রাজবাক্যে সমস্ত লোক মহা কোলাহল করিয়া উঠিল, এবং বন্ধুদ্বয়ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

গ্রীকেরা পুরাকালে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে কালযাপন করিয়া, অবশেষে দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল, তাহারা রোমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত এবং তাহাদিগের অধীনস্থ হয়। এই সময় হইতে তাহাদিগের সমস্ত গৌরব অস্তমিত হয়, এবং গ্রীকেরা মহৎ হইতে সামান্য জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতে লাগিল।

এই অবস্থায় কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত করিয়া তাহারা তুরস্কদিগের দ্বারা আক্রান্ত এবং তাহাদিগের

অধীনস্থ হয়। তুরক্কেরা গ্রীকদিগকে দাসের ন্যায় ব্যবহার করিত। অবশেষে গ্রীকেরা তুরক্কদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া রণভূমিতে অবতীর্ণ হইল, এবং তুমুল সংগ্রামের পর যুদ্ধে জয়লাভ করিল ও অনেক দিনের পর গ্রীসে পুনর্ব্বার স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীয়মান হইল। এক্ষণে গ্রীকেরা স্বাধীনভাবে কালযাপন করিতেছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ইটালী নগর।

আমরা ভিয়ানায় এক মাস অতিবাহিত করিয়া ইটালীর প্রধান নগর রোমে উপনীত হইলাম।

রোম নগর ইটালীর একটি প্রধান স্থান। রোমে, (St. Peter's church) সেণ্টপিটার্সচর্চ্চ নামে এক ধর্ম্মালয় আছে, তাহার মত বৃহৎ অট্টালিকা পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। ইটালীর প্রধান যাজক এই প্রাসাদে বাস করেন। রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান যাজককে পোপ্ কহে, এবং তিনিই রোমের রাজা। রোমান কাথলিক সম্প্রদায় পোপকে প্রায় দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন পোপ্ কোন কার্য্য

অযথা সম্পাদন করেন না। কিন্তু আমি জ্ঞাত আছি, রোমের অনেক পোপ্ অতি দুষ্ট লোক ছিলেন।

রোম নগরে এবং ইটালীর অপরাপর ভাগে অনেক প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। সেগুলি আজিও দেখিতে অতি মনোহর।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রোমের অধিবাসীরা তৎকালীন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি মধ্যে পরিগণিত ছিল। এক্ষণ পর্য্যন্তও তাহাদিগের কীর্ত্তিকলাপ অবনীমণ্ডলে দেদীপ্যমান আছে। রোমে কোলিসিয়ম নামক প্রাসাদ আজি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। এই প্রাসাদ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কোলিসিয়মের আকার একটি নাট্যশালার ন্যায়, এবং ইহার পরিসর এত, যে এই স্থানে বহুসহস্র লোকের সমাবেশ অতি স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। রোমের পূর্ব্বকালের অধিবাসীরা অতি ক্ষমতাশালী ও ঋদ্ধিমন্ত ছিলেন। যুদ্ধ বিদ্যায় ইহাঁরা তৎকালে পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এক্ষণ পর্য্যন্তও পৃথিবীর কোন স্থানই রোম নগরের ভগ্নাবশেষ প্রাসাদ, বা নগরের সৌন্দর্য্য অতিক্রম করিতে পারে নাই।

ইটালীতে নেপল্‌স নামে আর একটি সুন্দর নগর আছে। নেপল্‌সের নিকটেই বিসুভিয়স নামে আগ্নেয় গিরি আছে। এই পর্ব্বত হইতে অগ্নি নির্গত হইতে আরম্ভ

হইলে, সহস্র সহস্র বজ্রাঘাতের ন্যায় শব্দ হইতে আরম্ভ হয়, এবং প্রভূত ধূম ও গলিত ধাতু নিঃসৃত হইয়া নিকটস্থ নগর সমূহ প্লাবিত করিয়া ফেলে।

আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে একবার এই পর্ব্বত হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইয়া নিকটস্থ অনেক গ্রাম এবং নগর ভূগর্ভে নিহিত করে। এই সময়ে পম্পীয়াই ও হারকুলিয়ন নামে দুই নগরও বিনষ্ট হইয়া যায়। অবশেষে অতি অল্পদিবস অতীত হইল পম্পীয়াই নগরের উপরিস্থ আবর্জ্জনা স্থানান্তরিত করাতে সম্পূর্ণ নগর ভূগর্ভ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শত বৎসর ভূগর্ভ মধ্যে ছিল, কিন্তু আজি পর্য্যন্ত ইহার প্রাসাদ এবং অট্টালিকা ও রাজপথ বিনষ্ট হয় নাই।

তোমরা রোমের ইতিহাস পাঠ করিলেই ইহার প্রাচীন কালের বিবরণ সকল জানিতে পারিবে। তবে এক্ষণে এই মাত্র বলিতে পারি যে, দ্বাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর কোন রাজ্যই রোমের সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু তাহার পরেই চিরকালের নিমিত্ত রোমরাজ্যের পতন হয়। রোম যে এক কালে অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ অট্টালিকাই আজি পর্য্যন্ত জগতে সে বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ইটালীর আধুনিক অধিবাসিগণ তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহারা রোমে বাস করি-

তেছে সত্য, রোমের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে সত্য,
প্রাচীন রোমানদিগের শোণিত তাহাদিগের শরীরে প্রবা
হিত হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাদিগের আচার, ব্যবহার
রীতি, নীতি, বল, বীর্য্য, সাহস, অধ্যবসায়, সম্পূর্ণ বিপরীত।
যাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা পৃথিবীর অন্যান্য অংশের
লোকদিগের কুসংস্কার দূর করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারাই
মহাকুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া কালযাপন করিতেছে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি রোম নগরে জেন্‌কীন্সের সহিত বিভিন্ন হইলাম।
জেন্‌কীন্স আমেরিকায় যাইবার নিমিত্ত নেপল্‌স গমন
করিলেন, এবং আমি স্থইজরর্লণ্ডে গমন করিলাম। ইটা-
লীর মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলাম, ইটা-
লীর অধিবাসীরা আঙ্গুর কুড়াইতেছে। তাহারা আঙ্গুরের
রসে স্থরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহা শুষ্ক হইলে মনক্কা
হয়।

অবশেষে আমি আল্পস্ পর্ব্বতের উপর উপস্থিত
হইলাম। আল্পস্ ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান পর্ব্বত। ইহার
শিখরদেশ এত উচ্চ যে সর্ব্বদা বরফে আবৃত থাকে।

আমি ইতিপূর্ব্বে কখন আল্পস্ পর্ব্বতে আসি নাই,
স্থতরাং চারিদিকের শোভা দর্শন করিতে করিতে দিবাব-
সান হইল। সূর্য্যকে অস্ত হইতে দেখিয়া, গন্তব্যস্থানে

গমন করিতে উদ্যত হইতেছি, এমত সময়ে দেখি যে দশ বার জন লোক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আমাকে বেষ্টন করিল।

আমি সভয়চিত্তে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা ইটালী ভাষায় উত্তর দিল, সুতরাং আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তাহারা আর অপেক্ষা না করিয়া আমাকে ধরিল, এবং জঙ্গলের মধ্য দিয়া এক ভগ্নাবশেষ প্রাসাদ দুর্গে লইয়া গেল। তাহারা ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন পথ দিয়া ভূগর্ভস্থ এক গৃহে আমাকে রাখিয়া আসিল। আমি ক্ষণকাল এইখানেই থাকিলাম। আমার পার্শ্বস্থ লোকেরা যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহার একটীও বুঝিতে পারি নাই। সুতরাং তাহাদিগের অভিপ্রায় জানিতেও অসমর্থ হইয়াছিলাম। অবশেষে স্থির করিলাম যে ইহারা দস্যু, আমার নিকট টাকা কড়ি যাহা আছে, তাহা অপহরণ করাই ইহাদিগের উদ্দেশ্য, অথবা হয় ত আমাকে বিনষ্ট করিতেও পারে। যাহা হউক, আমি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমার সহিত যে দুটী পিস্তল ছিল, তাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম, এবং মনে ঠিক করিলাম, যে গুরু বিপত্তির সময় ইহার সাহায্য লইব।

আমি এই সকল চিন্তায় সময়াতিপাত করিতেছি, এমত সময়ে দেখিলাম, যে এক ব্যক্তি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র বোধ হইল, যেন ইহাকে কোথাও দেখিয়াছি, এবং তাহার আকার প্রকারে অনু-

মান হয়, যেন এই ব্যক্তিই দস্যুদলের নায়ক হইবে
অপর কতকগুলি লোক তাহাকে বেষ্টন করিয়া, কথা
কহিতে লাগিল। সে কথাগুলি আমার সম্পর্কীয়, তাহ
আমি আকার ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিলাম। তাহাদিগের
কথা শেষ হইলে, তিনি আমার নিকটবর্ত্তী হইলেন,
এবং সম্মুখে আসিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। আমিও
বিস্ময়ান্বিত হইয়া দেখি, যে সেই ব্যক্তি আমার পূর্ব্বপরি-
চিত লিও, ইহাকেই আমরা সমুদ্রতরঙ্গ হইতে বাঁচাইয়া-
ছিলাম, এবং ইহার সঙ্গেই আমি ইংলণ্ড পরিভ্রমণ করি।

লিও যদিও দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তথাপি
কৃতঘ্ন হন নাই। তিনি তাহার পারিষদদিগকে কহিলেন,
যে এইব্যক্তি একসময়ে আমার প্রাণদান দিয়াছে। তৎপরে
আমাকে কহিলেন যে তোমার কোন ভয় নাই, আমার
দ্বারা তোমার কোন অপকার হইবে না, আমি কালি
প্রাতঃকালে তোমাকে গন্তব্য স্থানে পঁহুছাইয়া দিব।

পর দিবস প্রাতঃকালে লিও আমাকে সঙ্গে করিয়া
আরণ্যমধ্য হইতে প্রকাশ্য রাস্তায় লইয়া গেল,এবং তৎ-
কালোচিত বাক্যব্যয় করিয়া সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিদায়গ্রহণ
করিয়া সত্বর প্রস্থান করিল। আমি একবার ভাবিলাম
যে লিওকে দস্যুবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইতে কহি, কিন্তু
লিও ক্ষণকালও অপেক্ষা না করাতে, আমার মন্তব্য
কথা বলিতে পারিলাম না। আমি সেই পথ দিয়া গমন

করিতে করিতে অবশেষে স্থইজর্লণ্ডের রাজধানী বারন্ নগরে উপস্থিত হইলাম।

স্থইজর্লাণ্ডের অধিবাসীরা পর্ব্বত এবং জঙ্গলময় প্রদেশে বাস করে। এদেশের অধিবাসীরা, নিরীহ, সরল, এবং প্রীতিপদ। বারন্, জেনিভা, লসেনী, এই তিনটী নগর স্থইজর্লণ্ডের মধ্যে প্রধান। এদেশের কেহ রাজা নাই, আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটের ন্যায় সাধারণ তন্ত্রে রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

স্থইসেরা স্বাধীনতাপ্রিয়। কিছু কাল অতীত হইল তাহারা অষ্ট্রীয়ার অধীনস্থ হয়। তৎপরে উইলিয়ম টেল প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া স্বদেশকে স্বাধীন করিতে চেষ্টা করেন। অষ্ট্রীয়ার শাসনকর্ত্তা উইলিয়ম টেলের কার্য্য সকল জানিতে পারিয়া, টেল শাসনকর্ত্তার অনুমতি পালন করেন কিনা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বাঁশের উপর একটী টুপি রাখিলেন, এবং সমস্ত লোককে সেই বাঁশকে প্রণাম করিতে আজ্ঞা দিলেন। উইলিয়ম টেল তাহাতে সম্মত হইলেন না। শাসনকর্ত্তা টেলের অবাধ্যতাতে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। উইলিয়ম টেল ধনুর্ব্বিদ্যাতে পারদর্শী ছিলেন। শাসনকর্ত্তা জেসলার তাঁহার নিপুণতা দেখিবার নিমিত্ত একটী আপেল ফল তাঁহার পুত্রের মস্তকে রাখিয়া তাঁহাকে তাহা ভেদ করিতে কহিলেন।

টেল প্রথমে ভয় হেতু কোন প্রকারে সম্মত হইলেন না, কারণ যদি তাঁহার শরসন্ধান ঠিক না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রিয়পুত্র আহত হইবে। কিন্তু শাসনকর্ত্তা বলি লেন, যদ্যপি তুমি আপেল ভেদ না কর তাহা হইলে তোমার পুত্রের প্রাণ দণ্ড হইবে।

টেল অবশেষে অগত্যা আপেল ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ধনুকে শর যোজনা পূর্ব্বক তীর ছাড়ি লেন। তীর তীব্রবেগে আপেল ভেদ করিয়া দূ পতিত হইল, টেলের পুত্র অব্যাহত রহিল।

এক দিবস গবর্ণর জেস্লার টেল্‌কে এক কারাগা হইতে অন্য কারাগারে স্থানান্তরিত করিবার মান করিয়া,তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেছেন, এম সময়ে এক হ্রদ পার হইবার সময় মহা ঝড়বৃষ্টি আর হইল। জেসলার অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং মৃত্যু অ নিকটবর্ত্তী মনে করিয়া সভয়ে টেলকে নৌকা চালা ইতে আদেশ দিলেন। টেল স্বাভিমত প্রদেশে নৌক বাহিতে লাগিলেন, এবং পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হইয়া নৌক ত্যাগ করিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তীরে উপনীত হইয় পর্ব্বত মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ঐস্থান হইতে টেল পলায়ন করিয়া লোকালয় প্রাপ্ত হইলেন, এবং দেশবাসীদিগকে স্বাধীনতাতে উত্তেজিত করিয়া শাসনকর্ত্তা জেসলারের উদ্দেশে গমন করিলেন

রিশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর গবর্ণরকে প্রাপ্ত হইয়া ল স্বহস্তে তাহার প্রাণবধ করেন। এই ঘটনার পরেই মস্ত সুইজর্লাণ্ডবাসী একত্রিত হইয়া আষ্ট্রীয়ানদিগকে শ হইতে দূর করিয়া দিল। এই সময় হইতেই ইজর্লণ্ড স্বাধীন হইল।

এক ব্যক্তির অধ্যবসায় ও যত্নে দেশের কেমন উপ-ার হয়, ইহা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মহৎ ক্তির অধ্যবসায় ও যত্ন সৎপথে প্রবর্ত্তিত হইলে দেশের সাধারণ উপকার হয়। এমন কি স্বদেশ তাহার উদ্-াগে স্বাধীনতার মুখ পর্য্যন্ত দেখিতে পারে। আর দ লোকের অধ্যবসায় ও যত্নে দেশ মরুভূমিতে পরি-ত হইয়া থাকে।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ফ্রান্স।

অতি অল্পকাল সুইজর্লণ্ডে অবস্থিতি করিয়া আমি ান্সে গমন করিলাম, এবং দুই তিন সপ্তাহ মধ্যে ান্সের রাজধানী পারিস নগরে উপনীত হইলাম। ারিসের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় লণ্ডনের অর্দ্ধেক হইবে। উরোপের সকল স্থান অপেক্ষা পারিস অতি আনন্দ-ায়ক স্থান। নগরবাসীরা সর্ব্বদাই আমোদে রত থাকে, বং পারিসের চতুর্দ্দিক আমোদ স্থানে বেষ্টিত।

পারিসের এক স্থানে একটী কুঞ্জবন আছে, (Elysian field) তাহাকে ইলিসিয়ান্ ফীল্ড কহে। এই স্থানে সকলে একত্র হইয়া কেহ বা অশ্বচালন, কেহ পাদ চারণ, কেহ নৃত্য এবং কেহ গীত গাইয়া থাকেন। এই স্থানটী অতি মনোরম। এখানে সকলেই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। পারিসের রাজপ্রাসাদ অতি বৃহৎ, এবং চারিদিক সুন্দর উপবনে বেষ্টিত। এই উপবনে অনেক ভদ্রলোক সপরিবারে ভ্রমণ করিতে আইসেন, শত শত বালক চারিদিকে ক্রীড়া করিতে থাকে।

কিছুকাল পূর্ব্বে পারিস নগরে ব্যাষ্টাইল নামে এক কারাগার ছিল। রাজা কাহারও উপর কুপিত হইলে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এই স্থানে কতকগুলি লোক প্রাণে বিনষ্ট হইত, এবং কতকগুলি ইহকালের মত তিমিরাচ্ছন্ন গৃহে আবদ্ধ থাকিত। কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণ যে পুনরায় আলোকের মুখ দর্শন করিবে তাহার আর কোন আশা ছিল না। যদি কখন রাজা কাহার উপর সদয় হইতেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই এই ঘোর নরক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইত।

এক সময়ে ফ্রান্‌স দেশীয় এক যুবক অনেক কালাবধি ব্যাষ্টাইল দুর্গে আবদ্ধ ছিল। সে ব্যক্তি যখন যৌবনকাল অতিবাহিত করিয়া বৃদ্ধ বয়সে পদার্পণ করে, এমন সময়ে রাজা তাহার উপর প্রসন্ন হইয়া তাহাকে কারাগার হইতে

মুক্ত করেন। তিনি মুক্তিলাভ করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন যে, তাঁহার সমস্ত বন্ধু ইহ-কাল পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং পরিচিতের মধ্যে আর কেহই নাই। তিনিও কাহাকে চিনিতে পারিলেন না, অন্য লোকেও তাঁহাকে চিনিতে অসমর্থ হইল। কারা-মুক্ত ব্যক্তি চারিদিক ভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার কারাগারে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, আমি পুনর্ব্বার এই স্থানে আবদ্ধ থাকিব। কারণ পৃথিবী নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। আমাকে কেহই চিনিল না, এবং আমিও কোন ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলাম না। এক্ষণে আমার এই অন্ধকারগৃহই ভাল, আমি জীবনের অবশিষ্ট কাল অন্ধকা-রেই যাপন করিব, এবং অন্ধকারেই প্রাণত্যাগ করিব।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দের ১৪ই জুলাই ষোড়ষ লুইসের সময় নেসনেল এসেমব্লী দ্বারা ব্যাষ্টাইল প্রাসাদদুর্গ সমভূমি করা হয়। ষোড়ষ লুইসের রাজত্বকালে ফ্রান্সে কোন শৃঙ্খলা ছিল না, শাসন প্রণালী অতি কদর্য্য ছিল, এমন কি রাজা কোন ব্যক্তির উপর অতি সামান্য কারণে অসন্তুষ্ট হইলেই তাহাকে ধৃত করিয়া বিনা বিচারে, ব্যাষ্টাইল প্রাসাদদুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। কোন কোন সময়ে কেহ বা জন্মের মত ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন গৃহে জীবন অতিবাহিত করিয়া কালকবলিত হইত।

ফ্রান্সের লোকেরা অনেক দলে বিভক্ত। তাহাদিগের

মধ্যে কতকগুলি রাজপক্ষ এবং কতকগুলি দেশীয় লোক দিগের পক্ষ। স্বদেশীয় লোকদিগের পক্ষকে নেসনেল এসেমব্লী কহে।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই রাজা নেসনেল এসেমব্লীর ক্ষমতা হ্রাস করিবার নিমিত্ত পারিসে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। নেসনেল দলভুক্ত লোকেরা প্রথমে রাজার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করে কিন্তু রাজা তাহাদিগের বাক্যে কর্ণপাত না করাতে সকলে একত্রিত হইয়া ব্যাষ্টাইল দুর্গ আক্রমণ করিয়া রাজার জীবন বিনাশে উদ্যত হয়।

নেসনেল এসেমব্লীর লোকেরা প্রাসাদ দুর্গ ধ্বংস করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, তাহার পূর্ব্বদিবস সদলে হোটেল ডি, ইনভ্যালিড্‌স নামক স্থানে অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহের নিমিত্ত গমন করে। উক্ত স্থানের গবর্ণর নেসনেল এসেমব্লী লোকদিগকে অস্ত্র বহনের বাধা দেওয়া দুরূহ বিবেচনা করিয়া হোটেল ডি ইন্‌ভ্যালিড্‌স (Hotel de invalids) দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। ডিইমণ্ট নামক একব্যক্তি উক্ত দলের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হইয়া সমস্ত নগরবাসীকে অস্ত্র গ্রহণ করিতে কহিলেন।

এই প্রকার ঘোষণাতে পারিস নগরবাসী সকলে একত্রিত হইয়া রাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। চারিদিক হইতে অসংখ্য সেনাদল তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া

লাগিল, এবং সকলেই যথাযোগ্য অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রণভূমিতে অবতীর্ণ হইল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই প্রাতঃকালে সেনাদিগের মহাকোলাহল আরম্ভ হয়। সকলেই কহিতে লাগিল,আইস আমরা ব্যাষ্টাইল দুর্গ অগ্রে সমভূমি করি। যদি তাহারা দুর্গ আক্রমণের প্রতিজ্ঞা করিত, তাহা হইলে কোন ক্রমেই মনোরথ পূরণে সমর্থ হইত না। কারণ ব্যাষ্টাইলের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত, এবং তাহার নিম্নেই অগাধ-সলিল পরিখা সমস্ত দুর্গকে বেষ্টন করিয়াছিল। প্রত্যেক প্রাসাদের উপর দুর্জ্জয় কামান স্থাপিত ছিল, এবং সহজে যে নেসনেল এসেমব্লী ব্যাষ্টাইল প্রাসাদ দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হইত, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাহারা ব্যাষ্টাইল সমভূমি করার প্রতিজ্ঞা করাতেই অনায়াসে তাহাদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল।

এই প্রকারে তাহারা ব্যাষ্টাইল সমভূমি করণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া, স্বদলে ও সশস্ত্রে গ্রেটসেণ্টএণ্টনীষ্ট্রীট দিয়া সুদৃঢ় দুর্গের সম্মুখে উপনীত হইল।

এদিকে দুর্গের গবর্ণর ডিলোনী, দুর্গ আক্রান্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া, সদ্ভাবচিহ্ন স্বরূপ পতাকা উড়াইলেন। পতাকা দেখিয়া প্রায় পাঁচ ছয় শত লোক একদল সৈন্য সহিত সেতুর উপর দিয়া দুর্গের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। গবর্ণর তাহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

তোমরা কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছ। তাহারা কহিল, অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধের উপকরণ গ্রহণ ব্যতীত আমা- দিগের আর কোন অভিপ্রায় নাই। ডিলোনী তাহাদিগকে আশ্বাস বাক্যে সেই স্থানে রাখিয়া সেতুর কপাট তুলিয়া দিতে আজ্ঞা দিয়া, প্রাঙ্গণস্থিত লোকদিগের উপর গোলা- বর্ষণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। দুর্গের চারি দিক হইতে ভীষণাকার কামান গর্জ্জন করিতে লাগিল, এবং অগ্নিমূর্ত্তি গোলা সমূহ আগন্তুক নগরবাসীদিগের উপর পড়িতে লাগিল। তাঁহাদিগের অধিকাংশই এই স্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন।

আক্রমণকারিগণ স্বদলস্থ লোকদিগের এই প্রকার দুর- বস্থা দর্শন করিয়া ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, এবং নগর হইতে আরও কতকগুলি সৈন্য ও কয়েকটা কামান সংগ্রহ করিয়া, অসংসাহসের সহিত দুর্গ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাঁহারা হিউলী নামক এক ব্যক্তিকে সেনাপতি পদে বরণ করিলেন। হিলী নামক সেনাদল- ভুক্ত এক ব্যক্তি, কয়েক গাড়ী খড়, এবং ঘাস সংগ্রহ করিয়া দুর্গের সম্মুখে রাখিয়া অগ্নি প্রদান করেন। আগুন ভয়ঙ্কর ভাবে জ্বলিয়া উঠিল, এবং প্রভূত ধূমরাশি চতু- র্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া দুর্গবাসীদিগের নেত্র প্রতিরোধ করিল, সুতরাং তাহারা আক্রমণকারীদিগের কার্য্য সমূহ দুর্গের অভ্যন্তর হইতে কিছুই দেখিতে পাইল না।

দুর্গের গবর্ণর নগরবাসীদিগকে অসংসাহসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া, এবং দুর্গ সেতুর কিয়ৎ অংশ তাহাদিগের অধিকৃত হইয়াছে দেখিয়া, প্রাসাদ দুর্গের চূড়া হইতে সন্ধিপতাকা উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু নগরবাসীরা স্বদলস্থ লোকদিগের বিনাশে উত্তেজিত হইয়া এবং দুর্গ আক্রমণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, সন্ধিপতাকার উপর দৃক্‌পাতও করিল না। গবর্ণর দ্বিতীয়বার পতাকা উড়াইলেন, তাহাও বিফল হইল। তখন গবর্ণর অনন্যোপায় হইয়া এই লিখিয়া পাঠাইলেন, যে যদি তোমরা যুদ্ধে নিরস্ত না হও, তাহা হইলে আমরা দুর্গস্থ সমস্ত বাসগৃহে অগ্নিপ্রদান করিব।

আক্রমণকারিগণ এই বাক্যে আরও উত্তেজিত হইয়া দ্বিগুণতর সাহসের সহিত দুর্গ আক্রমণ করিল।

শত সহস্র দর্শক চারিদিক হইতে আগমন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল, এবং একজন স্ত্রীলোক সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত বামাজনোচিত কোমল স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক কামানে স্বহস্তে অগ্নি প্রদান করিল।

সৈন্যগণ দুর্গ সেতুর সম্মুখে কামান স্থাপন করিয়া দুর্গস্থ লোকদিগকে সেতু রক্ষার স্থান হইতে দূর করিল, এবং দুর্গসেতু অধিকার করিয়া লইল। গবর্ণর এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার পরের ছোট সেতুটী ভগ্ন করিবার উপক্রম

করিতেছেন, এমত মময়ে, হিলী ও হিউলী, এবং মেইলাড
নামক আর এক ব্যক্তি লম্ফ প্রদান পুর্ব্বক ক্ষুদ্র সেতুর
নিকট উপস্থিত হইয়া, গবর্ণরকে নিরস্ত হইতে কহিলেন
গবর্ণরও অনন্যোপায় হইয়া যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া সেতুর
নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তখন পর্য্যন্তও দুর্গের
লোকেরা গোলাবৃষ্টি করিতেছিল, কিন্তু তাহাতে কোন
ফললাভ হইল না। নগরবাসিগণ গবর্ণরকে পলায়ন
করিতে দেখিয়া রণজয় শব্দে কোলাহল করিয়া উঠিল
এবং শত্রুপক্ষীয় যে কেহ সম্মুখীন হইল, তাহারই প্রাণ
নাশে তৎপর হইল। ক্রমে নগরবাসী এবং তাহাদিগের
সৈন্যগণ দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাসাদ দুর্গের
সর্ব্বোচ্চ চূড়া হইতে আপনাদিগের জয় পতাকা উড়াইল

যখন নগরবাসিগণ এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, ইত্য
বসরে কতকগুলি লোক গবর্ণরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া
কোন স্থানেই তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া পাইল না
পরিশেষে আরণী নামক একব্যক্তি গবর্ণরকে খুজিয়া
বাহির করিয়া অস্ত্র ত্যাগ করাইল, এবং হিউলী ও হিলী
সম্মুখে আনিয়া দিল। নগরবাসিগণ চারিদিক হইতে
গবর্ণরকে বেষ্টন করিয়া কেহ তাহার কোট খণ্ড খণ্ড
করিয়া দিল এবং অপর কতকগুলি লোকে তাঁহাকে
নানা প্রকারে অবমানিত করিতে লাগিল। সর্ব্বশেষে
টেম্পলীমণ্ট নামক এক ব্যক্তি অসি প্রহারে গবর্ণরে

শোণিতপাত করিয়া স্বদল নির্য্যাতন জনিত ক্রোধের শান্তি করিল।

গবর্ণর হত হইলে পর, নগরবাসিগণ ডেপুটী গবর্ণরের সহিত মিলিত হইয়া কারাগারের দ্বার সকল মুক্ত করিয়া দিল। কারাবাসিগণ ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন নরক সদৃশ কারাগৃহে ভূগর্ভস্থ কীটযোনির ন্যায় বাস করিতেছিল। অনবরত তামসী নিশার ন্যায়, অন্ধকারাবৃত গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া তাহারা দিবা এবং রাত্রির প্রভেদ বিস্মৃত হইয়াছিল বহুদিবস হইতে অন্ধকারে বাসনিবন্ধন পার্থিব পদার্থ সমূহ দূরে থাকুক, মনুষ্যের আকৃতি পর্য্যন্ত তাহাদিগের হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়াছিল, তাহাদিগের এ প্রকার প্রত্যাশা কদাপি মনোমধ্যে উদিত হইত না যে, তাহারা আর পৃথিবীর আলোকাবৃত স্থানে প্রবেশ করিবে। সকলেই স্থির করিয়াছিল, যে এই তাহাদিগের জীবনের চরম সীমার বাসস্থান, এই স্থানেই তাহাদিগের পৃথিবীর সংস্রব বিলুপ্ত হইবে এবং এইস্থানেই তাহারা জীবন বিসর্জ্জন দিয়া পার্থিব শরীর ভূগর্ভস্থ কীটদিগকে উপহার প্রদান করিবে। কারাবাসীরা এইপ্রকার নিরাশাসাগরে মগ্ন হইয়া অনন্যমনে বাস করিতেছে, এমত সময়ে সহসা কারাগারের দ্বার চারিদিক হইতে মুক্ত হইল। মরীচিমালীর প্রখর কিরণ তীব্র বেগে গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ করিল। ঘনঘটাচ্ছন্ন তামসী নিশার বিদ্যুদালোকের ন্যায় সহসা কারাগৃহ

আলোকিত হইল। কারাবাসিগণ এই অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শনে অনিষ্টাপাত শঙ্কায় প্রথমে চমকিত হইয়া উঠিল, পরে আলোকের স্থিতিকাল ব্যাপক দেখিয়া সবিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। তাহারা এমন মনে করে নাই যে তাহাদিগের নরক যন্ত্রণার কাল অস্তমিত হইল, এবং সূর্য্য-কিরণ সুসংবাদ বিস্তারের নিমিত্ত প্রকাশিত হইল। কারা-বাসিগণ চারিদিকে মহাকোলাহল শ্রবণ করিয়া কৌতূ-হলাক্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইতেছে, এমত সময়ে নগরবাসিগণ কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের কারামুক্তি সংবাদ ঘোষণা করিলে কারাবাসিগণ মুক্তি সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহাকোলাহল পূর্ব্বক দলে দলে অন্ধকারাবৃত কক্ষ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল, তাহাদিগের কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ, পাণ্ডুবর্ণ মুখ অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষু এবং পূতিগন্ধযুক্ত চীর বসন দর্শন করিয়া সকলেই করুণার্দ্র হইলেন এবং দুর্গ আক্রমণকারীদিগকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। কারাবাসিগণ কারা-গৃহ হইতে দুর্গস্থ প্রাঙ্গণে সমবেত হইলে, নগরবাসিগণ ব্যাষ্টাইল দুর্গ সমভূমি করিয়া স্বদলে জয়বাদ্য বাজাইয়া (Hotel de villa) হোটেল ডি ভিলার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা হোটেল ডি ভিলার সম্মুখে উপস্থিত হইতে না হইতেই রাজপক্ষীয় এক দল সৈন্য সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, এবং ডিলোনী

প্রভৃতি কয়েকজন তাহাদিগের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

এই প্রকারে পারিসবাসীরা তিনি ঘণ্টাকাল যুদ্ধ করিয়া ব্যাষ্টাইল দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দিবাবসানে পারিস নগর আনন্দসূচক চিহ্ন-স্বরূপ দীপমালায় শোভিত হইল।

ব্যাষ্টাইল প্রাসাদ দুর্গ সমভূমি হইবার তিন বৎসর পরে ফ্রান্সের অধিবাসিগণ পুনর্ব্বার রাজদ্রোহী হইয়া রাজা ও রাজ্ঞী এবং বহুসংখ্যক নগরবাসীকে হত্যা করে। ইহাকেই French Revolution বা ফরাসী রাজ-বিদ্রোহ কহে।

এই সমস্ত ঘটনার পরেই নেপোলিয়ন বোনাপার্টী আবির্ভূত হন।

ভূমধ্যসাগরের মধ্যে করিসিকাদ্বীপে প্রায় শতর বৎসর পূর্ব্বে নেপোলিয়ন বোনাপার্টীর জন্ম হয়। এইকালে পৃথিবীতে এক ব্যক্তিও নেপোলিয়নের সমকক্ষ যোদ্ধা ছিলেন না।

নেপোলিয়ন প্রথমতঃ ফরাসী দেশীয় একদল সেনার অধিনায়ক হন, তাহার পর সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ছাব্বিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পরিশেষে সমুদায় ইটালী দেশ অধিকার করেন। ইটালী জয় করিয়া ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন

করার পরেই ফ্রান্‌স দেশীয়েরা তাঁহাকে সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। দেখ, যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টী একজন সামান্য সৈনিক পুরুষের মধ্যে গণ্য ছিলেন, এক্ষণে ফ্রান্‌স দেশের সম্রাট পদে অভিষিক্ত হইলেন, এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া মনোহর প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। যত্ন এবং অধ্যবসায় থাকিলে মানবগণ সকল অভিলাষ পরিপূরণে সমর্থ হয়।

কিন্তু নেপোলিয়ন অতুল ঐশ্বর্য্য এবং সম্রাট পদবী লাভেও সন্তুষ্ট হইলেন না, কারণ মনুষ্যের আশা কখনই একেবারে তৃপ্ত হয় না। যাহার যে পরিমাণে ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি হয়, তাহার আশাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে। নেপোলিয়ন ফ্রান্‌সের নিকটবর্ত্তী দুই একটি রাজ্য অধিকার করিয়া অবশেষে সমগ্র ইউরোপের অধিপতি হইবার মানস করিয়া চারি দিকে সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন। নেপোলিয়ন অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন এবং অনেক বৃহৎ বৃহৎ রাজ্য অধিকার করিয়া তদ্দেশীয় নরপতিদিগকে পদানত করিয়া রাখিলেন। জগতের প্রত্যেক রাজা সভয়ে তাঁহার প্রতি নেত্রপাত করিতে লাগিল, এবং তিনিও উপর্য্যুপরি জয়শ্রীলাভে উল্লাসিত হইয়া ভাবিলেন, তাঁহার অদৃষ্ট আর কখনই অপ্রসন্ন হইবে না, এবং কালে তিনি সসাগরা ধরার এক ছত্র অধিপতি হইবেন। কিন্তু এই সংস্কারটী সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক।

জগতের কিছুই চিরস্থায়ী নহে, মনুষ্যের সুখ দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে, এবং সুখের কাল লোকের স্বপ্নবৎ প্রতীত হয়।

আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নেপোলিয়ন রুসিয়া আক্রমণ করিতে গিয়া বতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, এবং এই স্থানে অনেক সৈন্য ক্ষয় করিয়া, তিনি অতি সামান্য পারিষদের সহিত ফ্রান্‌সে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নেপোলিয়ন স্বদেশে উপস্থিত হইয়াই উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফললাভ হইল না। কারণ, অন্যদিক হইতে এক অভিনব বিপদ উপস্থিত হইয়া তাঁহার সৌভাগ্য সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন করিল।

নেপোলিয়ন্ নূতন সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত আছেন, ইত্যবসরে ইউরোপের নরপতিগণ একত্রিত হইয়া নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। নেপোলিয়ান সিংহ বিক্রমে সমগ্র নরপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু কোন ক্রমেই জয়লাভে সমর্থ হইলেন না। ইংলণ্ড, বেলজিয়ম, প্রসিয়া, জর্ম্মণি, হলণ্ড প্রভৃতি কয়েক দেশের নরপতিগণ নবতি সহস্রেরও অধিক সৈন্যের সহিত বেলজিয়মের অন্তর্গত ব্রসেল নগরের ছয় ক্রোশ দক্ষিণ এক প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিলেন। নেপোলিয়ন বাহাত্তর হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন প্রাতঃকালে উভয় সৈন্য পর-

স্পর সম্মুখীন হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইংলণ্ডের সেনা- নায়ক ওয়েলিংটন এবং প্রসিয়ার সেনাধ্যক্ষ বুচার সেনা- দিগের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাবীর নেপোলিয়ন আপন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং রণদক্ষতার সহিত সৈন্যসাগরে অবতীর্ণ হইয়া সেনাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। প্রথমে দুই পক্ষে কামান দ্বারা গোলা- বৃষ্টি করিতে লাগিল, সমুদয় রণভূমি অমানিশার ন্যায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, এমন কি কেহ আপন পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে সমর্থ হইল না।

প্রায় দুই প্রহর দুইটা পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সকলেই মনে করিল, বুঝি জয়শ্রী এবারেও নেপো- লিয়নকে আশ্রয় করে। ফ্রেঞ্চ সৈন্যগণ প্রভূত রণদক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল, এবং তাহাদিগের প্রতাপে শত্রুপক্ষীয় অনেক সৈন্য সমরশায়ী হইল। এই প্রকার যুদ্ধে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে বেলা চারিটার পর নেপোলিয়নের সৈন্যগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িল, এবং বিপক্ষ- দলের সৈন্যেরাও ফরাসী সেনাদিগের প্রতাপে উৎপীড়িত হইয়া যুদ্ধ জয়ে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে বিপক্ষ দলের সেনাপতিদ্বয় নেপোলিয়নের সৈন্যদিগকে ক্লান্ত, এবং আপনাদিগের সৈন্যগণকে ভগ্নোৎসাহ দেখিয়া, একদল প্রসিয়ান অশ্বারোহী সৈন্য রণস্থলে আহ্বান করিলেন। এই সৈন্যদল সংখ্যায় প্রায় অষ্টাদশ

সহস্র হইবে, এবং যুদ্ধের প্রথম হইতেই ইহারা বিশ্রাম সুখলাভ করিতেছিল। প্রসিয়ান অশ্বারোহী সৈন্যদল, রণস্থলে অবতীর্ণ হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াই মহোৎসাহের সহিত রণস্থলাভিমুখে ধাবিত হইল। একদল সৈন্য তীব্রবেগে রণস্থলাভিমুখে আগমন করিতেছে দেখিয়া দুই দলের সৈন্যগণই ভীত হইল। কারণ উভয় দলেই শ্রান্ত হইয়া পডিয়াছে এবং সমস্ত দিনের পর অপরাহ্নে পুনর্ব্বার নবোদ্দমোত্তেজিত সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া উভয় দলই ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। কিন্তু অশ্বারোহী সৈন্যগণ নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র নেপোলিয়নের বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যগণ মহারবে কোলাহল করিয়া উঠিল। তাহাদিগের উল্লাসধ্বনি, শত সহস্র বজ্র-নিনাদ সদৃশ কামান শব্দ ভেদ করিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল, এবং নেপোলিয়ানের সৈন্যগণ একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। নবাগত অশ্বারোহী সেনাগণ রণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া নেপোলিয়নের সৈন্যগণ এবং তাঁহার জয়শ্রীকে আক্রমণ করিল। সহসা বিপক্ষ পক্ষীয় নবাগত সেনাদলদিগকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া, নেপোলিয়ন দিনান্তে পরিশ্রান্ত সেনাদিগের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষণকাল ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু তাহাতে সৈন্যক্ষয় ব্যতীত আর কোন ফললাভ হইল না। ফরাসী সৈন্যগণ ক্ষণকাল পরেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, এবং

নেপোলিয়ন ইহজন্মের মত জয়শ্রী, অতুল ঐশ্বর্য্য, এবং সম্রাট পদবী রণস্থলে বিসর্জ্জন দিয়া সেনাদিগের সহগামী হইলেন। এই যুদ্ধেই নেপোলিয়নের সৌভাগ্যসূর্য্য পশ্চিম সাগরে অবগাহন করিল।

বিপক্ষ পক্ষীয় সেনাপতি ওয়েলিংটন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া চারিদিকে নেপোলিয়নের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার অনুসন্ধান পাইল না, চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, কেহই নেপোলিয়নের বার্ত্তা বলিতে পারিলেন না। সকলেই মনে করিল হয়ত নেপোলিয়ন রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু প্রভূত শবরাশির মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ দেখা গেল না।

এ দিকে নেপোলিয়ন রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইলেন, এবং সাম্রাজ্যের সীমা ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় পলায়নের নিমিত্ত জাহাজ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সমুদ্র তীরে একখানি জাহাজ অবিলম্বে ফ্রান্সের উপকূল ত্যাগ করিবে জানিতে পারিয়া, তিনি ছদ্মবেশে জাহাজস্থকাপ্তেনের নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানি যে ইংরাজ বাণিজ্য জাহাজ,এবং কাপ্তেনও একজন ইংরাজ,নেপোলিয়ন তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। কাপ্তেন নেপোলিনকে চিনিতে পারিয়া গোপনে ওয়েলিংটনকে সংবাদ দিয়া তাঁহাকে ঐ স্থানে বেষ্টন করিল, এবং নেপোলিয়ন বন্দী হইলেন।

ওয়েলিংটন নেপোলিয়নকে বন্দী করাতে ডিউক,
উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

আফরিকার নিকটবর্ত্তী সেণ্ট হেলেনা নামক দ্বীপে
নেপোলিয়নের কারাস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং তিনি জীব-
নের অবশিষ্টকাল এই বিজনপ্রদেশে বন্দীভাবে কালাতি-
পাত করিয়া বিস্ফোটক রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ
করেন। নেপোলিয়ন প্রথমতঃ সেণ্টহেলেনা দ্বীপেই
সমাহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর তাঁহার সমাহিত
শবর, ফ্রান্সে নীত হইয়া সম্রাটের সমুচিত সমৃদ্ধিসহ-
কারে স্থাপিত হয়।

দুরাকাঙ্ক্ষাই মনুষ্যের সর্ব্বনাশের মূল। যদিও আকাঙ্ক্ষা
ব্যতীত মনুষ্যগণ ইহকালে মানবপদবীবাচ্য হইতে
পারেন না বটে; কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইলেই
আকাঙ্ক্ষা পূরণের কথা দূরে থাকুক, তাহার মূল পর্য্যন্ত
উৎপাটিত হইবার সম্ভাবনা। দেখ, নেপোলিয়ন অতি
সামান্য গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় অধ্যবসায় বলে
সম্রাট পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইউরোপস্থ নরপতিগণ
তাহার নাম শ্রবণমাত্র লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেন, এবং
সকলেই মনে করিয়াছিল, যে এই বীর কালে সসাগরা
ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু এক দুরাকাঙ্ক্ষার
বশবর্ত্তী হইয়াই নেপোলিয়নের সমস্ত সুখসমৃদ্ধি আমূল
উৎপাটিত হইল। যিনি ইউরোপের অদ্বিতীয় বীর, তিনি

শেষকালে এক সামান্য বিজন প্রদেশে বন্দীভাবে কালা-
তিপাত করিয়াছিলেন। যাহার সমৃদ্ধি পৃথিবীর সমুদায়
সুসভ্য স্থানকে অতিক্রমকরিয়াছিল,তিনি অতি কষ্টে জীব-
নের উত্তরকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু নেপো-
লিয়ন এইরূপ অসাধারণ সহিষ্ণু ছিলেন, যে তিনি এ
কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। প্রথিত আ
সেণ্টহেলেনার কারাধ্যক্ষ একজন ইংরাজ ছিলেন
নেপোলিয়নের সহিত তাঁহার শত্রুতা থাকাতে সে
ব্যক্তি নেপোলিয়ানকে যথেষ্ট কষ্ট প্রদান করিত। কি
নেপোলিয়ান সেই সকল কষ্ট নির্ব্বিকারে সহ্য করিয়া
ছিলেন। তিনি কহিতেন, কিছু দিন পূর্ব্বে আমি
সম্রাট ছিলাম, এই অভিমান আমার মানস হইতে এবে
বারে তিরোহিত হইয়াছে। আমি কত শত রাজা
রাজ্যচ্যুত করিয়াছি, কত শত লোকের শোণিতে ধ
প্লাবিত করিয়াছি, শত সহস্র অবলাকে বৈধব্য যন্ত্রণা
দগ্ধ করিয়াছি, এবং আমাদ্বারা শত সহস্র বালক পি
বিয়োগে অনাথ হইয়াছে। এক্ষণে আমার এই সম
পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, আমি আর
নেপোলিয়ন নাই। আসন্ন কালেও নেপোলিয়ান আ
নার পূর্ব্বকৃত কার্য্য স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিতে ত্রু
করেন নাই। তিনি মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বেই কহিয়
ছিলেন, হায়, বিষয় তৃষ্ণা, ও ধর্ম্মতৃষ্ণায় কত প্রভে

আমি এবং সীজার, উভয়ে পরাক্রম দ্বারা সমুদয় জগতী-তলস্থ লোকদিগকে বশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু যে ক্ষণে আমাদিগের ক্ষমতার হ্রাস হইল, সেই ক্ষণেই তাহারা বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, আর যীশুখ্রীষ্ট প্রেমবলে তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করিয়া ক্রমে ক্রমে জগতের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে এত দিনে সমস্ত জগৎ তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তরে প্রবিষ্ট হইত। আমরা ইহলোক হইতে তিরোহিত হইলে লোকে মনে করিবে, যে জগতের এক ধূমকেতু অস্তমিত হইল, আর আজি পর্য্যন্তও জগতের শত সহস্র লোক খ্রীষ্টের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিমিত্ত জীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়। আমাদিগের পতনে সকলে পুলকিত হইবে, আর খ্রীষ্টের শেষ দিন মনে করিয়া আপামর সাধারণ সকলের চক্ষু হইতেই শোকাশ্রু দর-দরিত ধারায় বিগলিত হয়। কিয়ৎকাল পরেই আমা-দিগের নাম জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবে, আর খ্রীষ্টের নাম জগতের প্রলয়কাল পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান থাকিয়া চারি দিকে প্রতিধ্বনিত হইবে।

এই সমস্ত খেদোক্তির অল্পকাল পরেই মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্পেন ও পোর্টুগাল।

স্পেনের প্রধান নগর মাড্রিড। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প। স্পেনের অধিবাসীদিগের প্রকৃতি গম্ভীর, এবং তাহারা অতি বৈরনির্যাতক। ইহারা সচরাচর তাম্রকূটের ধূম পান করিয়া থাকে। কেহ কেহ কহেন যে একজন স্পেনবাসীর মুখে, আর চিমনীতে (ধূম নির্গমনের নলে) কোন প্রভেদ নাই।

স্পেনবাসীরা অতি নিষ্ঠুর। ইহারা পশুপক্ষীদিগের যুদ্ধ দর্শন করিতে ভাল বসে, এবং ইহাতে মহা আমোদ অনুভব করে। এখানে বৃষযুদ্ধই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহারা এক বিস্তীর্ণ স্থানের চতুর্দ্দিকে বেড়া দ্বারা বেষ্টন করে, এবং তাহার পার্শ্বে (Gallery) গেলারীর ন্যায় বসিয়া দেখিবার নিমিত্ত স্থান হয়। গ্রাণ্ডী এবং অপরাপর সকল লোক উপবেশন করিলে অতি উগ্রমূর্ত্তি এক বৃষকে সেই বেড়ার মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। তৎপরে এক ব্যক্তি অশ্বারূঢ় হইয়া এক হস্তে একটী বর্ষা লইয়া সেই বেষ্টিত স্থান মধ্যে প্রবেশ করে। এই লোককে এখানে (Picador) পিকাডোর কহে। এই ব্যক্তি প্রথমে বর্ষার খোঁচা দ্বারা বৃষটীকে রাগাইয়া দেয়, যদ্যপি এই ব্যক্তি সহসা অশ্ব হইতে পতিত হয়, তাহা হইলে

তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি একখান রঙ্গীন বস্ত্র বৃষের সম্মুখে প্রক্ষেপ করত তাহার মনকে পতিত ব্যক্তির উপর হইতে আকর্ষণ করে। ঐই ব্যক্তিকে চৌলোস কহে। এই প্রকার ক্রীড়াতে বৃষ অবসন্ন হইয়া পড়িলে, এই ব্যক্তি সশস্ত্রে রণভূমিতে উপস্থিত হইয়া, বৃষের গলদেশের শিরাতে অস্ত্রাঘাত করে, অস্ত্রাঘাতমাত্র বৃষের শোণিতে চারি দিক পরিপ্লুত হয়, এবং সকলেই চারিদিক হইতে মহাহর্ষ প্রকাশ করিতে থাকে। তৎপরে পাঁচ ছয় অশ্ব যোজিত একখানি শকটে বৃষকে উঠাইয়া জয়পতাকা হস্তে করিয়া সকলে মহা কোলাহলে তীব্রবেগে নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। স্পানিয়ার্ডরা এই প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহারে মহাআমোদ অনুভব করিয়া থাকে। বালকগণ! ভরসা করি, তোমরা কদাপি এ প্রকার নির্দ্দয় আমোদে রত হইবে না।

পোর্টুগালের প্রধান নগর (Lisbon) লিস্‌বন্‌। এই নগর প্রায় নিউইয়র্কের দ্বিগুণ। পর্টুগালের অধিবাসীদিগের স্পানিয়ার্ডদিগের সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। এখানে নানাপ্রকার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মদ, আঙ্গুর, এবং কমলা লেবু, পর্টুগাল হইতে এদেশে আনীত হইয়া থাকে। প্রায় অশীতি বৎসর অতীত হইল, ইউরোপে ভূমিকম্প হয়, এই ভূমিকম্প লিস্‌বনে এ প্রকার জোরে হইয়াছিল, যে প্রায় সমস্ত অট্টালিকা ভূমিসাৎ

হয়, এবং অনেক লোক প্রাণে বিনষ্ট হয়। এই সময়ে সমৃদ্ধিশালী লিস্‌বন নগর, মরুভূমির আকার ধারণ করিয়াছিল। পর্টুগালের অপর্টো নামক নগরে (Port wine) পোর্ট ওয়ায়িন প্রস্তুত হয়।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি তোমাদিগকে ইউরোপের সমুদয় দেশের বিবরণ বলিয়াছি। আমার গল্প শুনিয়া যদি তোমরা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাক, তাহা হইলে আসিয়া, আফ্রিকা, এবং আমেরিকার বিবরণ তোমাদিগকে কহিব, আর যদি শ্রুতিকটু বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখান হইতেই ক্ষান্ত হইলাম।

এক্ষণে আমি ইউরোপ পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। পথিমধ্যে আর কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। কেবল এক দিবস আমরা মন্দ মন্দ মারুতবেগে পাল তুলিয়া যাইতেছি, এমত সময়ে দেখিলাম যে, একটা কৃষ্ণবর্ণ বৃহদাকার পদার্থ সমুদ্র হইতে উচ্চ হইয়া উঠিল, তাহার মস্তক ঠিক ঘোড়ার ন্যায়, উঠিবামাত্র, আবার আমাদিগের জাহাজ দেখিয়া জলমগ্ন হইল। ইহাকে সামুদ্রিক সর্প কহে। আটলাণ্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরে এই প্রকার সামুদ্রিক সর্প সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়।

কিছু দিবস পরে আমাদিগের জাহাজ বোষ্টন নগরে উপনীত হইল, আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, অতি সত্বর পরিবারদিগকে দেখিবার নিমিত্ত জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইলাম। গৃহে আসিয়া দেখি সকলেই কুশলে আছে। আমি প্রায় দেড় বৎসর ভ্রমণ করিয়া গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই সময় মধ্যে আমি কত দেশ, কত দ্বীপ দর্শন করিয়াছি, কত দেশের অধিবাসীদিগের সুখ দুঃখ দর্শন করিয়াছি, কত প্রকার বিপদে পতিত হইয়াছি, এবং কত প্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছি। পরমেশ্বর যে, সকল বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করিয়া জন্মভূমিতে আনয়ন করিলেন, তাহার নিমিত্ত কৃতজ্ঞচিত্তে তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। অনেক দেশ ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কোন দেশকেই বোষ্টন অপেক্ষা সুন্দর দেখিলাম না। কারণ জন্মভূমি সকল দেশ অপেক্ষা সুন্দর এবং প্রীতিপ্রদ।

পিটার পারলির ইউরোপ ভ্রমণ।

সম্পূর্ণ।

VIDÁYA-VIDYÁLAYA !

OR

A FAREWELL ADDRESS TO THE COLLEGE.

BY

ÁLOKANÁTH NYÁYABHÚSHANA,

Late Senior Scholar and Head Pandit, Calcutta Government Sanskrit College.

বিদায়—বিদ্যালয় !

কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত-বিদ্যামন্দিরের উন্নতবৃত্তিমচ্ছাত্রচর
ও ভূতপূর্ব্ব প্রধান ব্যাকরণাধ্যাপক

শ্রীআলোকনাথ ন্যায়ভূষণ

প্রণীত।

"আ পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে......"

কালিদাস।

কলিকাতা

আহীরীটোলা ষ্ট্রীট্ ১৪০। ৭ নং ভবন হইতে গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক
খৃঃ অব্দ ১৯০২ সালের ২৫এ জুন প্রকাশিত।

৬২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ সংস্কৃত যন্ত্রে,
শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৯।

Price 4 Annas. মূল্য ।০ আনা।

সূচীপত্র।

বিদায়—বিদ্যালয়!

অবতরণিকা।

নমেঽস্তি বিদ্যা ন তথাস্তি মেধা
নবাস্তি বুদ্ধিঃ প্রতিভোজ্জ্বলা চ।
মন্দঃ পরীক্ষার্ণবমুত্তরীতুং
দেবীং গিরাং স্বাং জননীঞ্চ বন্দে॥

(১)

হে সংস্কৃত-পাঠশালে! জননি আমার,
পরীক্ষা-সাগর হ'তে কিসে হ'ব পার;
পরীক্ষাত শত শত অবিরত নানামত
দিয়াছি অকুতোভয়ে জীবন-সঙ্গ্রামে,
আজি কেন ভয়ে মরি পরীক্ষার নামে?

(২)

আসিয়া করম-ধামে পরীক্ষা মা ! যত,
দিলাম করম-বশে কহিব তা' কত ;
কিন্তু এ পরীক্ষামত কিছুতেত মর্ম্মাহত
করে নাই এত, তাই ভাবি মনে মনে,
এ ঘোর সঙ্কটে হ'ব উত্তীর্ণ কেমনে।

(৩)

জননি ! যখনি যেই আশা-তন্তু ধরে',
ভেসে'ছি আনন্দ-নীরে মুহূর্ত্তের তরে,
বিধাতা তা' নিজ করে তখনি ছেদন করে'
ডুবা'য়েছে অভাগারে দুখের পাথারে,
বিদীর্ণ করিয়া হৃদি অশনি-প্রহারে।

(৪)

দূরে আরোহণ করি' কত আশালতা
বিশীর্ণ হইল, তা'র কি কব বারতা ;
হ'তে হ'তে প্ররোহিত কত হ'ল তিরোহিত
মানস-উদ্যান হ'তে দুর্ভাগ্য-বাত্যায়,
সুখের স্বপন প্রায়, বলা নাহি যায়।

(৫)

যাঁ'দের কৃপায় লভি' অমূল্য জীবন,
সদানন্দে হেরি বিশ্ব-বিনোদ-কানন ;
সদা রাখি' বুকে বুকে   কিসে আমি র'ব সুখে,
দিবানিশি এ চিন্তায় দেহ-পাত করি',
যতন করাতে যাঁ'রা আছি প্রাণ ধরি'।

(৬)

স্বার্থপর-এজগতে যাঁহাদের গণি
অকৃত্রিম বাৎসল্যের অদ্বিতীয় খনি ;
আত্মাকে বঞ্চিত করে'   অনিদ্রায় অনাহারে
কত ক্লেশ সহিলেন যাঁ'রা অকাতরে,
তৃণজ্ঞান করে' এই পাষণ্ডের তরে।

(৭)

পরম-আরাধ্য সেই জননী জনকে
হারা'য়েত অনায়াসে আছি জীবলোকে ;
ভুলে' কভু এ জীবনে   তাঁ'দের করিনা মনে,
সঁপে'ছি বিস্মৃতি-গর্ভে তাঁ'দের সন্ধান,
এমনি এ কৃতঘ্নের বজ্রময় প্রাণ !

(৮)

ত্রয়োদশ সহোদর ছিনু একদিন,
অধুনা একাকী পড়ে' আছি ভাগ্যহীন ;
অসময়ে প্রাণসম রূপে গুণে অনুপম
দ্বাদশ অনুজ মম গিয়াছে ফেলিয়া,
অথচ আছিত হিয়া পাষাণে বাঁধিয়া।

(৯)

বহুকাল ধরে' নিজ ভবনে রাখিয়া,
যতনে বিহগ-শিশু পালন করিয়া,
ক্রমে যবে বৃদ্ধি পায়, তুচ্ছ অর্থ লালসায়
যেমতি শৌনিক হ'য়ে নির্ম্মম-হৃদয়,
অনা'সে সহসা করে তা'দের বিক্রয়।

(১০)

তেমতি অন্ধের যষ্টি স্নেহের পুতলি,
দ্বাদশটি কন্যাপুত্র একে একে তুলি',
দুরন্ত কালের করে অকাতরে দিয়া ধরে'
এইত রহে'ছি বেঁচে' অম্লান-বদনে,
তবে আজি আত্মহারা হই কি কারণে ?

(১১)

এ সব আনন্দ-মূর্ত্তি হেলায় পাশরি'
যখন রহে'ছি ভবে আজো প্রাণ ধরি',
অটল হিমাদ্রি সম, তবে কেন এ বিষম
ভয়ে জড়সড় হয় পাষাণ-হৃদয়,
কেন বা নিরখি আজি বিশ্ব শূন্যময় ?

(১২)

দৈবের নিগ্রহ সহে' শিশুকাল হ'তে
অসাড়-হৃদয় হ'য়ে আছি এ জগতে ;
ভাল মন্দ এ বিচার অধুনা করি না আর,
ঢালিয়া দিয়াছি অঙ্গ নিরাশা-সাগরে,
কি হবে অনধিকার-চর্চ্চা মিছে করে'।

(১৩)

দারুণ স্রোতের মাঝে ঘাত-প্রতিঘাতে
অবশ হ'য়েও আমি আছি'ত আমাতে ;
চৌদিকে নিরাশা-ঢেউ, রক্ষা করে নাই কেউ,
তবুত রেখে'ছি স্থির সংসার-সাগরে
আত্মারে, জননী-পদ ধ্রুবলক্ষ্য করে'।

(১৪)

নিয়তির গতি রোধে হেন সাধ্য কা'র,
দেবের দুষ্কর ক্ষুদ্র নর কোন্ ছার;
এড়াই স্বকর্ম্ম-ফল না ধরি এরূপ বল,
ভবের শিক্ষায় শেষে বুঝিয়াছি সার,
অদৃষ্ট-শৃঙ্খলে বদ্ধ নিখিল সংসার।

(১৫)

যে দুরাত্মা প্রাণদণ্ডে হইয়া দণ্ডিত,
বধ্য-ভূমি চক্ষে দেখে' হয়গো শঙ্কিত;
হাহাকারে জনতার যেমতি সে অভাগার
বধাগ্রেই দেহ ছাড়ি' উড়ে' যায় প্রাণ,
ঠিক্ সেই দশা মম হয় অনুমান।

(১৬)

বিষম সমস্যা আজি হ'ল উপস্থিত,
শিহরে অন্তর-আত্মা পরাণ স্তম্ভিত;
চারি ধারে অন্ধকার হেরিতেছি অনিবার,
বিরাগে হৃদয়-তন্ত্রী বাজে অনুক্ষণ,
নিরন্তর হইতেছে বামাক্ষি-স্পন্দন।

(১৭)

শৈশব-সঙ্গিনি মম ওমা পাঠশালে !
না জানি রাখিলে ধরে' কিবা ইন্দ্রজালে
বাঁধি' হৃদি-কারাগারে স্নেহ-ডোরে সে আমারে,
আয়স হৃদয় যা'র পরীক্ষার নামে,
হেলেনি টলেনি কভু জীবন-সংগ্রামে।

(১৮)

সকল লোকের মুখে শুনি এ বচন,
নাট্যশালা মাত্র এই নিখিল ভুবন ;
না জানি কি অভিনয় রঙ্গভূমে এ সময়,
জননি ! এ নটাধমে করিতে হইবে,
বুঝিবা বিধাতা শিরে অশনি হানিবে।

(১৯)

নতুবা এতই কেন কাঁদিছে পরাণ,
কেন বা দুঃসহ ইহা হয় অনুমান ;
পরীক্ষার স্থান ধরা ভীষণ আবর্ত্তে ভরা,—
এ কথার আগে নাহি ছিল অর্থ-জ্ঞান,
আজি তা'র পাইলাম বিশদ প্রমাণ।

(২০)

ইতি পূর্ব্বে নেত্রপাত করিয়া তোমাতে
শরতের রাকা-শশী পাইতাম হাতে ;
দূরে যে'ত দুখরাশি আনন্দ-সাগরে ভাসি'
আত্মহারা হইতাম মনের উল্লাসে,
আজি কেন অন্ধকার হেরি হৃদাকাশে ?

(২১)

জননি ! জনমমত ছাড়িয়া তোমায়
বিদায় লইতে হ'বে কালের আজ্ঞায়,
হেন নিদারুণ কথা শুনাইতে পাই ব্যথা,
কেমনে বা বলি বাণী না সরে আমার,
অসহ্য-বেদন গণি দৈবের প্রহার।

(২২)

কুক্ষণে গগনে আজি সমুদিল রবি,
হরিতে এ চিত হ'তে চরণেন্দু-ছবি ;
যে ছবি মা অকাতরে মানস-নয়ন-ভরে'
পঞ্চাশ বরষ ধরে' হেরে' হৃষ্টমনে,
পাশরি' সকল শোক ছিলাম ভুবনে।

(২৩)

যুগ-যুগান্তের বহু স্মৃতির বল্লরী-
বিজড়িত হ'য়ে ধর অপূর্ব্ব মাধুরী ;
এ সুষমা অনুপম　　অনুভব হয় মম,
হেরিব না ত্রিভুবন পাতি পাতি করে',
কাঁদিছে পরাণ তাই মা ! তোমার তরে।

(২৪)

ফুরা'ল সময়, ল'ব কাজে অবসর,
অনিচ্ছায় হইতেছি তাই অগ্রসর ;
কত কি চিন্তার স্রোত　করিতেছে ওত-প্রোত,
হৃদয়ের অন্তস্তল মন্থন করিয়া,
পরাণ অতীত বাল্যে চাহিছে ফিরিয়া।

(২৫)

মৃদু-বিকম্পিত-পদে আনত-বদনে,
ধীরে ধীরে আসি তাই অনিশ্চিত-মনে ;
কভু ভাবি যাই ফিরে',　কভু ভাসি নেত্র-নীরে,
দুলিছে সবেগে হৃদি সংশয়-দোলনে,
চরম বিদায় আজি চাহিব কেমনে।

(২৬)

এ জীবনে এইরূপে আর এক দিন
কাঁদিল বিষণ্ণ-মনে এই ভাগ্য-হীন;
জননি গো, যে দিবসে পরিহরি' কালবশে
পূজ্য গুরু স্নেহময় সহপাঠিগণে,
প্রবেশিল অবিজ্ঞাত সংসার-কাননে।

(২৭)

জননি! তখন কিন্তু আজিকার মত,
কিছুতেই হই নাই এত মর্ম্মাহত;
সুখময় সুরসাল তখন যৌবনকাল,
কাজেই হৃদয় ছিল মহোৎসাহে ভরা,
অধুনা জরার রাজ্যে জীয়ন্তেই মরা।

(২৮)

ভবিষ্যৎ-মন্দিরের সৌন্দর্য্যের খনি
নয়ন-সমীপে ধরি' দিবস-রজনী,
উদ্দাম ইন্দ্রিয়গণে বিষম বিষয়-বনে
অনর্গল মাতাইয়া সুচারু-হাসিনী
সহসা পলা'ল কোথা আশা কুহকিনী;—

(২৯)

অধুনা এ হৃদয়ের তাই ধ্যান-জ্ঞান,
বিশ্বময় করিমাত্র তাহারি সন্ধান ;
এমন করিয়া যে সে ভুলা'য়ে মধুর হেসে'
একবারে চিরতরে করিবে প্রস্থান,
স্বপনেও করি নাই হেন অনুমান।

(৩০)

সে সময়ে মৃদু হাসি' মধুরভাষিণী
কত কি শুনা'ত আশা সুধামাখা বাণী ;
আমিও সে ছলনায় গলিতাম ক্ষিপ্তপ্রায়,
ছুটে'ছে আশার নেশা জননি ! এখন,
ভেঙে'ছে আশার বাসা জনম-মতন।

(৩১)

আগে মনে হ'ত যাহা শান্তির আগার,
ভীষণ শ্মশান হেরি আজি সে সংসার ;
জননি গো ! কাজে কাজে ভব-বাজারের মাঝে,
বাজিছে হৃদয়-তন্ত্রী আজি অনিবার
বিরাগের ভরে, যথা বীণা ছিন্ন-তার।

(৩২)

রাঙতায় মোড়া ছিল আগে এ ভুবন,
ভিতরের খড় মাটি দেখিনি তখন ;
কিছুই যে নাই সার, কেবল যে ফক্কিকার,
বাহ্য চটকেই হায় ! ভুলিনু তখন,
বিলক্ষণ জ্ঞান কিন্তু হ'য়েছে এখন।

(৩৩)

আজি এ সংসার আর নাই মা নূতন,
হাড়ে হাড়ে পরিচয় পে'য়েছি এখন ;
আগে ভাবিতাম ধরা পরম আনন্দে ভরা,
নব অনুরাগ আর নাই মা ! তেমন,
নিরাশা-সাগরে আজি হ'য়েছি মগন।

(৩৪)

ভাল নাহি লাগে আর উৎসবের মেলা,
জর্জ্জর হ'য়েছি হেরে' অদৃষ্টের খেলা ;
কিসে শান্তিময়ী বেলা ভবপারে এই বেলা
লভি' ঘুচাইব ঘোর সংসার-যাতনা,
অধুনা ইহাই মাত্র মনের বাসনা।

(৩৫)

দুরাশার ছলনায় বহুদিন তরে,
যে জন স্বদেশ ছাড়ি' যায় দেশান্তরে ;
আশৈশব অনায়াসে প্রিয়জন-সহবাসে
সুখে দিন গেল যেথা, যথা তাঁর মন
জনম-ভূমির তরে হয় উচাটন ;—

(৩৬)

তথা ছাড়ি' মর্মভেদী সুদীর্ঘ নিশ্বাস
কাঁদিছে উদাস প্রাণ না মানে আশ্বাস ;
যদিও চলে'ছে দেহ লক্ষ্য করি' নিজ গেহ,
শৈশব-সঙ্গিনী ভাবি' হৃদয় আমার,
ফিরিয়া তোমার পানে চাহে বারবার।

(৩৭)

দিবানিশি হেন চিন্তা করি মনে মনে,
তব গুরু ঋণভার শুধিব কেমনে ;
এ জীবনে কিনা তুমি ? শৈশবের ক্রীড়াভূমি,
যৌবনের কর্ম্মক্ষেত্র, প্রবীণ দশায়
জীবন ধারণ করি তোমারি কৃপায়।

(৩৮)

তুমি যাই শিক্ষা দিয়া দেখা'লে শরণি,
চোক্ কাণ ফুটিয়াছে তাইত জননি!
তব প্রবর্ত্তিত পথ স্থির ধ্রুবতারা মত
লক্ষ্য করি' এ সংসারে চলি অনিবার,
তুমি বিনা আর কেবা আছে অভাগার।

(৩৯)

হে সংস্কৃতপাঠশালে! জননি আমার,
এ ভবে তুমিই মম ঐশ্বর্য্যের সার;
কে আমি নগণ্য ছার, তবু ধন্য শতবার
আপনারে মানি, ওমা জননী-রতন!
তোমায় জননী বলে' করি' সম্বোধন।

(৪০)

জননীর শ্রীচরণে পায় যদি স্থান,
ব্রহ্মপদ নাহি চায় অভাগার প্রাণ;
বেঁচে' র'বে যতদিন, যেন কভু এই দীন
নাহি ভোলে জননীর যুগল-চরণে,
এ আশিষ [illegible] ওমা! সুপ্রসন্ন-মনে।

(৪১)

বড় সাধ ছিল তব বদন-মণ্ডল,
পরকাশি' গুণরাশি করিব উজ্জ্বল ;
জগতে লাগা'ব তাক্, সে কথাত দূরে থাক্,
হেন জড় বুদ্ধি ল'য়ে সংসারে আসিনু,
নিষ্কলঙ্ক মুখ চাঁদ মলিন করিনু।

(৪২)

চটক্ দেখা'য়ে উঠি সমাজ-শিখরে,
এ প্রবৃত্তি উদিল না কদাপি অন্তরে ;
অথবা শকতি নাই, কি গুণে উন্নতি চাই,
অধুনা কামনামাত্র শান্তি সহকারে,
জননি ! যাইতে পারি ভব-সিন্ধু-পারে।

(৪৩)

অভাগা সন্তান সেই কালের আজ্ঞায়,
ক্ষুণ্ণ-মনে তব কাছে মাগিছে বিদায়,
জনমের মত আজি কেমনে যাইবে ত্যজি'
জীবন-সর্ব্বস্ব-ধনে, এই ভাবনায়
কাঁদিছে পরাণ তার বিয়োগ-ব্যথায়।

(৪৪)

কি ল'য়ে বিমনা হ'য়ে কাটা'ব ভুবনে
জননি ! জীবন-শেষ তোমার বিহনে ;—
হেন গুরু চিন্তাভার হৃদে জাগে অনিবার,
দু'নয়নে দর দর বহে বারি-ধার,
জননি ! বিষম দায়ে পড়ে'ছি এবার।

(৪৫)

অথবা কি বলিতেছি আমি মূঢ়মতি,
হেন শক্তি কার রোধে নিয়তির গতি ;
জননি! তোমায় ত্যজি' অভাগা চলিনু আজি,
মনে করি ফিরি, কিন্তু নাই সে উপায়,
কাজেই মনের খেদে যাচিগো বিদায়।

(৪৬)

ঘন অন্ধকারে যথা দীপ-দরশন,
দুখ-অবসানে তথা সুখ-সঙ্ঘটন ;
আগে ভুগে' নানাসুখ, যে হেরে দুখের মুখ,
যার-পর-নাই দুখী সেই অভাজন,
জীবন মরণ তার মরণ(ই) শরণ।

(৪৭)

আগে সুখী করে’ মোরে ঠিক্ সেইরূপ,
বিধাতা আমার প্রতি হ’য়েছে বিরূপ ;
অথবা প্রত্যেক জনে জানে ইহা এভুবনে,
আলোক-ছটায় অগ্রে সংসার উজলি,’
দারুণ অশনি হানে পশ্চাৎ বিজলি।

(৪৮)

জীবন-নাটকে হ’ল পট-আবর্ত্তন,
আজি হ’তে আরম্ভিল জীবনে মরণ,
তোমারি মা আশীর্ব্বাদে কাটা’লাম নির্ব্বিবাদে
এতকাল মহাসুখে মুহূর্ত্তের ন্যায়,
আনমনে থাকি তব চরণ-সেবায়।

(৪৯)

জীবনের শেষভাগ কাটিবে কেমনে,
এই ভাবনায় ভীত হইতেছি মনে,
কেননা অনন্যমনে কি শয়নে কি স্বপনে
তব যে চরণ-ধ্যানে ছিলাম মগন,
আজি তাহা হারা’লাম জনম-মতন।

(৫০)

চিরদিন কারো ভাগ্যে না যায় সমান,
কেমনে লঙ্ঘিব ইহা বিধির বিধান ;
স্বপন-সমান ধরা বিবিধ বিবর্ত্তে ভরা,
চক্রবৎ সুখদুখ করিছে ভ্রমণ,
আনন্দ-বিষাদ-রোলে পূর্ণ অনুক্ষণ।

(৫১)

সংসারের পরীক্ষায় যমের তাড়নে,
কাতরতা নাহি ঘটে মনস্বীর মনে ;
সুখে দুখে সমজ্ঞান প্রলয়ে ভাঙেনা ধ্যান,
বিকার কাহাকে বলে তাঁদের জীবনে,
পরিচয় নাই কভু ভুলেও স্বপনে।

(৫২)

অতীব অসার-চিত্ত আমি গো জননি !
কেমনে সহিব হেন বিরহ-অশনি,
নবম বর্ষের কালে যখন জননী বলে'
মা ! তোমারে মনে মনে করে'ছি বরণ,
তখন কেমনে ভুলি থাকিতে জীবন।

(৫৩)

অথবা পবিত্র তব স্মৃতি কোনমতে,
আশ্বস্ত করিবে র'ব য'দিন জগতে ;
কিছু স্থায়ী নয় ভবে, কেন মিছে কাঁদি তবে,
অনিত্য সংসার এই পরিবর্ত্তময়,
হেথা কার্ নাহি হয় দশা-বিপর্য্যয় ?

(৫৪)

নিবে'ছে স্নেহের দীপ হৃদয়-মন্দিরে,
কাল-বাত্যাবশে কত বিস্মৃতি-তিমিরে ;
কিন্তু ও পবিত্র ছবি, যেন চিরদীপ্ত রবি,
জাগিবে হৃদয়াকাশে সদা সগৌরবে,
ইচ্ছাময় যে ক'দিন রাখিবেন ভবে।

হৃদয়োচ্ছ্বাস।

(১)

অগত্যা আসি মা! তবে প্রণমি' চরণে,
দয়া করে' আশীর্ব্বাদ কর গো এক্ষণে,
উদার পবিত্র মনে দিও স্থান অভাজনে,
কালের তরঙ্গে যেন না যাই ভাসিয়া,
বিস্মৃতি-জলধি-মাঝে অভাগা বলিয়া।

(২)

নাহি ধরি বিদ্যা বুদ্ধি রচনা-চাতুরী,
না আছে স্মরণশক্তি বচনে মাধুরী,
বাগ্মিতা কাহাকে বলে জানিনা মা! কোন কালে,
তাই বলে' পদে ঠেলে' মরমে বেদন,
দিওনা মা! অধীনের এই নিবেদন।

(৩)

অতি অকিঞ্চন আমি জানি মনে মনে,
আকিঞ্চন করি তবু লুঠিতে চরণে ;
"কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কদাপি নয়,"—
আপামর সবে ইহা জানে বিশ্বময়,
সে বিশ্বাসে হ'য়েছে মা ! এ উচ্চ আশয়।

(৪)

বিশেষত জননীর নির্গুণ সন্তানে
সমধিক স্নেহ হয়, শুনি যাই কাণে,
তাই হ'ল এ বাসনা, না করিয়া প্রবঞ্চনা
রেখ গো মা ! ও অভয় পদ-কোকনদে,
কি বিপদে কি সম্পদে সদা নিরাপদে।

(৫)

স্বার্থপর এ সংসারে গুণের আদর
সবে করে, গুণহীন সদা হতাদর ;
এ নিয়ম অন্যে খাটে, কিন্তু ইহা নাহি আঁটে
অকারণ স্নেহময়ী জননীর প্রতি,
যাঁর স্নেহ-তটিনীর নিম্নদিকে গতি।

(৬)

রূপ নাই, গুণ নাই, তবু স্নেহ চাই,
কেননা তোমার স্নেহে কৃত্রিমতা নাই ;
'নির্গুণ সন্তান পর মার মায়া দৃঢ়তর,'—
এ গাথায় গাঁথা তব বিজয়-কেতন,
অপত্য-স্নেহের ইহা দুন্দুভি-ঘোষণ।

(৭)

ক'দিন বা র'ব আর এ মর-ভুবনে,
সত্বর যাইতে হ'বে শমন-সদনে ;
হ'য়েছে আয়ুর শেষ, জরা-ধবলিত কেশ,
ভব পারে যাইবার করি' আয়োজন,
অপেক্ষায় আছি কবে ডাকিবে শমন।

(৮)

যত কাল তব অঙ্কে করিয়া শয়ন
ছিলাম মা ! সদানন্দে করে'ছি যাপন ;
সুকুমার সুরসাল, সরল শৈশব-কাল
সে আনন্দ সঙ্গে ল'য়ে গিয়াছে জননি !
জীবন-মরুতে তাই নির্ঝরিণী গণি।

(৯)

স্বার্থপর সংসারের বিষম শঠতা,
অদৃষ্ট-চক্রের তথা ঘোর জটিলতা,
কা'রে বলে সে সময়ে, নাহি ছিল এ হৃদয়ে
পরিচয় লেশমাত্র, তাই হেন গণি,
শৈশব সুখের উৎস উৎসবের খনি।

(১০)

যৌবনের উপভোগে নাই আর সাধ,
তুচ্ছ অর্থ তরে আর না চাই বিবাদ;
যদি হেলাগোলা মনে মনোমত সঙ্গী সনে
পারি মা! শিশুর মত খেলিতে আবার,
তবে যেন নরজন্ম হয় অভাগার।

(১১)

আবার সুখের বাল্য যেই চলে' যায়,
যেন মা ভবের লীলা সংবরি হেলায়;
নতুবা জনমে ছাই, এ জনম নাহি চাই,
মানব-বিবেক মম লাগিবে কি কাজে,
কেবল লাঞ্ছনা-ভোগ হ'বে বিশ্ব-মাঝে।

(১২)

নিশা অবসান হ'লে যথা তারাগণ
গগন-সাগর-মাঝে হয় নিমগন,
তেমতি মা! একে একে আমাকে একাকী রেখে'
অনেক সতীর্থ মম করে'ছে প্রয়াণ,
না হেরি তা'দের মত স্নেহভরা প্রাণ।

(১৩)

আবার মা! ইচ্ছা হয় তাহাদের সনে
তোমার উৎসঙ্গে খেলি পুলকিত-মনে;
সংসারের হলাহলে শোকরাশি-তুষানলে
সে সময়ে পারে নাই কাঁদা'তে পরাণ,
সে সুখ স্বপন সম এবে হয় জ্ঞান।

(১৪)

নিশা-শেষে রাজ্য-হারা হইয়া যেমতি,
তিমির-বসনাঞ্চলে ঢাকিয়া মূরতি,
শশী গাত্র-অলঙ্কার ছিন্ন ভিন্ন তারা-হার
ছড়া'য়ে গগনাঙ্গনে অস্তাচলে ধায়,
শৈশব-রাজ্যের দশা তথা দেখা যায়।

(১৫)

দ্যু-লোকে গে'ছেন গুরু, বাল্য-সহচর,
দু'চারিটী মাত্র(১) হয় নয়ন-গোচর ;
বার্দ্ধক্যের বশীভূত রোগ-শোকে অভিভূত,
হেরে' সে প্রাচীন মূর্ত্তি না হয় প্রত্যয়,
কাল-ক্রোড়ে কা'র সাধ্য সমভাবে র'য়!

(১৬)

কত শত অপরাধ চরণ-কমলে,
বাল্য-কালে করিয়াছি জ্ঞান-হীন বলে' ;
সে দোষ না হৃদে তুলে' জননি গো! যে'ও ভুলে,'
আপনার নৈসর্গিক উদারতা-গুণে,
হিতাহিত-বোধ কবে থাকে মা! নির্গুণে ?

(১৭)

তুমি বিনা অভাগার আর কেহ নাই,
থাকিতে তোমার কাছে তাই এত চাই ;
কি নিকটে কিবা দূরে, নিখিল সংসার ঘুরে'
দেখিনু সন্ধান করে' সমুদয় ঠাঁই,
জুড়া'বার স্থান হেন কোথাও না পাই।

(১) ক্রোড়পত্র দেখ।

(১৮)

জনম-জনমান্তরে যদি ভবে আসি,
তব পদ সেবি' যেন সুখার্ণবে ভাসি ;
জপ, তপ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, কিছুরি জানিনা মর্ম্ম,
কি কাজে লাগিবে ওমা ! গুণের সম্ভার ?
জানিত সন্তানে মার বাৎসল্য অপার।

(১৯)

স্থানান্তরে নাহি ঘুরে' উন্নতি-আশায়,
সঁপিনু জীবন তব চরণ-সেবায় ;
দিবানিশি সযতনে খাটিয়াছি প্রাণপণে,
লঘু করিবার তরে গুরু ঋণভার,
কি সাধ্য শুধিব আমি মা ! তোমার ধার।

(২০)

নির্ঘৃণ হইয়া সেবি' ধনান্ধের দ্বার,
পরিচয় দিই নাই নীচাশয়তার ;
তোমার সন্তান হ'য়ে তোমারি মা ! মুখ চে'য়ে,
পরম-গৌরব-ভরে যাপিয়াছি কাল,
ভবার্ণবে ছাড়ি নাই ভুলে' ধৈর্য্য-হাল।

(২১)

এক-দৃষ্টে তব পদ ধ্রুব লক্ষ্য করে’,
আত্মাকে রেখে’ছি ধরে’ আবর্ত্তের ঘোরে ;
অকূল পাথারে দিক্　　সদা রাখিয়াছি ঠিক্,
চারি ধারে নেহারিয়া প্রবল তুফান,
করে’ছি অশান্ত প্রাণে সান্ত্বনা-বিধান।

(২২)

করম-সাগরে কভু না করিয়া ভুল,
জননি ! নির্ব্বিঘ্নে এবে পাইলাম কূল ;
কি বিপদে কি সম্পদে　মতি রেখে’ বিভু-পদে
এইরূপ নিরাপদে ভব-সিন্ধু-পারে,
যে’তে পারি এ আশিষ কর মা ! আমারে।

(২৩)

যখন উদরে ধরে’ বাড়া’লে সম্মান,
কৃপণতা কর’না মা ! দিতে পদে স্থান ;
অকৃতী তনয় আমি,　　জানেন অন্তর-যামী,
তাহে কিবা ক্ষতি দৈব হইলে সহায়,
এক ভাগ্য ল’য়েত মা ! এসে’ছি ধরায়।

(২৪)

পুত্র-ভাগ্য ধন-ভাগ্য যশোভাগ্য আদি,
নানাবিধ সৌভাগ্যের নাহিক অবধি ;
সব ভাগ্য একাধারে নাহি ঘটে এসংসারে,
তাই বলি এ দীনের আছে এক বল,
জননি ! জননী-ভাগ্য পরম সম্বল।

(২৫)

সৌভাগ্য না থাকিলে মা ! কেন দয়া করে',
রত্ন-গর্ভা তুমি মোরে ধরিবে জঠরে ?
নিরাশ্রয় দেববাণী আপন সৌভাগ্য মানি',
একদা দুর্দ্দিনে যাহে লইল শরণ,
সে উদরে জন্মে হেন সুকৃতী ক'জন ?

(২৬)

জননি ! মুসলমান-রাজ্য-অবসান
হ'ল যাই, তাই তুমি লভিয়া পরাণ,
কোলে ল'য়ে দেববাণী, কলিকাতা-রাজধানী
অলঙ্কৃত করে' আজি করিছ বিরাজ,
এ তব অক্ষয় কীর্ত্তি, সুসভ্য ইংরাজ !,—

(২৭)

চিরকাল কাল-বক্ষে রহিবে ক্ষোদিত,
কৃতজ্ঞ ভারত কভু হ'বে না বিস্মৃত ;
পাঠশালে ! তুমি যাই　কেন্দ্ররূপে আছ তাই,
চতুষ্পাঠী-সৃষ্টি হ'ল বঙ্গময় যত,
বিটপী-শাখার মত বর্ণিব তা' কত।

(২৮)

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তব দুহিতার
আদর করেন করি' গুণের বিচার ;
প্রাচীন ভারত নাই,　স্বাধীন হৃদয় নাই,
ভারত আপন ধনে চিনিতে না পারে,
রত্নাকর ছেড়ে' রত্ন খোঁজে অব্ধি-পারে।

(২৯)

স্বরগীয় উইল্‌সন, গোল্‌ডষ্টুকর্‌,
স্যার্‌ উইলিয়ম্‌ জোন্‌স্‌, রথ্‌, মোক্ষমূলর্‌,
বোথলিঙ্ক্‌, ওয়েবার্‌,　কোলব্রুক্‌, বুল্‌হার্‌,
উইলিয়ম্‌, কাউএল্‌, টনি, গ্রিফিথ্‌, হুইলার্‌,
ব্যালেণ্টাইন্‌-আদি কাছে কত মান তা'র।

(৩০)

জননি ! বিদরে হৃদি বলিতে এ কথা,
কাহারে বা বলি হেন দুখের বারতা ;
একদা মা ! যে ভাষায় ঋক্-গানে এ ধরায়,
পঞ্চনদ-তীরে মেতে' আৰ্য্য-ঋষিগণে
বিশ্ববারা আদি পুণ্য মহিলার সনে,—

(৩১)

অতি পুরাকালে এই নিখিল ভারত,
পবিত্র করিল, যবে সমগ্র জগৎ
অজ্ঞান-তিমিরাবৃত হ'য়ে ছিল ভূ-পতিত,
আজি সেই ভারতের সুযোগ্য সন্তান,
পদে পদে সে ভাষাকে করে তৃণ-জ্ঞান।

(৩২)

ভারত-দুর্ভাগ্য-বশে আজি দেববাণী
অর্থকরী নহে, ইহা শিরোধাৰ্য্য মানি';
কিন্তু ভারতের ধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বকর্ম্ম-
মর্ম-বোধে যে ভাষার নিত্য প্রয়োজন,
তা'র এ দুর্গতি, একি বিধি-বিড়ম্বন !

(৩৩)

যত রূপ ভাষা আছে ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে,
সবারি জনম দেব-বাণীর জঠরে(২) ;
তাই বলি হেন বাণী, পরম সৌভাগ্য মানি'
কণ্ঠহার কর সবে মহা সমাদরে,
ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের তরে।

(৩৪)

ইংরাজি-শিক্ষার গুণে নানা উপকার
হ'য়েছে যে এ ভারতে করি তা' স্বীকার ;
কিন্তু বিজাতীয় শিক্ষা মূল-মন্ত্রে হ'লে দীক্ষা
ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ হ'বে না কল্যাণ,
ভাগ্য-দোষে হারা'য়েছে ভারত এ জ্ঞান।

(৩৫)

ভারত-উন্নতি-কল্পে সংস্কৃত ভারতী
সবিশেষ চর্চ্চা করা আবশ্যক অতি ;
বিদেশীয় উপাদান নহে ভারতের প্রাণ,
বাহ্য শিক্ষা আভরণ হ'ক ক্ষতি নাই,
সংস্কৃতের মৌলিকতা রক্ষা করা চাই।

---

(২) ক্রোড়পত্র দেখ।

(৩৬)

সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্র বিনা বিলোড়ন,
বঙ্গভাষা-অঙ্গভূষা না হ'বে সাধন;
জাতীয় ভাষার পুষ্টি- বিষয়ে রাখিলে দৃষ্টি,
জাতীয় গৌরব তবে হ'বে সম্পাদন,
অন্যথা উন্নতি-আশা বৃথা আকিঞ্চন।

(৩৭)

যে ভাষার এ ভারত আদ্য লীলাস্থলী,
ভারতের কৃতবিদ্য যুবক-মণ্ডলী
যত দিন সে ভাষার না বুঝিবে উপকার,
তত দিন পূর্ব্ববৎ দিব্য জ্যোতি ধরে'
উদিবে না ভাগ্য-রবি ভারত-অম্বরে।

(৩৮)

যে ভাষায় আদি-কবি শোকাশ্রু-সিঞ্চনে
রোপিলেন কাব্য-কল্প-তরু রামায়ণে;
রামামৃত পানে যা'র মুগ্ধ হ'য়ে এ সংসার,
ভারতেরে দিয়াছেন সু-উচ্চ আসন,
ভক্তিভরে সে ভাষার কর আরাধন।

(৩৯)

কবিত্ব-গগনে পূর্ণ শারদেন্দু-ছবি,
বাণী-বরপুত্র যাহে কালিদাস কবি,
স্বর্গীয়-প্রতিভা-ছলে নিখিল জগতী-তলে
কবিতা-অমৃত-সিন্ধু করিল বর্ষণ,
সে দেব-বাণীর সবে ধর শ্রীচরণ।

(৪০)

অশনি-ভৈরব রবে সিংহনাদ ছাড়ি',
পবিত্র প্রবাহে যার লাগাইয়া পাড়ি,
মহাকবি ভবভূতি নিজ ওজস্বিতা-ভূতি
দেখা'লেন বীরমদে বিশ্ব তৃণ মানি',
ভাগ্য-দোষে ভিখারিণী আজি সেই বাণী।

(৪১)

কাব্য-রাজ্যে যথা এই মধ্যম পাণ্ডব,
সংগ্রাম-শ্মশান-শৈল-বর্ণনে বিভব
দেখা'লেন এসংসারে স্তব্ধ করি' হুহুঙ্কারে,
ভাষান্তরে হেন শক্তি ধরে কোন্ কবি,
চিত্রিবে যে চিত্ত-পটে সে জ্বলন্ত ছবি ?

(৪২)

আবার করুণ-রস-উদ্দীপন তরে
যবে কবি খেদ করি' বীণা ধরি' করে,
ফেলিলেন অশ্রু-ধারা বিশ্ব কেঁদে' হ'ল সারা
টুটিল বজ্রের হৃদি সে মঞ্জু বিলাপে,
হে ভারত! সে ভাষারে ভুলিলে কি পাপে?

(৪৩)

যাহার লালিত্য-গুণে জয়দেব কবি,
রেখে'ছেন মন্ত্র-মুগ্ধ করে' বিশ্ব-ছবি;
সে ভাষার সুধাপান করে' অগ্রে পাও প্রাণ,
পশ্চাৎ করিও সবে দেশের কল্যাণ,
নতুবা এখনি ছাড় উন্নতির ভাণ।

(৪৪)

এ দেব-বাণীর মত শক্তি সঞ্জীবনী,
সঞ্চার করিতে পারে অন্য কোন্ বাণী?
শিলা ভাসে রত্নাকরে জড় বিশ্বে অশ্রু ঝরে,
হেন যাদুকরী বিদ্যা ধরে যে-ভারতী,
অনাস্থা করিয়া তা'রি আজি এ দুর্গতি।

(৪৫)

পরাণ-মাতান হেন বাণী বহুমানি’,
ভক্তিভরে সেবা কর হ’য়ে পুটপাণি ;
স্বদেশ-উন্নতি তরে বিজাতির পদ ধরে’
চলিলে হ’বে না কভু উন্নতি-বিধান,
হৃদয়-মন্দিরে ধর এখনো এ জ্ঞান।

(৪৬)

যাহার হৃদয়-যন্ত্রে কভু একবার,
বাজিয়াছে এ বাণীর সম্মোহন তার ;
অমৃতের পারাবার না লাগিবে ভাল তা’র,
কি ছার কিন্নরী-গান, ভ্রমর ঝঙ্কার,
কোকিল-কণ্ঠের কিবা স্বর-উপহার।

(৪৭)

নিশীথে সুদূর হ’তে বেণু-বীণা-স্বনে,
শুনিয়া সে তৃপ্তি-বোধ করিবে না মনে ;
হৃদয়-ভাণ্ডার তা’র পরিপূর্ণ অনিবার,
গীর্ব্বাণ-বাণীর সুধা-রসের নির্ঝরে,
হেন শক্তি কিবা ধরে তার মন হরে।

(৪৮)

কাব্যাম্বর-তলে যিনি সমুজ্জ্বল রবি,
সে সেক্ষপিয়র মানি মৃত্যুঞ্জয় কবি ;
চরিত্র-চিত্রণে তাঁ'র ক্ষমতার নাই পার,
মুক্তকণ্ঠে করিতেছি তাহাও স্বীকার,
বঙ্গভাষা তা' হ'তে কি পা'বে উপকার ?

(৪৯)

অধ্যয়ন করিয়াছি একদা যতনে,
বাইরন্ কাউপার্ স্কট্ শেলিও মিল্টনে ;
অমর এ কবিগণ স্বভাবের যে বর্ণন,
করে'ছেন চিত্ত-পটে আজো আঁকা আছে,
কিবা ইষ্টলাভ হবে তাঁহাদের কাছে ?

(৫০)

পরস্পর ভিন্ন দুই ভাষার মিলনে
অসংশয় সঙ্করতা ঘটিবে গঠনে ;
দেব-মূরতির মাঝে হ্যাট কোট নাহি সাজে,
হেন বোধ হৃদে যেন থাকে জাগরিত,
নতুবা এ ভাষা হ'বে জগতে লাঞ্ছিত।

(৫১)

স্তনন্ধয় শিশুদের মাতৃ-স্তন্য-পান
সমধিক রূপে করে দেহে বলাধান ;
কিশোরী এ বঙ্গভাষা সমুচিত অঙ্গ-ভূষা
পে'তে পারে একমাত্র দেববাণী হ'তে,
তাই বলি তা'রি চর্চা কর বিধিমতে।

(৫২)

জনম-ভূমির যাহে প্রকৃত কল্যাণ
হ'তে পারে কর হেন হিত অনুষ্ঠান ;
হ'য়ে বদ্ধ-পরিকর শ্রম কর নিরন্তর,
করিবারে মাতৃভাষা-মুখশ্রী উজ্জ্বল,
ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয় জাতি-গত বল।

(৫৩)

এ ভারত যা'র কর ধারণ করিয়া
উন্নতির তুঙ্গ শৃঙ্গে একদা উঠিয়া
কৃপা করে' নিজ করে জ্ঞানের বর্ত্তিকা ধরে'
প্রবুদ্ধ করিল মোহ-নিদ্রিত জগতে,
তা'র অনাদর আজি কেন এ ভারতে ?

(৫৪)

একি নারে সে ভারত রতনের খনি,
তন্দ্রন-জীবন যা'র ছিল দেববাণী,
যোগ, যাগ, দান, ধ্যান, সোম-পান, সাম-গান,
মুনিগণ দিব্য-জ্ঞান, আদর্শ-রমণী
সতী, শৈব্যা, দময়ন্তী, জনক-নন্দিনী ?

(৫৫)

প্রাচীন ভারত বলে' না হয় বিশ্বাস,
সে ভারত হ'লে কোথা গেল সে বিকাশ !
জ্ঞান-গুরু ছিল যা'রা, কেন তা'রা দিশে-হারা ?
মোহ-ঘোরে কেন ঘেরা ভারত-আকাশ ?
কেন বা অসাড় প্রাণে নাই সে উচ্ছ্বাস ?

(৫৬)

কাল-স্রোতে পূর্ব্ব চিহ্ন সবি মুছে' গে'ছে
সুখ-স্বপ্ন-স্মৃতিমাত্র আজো জেগে' আছে ;
তথাপি যে বর্ত্তমান ভারতের এত মা
সুসভ্য-সমাজে, তা'র প্রধান নিদান,
চির-সভ্য ভারতের ক্লেশার্জ্জিত জ্ঞান।

(৫৭)

সেই দিব্য জ্ঞানরত্ন-অনন্ত-ভাণ্ডারে,
সংস্কৃতের দ্বার বিনা কে পশিতে পারে ?
শ্রুতি, স্মৃতি, দরশন, অলঙ্কার, ব্যাকরণ,
মীমাংসা, জ্যোতিষ, তন্ত্র, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল,
বেদান্ত, পুরাণ, ছন্দ, সবারি সম্বল,—

(৫৮)

এ ভাষারে অবহেলি' কর'না বিদায়,
ভক্তি-ভরে সবে মিলি' ধর তা'র পায় ;
যে মাতা সৌভাগ্যে মেলে, একবার চলে' গেলে,'
ফিরা'তে তাহারে আর র'বে না উপায়,
নব্য জাতি যত্নে তা'রে রাখিবে মাথায়।

(৫৯)

ভারতের পূর্ব্বদশা করহ স্মরণ,
আধুনিক অবস্থাও কর দরশন ;
সবারে মিনতি করি মোহনিদ্রা পরিহরি'
জ্ঞাননেত্র মেলি' হের সংস্কৃতের দশা,
আবার উন্নত হ'বে নাই সে ভরসা।

(৬০)

একদা ভাষার রাজ্যে ছিল যেই রাণী,
ভিখারিণী-বেশে ফেরে আজি সেই বাণী ;
স্নেহশূন্য দীপ-দশা সম আজি তা'র দশা,
নির্ব্বাণ-উন্মুখ-প্রায় হেরিয়া নয়নে,
ভারত ! নিশ্চিন্ত মনে র'হে'ছ কেমনে ?

(৬১)

বাণিজ্য ঐশ্বর্য্য রাজ্যে হ্রাস বৃদ্ধি নাশ,
অনিত্য-সংসার-মাঝে ঘটে বারমাস ;
উন্নতি ও অবনতি মাত্র নিয়তির গতি,
কোথা আজি গ্রীস রোম কোথা বা মিসর,
কাল-স্রোতে সবি ভেসে' গে'ছে পর পর।

(৬২)

কিন্তু ভাষা ল'য়ে জাতি ধর এই মতি,
তা'রি অবনতি হয় চরম দুর্গতি ;
যাহা ভারতের প্রাণ যা'র বলে অভিমান
আর্য্য বলে', সেই বাণী যদি যায় চলে,'
ভারত ! কেমনে মুখ দেখা'বে ভূতলে ?

(৬৩)

পাঠশালে! আমাদের দুখিনী জননী
নব বঙ্গভাষা তব দুহিতৃ-নন্দিনী ;
তিনি যাই দয়া করে'　　সম্মুখে দে'ছেন ধরে'
রতনের খনি, তাই বঙ্গমাতা আজি
সমাজে দেখায় মুখ নানা সাজে সাজি'।

(৬৪)

যাহে জন্মি' স্বদেশের বদন-মণ্ডল
অলৌকিক প্রতিভায় করিল উজ্জ্বল,
প্রাতঃস্মরণীয় কত　　সুসন্তান অবিরত,
সে তব উদরে জন্মি' তব প'দ সেবি'
জনম সফল মম হইয়াছে দেবি!

(৬৫)

কোথা তব বরপুত্র দয়ার সাগর,
তেজস্বী ঈশ্বরচন্দ্র(৩) বিদ্যার সাগর!
উদার-প্রকৃতি, ধীর,　　সত্য-সন্ধ, দান-বীর,
যাঁ'র কাছে ধনী নিঃস্ব সবাই সমান,
পদমানে ছিল যাঁ'র সদা তৃণ-জ্ঞান ;—

(৩) ক্রোড়পত্র দেখ।

(৬৬)

সহৃদয়, মাতৃভক্ত, অতি মহাপ্রাণ,
ভারত-অম্বর-মণি হেন সুসন্তান
জনমি' দরিদ্র-কুলে কীর্ত্তি-ধ্বজা হস্তে তুলে'
স্বদেশ কাঁদা'য়ে স্বর্গে করিল প্রয়াণ,
এ হেরে' কেমনে ওমা ধরিছ পরাণ ?

(৬৭)

যত দিন অধ্যক্ষতা ছিল তাঁ'র করে,
উঠে'ছিলে উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরে ;
ধুরন্ধর সে তনয়ে এবে তুমি হারা হ'য়ে
পূরব গৌরব বিনা হ'য়েছ শ্রীহীন,
হেন আশা নাই আর ফিরিবে সে দিন।

(৬৮)

যে স্নেহ করিতে দেব ! হেন অভাজনে,
পাশরিতে পারিব না জীবন-ধারণে ;
তুমি লোকোত্তর নর, শাপভ্রষ্ট বা অমর
আগে তা' বুঝিনি' অহে নির্ধনের ধন !
ভারতের-জগতের সুহৃদ্-রতন !

(৬৯)

তোমারে করুণা-সিন্ধু বলে' জানি যাই,
সাহসে করিয়া ভর আসিয়াছি তাই
পরম যতনে তুলে' মালা গাঁথি' বন-ফুলে
কবিতা-কুসুম-হার দিতে উপহার,
দয়া করে' শ্রীচরণে ধর একবার।

(৭০)

প্রত্যাখ্যান কর যদি তা' হ'লে কাঁদিব,
তুমি কাঁদ কিনা দেব! তাহাও দেখিব;
যদি বল ভাল নয় সে দোষ আমার নয়,
জানত অপটু আমি কুসুম-চয়নে,
তাই দিগ্ধ করিয়াছি ভকতি-চন্দনে।

(৭১)

জ্ঞানের উদয় হ'তে কাঁদিতেছি ভবে,
'অভাগা কাঁদিলে দেব! কিবা ক্ষতি হবে?
শিরীষ-কুসুম সম ও হৃদয় অনুপম
ব্যথা পে'লে পা'ব আমি মরমে বেদনা,
দয়া করে' এ দীনের পূরাও বাসনা।

(৭২)

দুখের কাহিনী শুনে’ জনম-ভূমির
ফেলিতে হেরে’ছি যাঁ’রে নয়নের নীর,
দর দর অবিরত বৎসলা মাতার মত,
সে তুমি আমারে হেরে’ করিতে রোদন,
কেমনে করিবে দেব ! অশ্রু-সংবরণ ?

(৭৩)

দয়াময়-নামে নব কলঙ্ক রটিবে,
গুণাকর ! তাহাও ত পরাণে বাজিবে,
উভয় সঙ্কট হ’তে যে উপায়ে মুক্ত হ’তে
পারিব আজি হে ! কর তাহারি বিধান,
হে দেব ঈশ্বরচন্দ্র করুণা-নিধান !

(৭৪)

দয়ার সাগর অহে ! হারা’য়ে তোমারে,
অনন্য-শরণা আজি দয়া এ সংসারে ;
সদা স্বদেশের তরে অকাতরে শ্রম করে’
বিশ্রাম করি’ছ এবে সুরবৃন্দ সনে,
পরম-ভকতি-ভরে বন্দি শ্রীচরণে।

(৭৫)

কোথা আজি উইল্‌সন কোথা বা মার্শেল!
কোথায় বা ঋষিকল্প শ্রীযুত কাউএল!
সদয়-হৃদয় তথা প্রসন্নকুমার(৪) কোথা!
কর্ণধার বিনা হয় তরণী যেমতি,
এসব নায়ক বিনা তব সে দুর্গতি।

(৭৬)

সুরগুরু সম যাঁ'রা ও চরণ সেবি',
একদা গৌরব তব বাড়াইয়া দেবি!
গিয়াছেন সুরলোকে নাজানি তাঁদের শোকে
কোমল হৃদয়ে পে'লে কতই বেদন,
দিবানিশি ভাবি তাই জননী-রতন!

(৭৭)

কোথা আজি পূজ্যপাদ সেই গুরুগণ?
নাহেরি যাঁ'দের মত পণ্ডিত-রতন;
কোথা দেব প্রেমচন্দ্র! কোথা বা ভরতচন্দ্র!
কোথা তারানাথ! কো'থা জয়নারায়ণ!
সুরপুরী হ'তে কর প্রণাম-গ্রহণ।

(৪) ক্রোড়পত্র দেখ।

(৭৮)

প্রেমময় প্রেমচন্দ্র (৫) নব কালিদাস!
তব প্রতি শ্লোকে বহে কবিত্ব-উচ্ছ্বাস;
সমকক্ষ অলঙ্কারে কেবা তব এ সংসারে?
নৈষধ ও কাব্যদর্শ রাঘব-পাণ্ডবে,
তোমার টীকার নাহি উপমা সম্ভবে।

(৭৯)

জ্ঞানের মূরতি গুরো ভকতি-ভাজন!
অশেষ গুণের তব না হয় বর্ণন;
ধর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচার, সৌজন্যের একাধার,
সদাই বিনয়-নত্র, কত্র-দরশন,
প্রণমি চরণে দেব! শিষ্য অভাজন।

(৮০)

কপট কাহাকে বলে ও পবিত্র মনে,
পশিতে পারেনি' কভু ভুলেও স্বপনে;
আজো হেন অনুমানি সে তব অমিয়-বাণী
শ্রবণে বাজিছে, যবে প্রসন্ন হইয়া
প্রশংসা করিতে গুরো! 'সাবাস্' বলিয়া।

(৫) ক্রোড়পত্র দেখ।

(৮১)

বহুকাল গত হ'ল তবু হয় জ্ঞান,
বিশ্বময় হেরি সেই মোহন বয়ান ;
কাষ্ঠময়-পীঠোপরি চরণ বিন্যাস করি'
যে সকল সুধাপূর্ণ উপদেশ দিতে,
মনে লয় আজো যেন পাই তা শুনিতে।

(৮২)

যে দিব্য দীপ্তির ছটা প্রশস্ত ললাটে
বিরাজিত' আজো আঁকা আছে চিত্তপটে ;
তরুণ অরুণ জিনি' শ্রীচরণ দুই খানি
ভুলিব না গুরুদেব ! জীবন-ধারণে,
কি পাপে হারা'লে ওমা ! এ হেন নন্দনে ?

(৮৩)

যাঁ'র মুখ-বিগলিত উপদেশামৃত
হৃদয়-চকোর পিয়ে আনন্দে নাচিত ;
সাধি' কলাদান-ব্রত স্বর্গ-অস্তাচল-গত
সে কাব্য-কৈরব-চন্দ্র এদেশ আঁধারি',
সে শোক পাশরি' কিসে আছ প্রাণ ধরি ?

(৮৪)

রসিকের চূড়ামণি কবিতার খনি,
হেন সুত ক'টি জন্মে জগতে জননি?
মোহ-পাশ কাটাইয়ে ভব-ব্রত উদ্‌যাপিয়ে
দ্যু-লোকে গেলেন চলে' নিজপুণ্য বলে,
মা হ'য়ে স্বচক্ষে তাহা হেরিলে কি বলে?

(৮৫)

তুমি কি পদার্থ যদি আগে জানিতাম,
তব পদাম্বুজ গুরো! নাহি ছাড়িতাম;
গুরুজনে অবহেলে' বাল্যকাল হেসে' খেলে'
কাটা'য়েছি মূঢ়মতি, তাই অনুক্ষণ
অনুতাপানলে আজি করি'ছে দহন।

(৮৬)

দশন-মর্য্যাদা বোঝে থাকিতে দশন,
হেন বুদ্ধিমান্ গুরো! ভবে কয় জন?
ভাবিতাম সমভাবে চিরদিন কেটে' যা'বে,
একদা হ'বে যে তুমি দুর্লভ-দর্শন,
এ দগ্ধ হৃদয় নাহি বুঝিল তখন।

(৮৭)

জীবন-পরিখা-পারে চরণ-দর্শন
পাইব যে, নাই হেন সুকৃত-সাধন ;
যে অশ্রু নয়নে ঝরে, যদি তা' শকতি ধরে
স্বর্গে যে'তে, সঁপিনু তা' ভক্তি-উপহার,
ইহাই সম্বল তব শিষ্য-অভাগার।

(৮৮)

কাতর এ শিষ্যাধমে প্রকাশি' করুণা,
লহ গুরো ! তুচ্ছ বলে' বিমুখ হ'ওনা ;
নেত্রজল-মুক্তাসার, ভকতি-নলিন-হার,
মানস-সরসী হ'তে তুলি' যে রতনে,
এ দীন করুণ-সূত্রে গেঁথে'ছে যতনে।

(৮৯)

দার্শনিক-শিরোরত্ন জয়নারায়ণ ! (৬)
তব শিষ্টাচারে বশ ছিল শিষ্যগণ ;
অমায়িক সম্ভাষণ, 'বা বা' বলে' সম্বোধন,
শুনে' দ্রবীভূত হ'ত পাষণ্ড-হৃদয়,
পলা'ত তোমারে হেরে' দূরে অবিনয়।

(৬) ক্রোড়পত্র দেখ।

(৯০)

না জানি দেবতা কোন্ শাপ-ভ্রষ্ট হ'য়ে,
এসে'ছিলে বিনয়াদি নানাগুণ ল'য়ে ;
সুগৃহীতনামা তুমি, পাপময় মরভূমি
সুযোগ্য বসতি নহে, এই ভাবি' মনে,
বুঝি পুনরায় গেলে সুর-নিকেতনে।

(৯১)

রূঢ় কথা বলে' ব্যথা কভু কা'র' মনে,
দেও নাই গুরুদেব ! জীবন-ধারণে ;
সার্থক তোমারি জন্ম, সার্থক তোমারি ধর্ম্ম,
যাবৎ তোমার নাম এ ভবে রহিবে,
কেই বা অজাত-শত্রু পাণ্ডবে কহিবে ?

(৯২)

কাজে অবসর ল'য়ে যবে পরিণামে,
বসতি করিলে পুণ্য বারাণসী-ধামে,
যোগ-শাস্ত্রে অবিরত সংসার-বিরত কত,
দণ্ডী ও পরমহংস যতি ব্রহ্মচারী,
যে তোমার পাদ-মূলে বসি' সারি সারি,—

(৯৩)

উপদেশামৃত পিয়ে সুখী হ'ত মনে,
অকৃতী এ অন্তেবাসী বন্দে সে চরণে ;
য সকল জ্ঞান-মণি, দিয়াছিলে গুণ-মণি !
একদা করুণা করি' এই শিষ্যাধমে,
হরে'ছে বিস্মৃতি-চৌরে তাহা ক্রমে ক্রমে।

(৯৪)

মনস্বী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যার সাগর,
তথা শ্রীমহেশচন্দ্র মনীষি-প্রবর,
একদা যে শ্রীচরণ, সযতনে আরাধন
করিয়া কৃতার্থম্মন্য হ'লেন হৃদয়ে,
সে পদ পামর বন্দে জোড়-কর হ'য়ে।

(৯৫)

তাহে তব মহিমার নাহি হ'বে হ্রাস,
মধ্য হ'তে চরিতার্থ হ'বে এই দাস ;
প্রকৃত মহান্ যাঁ'রা, প্রাণান্তেও কভু তাঁ'রা
উচ্চ নীচ কাহাকেও না করি' বঞ্চন,
সবারে আশ্রয় দেন যে লয় শরণ।

(৯৬)

মহাপুরুষের এই প্রধান লক্ষণ,
রত্নাকর এ বাক্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ;
ছোট বড় কত নদী, পড়িতেছে নিরবধি
মৌক্তিক শম্বূক নক্র আছে অগণন,
হৃদি-মাঝে বাড়বাগ্নি জ্বলে অনুক্ষণ।

(৯৭)

বারাণসী-ধামে কত রহে'ছে পাতকী,
কাশীর পূততা-নাশ হ'তেছে তা'তে কি ?
পবিত্র জাহ্নবী-তীরে, কিংবা পুণ্য গাঙ্গ নী
ভাল মন্দ কত বস্তু আসে ত ভাসিয়া,
তীর্থের মাহাত্ম্য গুরো ! না যায় কমিয়া।

(৯৮)

মুক্তি-আশে কাশী-বাসে ছিলে গো ! যখন,
স্ব-শিষ্য ঈশ্বরচন্দ্রে করি' দরশন,
বলে'ছিলে মহোল্লাসে 'একি হেরি দ্রোণাবা
কি হেতু সহসা আজি আগত অর্জ্জুন ?'
কোথা মা ! সে দ্রোণ তব ! কোথা বা অর্জ্জুন !

(৯৯)

অতুল সে স্নেহরাশি ভুলিয়া কেমনে,
অনায়াসে গেলে গুরো ! অমর-সদনে ?
জ্ঞান-দয়া-বিতরণে, তুষিয়াছ শিষ্যগণে,
শিক্ষাদান-ব্রত এবে উদ্‌যাপন করি',
আশ্রয় করিলে দেব অমর-নগরী।

(১০০)

ধন্য আমি ! ধন্য মম জীবন জনম !
কা'র ভাগ্যে ঘটে হেন গুরু অনুপম ?
কি প্রকার সরলতা, কতদূর বিনয়িতা,
ছিল তব, না পারিনু দেখা'তে তা'সবে,
এ খেদ হৃদয়ে গুরো ! চিরদিন র'বে।

(১০১)

গুরুদেব ! যে ক'দিন আছে আর বাকি,
ও চরণ কভু যেন ভুলে' নাহি থাকি ;
বহু-পুণ্য-ফলে বিধি, দিয়াছিল হেন নিধি,
ভাগ্য-দোষে হারা'নু তা' শিষ্য অভাজন,
পরম-ভকতি-ভরে বন্দি শ্রীচরণ।

(১০২)

তোমাতে ভরতচন্দ্র (৭) স্মার্ত্ত-শিরোমণি !
মহাপুরুষের চিহ্ন বহু ছিল গণি ;
তব সৌম্য মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
হেম-গৌর দীর্ঘাকৃতি, রাজীব-লোচন,
মেঘ-মন্দ্র ধ্বনি, আজো হ'তেছে স্মরণ।

(১০৩)

করিয়াছি অপরাধ কত শ্রীচরণে,
ক্ষম দেব ! সে সকল দয়া ভাবি' মনে ;
অকাতরে বিদ্যাধন, আজীবন বিতর
করিয়া হেলায় গেলে অমর-নগরে,
মহাব্রত-মহাফল ভুঞ্জিবার তরে।

(১০৪)

না জানি কি স্নেহ-ডোরে করে'ছ বন্ধন,
গুরুদেব ! সাধ্য নাই ভুলি শ্রীচরণ ;
অদ্যাপি হৃদয়ে জাগে, প্রত্যেক বাক্যের আ
'যেন কেহ নাহি শোনে'—হেন মাত্রা দিয়ে,
ঢালিতে যে বাণী কর্ণে অমৃত সিঞ্চিয়ে।

(৭) ক্রোড়পত্র দেখ।

(১০৫)

একদা বসিয়া তব শ্রীচরণ-তলে,
কুতূহলে কুড়াইয়া হৃদয়-অঞ্চলে,
রাখিনু যে জ্ঞান-ধন, হ'য়ে অতি সযতন,
প্রমাদের ছিদ্র দিয়া গেল ক্রমে ক্রমে,
নাহি পাই নিদর্শন তা'র এজনমে।

(১০৬)

দেব-লোক হ'তে আসি' গেলে দেব-লোকে,
ভাগ্যহীন শিষ্যগণে ফেলে' রেখে' শোকে ;
হেন গুরু হ'য়ে হারা, যা'রা কেঁদে' হয় সারা,
এ ধরায় কি রাখিলে তাহাদের তরে ?
সদয়-হৃদয় গুরো ! বল দয়া করে'।

(১০৭)

অধুনা ত্রিদিবাবাসে দেবগণ-পাশে,
তোমার স্বর্গীয় মূর্ত্তি গৌরবে বিকাশে ;
ভেদি' ভব-কুহেলিকা, জীবনের প্রহেলিকা
সাঙ্গ করি' লভিয়াছ বৈজয়ন্ত-ধাম,
ভক্তি-ভরে করি গুরো ! চরণে প্রণাম।

(১০৮)

কুশাগ্রীয়-মতি দেব গুরো তারানাথ!(৮)
শব্দ-শাস্ত্র তোমা বিনা আজি হে! অনাথ;
'বাচস্পত্য-অভিধান' করিতেছে সপ্রমাণ
তোমার অশেষ শাস্ত্রে প্রগাঢ় দর্শন,
অমানুষী সহিষ্ণুতা, অদ্ভুত স্মরণ।

(১০৯)

শব্দের প্রয়োগ ল'য়ে শিষ্য সমুদয়
যে সময় হ'ত গুরো! সন্দিগ্ধ-হৃদয়;
সে শব্দ কাহার' মনে হ'তেছে না, হেন ক্ষণে
আচম্বিতে সমুদিত হ'ত কোথা হ'তে,
হে দেব! সবার আগে তব স্মৃতি-পথে।

(১১০)

অত্যুক্তি গুণের যাঁ'র ভূতার্থ-ব্যাহৃতি,
তাঁ'র স্তুতি করে হেন আছে কোন্ কৃতী?
তব হৃদি শূন্য করে' হতবিধি নিল হরে'
গুণনিধি হেন সুতে, হেরিয়া নয়নে,
জননি! পরাণ ধরে' রহে'ছ কেমনে?

(৮) ক্রোড়পত্র দেখ।

(১১১)

জননীর শ্রীচরণে যেন মতি রাখি'
হে গুরো! শমনে অন্তে দিতে পারি ফাঁকি ;
এ আশিষ কর মোরে, সংসার-আবর্ত্ত-ঘোরে
তুফানের মাঝে নাহি ছাড়ি' ধৈর্য্য-হাল্‌,
লক্ষ্য স্থির রাখি যেন আছি যত কাল।

(১১২)

আজীবন বিপ্রোচিত অধ্যাপন-ব্রত
সাধিয়া মনের মত গুরো! অবিরত,
আপন সুকৃত-বলে অনায়াসে গেলে চলে'
জ্যোতির্ম্ময় দিব্যধামে ভব পরিহরি,'
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম তব শ্রীচরণে করি।

(১১৩)

পাঠশালে! তোমারে মা! শোকের সাগরে
ফেলে' তাঁ'রা গিয়াছেন অমর-নগরে ;
অলঙ্কার, দরশন, স্মৃতি আর ব্যাকরণ,
এই চারি শাস্ত্রে চারি স্তম্ভের মতন,
জননি! ছিলেন যাঁ'রা তব আলম্বন।

(১১৪)

পাঠশালে! সে শোকে কি হ'লে ম্রিয়মাণ?
অথবা হৃদয় তব কঠিন পাষাণ;
জননি গো! তা'না হ'লে, কাল-সাগরের জলে
গেল চলে' চিরতরে সে সুখের দিন,
অথচ কেমনে আছ হ'য়ে ভাগ্যহীন?

(১১৫)

যাবৎ দ্বারকানাথ! (৯) থাকিব জীবিত,
হে গুরো! তোমার গুণ হ'বনা বিস্মৃত;
কি তব কর্ত্তব্য-জ্ঞান! কিবা তব শিক্ষা-দান!
তব 'সোম-প্রকাশের' রচনার কাছে,
বঙ্গভাষা বিধিমতে ঋণ-বদ্ধ আছে।

(১১৬)

হে চন্দ্রমোহন(১০) গুরো! কি তব ধীষণা!
তব সনে সম্ভবে না কাহার' তুলনা;
যথা ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সেইরূপ স্মৃতি-শাস্ত্রে
পরম আশ্চর্য্য তব ছিল অধিকার,
হেন গুরু ভবিষ্যতে মিলিবে না আর।

(৯), (১০) ক্রোড়পত্র দেখ।

(১১৭)

হেরাম গোবিন্দ (১১) গুরো গোস্বামি-রতন !
না হেরি পুরাণ-বেত্তা তোমার মতন ;
শিষ্যগণে ইহলোকে, অক্লেশে ফেলিয়া শোকে
অমর-সদনে গেলে বলগো কেমনে ?
অভাজন শিষ্য তব প্রণমে চরণে।

(১১৮)

শ্রীগুরো গিরিশচন্দ্র ! (১২) কেবা এ সংসারে
ভবাদৃশ উপাধ্যায়ে পাশরিতে পারে ?
যবে পশি বিদ্যালয়ে, আদি শিক্ষা এ হৃদয়ে
তুমিই দিয়াছ গুরো ! আছে হে স্মরণ,
ভক্তিভরে করি তব চরণ-বন্দন।

(১১৯)

এ ভবে তুমিই ধন্য বিদ্যার রতন !
সফল জনম তব সফল জীবন ;
ই ক্লেশার্জ্জিত ধনে অক্লেশে অনাথাগণে
মুক্তহস্তে বিতরিয়া করে'ছ সার্থক,
ঈশে যাচি দেহ তব নিরাময় হ'ক্।

(১১), (১২) ক্রোড়পত্র দেখ।

(১২০)

শ্রীগুরো মহেশচন্দ্র (১৩) মনীষি-রতন!
তব সম বুদ্ধিজীবী না হেরি এখন;
কেমনে উন্নতি-পথে উঠা যায় এ জগতে,
বৃথা দিলে হেন শিক্ষা নিজ নিদর্শনে,
তোমার এ মূঢ়মতি শিষ্য-অভাজনে।

(১২১)

শেমুষী সর্ব্বতোমুখী হে গুরো! তোমার,
সকল শাস্ত্রেই তব তুল্য অধিকার;
অলঙ্কার, দরশন, দুই শাস্ত্রে দরশন
তুল্যরূপ তব সম কা'র এ ভুবনে?
টোলের পরীক্ষা-সৃষ্টি তোমারি যতনে।

(১২২)

করে'ছি চাপল্য-বশে পদে কত দোষ,
বন্দি শ্রীচরণ গুরো! না করিও রোষ;
সমুদয় অপরাধ ক্ষমি' কর আশীর্ব্বাদ
বেচা কেনা সায় করি' ভবের বাজারে,
যেন পারে পারি যে'তে শান্তি সহকারে।

(১৩) ক্রোড়পত্র দেখ।

(১২৩)

কাজে অবসর ল'য়া দারুণ এমন,
হেন বোধ নাহি ছিল আগে কদাচন ;
গুরুগণ ! একে একে　শিষ্যগণে ফেলে' রেখে'
যখনি করিতে তাই বিদায়-গ্রহণ,
হেরিতাম তোমা' সবে সজল-নয়ন।

(১২৪)

কত শত ক্ষণজন্মা সন্তান তোমার
গেল চলি' সুর-ধামে সংখ্যা নাই তা'র ;
সে সব তনয়-ধনে　হারা হ'য়ে মনে মনে
চিন্তা-বশে হইয়াছ অস্থি-চর্ম্ম-সার,
হে সংস্কৃত-পাঠশালে ! জননি আমার।

(১২৫)

জননি ! তোমার প্রতি বিধি হ'ল বাম,
কোথা নিমচাঁদ আজি কোথা নাথুরাম ;
যোগধ্যান, কাশীনাথ,　শম্ভুচন্দ্র, হরনাথ,
কবিতাবতার জয়-গোপালের সনে,
একে একে হারাইলে নিখিল রতনে ?*

* (১৪) হইতে (২০) পর্য্যন্ত ক্রোড়পত্র দেখ।

(১২৬)

কোথা রামদাস! কোথা সৌম্য রামময়!
কোথা শ্রীশচন্দ্র! তারা-শঙ্কর তনয়!
প্রাণকৃষ্ণ, প্রিয়নাথ, মাধব ও যদুনাথ,
রামগতি, রুদ্রমণি, মদনমোহন,
কোথায় বা সুরসিক রামনারায়ণ! *

(১২৭)

হা রামকমল(৩৩) দেব! কেনগো অকালে,
অমূল্য জীবন ধন হেলায় হারা'লে?
তব মুখপানে চে'য়ে সব শোক পাশরিয়ে,
হ'য়েছিল জননীর যে আশা অন্তরে,
সে আশা মগন হ'ল নিরাশা-সাগরে।

(১২৮)

কি করিতে কি করিনু আজি মূঢ়মতি,
না জানি চরমে মম কি হবে দুর্গতি;
না ভাবিয়া পরিণাম, পুণ্যাত্ম-গণের নাম,
পাপ-মুখে করিলাম কেন উচ্চারণ?
নিশ্চিত তাঁ'দের হ'বে পাপ-পরশন।

---

(২১) হইতে (৩২) ক্রোড়পত্র দেখ। (৩৩) ক্রোড়পত্র দেখ।

(১২৯)

কৃতাঞ্জলি হ'য়ে তাই যাচিগো! সকলে,
মার্জনা করিবে ত্রুটি বোধহীন বলে';
শোকের আবেগ-ভরে,　　পাপ-মুখে নাম ধরে',
সঞ্চিত করিনু আজি যে পাতক-রাশি,
তা' হ'তে নিস্তার কর করুণা প্রকাশি'।

(১৩০)

শান্তি-ভঙ্গ করিয়াছি ধরি' যাই নাম,
দেবগণ! করি তাই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম;
ক্ষমি' মম অপরাধ,　　কর হেন আশীর্ব্বাদ,
জননীর শ্রীচরণে যেন মতি রাখি',
ভব-পারে যাই দিয়া শমনেরে ফাঁকি।

(১৩১)

আত্মারামগণ! এবে না হইয়া বাম,
শান্তি-ধামে কর সুখে অধুনা বিশ্রাম;
এ আশিষ ছাত্রগণে　　করি' সুপ্রসন্ন-মনে
তোমাদের পাদ-পদ্মে যেন দৃষ্টি রেখে',
গৌরব-শিখরে সবে ওঠে একে একে।

ছাত্রগণের প্রতি।

(১)

বিদায় লইয়া এবে যে'তে হ'বে চলে',
তাই হেন ইচ্ছা হয় যাই কিছু বলে';
প্রিয়তম ছাত্রগণ! অথবা হে ভ্রাতৃগণ!
কনিষ্ঠ-সোদর-বোধে দিই উপদেশ,
জীবনে ভুলনা কভু এ মম নিদেশ।

(২)

বর্ণিতে প্রকৃত তত্ত্ব বিফল-প্রয়াস
হইলেও তোমাদের দিয়াছি আভাস;
অতএব সবে জেন' রত্ন-প্রসবিনী হেন
জননী সবার ভাগ্যে কদাপি না ঘটে,
এ কথা অঙ্কিত রাখি' হৃদয়ের পটে,—

(৩)

জননীর মুখ যাহে না হয় মলিন,
হৃদি-মাঝে হেন চিন্তা ধরি' অনুদিন,
সদা হ'য়ে সযতন উপার্জ্জিয়া জ্ঞান-ধন
ন্যায়-পথে বিচরিবে হ'য়ে সাবধান,
চরিত্র-বিহীন জ্ঞানী পশুর সমান।

(৪)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মার পদ-চিহ্ন ধরে',
চলিবে জীবন-পথে নির্ভীক-অন্তরে ;
সঙ্কল্প-সাধন কিবা দেহের পাতন কিবা,
করম-ভূমিতে যা'র এ প্রতিজ্ঞা জাগে,
বিঘ্ন বাধা কিছু নাহি লাগে তা'র আগে।

(৫)

পৃষ্ঠ-ভঙ্গ নাহি দিয়া সঙ্কল্প-সাধনে,
সংসার-সমরাঙ্গণে যুঝ প্রাণ-পণে ;
'যাক্ প্রাণ থাক্ মান',— দিবানিশি হেন জ্ঞান
হৃদয়-মন্দির-মাঝে প্রতিষ্ঠিত করে',
পরম-সাহস-ভরে কীর্ত্তিধ্বজা ধরে',—

(৬)

মনস্বী অগ্রজগণ যে পথে চলিয়া,
হ'য়েছেন বরণীয় স্বদেশ জুড়িয়া ;
সেই পথে দৃষ্টি রেখে' চল সবে একে একে,
তোমরাও কীর্ত্তি-দেহে র'বে বর্ত্তমান,
কীর্ত্তিই দুর্লভ ভবে থাকে যেন জ্ঞান।

(৭)

তোমরাও আমা' মত দরিদ্র-সন্তান,
সে নাম ঘুচা'তে সবে হও যত্নবান্ ;
অবহেলি' তুচ্ছ ধনে প্রাণ-পণে এক মনে
পরিশ্রম করি' হও বিদ্যা-ধনবান্,
ভূপালও তোমাদের না হ'বে সমান।

(৮)

সকল গুণের হয় বিনয় ভূষণ,
তাই বলি হও সবে বিনয়ী সুজন ;
তরু থাকে অবিরত ফল-ভরে অবনত,
তোমাদেরি কালিদাস বলেন এ কথা,
করিওনা এ কথার কদাপি অন্যথা।

(৯)

তনয়ের শিক্ষা-দান কর্ত্তব্য পিতার,
যাঁহার উপরে থাকে হেন কার্য্য-ভার,
পিতার স্থানীয় তিনি, মনে মনে ইহা মানি'
আচরিবে এইরূপে হ'য়ে সাবধান,
যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে শিক্ষকের মান।

(১০)

গুরুজনে সেবা-ভক্তি উচিত যেমতি,
নিকৃষ্টের প্রতি স্নেহ বিধেয় তেমতি;
কে না সাধু ব্যবহারে বশ হয় এ সংসারে?
তাই বলি হও সবে স্নেহার্দ্র-হৃদয়,
তা' হ'লে হ'বেনা কেহ বৈরী বিশ্বময়।

(১১)

বাল্য-সহচর সম কভু ভবিষ্যতে,
পা'বে না প্রাণের বন্ধু আর এ জগতে;
সুচরিত মিত্র বিনা কা'র' সনে মিশিও না,
শিশুদের গুণ-দোষ করয়ে নির্ভর,
প্রধানত ভাল মন্দ সঙ্গীর উপর।

(১২)

কিবা সখ্য কিবা বৈর দুর্জনের সনে,
দেখিও কর' না যেন ভুলেও স্বপনে ;
অসাধু জনের ঠাঁই কিছুতে নিষ্কৃতি নাই,
অঙ্গার দৃষ্টান্ত তা'র, যাহা শীততায়
করে কৃষ্ণ করে, দগ্ধ করে উষ্ণতায়।

(১৩)

কটু কথা বলে' ব্যথা কাহার' অন্তরে
দিও না, জগতে আসি' দু'দিনের তরে ;
যে জন আত্মীয়ে পরে সাধু আচরণ করে,
হেন সুত সুবিরল সংসার-ভিতরে,
অসাধু কতই জন্মে জননী-জঠরে।

(১৪)

আত্ম-পরে ভেদ ভুলি' কর বার মাস
নির্বিশেষে সর্বজীবে করুণা-প্রকাশ ;
দয়া সম গুণ নাই, মনে রেখ' সর্বদাই,
তাহার প্রমাণ হের বিশ্ব-বিধাতার
বিরাজে নিখিল জীবে করুণা অপার।

(১৫)

করিবে নিঃস্বার্থ-ভাবে পর-উপকার,
অসার সংসারে ইহা সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সার ;
কেবল যে উপকৃত হ'য়ে থাকে প্রমুদিত
ইহা নহে, কিন্তু সদা উপকারী জন -
হয় সমধিকতর সন্তোষ-ভাজন।

(১৬)

অতি নীচাশয় সেই কৃত উপকার
অকপট-চিত্তে যেই না করে স্বীকার ;
কৃতজ্ঞ সুজন যাঁ'রা তাঁ'রা কিন্তু হ'ন সারা
কেবল অনন্য-মনে ভেবে' নিশিদিন,
কিসে উপকারকের শুধিবেন ঋণ।

(১৭)

সত্যই পরম ব্রহ্ম, সত্যের উপর
নির্ভর করিয়া বিশ্ব চলে নিরন্তর ;
অতএব অনুক্ষণ উপার্জিবে সত্য-ধন,
মিথ্যার আশ্রয় করি' কভু এ জগতে,
কোন লোক পারে নাই লাভবান্ হ'তে।

(১৮)

ঈশ্বরের কাছে যদি নিজে ক্ষমা চাও,
তা'হ'লে দোষীর প্রতি তিতিক্ষা দেখাও ;
ক্ষমা না করিয়া পরে, তুমি বা সাহস করে'
কোন্ মুখে তাঁ'র কাছে মাগিবে মার্জ্জনা,
সে প্রার্থনা হ'বে মাত্র বৃথা বিড়ম্বনা।

(১৯)

জীবনে কদাপি ভ্রম না হয় যাহার,
এরূপ সৌভাগ্যবান্ লোক মেলা ভার ;
এমন কি মুনিগণ মাঝে মাঝে ভ্রান্ত হন,
এ ভেবে' প্রস্তুত র'বে করিবারে ক্ষমা,
তিতিক্ষা গুণের নাহি সম্ভবে উপমা।

(২০)

ক্ষমা-গুণ তেজস্বীর যেমতি ভূষণ,
সেইরূপ তপস্বীর পরম সাধন ;
ঐশ্বরিক গুণ ক্ষমা এ জগতে অনুপমা,
হৃদয়-মন্দিরে যেন থাকে এ ধারণা,
ক্ষমা বিনা কার্য্য-সিদ্ধি অসাধ্য-সাধনা।

(২১)

কুশলে থাকিতে সদা থাকে যদি মন,
করিবে সরল-ভাবে সবে আচরণ;
দুষ্ট অভিসন্ধি করে' যে মূঢ় অন্যের তরে
না বুঝিয়া ধূর্ত্ততার ফাঁদ কভু পাতে,
আপনি জড়িত হ'য়ে পড়ে গিয়া তা'তে।

(২২)

অলসতা সমুদয় দোষের আকর,
আলস্যের পরিহার করিবে সত্বর;
যে মানব এ জগতে চায় পূর্ণকাম হ'তে,
তাহার উচিত করা সবিশেষ শ্রম,
শ্রম বিনা সিদ্ধি-লাভ আশা করা ভ্রম।

(২৩)

সমুদায় কাজে যা'র হৃদে জেদ থাকে,
কে পারে উন্নতি-পথে বাধা দিতে তা'কে?
যে বীর এ ভব-হাটে, কিছুতেই নাহি হটে'
জীবন সঙ্গ্রাম হ'তে বিমুখ না হয়,
জয়-লক্ষ্মী তাহারেই করয়ে আশ্রয়।

(২৪)

কাপুরুষগণ করে দৈবের উপর
সাংসারিক সব কাজে সদাই নির্ভর ;
মানব-সমাজ-মাঝে পৌরুষ ব্যতীত কাজে,
পূর্ণ-মনোরথ হ'য়া একান্ত কঠিন,
তা'দের বিমূঢ় চিত্ত এ জ্ঞান-বিহীন।

(২৫)

লভিতে বিমল শান্তি চাও যদি মনে,
কামাদি দুর্জ্জয় রিপু রাখিবে শাসনে ;
বিনা ইন্দ্রিয়ের জয় সর্ব্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়
লাভ করা এ সংসারে বড়ই কঠিন,
রাখিবে এ উপদেশ হৃদে চিরদিন।

(২৬)

ভোগ-তৃষা একবারে করিবে বর্জ্জন,
বাসনা-অনলে দগ্ধ মানব-জীবন ;
অনুদিন নব নব বাসনা-অঙ্কুরোদ্ভব
হৃদয়-বিপিন-মাঝে হয় কত শত,
তাহাতে প্রশ্রয়-দান না হয় সঙ্গত।

(২৭)

এরূপ অকার্য্য কিছু নাই এ সংসারে,
ক্রোধান্ধ মানব যাহা করিতে না পারে ;
যে হয় কোপের বশ না মানে সে অপযশ,
নর-হত্যা তা'র কাছে অতীব সুকর,
সে জন নাহিক গণে কভু আত্ম-পর।

(২৮)

যে থাকে সৌভাগ্যে মেতে' গরবের ভরে,
মনের সহিত তা'রে কে না ঘৃণা করে ?
আনন্দ-বিষাদে ভরা এ সুন্দর বসুন্ধরা
পরীক্ষার স্থান, নহে গরবের স্থান,
যেথা কা'র' চিরদিন না যায় সমান।

(২৯)

প্রকৃত মহান্ যাঁ'রা তাঁহাদের মন,
অবস্থার দাস নাহি হয় কদাচন ;
সুখ-দুখে কভু তাঁ'রা নাহি হ'ন আত্ম-হারা,
উদয়াস্তে তুল্যরূপ লোহিত-বরণ,
সর্ব্বোপরি দিনকর তা'র নিদর্শন।

(৩০)

পরিবর্ত্তময় এই অস্থির জগৎ,
সকলি কালের বশ ক্ষুদ্র কি মহৎ ;
সমভাবে বিশ্বময় কিবা চিরদিন রয় ?
মনোমধ্যে ইহা ভাবি' কভু জ্ঞানী জন,
কি সম্পদে কি বিপদে অধীর না হ'ন।

(৩১)

লোভ ছেড়ে' পান কর সন্তোষ-অমৃত,
সকল দশায় হ'বে তা' হ'লে সুখিত ;
বিধাতা দেবেন যাহা সুখে র'বে ল'য়ে তাহা,
লোভ-বশে বিশ্বময় কর'না ভ্রমণ,
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন।

(৩২)

লুব্ধ হ'য়ে করে যেই পরস্ব-হরণ,
কে তা'রে ঘৃণার চক্ষে না করে দর্শন ;
হেন জন কে বা আছে, তস্কর আসিলে কাছে,
দূর দূর করে' যেই না তা'রে তাড়ায় ?
বিশ্ব জুড়ে' ঠাঁই নাই যেথা সে জুড়ায়।

(৩৩)

পর-শ্রী-কাতর কভু হ'ও না জীবনে,
যাচিবে বিশ্বের হিত সদা এক মনে ;
পরানিষ্ট যেই জন চিন্তা করে অনুক্ষণ,
তাহারি কপালে হয় অনিষ্ট-ঘটন,
সাধনা যেমন, হয় সিদ্ধিও তেমন।

(৩৪)

যাহাতে বিপৎপাত নাহি হ'তে পায়,
অবহিত-চিত্তে হেন করিবে উপায় ;
বিপদ্ ঘটে'ছে দেখে' সে সময়ে ধৈর্য্য রেখে'
প্রতীকার চিন্তা করা উচিত সবার,
বিপদ্-সাগরে ধৈর্য্য এক কর্ণধার।

(৩৫)

মনে মনে না বিচারি' কভু কালাকাল,
ধর্ম্মার্জ্জনে যত্নবান হ'বে সদাকাল ;
নতুবা ঠকিবে শেষে, যখন ধরিবে কেশে
দুরন্ত কৃতান্ত, যা'র নাই কালাকাল,
শিয়রে দাঁড়া'য়ে যেই আছে হামেহাল।

(৩৬)

মানবের ধর্ম্ম-সম বন্ধু নাই আর,
দেহান্তে যে করে' দেয় ভব-নদী-পার ;
যখন ছাড়িবে দেহ, সঙ্গে নাহি যা'বে কেহ,
আত্ম-জন হায় হায় দু'দিন করিয়া,
চিরদিন তরে শেষে যাইবে ভুলিয়া।

(৩৭)

অতএব এই বেলা ধর্ম্মরূপ ধন
অনলস হ'য়ে সদা করিবে অর্জন ;
চির-অনুগামী হেন মিত্র আর নাই জেন'
অসহায় মানবের অনিত্য সংসারে,
ধর্ম্মই কাণ্ডারী এক ভব-নদী-পারে।

(৩৮)

আহার-নিদ্রার বশ হয় পশুগণ,
তাহে তৃপ্ত নাহি হয় মানুষের মন ;
নর-হৃদে ধর্ম্ম-জ্ঞান- লাভাগ্রহ বলবান্,
ধর্ম্মার্জন-ক্ষুধা আর জ্ঞানের পিপাসা,
না মিটিলে মানবের বৃথা সুখ-আশা।

(৩৯)

ভারতের রাজ-ভক্তি ভুবন-বিদিত,
যেথা দেব-বোধে হয় নৃপতি পূজিত ;
অরাজক জনপদে   দোষ ঘটে পদে পদে,
দুষ্টের দমন বিনা শিষ্টের পালন
অসম্ভব, সদা ইহা করিবে স্মরণ।

(৪০)

ছাত্রগণ ! সমাজের দৃষ্টি নিরন্তর
রহিয়াছে তোমাদের সবার উপর ;
সদা ইহা মনে রেখে'   কভু না আলস্যে থেকে'
অহার্য্য অনর্ঘ আর অক্ষয় রতন
বিদ্যা-ধন উপার্জ্জিবে হ'য়ে সযতন।

(৪১)

জননী জনম-ভূমি আত্মীয় স্বজনে,
সদাই করেন হেন আশা মনে মনে ;
ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সনে   নিয়ত নিবিষ্ট-মনে
জ্ঞান-রত্ন লভি' আর হ'য়ে গুণবান্,
করিবে মোদের সুখী·যুবক সন্তান।

(৪২)

দেখিও সে আশা যেন হয় হে সফল,
সন্তান-কামনা যেন না হয় বিফল ;
সে সুতে কি প্রয়োজন ? যা'রে লভি' আত্ম-জন
সমাজে দেখা'তে মুখ সদা লজ্জা পায়,
সর্ব্বাংশে প্রশস্ত তা'র না আসা ধরায়।

(৪৩)

দুখের কাহিনী মম করি সমাপন,
শেষ কথা বলে' এবে প্রিয় ছাত্রগণ !
তোমরা আমার তরে বৃথা দুখ নাহি করে'
মম উপদেশ মত কর' আচরণ,
তাহাই ভাবিব গুরু-ভক্তির লক্ষণ।

(৪৪)

গরলে অমৃত করে অমৃতে গরল,
ইচ্ছাময় বিনা হেন আছে কা'র বল ?
পরম-মঙ্গলালয় ঈশ্বরের রাজ্যময়
নিখিল প্রজার যাহে ঘটিবে কল্যাণ,
সর্ব্বত্র বিরাজে হেন শৃঙ্খলা-বিধান।

(৪৫)

হয় ত অজ্ঞান নর ইষ্ট যা'রে গণে,
অহিত তা' জ্ঞানময় বিভুর নয়নে ;
তাই অন্তে দুখ-কর আপাতত মনোহর
এমন বস্তুর তরে চিন্তাশীল নর,
প্রাকৃত জনের মত না হন কাতর।

(৪৬)

বার্দ্ধকে উচিত হয় করম-বন্ধন
ক্রমশ ছেদন করি' স্বপথ-চিন্তন ;
তাই আর্য্য ঋষিগণ হ'য়ে অতি সযতন
চরমে বিধান দেন অরণ্য-গমন,
বিদায়-গ্রহণ নহে দুখের কারণ।

(৪৭)

শান্তি-মার্গে স্পৃহাবতী যে জনার মতি,
সংসার-বিরতি তা'র আবশ্যক অতি ;
সাংসারিক ভালবাসা না গেলে শান্তির আশা
কদাপি উপায়ান্তরে সম্ভব না হয়,
সে উপায় চিন্তিবার জরাই সময়।

(৪৮)

পরিবর্ত্তময় এই অনিত্য জগৎ,
কিছু স্থির নহে হেথা ক্ষুদ্র কি মহৎ ;
হেথা হ্রাস বৃদ্ধি নাশ বিশ্ব জুড়ে' বার মাস
পল অণুপলে ঘটে বিধির বিধানে,
চির দিন কা'র' ভাগ্যে না যায় সমানে।

(৪৯)

অতএব না হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে মনে,
আপন কর্ত্তব্য সবে সাধিবে যতনে ;
পরম-মঙ্গল-সেতু এ নহে দুখের হেতু,
এ ভেবে' চলিনু গৃহে বিশদ-অন্তরে,
প্রাণের সহিত সবে আশীর্ব্বাদ করে'।

উপসংহার

(১)

শ্রীযুত অধ্যক্ষ আর শিক্ষক-নিচয় !
নিবেদি সবার কাছে হ'য়ে সবিনয় ;
যদি কোন' আচরণে কোন' দিন কা'র' মনে
উৎপাদন করে' থাকি বিরাগ-কারণ,
এক্ষণে যেন তা' কা'র' না থাকে স্মরণ।

(২)

একমত হ'য়ে সবে প্রশংসে যাহারে,
হেন লোক সুবিরল নিখিল সংসারে ;
একবারে দোষ-হীন লোক মেলা সুকঠিন,
মাদৃশ ন-গণ্য ছার অতি মূঢ়-মতি,
নির্দ্দোষ যে হ'বে ইহা অসম্ভব অতি।

(৩)

তাই এ সবার কাছে মিনতি-বচন,
যেন না দীনের ত্রুটি করেন গ্রহণ ;
হেরিলে অন্যের দোষ, সুজন না করি' রোষ,
নিজ উদারতা-গুণে ক্ষমেন তাহারে,
চির দিন হেন রীতি চলিছে সংসারে।

(৪)

উদ্দেশে প্রণমি অগ্রে শ্রীগুরু-চরণে,
সমাদর-পুরঃসর ডাকি বন্ধুগণে ;
এস সব ভ্রাতৃগণ ! প্রাণভরে' আলিঙ্গন
করিয়া অধুনা করি বিদায়-গ্রহণ,
মনে রেখ' এ দীনের এই নিবেদন।

(৫)

বহু কাল এক সঙ্গে ছিলাম যখন,
কত দোষ করিয়াছি করিবে মার্জন ;
কোন' দিন এ জীবনে, হয়ত কাহার' সনে
হ'তে পারে দেখা, কিংবা জনম-মতন,
বন্ধুগণ ! আজি এই শেষ দরশন।

শিবমস্তু।

ক্রোড়পত্র।

(১) বাল্য-বন্ধুগণের মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ াস্ত্রী এম্ এ. শ্রীযুক্ত বাবু গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী এম্. এ. শ্রীযুক্ত বু ক্ষীরোদচন্দ্র সিংহ এম্. এ. শ্রীযুক্ত বাবু তারাকুমার বিরত্ন, শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ দে, শ্রীযুক্ত বাবু অনাথ নাথ ব, প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মা অদ্য পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছেন।

(২) "So far as the etymological investigations of ie Sanskrit have hitherto afforded satisfactory esults, it may certainly be considered as the parent tock of all the known languages."—*Mr. Hammer.*

"The world does not now contain annals of nore indisputable antiquity than those delivered own by the ancient Brahmans."—*Mr. Halhed.*

(৩) ১৮২০ খৃঃ অব্দের ২৬এ সেপ্টেম্বর বীরসিংহ গ্রামে হাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়। ১৮২৯ খৃঃ অব্দে ইনি ংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে ইনি দার-পরিগ্রহ রেন। ১৮৪১ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দে বেতালপঞ্চবিংশতি মুদ্রিত করেন, এবং ঐ অব্দেই সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ইনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে জীবন-চরিত ও বোধোদয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৫০ খৃঃ অব্দে ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং ১৮৫১ খৃঃ অব্দে অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে উপক্রমণিকা ও কৌমুদীর প্রথম ভাগ এবং এক বৎসর পরে কৌমুদীর ২য়, ৩য় ভাগ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা শকুন্তলা লেখেন, এবং বিধবা-বিবাহের প্রথম পুস্তক প্রচার করেন। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর প্রার্থনানুসারে বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক ১৫ আইন প্রবর্ত্তিত করেন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে ইনি হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং নদীয়া জেলার ইনস্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ, কথামালা এবং চরিতাবলী প্রচারিত হয়। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হন এবং তৎপরবৎসর গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম ত্যাগ করেন। ইহার পর কৌমুদীর ৪র্থ ভাগ ও সীতার বনবাস মুদ্রিত করেন ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে আখ্যানমঞ্জরী ১ম ভাগ ও দুই তিন বৎসর পরে ২য় ভাগ প্রচারিত হয়। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে মেঘদূতের টীকা মুদ্রিত করেন। ইহার পর ভ্রান্তিবিলাস, সটীক উত্তরচরিত ও শকুন্তলা প্রকাশিত হয়। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে কুলীন-কন্যাদিগের

দুঃখে দুঃখিত হইয়া বহুবিবাহ নামক গ্রন্থ প্রচার করেন। অনেক পণ্ডিত ইহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করায় ইনি তাঁহাদের মত খণ্ডনার্থ ইহার ২য় ভাগ প্রচার করিতে বাধ্য হন। ইনি নিজ গ্রামে একটী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁর প্রধান কীর্ত্তি ৩টী শাখার সহিত মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়। ১৮৯১ খৃঃ অব্দের ২৮এ জুলাই ইনি কলিকাতা মহানগরীতে মানব-লীলা সংবরণ করেন।

দর্প, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বিনয়, ভক্তি, স্নেহ, দয়া, নির্ভীকতা, অদম্য উৎসাহ, অবিচলিত অধ্যবসায়, স্বাধীন-চিত্ততা প্রভৃতি মহাপুরুষের যে কিছু লক্ষণ, সে সকলই ইহাঁতে ছিল। এ দেশে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের বিষয় অবগত আছেন। অদ্বিতীয়গামী বিদ্যাসাগর এই উপাধিই স্বনাম-খ্যাত এই মহাত্মার পর্য্যাপ্ত পরিচায়ক।

(৪) হুগলি জেলার অন্তঃপাতী থানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর নামক গ্রামে ১৮২৫ খৃঃ অব্দে মহাত্মা প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর জন্ম হয়। ১৪শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি বিদ্যাধ্যয়নার্থ কলিকাতা হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন। কি সাহিত্য, কি গণিত, কি পদার্থ বিদ্যা, কি পুরাবৃত্ত, সর্ব্ব শাস্ত্রেই ইহাঁর তুল্যরূপ অধিকার ছিল। ইনি লাইব্রেরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সাতিশয় যশস্বী হন। ইহাঁর পারসী ভাষায় জ্ঞান ছিল। ইনি প্রিয় বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথম পাটীগণিত প্রণয়ন করাতে ইহাঁকে গণিত-শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল।

ইনি নিজ ব্যয়ে স্বগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন, এবং বহু নিঃস্ব বালকের বেতন নিজ হইতে দিতেন। ইনি ক্রমান্বয়ে ঢাকা-কলেজ, হিন্দু-কলেজ ও সংস্কৃত-কলেজে শিক্ষকতা করেন। বি. এ. ক্ল্যাস খুলিবার কিছু দিন পূর্ব্বে ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইনি অতিশয় তেজস্বী লোক ছিলেন। ইহাঁর অসম্মতি ক্রমে সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরি নিম্নতলের গৃহে নামাইয়া দিবার প্রস্তাব হওয়াতে ইনি পদ পরিত্যাগ করেন। পশ্চাৎ উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ আপনাদিগের ভ্রম হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহাঁকে পুনরায় স্বপদে নিযুক্ত করেন। মহাত্মা এইচ, উড্রো সাহেব ইহাঁর পুনঃ সংস্থাপন বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। কিছু দিন বহরম. কলেজের অধ্যক্ষতা, ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্য এবং প্রেসিডেন্সি-কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকতা করিয়া পেন্‌সন্ গ্রহণানন্তর ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ৫ই নভেম্বর পরলোক গমন করেন। ইনি আমাদের পরম-ভক্তি-ভাজন অধ্যাপক ছিলেন। ইনি যেরূপ দক্ষতার সহিত মহাকবি মিল্টনের 'প্যারা ডাইস্ লষ্ট' নামক পদ্য কাব্য এবং সেক্ষপিয়রের কতিপয় নাটক শিক্ষা দিয়াছিলেন, এ জীবনে কদাপি বিস্মৃত হইতে পারিব না।

(৫) জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত থানা রায়নার দক্ষিণ শাক রাঢ়া (শাক-নাড়া) গ্রামে ১৮০৬ খৃঃ অব্দে পূজ্যপাদ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জন্ম হয়। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ উইল্‌সন্ সাহেব ইহাঁর মস্তক-দর্শনে বুদ্ধিমান্-বোধে শ্লোক রচনা করিতে বলায়, ইনি এক শ্লোকে কলেজের ও তিন শ্লোকে

সাহেবের বর্ণনা করেন। ৪ বৎসর সময়ের মধ্যে ইনি কাব্য, অলঙ্কার ও স্মৃতি পড়িয়া ন্যায়-শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন।

১৮৩১ খৃঃ অব্দে অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক নাথুরাম শাস্ত্রী ৬ মাসের অবকাশ লইয়া কাশীবাস করাতে গুণগ্রাহী উইল্‌সন্ সাহেব প্রেমচন্দ্রকে প্রতিনিধি-অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। পর বৎসর নাথুরামের মৃত্যু হওয়াতে ইনি উক্তপদে স্থায়ী-ভাবে নিযুক্ত হন। অধ্যাপক হইবার পরেও ইনি সায়ং প্রাতে নিমচাঁদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, শম্ভুনাথ বাচস্পতির নিকট ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত আদি পড়িতেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি-সাধনে যত্নবান্ ছিলেন। কলেজে প্রবিষ্ট হইবার ২।৩ বৎসর মধ্যে বঙ্গ-কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত বন্ধুত্ব হওয়ায় ইনি 'সংবাদ প্রভাকর' সমাচার পত্রের প্রচারে সহায়তা করিতেন। পরিণামে ইনি বাঙ্গালা-রচনায় লেখনী সংযত করিয়া সংস্কৃত রচনার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। ইনি শকুন্তলা, উত্তর-রামচরিত, অনর্ঘ-রাঘব, রাঘব-পাণ্ডবীয়, পূর্ব্ব-নৈষধ, কাব্যাদর্শ, চাটুপুষ্পাঞ্জলি, মুকুন্দ-মুক্তাবলী, সপ্তশতী প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থের টীকা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। কতকগুলি নূতন গ্রন্থ ও লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে সেগুলি পরিসমাপ্ত হয় নাই। ইনি ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে পেন্‌সন্ লইয়া ৪ বৎসর কাশীধামে জ্ঞানানুশীলন, যোগ-সাধন, সাধুভাবের উদ্দীপন, বিদ্যা-বিতরণাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ২৫এ এপ্রেল ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে পার্থিব দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করেন। প্রেমচন্দ্র

যোগ-বেত্তা ছিলেন এবং কুম্ভক করিতে করিতে অনেক সময়ে ভূতল হইতে উর্দ্ধে উঠিতেন। ইনি কীদৃশী কবিত্ব-শক্তি লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ইহাঁর প্রতি কবিতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বর্গীয় স্যার্ রাজা রাধাকান্ত দেব, মহাত্মা উইল্‌সন্, প্রিন্সেপ্ ও শ্রীযুত কাউএল সাহেব ইহাঁকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি এই মহাপুরুষের ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, রাম কমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, সমধিক উল্লেখ-যোগ্য।

(৬) কলিকাতার দক্ষিণ, চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মুরাদিপুর গ্রামে ১২১১ সালে পূজ্যপাদ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের জন্ম হয়। ১৮৪০ খৃঃঅব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিমাইচাঁদ শিরোমণির মৃত্যু হওয়াতে ইনি উক্তপদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে ইনি পেন্‌সন্ গ্রহণ পূর্ব্বক কাশীধামে যাত্রা করেন। ইনি যেমন সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক, তেমনি সুকবি ছিলেন। 'ভৈরব পঞ্চাশিকা,' 'চামুণ্ডাশতক', 'তারকেশ্বরস্তব' নামক গ্রন্থে ইহাঁর অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ইনি 'কণাদ-সূত্র-বিবৃতি' নামে এক খানি বৈশেষিক দর্শনের টীকা ও 'পদার্থ-তত্ত্বসার' নামক ন্যায়গ্রন্থ প্রচারিত করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি 'পঞ্চদশ দর্শন' ও 'শঙ্কর দর্শনের' স্থূল মর্ম্ম বঙ্গ

ভাষায় সঙ্কলিত করিয়া 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' নামক পুস্তক প্রচারিত করেন। এই গ্রন্থ এরূপ বিশদভাবে লিখিত যে, সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও বঙ্গভাষায় অনূদিত উক্ত দর্শন গ্রন্থ সমূহের তাৎপর্য্য গ্রহে সমর্থ হইয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইনি অতিশয় বিনয়ী, অমায়িক ও অসামান্য-গুণ-সম্পন্ন ছিলেন। এক সময়ে সংস্কৃত কলেজের গুণগ্রাহী অধ্যক্ষ কাপ্তেন মার্শেল ও মহামতি ই, বি, কাউএল সাহেব ইহাঁকে যার-পর-নাই ভক্তি করিতেন। ইনি ১২৮০ সালে কাশীলাভ করেন। ইহাঁর ছাত্র-মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই এ দেশে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর কলেজের ছাত্রমধ্যে পণ্ডিত-প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন রামকমল ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার এম. এ. শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এম. এ. শ্রীযুক্ত বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এম. এ. এবং চতুষ্পাঠীর ছাত্রদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় রাখাল দাস ন্যায়রত্ন ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, এদেশে সমধিক লব্ধ প্রতিষ্ঠ।

(৭) চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী কলিকাতার দক্ষিণ লাঙ্গলবেড়ে নামক গ্রামে পূজ্যপাদ ভরতচন্দ্র শিরোমণি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে চতুষ্পাঠীতে তৎপরে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ল-কমিটির পণ্ডিত ও জজ-পণ্ডিত হন। ইহার পর বহুকাল সংস্কৃত-কলেজে স্মৃতি-শাস্ত্রের অধ্যাপকতা করিয়া ক্যাম্বেল সাহেবের রাজত্ব-কালে পেন্‌সন্ গ্রহণ করেন। ১২৮৫ সালে ২২এ অগ্রহায়ণ ইনি ৭০। ৭৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জ্বর

রোগে মানব-লীলা সংবরণ করেন। স্মৃতিশাস্ত্রে ইহাঁর প্রগাঢ় বিদ্যা ছিল। ইনি ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা বিষয়ে প্রমাণ-স্থল হইয়া উঠিয়া ছিলেন। কাব্য ব্যাকরণ অলঙ্কারাদি শাস্ত্রেও ইহাঁর বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এই অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত শিরোমণি মহাশয়ের সম্ভ্রমের পরিসীমা ছিল না। এমন কি একপত্নী ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁর আকৃতি যেরূপ সুন্দর প্রকৃতিও তদ্রূপ উত্তম ছিল। ইনি সরল, অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন, এবং বঙ্গের একজন প্রাতঃস্মরণীয় সুপণ্ডিত। হিন্দু সমাজ ইহাঁর নিকট বহু বিষয়ে ঋণী। ইনি দত্তকমীমাংসা ও দত্তক চন্দ্রিকার টীকা, দত্তক শিরোমণি, বিষ্ণ্বাদি শতক, মনুসংহিতার বাঙ্গালানুবাদ এবং মহাত্মা ৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ব্যয়ে ৬ খানি টীকার সহিত দায়ভাগ গ্রন্থের একটী অতি উৎকৃষ্ট সংস্করণ করেন।

(৮) ১৮১২ খৃঃ অব্দে পূজ্যপাদ তারানাথ তর্কবাচস্পতি কালনায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩০ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ বাবু রামকমল সেন ইহাঁকে সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কার শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। ইনি আজীবন কদাপি বৃথা কালহরণ করিতেন না, সুতরাং অলঙ্কার অধ্যয়নান্তে কাব্য বেদান্ত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। মহাত্মা জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, নাথুরাম শাস্ত্রী ও যোগধ্যান মিশ্র যথাক্রমে তৎকালে সংস্কৃত-বিদ্যা-মন্দিরে পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র-ত্রয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৩১ খৃঃ অব্দে ইনি ন্যায়ের শ্রেণীতে তৎকালীন বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক নিমাইচাঁদ শিরোমণির নিকট ন্যায় শিক্ষা করেন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের ১৫ই জানুয়ারি কলেজ পরিত্যাগ

কালেই ইনি তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার প্রায় তিন চারি বৎসর পরে ইনি ৺ কাশীধামে গিয়া এক পরমহংসের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে অতি দুরূহ শ্রীহর্ষকৃত খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য নামক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। অধ্যাপনান্তে ঐ পরমহংস "তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে অপ্রতিহত-বুদ্ধি হইবে"—এই বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। কাশীতে অবস্থান সময়ে ইনি অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট পাণিনীয় ব্যাকরণ, সভাষ্য বেদ বেদান্ত, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, দর্শন, গণিত ও ফলিত জ্যোতিষের নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ইনি স্বাধীন-চেতা পুরুষ ছিলেন। কাজেই স্বতন্ত্র-ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নানা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতেন। বস্ত্র, শাল, কাষ্ঠ, চাউল প্রভৃতি এরূপ ব্যবসায় নাই যাহাতে ইনি হস্তক্ষেপ না করিয়াছেন। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে ইনি ব্যবসায় নিবন্ধন প্রায় লক্ষ টাকা ঋণগ্রস্ত হওয়াতে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সুযোগ্য অধ্যক্ষ মহামতি কাউএল সাহেবের পরামর্শে তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাৎকালিক হস্ত-লিখিত বহু প্রাচীন সুতরাং দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায়, বেদ, বেদান্ত, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, উপনিষদ্ প্রভৃতি অসংখ্য ও অশেষবিধ গ্রন্থ বৃত্তি-সহ মুদ্রিত করিয়া জগতের বিস্তর হিত-সাধন করিয়াছেন। ইহাঁর মত স্মরণ-শক্তি প্রায় অন্য কাহারও দেখা যায় না। শ্রীযুত কাউএল সাহেব ইহাঁকে যখন যাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহারই সদুত্তর পাওয়াতে ইহাঁকে

ভক্তিপূর্ব্বক "এনসাইক্লোপীডিয়া অভ্ সংস্কৃত লার্ণিং" — এই আখ্যা প্রদান করেন। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি ইনি পেন্‌সন্ গ্রহণ পূর্ব্বক সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বাচস্পতি মহাশয় সাতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য-কলাপে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। ইনি হবিষ্যাশী ছিলেন। স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিতেন এবং পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে স্বয়ং বিবিধ প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া আহার করাইতেন। পাক-করণে ইহাঁর সবিশেষ দক্ষতা ছিল। ইনি ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই অষ্টাদশ বর্ষ নিরন্তর অসামান্য পরিশ্রম করিয়া নিজ অদ্বিতীয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ বাচস্পত্যাভিধান প্রস্তুত করেন। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের ফাল্গুন মাসে ইনি ৺ বারাণসীধামে যাত্রা করিয়া ঐ বৎসর ৭ই আষাঢ় পার্থিব দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করেন।

(৯) চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী চাংড়িপোতা গ্রামে ১৭৪১ শকে পূজ্যপাদ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ জন্মগ্রহণ করেন। ১১ বৎসর বয়সের সময় ইনি সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। পূর্ব্বে পিতার নিকট ব্যাকরণ পড়িয়া ১১। ১২ বৎসর ইনি সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, জ্যোতিষ, ন্যায় ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া কলেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিল সার্ভেণ্ট পড়াইতে আরম্ভ করেন। ইংরাজী ভাষায় ইহাঁর বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তৎপরে সংস্কৃত কলেজের ২য় ব্যাকরণা-ধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ইনি ক্রমাগত ৩৭ বৎসর সংস্কৃত কলেজের কার্য্য করিয়া ১২৮০ সালে পেন্‌সন্ গ্রহণ করেন

ইনি সাতিশয় পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, তেজস্বী ও মিতব্যয়ী ছিলেন। ইনি নিজ ব্যয়ে হরিনাভিতে একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি বিলক্ষণ দাতা ও পরোপকারী ছিলেন। যখন কলেজে শিক্ষক হইয়াছেন, তখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের বৃত্তি লওয়া অন্যায়-বোধে ইনি কদাপি পত্রের বিদায় লইতেন না। সমাজ-সংস্করণ বিষয়ে ইহাঁর বিলক্ষণ যত্ন ছিল। ইনি বৈদিক জাতির কুলপ্রথা অনু-সারে বিবাহ দেওয়া রহিত করেন। ইনি গ্রীস ও রোম রাজ্যের ২খানি বিস্তৃত ইতিহাস, নীতিসার ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ, বিশ্বেশ্বর-বিলাপ, এবং উপদেশমালা ১ম ও ২য় ভাগ, সাঙ্খ্যদর্শন ও ভূষণসার ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ইনি কল্পদ্রুম নামক এক খানি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রও প্রচার করেন। কিন্তু ইহাঁর প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ সোমপ্রকাশ নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বাঙ্গালা ভাষায় সুরুচি সহকারে সমাচার পত্র প্রচার-প্রথার ইনিই প্রথম প্রদর্শক। ইনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া জব্বলপুরের অন্তর্গত সাতনা নামক স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করিয়া ১২৯৩ সালের ৮ই ভাদ্র বেলা দুই প্রহরের সময় গলদেশে দুষ্ট রোগ হওয়ায় দেহত্যাগ করেন।

(১০) ১২৮১ সালে যখন পূজ্যপাদ চন্দ্রমোহন তর্কসিদ্ধান্ত ইহলোক পরিত্যাগ করেন, ইহাঁর কৃতিমান্ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, প্রেমচাঁদ ষ্টুডেণ্ট তৎকালে অতি অল্প-বয়স্ক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিকট অনুসন্ধান করিয়া গুরু-দেবের জীবন-বৃত্তান্ত বিষয়ে সবিশেষ কিছুই জানিতে পারি নাই।

আমি এই পর্য্যন্ত জানি, ভূ-কৈলাসে রাজবাটীতে ইহাঁর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল, এবং ইনি বোপদেব-কৃত কবিকল্পদ্রুম নামক সংস্কৃতগণপাঠ গ্রন্থখানিকে ১৮৬০ খৃঃ অব্দে সরল বাঙ্গালা ভাষায় ভাষান্তরিত ও বিশদ করিয়া প্রচারিত করেন।

(১১) ১৮১০ খৃঃ অব্দে শান্তিপুর গ্রামে পূজ্যপাদ রাম-গোবিন্দ গোস্বামীর জন্ম হয়। ১৮২২ খৃঃ অব্দে মহাত্মা রামকমল সেন ইহাঁকে কলিকাতায় আনয়ন করেন, এবং সংস্কৃতকলেজ স্থাপনের পরেই ইহাঁকে উক্ত কলেজে বিদ্যাধ্যয়নার্থ প্রবি[illegible] করিয়া দেন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপন-পূর্ব্বক শিরোমণি উপাধি লইয়া রামগোবিন্দ বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হন। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ইনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য ও ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপকতায় নিযুক্ত হন। ১৮৬০ খৃঃঅব্দের ২৮ শে মার্চ্চ ইনি বিসূচিকা রোগ-গ্রস্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইনি দেখিতে গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকার ও অতি সুপুরুষ ছিলেন। পুরাণ-পাঠ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণ[illegible] গ্রন্থের ব্যাখ্যা বিষয়ে ইহাঁর বিলক্ষণ সুখ্যাতি ছিল।

(১২) জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী রাজপুরগ্রামে স[illegible] ১২৩০ সালে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জন্ম হয়। ইং ১৮২৪ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি ৮ বর্ষ বয়সে তথায় প্রবিষ্ট হইয়া সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যা[illegible] স্মৃতি ও বেদান্ত অধ্যয়নানন্তর ১৩ বৎসরের পর বিদ্যালয় ত্যা[illegible] করেন। প্রথমে সংস্কৃত কলেজে পুস্তকাধ্যক্ষের পদে নিযু[illegible] হইয়া ক্রমশঃ নিম্ন অধ্যাপকের পদ হইতে প্রধান অধ্যাপকে

পদে উন্নীত হইয়া ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে পেন্‌সন্ গ্রহণ করেন। সন ১২৬৩ খৃঃ অব্দে যে মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপন করেন তাহার আয় হইতে উদ্বৃত্ত ২০,০০০ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে স্বগ্রামের জন্য দরিদ্র-ভাণ্ডার (Poor fund) সংস্থাপন পূর্ব্বক উপযুক্ত ট্রষ্টীগণের হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করিয়াছেন। বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া স্বগ্রামের জল কষ্ট নিবারণের জন্য দুইটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছেন, এবং লোকের যাতায়াতের সুবিধার জন্য সেতু সমেত দুইটী পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। উক্ত রাস্তা দুইটী ইহাঁর নামেই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল দেশহিত-কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া বাল্যাবস্থায় অর্থাভাব নিবন্ধন যে ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন সে ক্ষোভ মিটাইয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন। নবম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে যখন সংস্কৃত কলেজে প্রথম প্রবেশ করি, তখন ইহাঁরই শ্রীচরণ তলে বসিয়া আদি শিক্ষালাভ করি। কলেজ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যখন বি, এ, শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি, তখনও ইহাঁর শ্রীমুখ হইতে উপদেশ পাই, আবার কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া প্রায় ১০ বৎসর কাল ইহাঁর শ্রীচরণ দর্শন সুখ অনুভব করিয়াছি। ফলতঃ এ জীবনে ইহাঁর শ্রীচরণ-যুগল বিস্মৃত হইতে পারিব না।

(১৩) ১৮৩৬ খৃঃ অব্দের ২২এ ফেব্রুয়ারি হাওড়া জেলার অন্তঃপাতী নারিট গ্রামে পূজ্যপাদ শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের জন্ম হয়। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত রসিকগঞ্জ গ্রামে ৺ঠাকুরদাস চূড়ামণির নিকট সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে ইনি কলিকাতায়

আসিয়া নিজ পিতৃব্য ৺ ঠাকুরদাস চূড়ামণি এবং সংস্কৃত কলে-
জের অধ্যাপক ৺ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট ন্যায়, ও
৺ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের নিকট অলঙ্কার শিক্ষা করেন। পঞ্জাব
দেশীয় পরম হংস জ্যোতিঃস্বরূপ তৎকালে কলিকাতায় উপস্থিত
থাকাতে ইনি তাঁহার নিকট বেদান্ত এবং শ্রীহর্ষকৃত খণ্ডন-খণ্ড-
খাদ্য নামক ন্যায়-গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পরে কালীনাথ তর্করত্ন
নামক আচার্য্যের নিকট ফলিত জ্যোতিষ শিক্ষা করেন। ১৮৬১
খৃঃ অব্দে ইনি ৺ কাশীধামে যাইয়া দণ্ডী বিশুদ্ধানন্দ স্বামী
প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিতের নিকট বেদ, উপনিষদ্, পাতঞ্জল ও
মীমাংসা দর্শন শিক্ষা করেন। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ইনি ৺ মহারাজ
কমলকৃষ্ণের সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া একটী চতুষ্পাঠী
খুলিলেন। সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাউএল
সাহেব ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায় শাস্ত্র
শিক্ষা করিয়া তদীয় বিদ্যাবত্তা অবগত ছিলেন, সুতরাং ১৮৬৪ খৃঃ
অব্দে পূজ্যপাদ ৺ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ পেন্‌সন্ লওয়ায় তিনি
ইহাঁকে সংস্কৃত কলেজে সাহায্যকারী অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত
করেন। প্রথমে কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ইনি ইংরাজি শিখিতে
আরম্ভ করেন। কিছু দিন পরে ইনি স্থায়িরূপে যুগপৎ অলঙ্কার
স্মৃতি ও ন্যায়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে
ইনি কলেজের অধ্যক্ষতার পদ প্রাপ্ত হন। ইনি আসিয়াটিক সোসা
ইটি, বিজ্ঞান-সভা, বিশ্ব-বিদ্যালয়, হিন্দু-হষ্টেল, বেথুন কলেজ
শিবপুর এন্‌জিনিয়ারিং কলেজের সভ্য ও মেম্বরের কার্য্য করেন
ইনি উপাধি পরীক্ষার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে

লর্ড ডফরিনের সময়ে দেশীয় শাস্ত্র শিক্ষার জন্য মুসলমান জাতির মধ্যে শামসউল নামা এবং হিন্দুদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করায় সেই সময় হইতে উক্ত উপাধি-দানের সূত্রপাত হইয়াছে। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে ইনি সি, আই, ই, এবং ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি বিস্তৃত টীকার সহিত কাব্যপ্রকাশ নামক অলঙ্কার গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ইনি ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতগণের সাহায্য করেন, এবং ১৮৭০ খৃঃ অব্দে বিজ্ঞান-সমিতিতে যথেষ্ট দান করেন। ইনি স্বগ্রামে একটী বিদ্যালয় স্থাপন, সন্নিহিত স্থানের পথ ঘাট সংস্করণ, এবং ট্রামের গাড়ী প্রচলন বিষয়ে সবিশেষ অনুকূলতাচরণ করিয়াছেন।

(১৪) খ্যাতনামা নিমাইচাঁদ শিরোমণি খৃঃ অব্দ ১৮২৪ হইতে ১৮৪০ পর্য্যন্ত কলেজে ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

(১৫) নাথুরাম খৃঃ অব্দ (১৮২৭—১৮৩২) অলঙ্কারাধ্যাপক।

(১৬) যোগধ্যান ১৮২৬ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপকতা পদে নিযুক্ত হন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপনা রহিত হইলে ইনি লীলাবতী শিক্ষা দিতেন।

(১৭) কাশীনাথ 'দেড়ে কাশীনাথ' স্মৃতির অধ্যাপক।

(১৮) শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি বেদান্তের অধ্যাপক।

(১৯) হরনাথ তর্কভূষণ ব্যাকরণের অধ্যাপক।

(২০) সহৃদয়তার অবতার জয়গোপাল তর্কালঙ্কারকে গুণজ্ঞ উইল্‌সন্ সাহেব বারাণসী হইতে আনাইয়া ইহাঁর হস্তে কলেজের কাব্যাধ্যাপনার গুরু ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন।

(২১) রামদাস ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

(২২) রামময় তর্করত্ন ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের চতুর্থ সহো-দর। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র এবং কাব্যের অধ্যাপক। এই মহাত্মা অতি বিনয়ী ও অত্যন্ত অমায়িক এবং কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

(২৩). ৺ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জন্মভূমি খাঁটুরা গ্রাম। ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন, এবং কিছু দিন অধ্যাপকতাও করিয়া ছিলেন। ইনি যখন ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে সর্ব্ব প্রথমে বিধবা বিবাহ করেন, তখন বিবাহ সভায় অনেক অধ্যাপক নিমন্ত্রিত হইয়া ছিলেন, বঙ্গের ছোট লাট পর্য্যন্ত উপস্থিত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিবাহে ১০ সহস্র টাকা ব্যয় করেন।

(২৪) তারাশঙ্কর ভূত-পূর্ব্ব বিখ্যাত ছাত্র। ইনি সংস্কৃত কাদম্বরী এবং ইংরাজী রাসেলাস বঙ্গভাষায় অনুদিত করেন।

(২৫) প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর খৃঃ ১৮৪৪ অব্দে ব্যাকরণের অধ্যাপক হন। ইনি ৺রামনারায়ণ তর্করত্নের জ্যেষ্ঠ। ইহাঁর নিকট সর্ব্বদা একটী বস্ত্রময় গোলা থাকিত। পাঠ-কালে কেহ গল্প করিলে বা অন্যমনস্ক হইলে ইনি স্বস্থান পরিত্যাগ না করিয়া গোলা বর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে পাঠে অভিনিবিষ্ট করিতেন

(২৬) প্রিয়নাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও সাহিত্যাধ্যাপক নিবাস খাথালা। বহু দিন মুন্সেফের কার্য্য করিয়া ছিলেন।

(২৭) মাধবচন্দ্র গোস্বামী কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক 'কারাস্থ বালরাজ' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শেষাবস্থায় বহু দিন স্কুল-ইন্স্পেক্টর ছিলেন। নিবাস বালিগ্রাম।

(২৮) যদুনাথ দুই জন ছিলেন। এক জন আহীরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত, দ্বিতীয় ব্যক্তি ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভগিনীপতি 'ভামিনী-বিলাস' প্রণেতা, এবং কলেজের অন্যতম সুযোগ্য সাহিত্যাধ্যাপক।

(২৯) ১৭৫৩ শকে পাণ্ডুয়ার সন্নিহিত ইলছোবা নামক গ্রামে রামগতি ন্যায়রত্ন জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষায় অনূদিত করিয়া প্রচার করেন। তদ্ভিন্ন বস্তুবিচার, বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম ভাগ, রোমাবতী (উপন্যাস) শিশুপাঠ, নীতিপথ, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ঋজুপাঠ্যা, দময়ন্তী, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ, বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব এবং ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রচার করেন।

(৩০) রুদ্রমণি দীক্ষিত বেদান্তের অধ্যাপক।

(৩১) ১২২২ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্ব-পুষ্করিণী গ্রামে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্ম হয়। ইনি সংস্কৃত রসতরঙ্গিণীর বাঙ্গালা অনুবাদ এবং বাসবদত্তা গ্রন্থ খানি পদ্যে রচনা করিয়াছিলেন। ১২৫৭ সালে ইনি শিশুশিক্ষা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ রচনা করেন। ১২৬৪ সালে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

(৩২) ১৭৪৪ শকে হরিনাভি গ্রামে রামনারায়ণ তর্করত্নের জন্ম হয়। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং অধ্যাপক। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে ইনি পতিব্রতোপাখ্যান এবং ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব নাটক লেখেন। ইহার পর রত্নাবলী,

বেণীসংহার, শকুন্তলা, নবনাটক, মালতীমাধব ও রুক্মিণীহর
নামে ৬ খানি বাঙ্গালা নাটক এবং দক্ষযজ্ঞ নামক একখা
সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন।

(৩৩) রামকমল অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ছাত্র-রত্ন। ই
কিছু কাল কলিকাতা নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ই
ইংরাজি হইতে বঙ্গভাষায় 'বেকন-সন্দর্ভ' অনূদিত করেন, এ
এক খানি নূতন জ্যামিতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্র
ইউক্লিডের মত তত অধিক প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিতে হয় না।

সংস্কৃত কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

১৮২৪ খৃঃ অব্দে স্বর্গীয় গভর্ণর জেনেরল মহামতি ল
আমহর্ষ্টের শাসন-সময়ে কলিকাতা মহানগরীতে সংস্কৃত পাঠশা
প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঠশালার প্রথম পত্তন দুই এক বৎসর পূ
হইলেও তৎকালে ইহার অধিবেশনের জন্য কোনও স্বতন্ত্র বা
নির্দ্দিষ্ট না থাকায় ১৮২৪ খৃঃ অব্দই ইহার জন্ম-বর্ষ ধরিতে হইবে

সে যাহা হউক, বিত্থালয় সংস্থাপিত হইল বটে, কি
বিত্থার্থীর অভাব। রাজা যে নিঃস্বার্থভাবে কেবল নিজ কর্ত্ত
বোধে প্রকৃতি-পুঞ্জের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কখন
কোনও রূপ দেশ-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, বহুক
ধরিয়া মুসলমান নবাবগণের শাসনাধীন বিধিমতে উপদ্র
প্রজাবর্গের হৃদয়ে ঈদৃশী ধারণা আদৌ না থাকাতে সকলে
আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, ইহার অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে রাজপুর

দিগের কোনও না কোনও কু অভিসন্ধি আছে। সেই দুরভিসন্ধি সাধনের অভিপ্রায়েই তাঁহারা এত অধিক ব্যয় স্বীকার করিয়াও বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। উপদেশ-চ্ছলে বালক-বৃন্দকে ধীরে ধীরে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াতে, কাহারও নিজ সন্তানকে অধ্যয়নার্থ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্তি বা সাহস জন্মিল না। রাজপুরুষগণ গত্যন্তর না দেখিয়া ছাত্রদিগকে উৎকোচ দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

প্রত্যেক পাঠার্থীকে মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তি দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। ঈদৃশ বন্দোবস্ত হওয়াতে ক্রমশঃ দুই একটী করিয়া স্বল্পকাল মধ্যে সর্ব্ব-সাকল্যে পঞ্চাশটি ছাত্র সমবেত হইল। এই পঞ্চাশটি মাত্র ছাত্র লইয়া রাজপুরুষগণ বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। প্রথমতঃ প্রত্যেক বালকের বৃত্তি তুল্যরূপ হইলেও পশ্চাৎ কেবল সাহিত্য ও ব্যাকরণ অধ্যয়নার্থী ছাত্রগণেরই মাসিক বৃত্তি পাঁচ টাকা হারে চলিতে লাগিল; ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেণীস্থ ছাত্র-বর্গের মাসিক বৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া আট টাকা হইল।

কথায় বলে "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি,"—অর্থাৎ শুভকর্ম্মে নানা ব্যাঘাত। এটী যে যথা কথা এ স্থলে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। যাহাও কষ্টে সৃষ্টে প্রথম অন্তরায়টি অন্তরিত হইল বটে, কিন্তু সম্প্রতি আর এক বিভ্রাট উপস্থিত! বিদ্যার্থিগণকে অধ্যাপনা করাইবার লোক পাওয়া দুর্ঘট হইল। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, "সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা,"—অর্থাৎ রাজসেবা কুক্কুরের বৃত্তি। হেন নিকৃষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পাছে সমাজে ঘৃণিত হইতে হয়,

পাছে জীবিকা-নির্বাহের প্রধান উপায়-ভূত ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের ভবনে পত্রের বিদায় বন্ধ হয়, এই সাত পাঁচ ভাবিয়া কেহই গভর্ণমেণ্টের কার্য্য স্বীকার করিতে সাহসী হইলেন না। পাঠক। যেন স্মরণ থাকে তখনকার সমাজ এখনকার মত উচ্ছৃঙ্খল ও শিথিল-বন্ধন ছিল না।

ইতিমধ্যে রাজপুরুষগণ কিরূপ আয়ে সচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ হইবে কতিপয় পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করায় ভোগ-নিস্পৃহ পণ্ডিত-মণ্ডলী এক বাক্যে উত্তর করিলেন, 'দৈনিক এক টাকা' রাজপুরুষগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দৈনিক দুই টাকা অর্থাৎ মাসিক ৬০ টাকা বেতনে পাঁচজন এবং ৪০ টাকা বেতনে তিন জন পণ্ডিত-কুল-তিলককে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পাঠক! দেখ অল্পকালের মধ্যে দেশের কীদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সম্প্রতি ইহার দশ গুণ আয়ে সংসার চলা সুকঠিন। ইহা সামাজিক উন্নতি বা অবনতি ভগবান্ই জানেন!

তালিকা। *

পূর্ব্বোক্ত ৮ জন অধ্যাপকের মধ্যে (২০), (১৪), (১৯), (২১ (৩০) ক্রোড়পত্র দেখ। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে বেদান্ত উঠিয়া যায় ৬ষ্ঠ (অলঙ্কার) কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার। কিছু দিন পরে ইঁ

---

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি কলেজের ৪র্থ ইংরাজী শিক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ, দয়া করিয়া কলেজের প্রাচীন [illegible] অনুসন্ধান পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বাহির করিয়া দিয়াছেন।

হিন্দু পুরাবৃত্ত শিক্ষা দিতেন। ৭ম (স্মৃতি) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। মধ্যে স্মৃতির দুই শ্রেণী হয়। ৮ম (পাণিনি) গোবিন্দরাম। পাণিনি উঠিয়া গেলে ব্যাকরণের ৩য়শ্রেণী হয়, অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে পাণিনি ৩ বৎসরের জন্য পুনরারব্ধ হয়, অধ্যাপক ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি। ১৮২৬ খৃঃ অব্দে জ্যোতিষ ও বৈদ্যক শিক্ষার জন্য ২টী শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্যোতিষ (১৬) ক্রোড়পত্র দেখ। বৈদ্যক শ্রেণীর ১ম পণ্ডিত ৺ক্ষুদিরাম কবিরাজ, ২য় ৺মধুসূদন গুপ্ত। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হওয়াতে বৈদ্যক শ্রেণী উঠিয়া যায়। মধুসূদন তথায় ভর্ত্তি হইয়া এদেশে সর্ব্বাগ্রে শব চ্ছেদন করাতে তোপ-ধ্বনি হয়। পূর্ব্বে কেবল সংস্কৃত শিক্ষা হইত। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে ৪০জন ছাত্র আবেদন করায় ইংরাজি শিক্ষার সূত্রপাত হয়। মাসিক ২০০, টাকা বেতনে M. W. Woolaston. এবং গঙ্গাচরণ সেন ও নবকুমার চক্রবর্ত্তী শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা থাকে। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে পুনরারব্ধ হয়। ১ম শিক্ষক রসিকলাল সেন ২য় শ্যামাচরণ সরকার। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে পুনঃসংস্থাপন। সাহিত্যের প্রোফেসর ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, অঙ্কের প্রোফেসর শ্রীশ্রীনাথ দাস। ১ম শিক্ষক কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ২য় তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৩য় প্রসন্নকুমার রায়। প্রথম ছাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য। ৺ বিদ্যাসাগরের আমলে কায়স্থের প্রবেশ। ই,বি, কাউএল সাহেবের সময়ে স্বুবর্ণ বণিকের প্রবেশ।

Council of education (শিক্ষা সমিতির) অধীন (Sub-Committee (নিম্নসভা) দ্বারা কার্য্য সম্পাদিত হইত।

খৃঃ অব্দ (১৮২৪-১৮৩১) অবৈতনিক ১ম সেক্রেটারি W. Price.
খৃঃঅব্দ ১৮৩২র (জানুয়ারি—আগষ্ট),, ২য় সেক্রেটারি H. Todd.
খৃঃঅব্দ ১৮৩২র (সেপ্টেম্বর—৩৪) ,, ৩য় সেক্রেটারি A. Troyer.
খৃঃ অব্দ (১৮৩৫—৩৮) ,, ৪র্থ সেক্রেটারি রামকমল সেন।
,, ,, ১৮৩৬র কিছুদিন ,,৫ম সেক্রেটারি J.C.C. Southerland
খৃঃ অব্দ (১৮৩৯ জুলাই—১৮৪০ মার্চ্চ) ,, ৬ষ্ঠ G. F. Marshall.
সহকারী সম্পাদক মধুসূদন তর্কালঙ্কার।
খৃঃ অব্দ ১৮৪০ (মার্চ্চ—এপ্রিল) ,, Thomas A.W. Wise M D
,, ,, (১৮৪১—১৫০) মাসিক ১০০, বেতনে রসময় দত্ত।
সহকারী সম্পাদক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। পরে রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার। ১৮৪৬খৃঃ অব্দে ৺বিদ্যাসাগর।
১৮৫১ খৃঃ অব্দে ৺বিদ্যাসাগর মাসিক ১৫০, বেতনে Principal (অধ্যক্ষ) ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে কর্ম্মত্যাগ। ইহাঁর সময়ে অষ্টমী প্রতিপদাদিতে ছুটি বন্ধ হইয়া রবিবারে অবকাশ দিবার প্রথা হয়। ১৮৫২ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে ২৲ টাকা মাত্র admission fee, ও ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ১৲ টাকা মাসিক বেতন হয়
খৃঃ অব্দ ১৮৫৮—১৮৬৪ পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের পুরাবৃত্তাধ্যাপক ই, বি, কাউএল অধ্যক্ষ। অধুনা ইনি ইংলণ্ডে Oxford (উক্ষতর) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক।
খৃঃ অব্দ (১৮৬৪—১৮৭৭) ৺ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী অধ্যক্ষ মধ্যে ৩ মাস সেণ্ডারস্ সাহেব উক্ত কার্য্য করেন। ১৮৭' খৃঃ অব্দে ইহাঁর পীড়া নিবন্ধন বি, এ, শ্রেণী প্রথমতঃ প্রেসিডেন্সি কলেজের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ঃ অব্দ (১৮৭৭—১৮৯৫ মার্চ্চ) শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই।
" " (১৮৯৫—১৯০০ ডিসেম্বর ৭ই) শ্রীনীলমণি ন্যায়ালঙ্কার এম, এ,।
ঃ অব্দ ১৯০০ ডিসেম্বরের ৮ই হইতে শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ,।

বিদায়।

কি বিষম সমস্যা উপস্থিত! আজি যেন মদীয় জীবন-নাটকের আদ্য অভিনয় আরম্ভ হইল! ১৮৫২ খৃঃ অব্দে যখন নবম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে অধ্যয়নার্থ বিদ্যা-মন্দিরে প্রবিষ্ট হই, আজি যেন পুনরায় সেই সময়ে বিদ্যমান আছি! কারুণ্য—রত্নাকর দেবোপম গুরুগণের উদার মূর্ত্তি, সম-দুঃখ-সুখ সুহৃদ্-বৃন্দ ও সতীর্থগণের হাস্য মুখকমল আজি যেন চতুর্দিক্ হইতে আসিয়া আমাকে বেষ্টন করিল! পরম স্নেহময়ি জননি! পরমারাধ্য জনক! প্রাণ-প্রতিম অনুজগণ! তোমরাই বা আজি কোথায় রহিলে? ঈশ্বরের কোন্ রাজ্যে গিয়া উদয় হইলে? তোমাদের সেই অমৃত-নিষ্যন্দিনী চির-পরিচিত বাণী অদ্যাপি মদীয় কর্ণ-কুহরে অনুরণিত হইতেছে! সেই স্নেহোজ্জ্বল বদন-সুধাকর নিখিল বিশ্ব-দর্পণে বিম্বিত রহিয়াছে! অথবা তোমরা অদ্য পর্য্যন্ত এ অভাগাকে ভুলিতে না পারিয়াই বুঝি সংসার-তুষানলে অন্তর্দগ্ধ এ হত হৃদয়ে সান্ত্বনা-বারি সিঞ্চন করিতে আজি আমার অন্তিক-বর্ত্তী হইয়াছ? আমি বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলাম, ক্রমশঃ লেখা পড়া শিখিয়া মানুষ হইব, তোমাদিগকে সুখী করিব, ঈদৃশ সঙ্কল্প-বিকল্পিত কত শত সুরম্য খ-হর্ম্ম্য না জানি তৎকালে

তোমাদের নেত্রোৎসব বিধান করিয়াছিল! অমরগণ! তোমাদের সেই ভবিষ্যতের অবলম্বন, আজি নিরালম্ব হইয়া বিকর্ণ ভেলার ন্যায় ঘোর সংসারাবর্ত্তে সমন্তাৎ প্লাব্যমান হইতেছে, প্রতিমুহূর্ত্তেই তলসাৎ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। হায়! শরদভ্রচলা মানুষের আশা কি অচির-স্থায়িনী! বালুকাময় সেতুর ন্যায় কি ক্ষণ-ভঙ্গুর! দেবগণ! আমি আপদ-শীর্ষ অনন্ত দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন থাকিয়াও যখনই ভাবি, তোমরা নিরাপদে শান্তিধামে উত্তীর্ণ হইয়া আজি পরমানন্দে নন্দন কাননে বিচরণ করিতেছ, তখনই মহোল্লাসে বিভোর হইয়া আত্ম-দুঃখ বিস্মরণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কালের জন্য আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করি।

কি চমৎকার! এই সকল আনন্দ-মূর্ত্তি এতকাল যেন হৃদয়ের অন্তস্তলে কোথায় বিলীন ছিল, আজি যেন হঠাৎ নবীভূত হইয়া নিবাত-নিষ্কম্প সরসী-সলিলে প্রতিমা-শশাঙ্কবৎ যুগপৎ আমার নেত্র-পথের পথিক হইয়াছে! পরম ভক্তি-ভাজন প্রাতঃস্মরণীয় আচার্য্যগণ ও পরমারাধ্য প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি আন্তরিক ভক্তি, নিষ্পাপ ও সরল-চিত্ত সহোদর ও সহাধ্যায়িগণের প্রতি অকপট স্নেহ, জীব-জগতের সহিত সহানুভূতি এবং পরম করুণাময় বিশ্ব-পতির অসীম বিশ্ব-রাজ্যের সর্ব্বত্র অত্যদ্ভুত শৃঙ্খলা ও অত্যাশ্চর্য্য পারিপাট্য-সন্দর্শনে বিস্ময়-রসে আপ্লুত নবীন ও অকলুষ অন্তঃকরণের নৈসর্গিকী ভক্তি-প্রবণতা প্রভৃতি যাবতীয় শোভন ও সুকোমল মনোবৃত্তি এক কালে মদীয় মনোরাজ্য অধিকার করিল! আজি যেন আমি সুকুমার-মতি পবিত্র-হৃদয় তাৎকালিক একটী নবমবর্ষীয় নব-

কুমার! এ জীবনে আর কখনও ঈদৃশ অভূতপূর্ব্ব ভাবান্তর মনোমধ্যে সম্ভূত হয় নাই।

ধন্য কাল! তোমার কি মোহিনী শক্তি! তুমি চিরাতীত বৃত্তান্তগুলি আজি কি অক্ষয় সুবর্ণাক্ষরেই মদীয় চিত্ত-ফলকে ক্ষোদিত করিয়াছ! কি সমুজ্জল বর্ণেই রঞ্জিত, প্রতিফলিত ও উদ্ভাসিত করিয়াছ! তোমার গর্ভ-শয্যাগত প্রত্যেক পদার্থের সৌন্দর্য্য পলে পলে পরিবর্দ্ধিত হয়! আজি যাহা হৃদয় বিনোদন করিতে অসমর্থ, দু'দিন পরে, তাহারই আর মাধুরীর পরিসীমা থাকিবে না,—যাহা কিছু অতীতের কুক্ষিগত তাহার আর সুষমা ধরে না। তাই আজি তুমি তোমার অনন্ত ভাণ্ডার-স্থিত মদীয় কৌমার-রাজ্যের অতুল ঐশ্বর্য্য নেত্র-সমীপে ধারণ পূর্ব্বক আমার অসহায় হৃদয় বিচূর্ণ করিয়া নিজ অনন্ত শক্তির পরিচয় দিলে! যখন সে স্মৃতি-সুখকর সুখের বাল্য এবং সেই বাল্যকালের অনুপম বিভব রাশি জনমের মত হরণ করিয়াছ, যখন আর সহস্র প্রার্থনায় তাহাদের পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা রাখ নাই, তখন কেন আজি তাহাদের মোহন চিত্র গুলি নয়ন-পটে অঙ্কিত করিয়া ক্ষতের উপর আর বৃথা ক্ষারার্পণ কর? এ অনিত্য সংসারে সেগুলি হারাইয়াছি বলিয়া খেদ করি না, কেননা সেগুলি ধরিয়া রাখিবার বস্তু নহে; তবে কি না যখন তৎসমুদয় আমার আয়ত্ত ছিল,—যখন আজিকার মত ভাগ্য-দোষে সেগুলি হস্ত-বহির্ভূত না হইয়াছিল, তখন কেন এ নিগূঢ় সংসার-রহস্য অবোধ করিবার সামর্থ্য জন্মে নাই?,—কেন সে গুলির প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিয়া দিবানিশি প্রাণ ভয়ে সাধ মিটাইয়া ভোগ করি

নাই? ইহাই একমাত্র ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয়, এই চিন্তাই অবিশ্রান্ত মর্ম্মান্তিক বেদনা উৎপাদন করিয়া আজি আমার দুর্ব্বল ও হতাশ হৃদয়কে যার-পর-নাই অস্থির করিয়াছে।

অথবা সর্ব্ব-সাক্ষিন্ দণ্ডধর কাল! যখন স্বকর্ম্ম-সূত্রে বদ্ধ প্রত্যেক জীব নিজ কর্ম্ম ফল ভোগের জন্যই এই কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ,—যখন কত শত দেবতুল্য মহা-ভাগ্যধর পুরুষ ও তোমারই কঠোর শাসনে,—অথবা তোমারি পক্ষপাত-শূন্য সুবিচারে,—একদা সজল নয়নে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন, তখন ন-গণ্য পামর আমি কেন আর নিজ দোষে তোমাকে জড়িত করি? কেনই বা বৃথা রোদন করিয়া সকলের সুখের গলে দুঃখের অশ্রুহার তুলিয়া দি?

বন্ধুগণ! অধুনা তোমাদের যথাযথ নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হই। অবসর ক্রমে এক এক বার মনে করিবেন, একদা দোষ গুণে জড়িত এক ভাগ্য-হীন জীবন-পথের পথিক কার্য্য-গতিকে কিছু দিনের জন্য সংস্কৃত-পান্থ-শালায় অবস্থিতি করিয়া মনের দুঃখে কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহার নিদর্শন নাই!

অত্রৈব শিবম্।

अश्रुविन्दुकाव्यम् ।

श्रीयादवेश्वर तर्करत्नेन प्रणीतं ।

श्रीवृन्दावनचन्द्र भट्टाचार्य्येण प्रकाशितं ।
रङ्गपुरधर्म्मसभाया व्ययेन मुद्रितं ।

कलिकाताराजधान्याम्
संस्कृतयन्त्रे मुद्रितम् ।

Calcutta.

PRINTED BY UPENDRA NATH CHAKRAVARTI,
AT THE SANSKRIT PRESS:
NO. 62, AMHERST STREET. 1901.

उत्सर्ग-पत्रं।

उत्सृष्टमिदमश्रुविन्दुकाव्यं प्रतिभा-
शालिने विदुषे श्रीमते
पूर्णचन्द्रमित्राय महो-
दयाय रङ्ग-पुराणां
वर्त्तमान-शासन-
कर्त्रे ग्रन्थ-
कारेणेति

अश्रुविन्दुकाव्यम् *।

ब्रिटनेश्वरि भारतेश्वरि
स्मरणीयासि सदा यशस्विनि ।
परलोकगतासि भामिनः
स्थिरमूर्त्तिर्हृदयेऽङ्किता सती ॥ १ ॥

अयि भारतवर्षहर्षदे
जगदुत्कर्षसुधाप्रवर्षिणि ।
वद कुत्र विभासि भाषितै-
र्नहि किं नः कुरुषे स्थिरान् सुतान् ॥ २ ॥

विपुलं तव राज्यमुज्ज्वलं
जलधीनां वलयैर्व्विजृम्भितं ।
चलितोऽपि विहृत्य विस्तृतं
हरिदश्वोऽपि न धावति ध्रुवम् ॥ ३ ॥

---

* पठितमिदं इं १९०१ अब्दीय फेब्रुयारी मासस्य द्वितीय-
दिवसे भारतेश्वरीपरलोकगमनजनितशोकप्रकाशकसमाहूत रङ्ग-
पुर-धर्मसभाधिवेशने ।

न तथास्तमयं भवद्भुवो-
ऽद्यति सौभाग्यरविर्मसुद्यति ।
वसुधा-हृदयैककाञ्चना-
ध्युजमङ्घ्रिं तव कैतवादपि ॥ ४ ॥

सलिलं भयविह्वलं भव-
न्निजवेगस्य जहाति धावति ।
वलयैर्वसुधाम्बुपायिभिः
सति शस्यस्य चकास्ति शासनात् ॥ ५ ॥

सरसः सरितः सुधासमं
सलिलं स्वच्छतमं विधाय च ।
पथि च प्रतिसद्म यच्छति
प्रकृतिभ्यस्तव शासनं सदा ॥ ६ ॥

बहवो नियतं हि वायवो
जलधीनासुरसा तरैर्घटाः ।
तव शासनमद्य बिभ्रतो-
ऽमरवर्त्मे परिचालयन्ति च ॥ ७ ॥

चपलापि विहाय चापलं
तव राज्ये नितरां स्थिरायते ।

अपरा लिपिवाहिका सती
तव तूष्णीं वहतीव शासनम् ॥ ८ ॥

तव शासनमम्ब मूर्द्धभि-
र्दधदुच्चैस्त्सनुते तनूनपात् ।
बहुधाखिलकर्म्मकर्म्मठः
सति शश्वत् खलु वाष्पमुद्वमन् ॥ ९ ॥

सदये मथनं विना सदा
तव रत्नाञ्जलयः पदाम्बुजे ।
जलधेः पटलैः समर्पिता
वसुमत्या च कुलाचलैः समम् ॥ १० ॥

तव शासनतोऽद्य दस्यु-भी-
र्न भयं श्वापदतोऽपि यादसः ।
उभयं विशदं जलं स्थलं
तव पथ्या प्रकृतेर्व्विविच्यते ॥ ११ ॥

लघुदारुशलाकिकाचये
दहनस्ते गुरुशासनादिव ।
अयमन्तरितोऽपि घर्षणा-
ज्ज्वलति ज्योतिरवाकिरन् मुहुः ॥ १२ ॥

गगनं तव शासनं वहद्
विजयस्तम्भपताकयोज्ज्वलं ।
विलसत्ययि रङ्गभूरिदं
रथपङ्क्तेस्तव शक्तिरीदृशी ॥ १३ ॥

नितरां नगरीकसो नरान्
जननी जानपदान् जनानपि ।
व्यतरो भिषजाङ्कयैः सुधा-
सदृशं स्वास्थ्यमहर्निशं सति ॥ १४ ॥

शमनोऽपि तवाद्य शासनाद्
बहुधा स्वास्थ्यविधानलोकनात् ।
पदमुज्झमयंश्च भीतिमान्
भुवि पश्चाच्चरणायते पुनः ॥ १५ ॥

वसुधा जलधेः सुता सदा
भवतीं स्तौति तथा सरस्वती ।
विभवो न पुनर्दिवौकसा-
मधिपस्यापि तवेव विद्यते ॥ १६ ॥

नाथमद्य विहाय हन्त ते
परलोकं प्रति धावसि प्रभु ।

भवदुन्नत-राज्यभूतले
अमिमिच्छन्ति चिरं दिवौकसः ॥ १७ ॥

उदधेरुदतिष्ठदुज्ज्वला
कमला रत्नखनेः पयोमयात् ।
धवलावसुधा तदीर्ष्यया
सुषुवे त्वां किमु लोकमातरं ॥ १८ ॥

दयितो हरिरद्य वारिधौ
तव निद्राति सुमुद्रितेक्षणः ।
चरणाम्बुजमम्ब तस्य तत्
सति संवाहयितुं गतासि किं ॥ १९ ॥

अथ दुर्व्वशतामुपेयुषो
मुनि दुर्व्वासस एव किं पुनः ।
अभिशापवशंगतेन्दिरा
वसुधां त्वां परिहृत्य गच्छसि ॥ २० ॥

परिपीय सुधासमं सदा
करुणास्तन्यमिमाः प्रजास्तव ।
भ्रियतामपहाय साम्प्रतं
परिवर्त्तन्त इवाद्य विधिं न ? ॥ २१ ॥

परिहृत्य हठात् सखः स्निग्ध-
नविचिन्त्य प्रभवाय विधवे ।
अविचिन्त्य भुवीव साम्प्रतं
वद मातर्वद तत्र कारणं ॥ २२ ॥

शतधा शशलाञ्छनः पुनः
सकलकांशमयं निजं वपुः ।
प्रविधाय तवान्तिके बभौ
नियतं नेत्रशतैरभिष्टुते ॥ २३ ॥

तव देवि विभाति चन्द्रकै-
रियमद्यापि सुपद्मवीथिका ।
कथमद्य विहाय तां हठाद्
धरणेर्धावसि धाम किञ्चन ॥ २४ ॥

नहि तेऽधिकतामुवः स्वला-
स्तपनोऽस्तं न कदापि याति न ।
अवहाय धरातलं स्वयं
परिहृत्यास्तमयं निषेवसे ॥ २५ ॥

तव दक्षिणतो गणाधिपो
वरमन्त्री ललितः सलिस्वरिः ।

तव वामत एव वीर्य्यवान्
सुर-सेनाधिपती रणाद्रस् स्थितः ॥ २६ ॥

तव दक्षिण भागमास्थिता
कमलान्यत्र सरस्वती चिरं ।
भवदूर्द्ध दिशीव संस्थितो
दयितस्ते वृषवाहनः शिवः ॥ २७ ॥

सति विक्रमकेशरीश्वरि
चरणं न्यस्य महेश्वरि स्वयं ।
अतनोर्दनुजानचेतसो
भयविवासित मूर्च्छितान् पुनः ॥ २८ ॥

नयनं जननि द्वयाधिकं
नितरां गौरि दयामयं सति ।
विदधासि सितासितं जगत्
सहृद्यं लोकितमेव तत्त्वया ॥ २९ ॥

गुरुहीरक धारणच्छलाद्
धृतचन्द्रा महिषी महेशितुः ।
दशवाहु बलेन दुर्व्वलान्
प्रपपाथाथ विपत्प्रयस्थितान् ॥ ३० ॥

शरदः परमेव शारदा
शरदन्तां परिमृज्य गच्छति।
त्वमपीश्वरि हीरकोज्ज्वला-
ञ्चितपादैव भुवोऽद्य गच्छसि ॥ २१ ॥

गिरिजा शरदः परं पुन-
र्वसुधायां समुपागमिष्यति।
न पुनर्नरराज कन्यके
भुवि सम्राज्ञि समागमिष्यसि ॥ २२ ॥

सलिलस्य निमज्जनक्रिया-
मवनिः किं विदधाति साम्प्रतं।
स्वसुतां जनकात्मजां पुरा
परिजग्रास धरा चिराय या ॥ २३ ॥

सति षड्ग्रहयोगतो नदी-
शतमार्च्छत् किल शोषणं पुरा।
भुवनेश्वरि ते सुतप्रजा
गुरुदुर्भिक्षमुखाग्नि लेभिरे ॥ २४ ॥

समरे कति वीरपुङ्गवा
वसुधालिङ्गितविग्रहा बभुः।

जितमद्य जितं त्वया ततो
भवतीन्द्रोऽपि जयश्रुतोऽद्य किं ॥ २५ ॥

प्रथमौख्यरि भारतावनि-
स्तवपादाम्बुजमम्ब वक्षसा ।
सति धर्त्तुमियेष नित्यशो
न तु सा पूर्णमनोरथाद्दह ॥ २६ ॥

तव मातरनिन्द्यसुन्दरं
सति लावण्यतरङ्गितं वपुः ।
दयया वदनं विभासितं
करुणास्मेरविलोचनं पुनः ॥ २७ ॥

सुविलोक्य गिरीन्द्रकन्यका-
प्रभृतीनां प्रतिमूर्त्तयश्चिरम् ।
वरचित्रकरैर्हि चित्रिताः
क्षितिगर्भे तदिदं निधास्यते ॥ २८ ॥

नहि केवलमेव देविनो
भुवि सम्राज्ञ्यसि विश्वसेविता ।
गुरुरस्यपि शिक्षणात् पिता
इमनात्त्वं जननी प्रपालनात् ॥ २९ ॥

परिहृत्य महत्स्थलीतटे
मरुभूमौ प्रसुनः सुतांस्तव ।
विदितावनितोऽद्य कुत्र ते
गतिरेवं वद कुत्र कुत्र ते ॥ ४० ॥

विजयिन्ययि मातरम्बुधौ
तव सूनून् सति भारतौकसः ।
परिमज्जयसीव दुस्तरे
नहि ये सन्तरणक्षमाः सुताः ॥ ४१ ॥

सबलाः प्रबलाः सहोदरा
यदि नो दुर्व्वलिनः क्षमाब्धिशून् ।
सति निर्दयमर्दयन्ति तान्
प्रति का कोपपरा भविष्यति ॥ ४२ ॥

जननी तनयेषु दुर्व्वले-
ष्वनुकम्पावशमेति निश्चयः ।
अयि भारतवर्षवासिन-
स्तव पुत्रा नृपपुत्रि दुर्व्वलाः ॥ ४३ ॥

तव शासनशासितः प्रजो-
पतिमुह्येच्च दिवौकसः स्त्रियः ।

अवधीरितगोत्रगत्वो
ललनायै ललितप्रजाभृते ॥ ४४ ॥

प्रतिपादयितुं किमुद्यताः
सुरराजासनमद्य ते दिवि ।
नृपशक्तिसमष्टिरूपिणि
त्रिदशाभ्यर्चितपादपङ्कजे ॥ ४५ ॥

धुरि पश्य विमानमुन्नतं
त्रिदिवात् प्रेरितमद्य दैवतैः ।
जडितं तडितां गुणैरमुं
विलसत्तारकतोरणोज्ज्वलं ॥ ४६ ॥

इममारुह्य विमानमुज्ज्वलं
व्रज देवेन्द्रभुवं सुरैर्नुता ।
सुरराज्य सुखासनात् पुन-
र्भज तत्रैव यशश्चिरन्तनं ॥ ४७ ॥

सुकुमारकुमारविक्रमी
नरसिंहे प्रथमात्मजे त्वया ।
कुशलं भुवनस्य वेशिता
श्रुतविद्येव सबुद्धिशालिनि ॥ ४८ ॥

अयमुन्नतबुद्धिरुन्नता
यशसा ते तनयो नयैर्युतः ।
परमेश्वरसत्प्रसादतो
भुवि सम्राड् भवतीव दीप्यतां ॥ ४९ ॥

अथ यस्य महौजसो यशः-
प्रभया भासि कणेव निःसृता ।
व्रज तत्र विसृज्य पार्थिवं
विभवं याहि चिरेण निर्वृतिम् ॥ ५० ॥

मलिनं वदनं मलीमसा-
हृदयेनाद्य ललाटपत्तनं ।
अपिदग्धमिदं कथं पुनः
परिधास्याम इहासितं पटम् ॥ ५१ ॥

इति श्रीयादवेश्वर-तर्करत्न-विरचित-अश्रुविन्दु-
नाम काव्यं समाप्तम् ।

अश्रुविसर्जनम्

श्रीयादवेश्वरतर्करत्नेन प्रणीतम्।

दयाधारावर्षि-कादम्बिन्या यशस्विन्या रङ्गपुर-नगर-
निवासिन्याः श्रीमत्यामहाराज्ञाः शरत्सुन्दरीदेव्या
महोदयायाः सम्पूर्णसाहाय्येन

कलिकाताराजधान्याम्

संस्कृतयन्त्रे

श्रीउपेन्द्रनाथचक्रवर्त्तिना मुद्रितम्

श्रीमता वृन्दावनचन्द्रभट्टाचार्य्येण

प्रकाशितञ्च।

संवत् १९५७।

शोभावाजार-मानोन्नत-राजकुल-जलधि-समुज्जृम्भ-

मानाय फेण-स्फीत-प्रवहमान-भागीरथी-च्छाया-

पथ-विभात-ख्यातविद्य-नृपतिकुल-नक्षत्रमाला-

खचित-वङ्ग-गगनमण्डल-मध्योदीयमानाय

प्राच्य-पाश्चात्य-साहित्य-जगदालोकि-

यशो-ज्योत्स्नाजाल-समुज्ज्वलाय

राज्ञे श्रीमते विनयकृष्ण-देव-

वाहादुराय महोदयाय

सदयहृदयाय सबहु-

मानमिदमुत्सृज्यते

ग्रन्थकारेण ।

शुद्धिपत्रम् ।

अशुद्धं	शुद्धं	पत्रे	पङ्क्तौ
शूभ्र	शुभ्र	२	११
धोततां	धौततां	३	१५
शङ्ङे	शङ्खे	५	१०
भीयान्	भीतान्	७	११
पञ्चपात्रे	पञ्चपात्रं	८	६
नृत्यन्त्या	नृत्यत्या	८	१०
लता:पाणिपादा:	लतापाणिपादं	८	१०
गाॅल	गण्ड	१५	१२
सङ्घुर्णन्ते	सङ्घूर्णन्ते	२१	६
भणित	भणिति	२६	८
श्रुयते	श्रूयते	३१	१३
सञ्चारेणर्त्त- इवमरुतो	वायोर्व्वेगैरिव- विरहितो	३२	१७
जल	जन	३३	१
ययो	ययौ	३३	४
सुखेभ्य:	मुखेभ्य:	३३	१४
सन्धायमान:	सन्धायमन्ता	३७	७

अशुद्धं	शुद्धं	पत्रे	पङ्क्तौ
मह्रसोते	मह्रसस्ते	४२	८
योधा	योधो	४२	६
वागीशनाम्न:	वाचस्पते:प्राक्	४८	२
वागीश:	वाचस्पति:	४८	१६
कातन्त्रेर	कातन्त्रे	५४	२
धुर्ज्जटे	धूर्ज्जटे	६८	१०
विश्वेश्वर	विश्वेश्वर	७०	१२

ये खलु मालतीवाचक "सुमन:" "शब्दस्यैकत्व मपि नाङ्गीकुर्व्वन्ति ते तु प्रथमपृष्ठायाश्चतुर्थपङ्क्तिस्थ "सुनसेत्यादौ" "सुनसां व्याजत: स्मेरवक्त्रेति" पठन्तु

वंशकीर्त्तनस्य शुद्धिपत्रम् ।

अशुद्धं	शुद्धं	पृष्ठायां	पङ्क्तौ
भक्ता:	भुक्ता:	५	११
न्नितरां	न्नितरां	५	२०
सस्नीय:	चस्वसु:सूनु:	८	६
ष्विंनिर्म्माय	ष्विंनिर्म्मातुं	१२	३

अश्रुविसर्जनम्

एषा धन्या धरणि-युवतेः केशसीमन्तसीम्नः'
स्निग्धज्योति-र्जयति नितरां रम्यसिन्दूरबिन्दुः ।
काशी यत्र त्रिपुरजयिनो हैमवत्या विलास-
स्पन्द्रार्द्रार्द्राकृति-सुरधुनी यत्पुरस्ताच्चकास्ति । १ ।

बङ्गे येयं विलसति भुवः कन्यकाकम्रमूर्त्ति-
र्गङ्गाकाञ्चीक्वणनमधुरा धूलिकाधूसराङ्गी ।
हिन्दोलेनाम्बुभवमरुतः स्वाङ्गमान्दोलयन्ती-
वोद्यानानां स्फुटसुमनसा सस्मितोष्ठाधरेव । २ ।

द्वाभ्यां दोर्भ्यां सदसिवरणाभ्यां भवानीव भर्त्तु-
र्या भूमूर्त्योरसि सुरसरिच्चन्द्रचूडोपगूढा ।
गाढं बद्धा दृढमपि सदाश्लिष्यपुष्पप्रहासा
गङ्गाम्बूनां प्रचलपृषतैः स्वेदसिक्तेव गौरी । ३ ।

गङ्गोत्तुङ्गै र्भुजगरुचिभि र्भङ्गिमद्भिस्तरङ्गै
रुन्मत्तेव द्रुततरगतिः प्रस्थिताऽपि स्मरन्ती ।

उन्नद्वाद्रीन् दयितजलधिं फेनिलोद्दिश्य सद्य:
प्रत्यावृत्योत्तरवरमुखी यां चिरं चुम्बतीव । ४ ।

येयं विश्वेश्वरविरचिता नन्दनेनापि वन्द्या
नन्दोद्यानं भुवि विजयते रक्षितं भैरवेण ।
यस्मिन् गार्थ्यौ विकसित लसद्वक्वनेकप्रसूना
वल्लयो विद्याकुसुमतरव: पूरयाश्व स्फुरन्ति । ५ ।

यस्योद्यानस्यच खलु पुरोजाह्नवीयं प्रणाली
यस्यां मीना रजतरुचयो निर्भया: सञ्चरन्ति ।
गोधूमैर्गोञ्जनितवटिका दाक्षिणात्यै र्विसृष्टा
दाक्षिण्यै स्तेऽपिच जलझषा: सादरं भक्षयन्ति । ६ ।

या धौताभि र्धवलसुधया शुभ्रसौधावलीभि:
पुञ्जीभूता इव विलसिता गाढभूता हिमान्य: ।
दीर्घा वक्राजलय इव या लक्षणीया: पुरस्तात्
तासां कैश्चिद् विगलितहिमैर्जायते जाह्नवीव । ७ ।

उड्डीनोर्द्धं वियति धवला: श्रेणिवद्धा बलाका
निम्ने गङ्गा सुरहरपदाङ्कुष्ठतो नि:सरन्ती ।
श्यामे भूमेरुरसि धवला भारताख्यां दधत्या
यस्या: पुर्य्याश्चलति अनघौ वेष्टयित्वार्द्धमार्गं । ८ ।

अग्रे रौप्योज्ज्वलजलचया जाह्नवीवारिपूतैः
सृष्टांल्लोकान् चरितदुरितान् मारुतैः संविधाय।
उद्वाप्रैवोरसिच नरकाद् घोरसंसारनाम्नः
सोपानानां विपुलघटया यत्र सम्प्रेरयन्ती। ९।

चन्द्राकाराममरसरितं याङ्गगर्भोर्द्धदेशे
विन्दुं व्यासेश्वरमपि शिवं व्यासकाश्यां वसन्तं।
या विभ्राणा स्वशिरसि किलोङ्कारवर्णस्वरूपा
यां भूपाद्या मनुजनिवहा मृत्युभीता भजन्ते। १०।

अर्द्धार्द्धूर्द्धः क्रममधिगतं सर्वतः सर्वथोच्चै
र्दूरासन्नामवनतनभो यां भुवं चुम्बतीव।
सौधाः सोपर्य्युपरिविलसच्छ्रेणिबद्धाः सुनद्धाः
दृश्यन्तेऽभ्रा इव भवभुवा व्योम सौध्यन्त एव। ११।

मेघोन्मुक्ते विलसति नभोमण्डलप्रान्तदेशे
दिङ्मोदीच्यामिव हिमगिरेः श्रेणयः शृङ्गकाणां।
शुभ्रा विभ्राजितनवसुधा धौतता सौधधारा
विभ्राणास्ताश्त्रिपुरजयिनो यत्र भूमौ विभान्ति। १२।

संशोभन्ते शिवमठघटा-शीर्षनद्धाः पताकाः
षट्पत्रविहितखनिकयाजन्मरा चान्तराय।

वह्निज्वाला कनकघटिताः शातकुम्भेव कुम्भाः
शुभ्रानभ्रानिव रविकरा बिभ्रत चूर्णरागं। १३।

कायान् स्वच्छैः स्फटिकसदृशैरुत्तरङ्गैः स्फुटन्ति
गङ्गाभङ्गोत्तरमुखतया प्राणिनां संस्थितानां।
यत्रोदीच्यां दिशि शशिनिभा भासमानान् वहन्ती
स्मेरास्या किं कथयति यमं नापि चैते दिशस्ते। १४

दातुं काश्यां प्रपतितवतः कर्णमूले मुमूर्षो-
र्मन्त्रं तारं स्रवनतमुखस्येव मूर्ध्नः पपात।
गौरीभर्त्तुः किल शशिकलोद्धर्त्तुकामस्य यस्यां
गङ्गाभङ्गा विलसति पुरः सा चिरं चन्द्ररेखा। १५

उन्मज्ज्यैव त्रिदशसरितस्तोयराशेः पठन्तः
स्तस्याः स्तोत्रं स्रवपितदिशं वासवस्यावलोक्य।
दृष्ट्वा गङ्गां स्फटिकधवलामुत्तरङ्गैर्भुजङ्गै
स्तुल्यैर्भक्त्या सजलनयना यत्र ते पुण्यवन्तः। १६।

यस्या गङ्गाम्बुवतरणिका मूलनद्धेषु दीर्घै-
र्व्यश्मोलग्नेषु तरुफलकेष्वासनेषूपविष्टाः।
भक्त्या विप्रा विहिततिलकाः प्रारभन्ते तु यावत्
सूर्य्यायार्घ्योऽञ्जलिजलमुपादाय दातुं विलोक्य। १७

तावद्देवो रविरुदयते शङ्कते तद् यहीतुं
रागारक्ताञ्चिदशतटिनी पारतीरावनिस्थः ।
अर्घ्याधारान् स्पृशति च मुहुस्तैः सहस्रैः कराणां
मुग्धुक्तानां किल सुरधुनी वचसा चालितानां । १८ ।

यस्या गाङ्गादुपरि सलिलाद् भ्राजते चण्डभानुः
स्वर्णस्थालोमुषसि सरितोऽर्णोऽन्तरा मज्जयित्वा ।
प्रत्याख्येव प्रकृति युवति र्विश्वनाथस्य चेटी
तस्मादुत्तोलयति चतुरा प्रत्यहं दृश्यतेऽत्र । १९ ।

गङ्गास्पृष्टे लसति वियतः प्रान्तदेशे दिनेशः
शङ्के लग्नं चिरविरचिते चेन्द्रनीलेन कुम्भे ।
शुभ्रास्थानास्तरणवसनेनान्विते हैमस्पष्टं
बिम्बाकारं पशुपतिघटीयन्त्रमेतत् चकास्ति । २० ।

व्योमव्याजान्मधुरिपुरयं दक्षिणस्यां शिरः स्वं
कृत्वा शेते भुजगशयनो वामपार्श्वेन सिन्धौ ।
क्षीरोदाब्धेर्हरिपरिवृतस्यायमंशः पुरस्तात्
नो गङ्गा नो रविरपि गलाङ्कस्थितः कौस्तुभोऽयं । २१ ।

किं पूर्वा दिक् किल दिनकरव्याजतः स्वर्णमुद्रां
रुद्रस्याग्रे विकिरति तथा व्योममूर्त्तेः प्रशस्य ।

नित्यं प्रातः सुरपतिदिशो व्याहृतिं तां विलोक्य
क्षीरास्येयं स्फुरति परितः काशिका जाह्नवीव । २२ ।

प्रातर्गङ्गाम्भसि युवतय स्तीरसोपानलग्ने
मग्नाः कण्ठावधिसुनयनाः सूर्य्यमालोकयन्ति ।
तासां क्षीराननरचनया लोचनानां प्रपातैः
सूरं दृष्ट्वा सरसिजवनान्यत्र मञ्जे स्फुटन्ति । २३ ।

आमज्जैरवाऽम्भसि युवतय स्तप्तहेमावदाता
आकण्ठस्ता रजतधवलोल्लासिवीचिप्रवाहैः ।
स्पृष्टा नद्याम्स्फुरितचपलै र्यत्र सूरप्रभाभि
र्भासो रौप्यैरिव कवलिता भान्ति जाम्बूनदानां ।२४।

सायं प्रत्यूषसि च परितः प्रत्यहं काशिकायां
घण्टाकांस्यध्वनिभिरसकृज्झङ्कृतै र्झर्झराणां ।
देवागारेष्वथ खलु घटा यत्र निर्मञ्छनानां
धूपैर्दीपै र्धवलविलसच्चामरान्दोलनेन । २५ ।

यस्यां नित्योत्सवरचनया लोकनेत्रोत्सवानां
संवर्त्तन्ते पथि पथि चिरं हेतवः पद्ममालाः ।
बालालीनां समयमनोहारिपद्मालिकानां
यत्र श्रेण्यः प्रजनतफलवन्मृण्मयानां फलानां । २६ ।

दीर्घागारेषु बहुषु सतां काकिनाराजमुख्य-
श्चाधीयानां भवलयशसामन्नसत्राणि यत्र ।
येषु प्रायोदशमघटिकाभ्यन्तरे लोकयात्रा
संश्रूयन्ते वचननिवहा दीयतां भुज्यताश्च । २७ ।

एको विद्यालय इह महान् संस्कृतव्याहृतानां
सम्राड्राडैरवचिगुरुभिर्यत्र नित्यं चकास्ति ।
विद्यागारे किल विलसतो द्वेच गीर्व्वाणवाण्याः
काश्मीराणामपि नरपते र्हारवङ्गाधिपस्य । २८ ।

चण्ढामार्गे नवघनघटाध्मानमुत्पाद्य तीव्रे
रथ्याः शश्वद्गुरुगजनिभैर्य्योजितस्यन्दनानि ।
धावन्त्युच्चैः पथिकनिवहान् यत्र कुर्व्वन्ति भीयान्
येष्वारूढा भ्रमणचतुरा गण्यमान्या व्रजन्ति । २९ ।

सेयं काशी भवजलनिधे र्यौजिकेव प्रणाली
गन्तव्योऽन्यो भवजलनिधि र्निस्तरङ्गोऽनयैव ।
यस्मिन् गौरी किल शशिकला वाड़वो नेत्रवह्नि
र्दग्धः कामः समजनि यतो यत्र गङ्गाप्रपातः । ३० ।

दुर्गादोर्भिं र्भुजगपतयोऽलङ्कृता रत्नजातैः
श्रीढ्न्तीवंशुमणिसहस्रैर्भूषणैर्भूषितेव ।

योऽयं साक्षादमृतपयसां राशिरेको महीयान्
यस्याङ्केऽद्य हरिरपि भजन् योगनिद्रां शयानः ।२१।

सीमन्तिन्यो हरिणनयनाः स्नातकुम्भोज्ज्वलाङ्ग्यः
स्नाता गङ्गाऽम्भसि च चपला बालिका वा जरत्यः ।
बाला वृद्धाः पथि पथि चिरं यान्ति तस्यां युवानः
कृत्वा पाणौ सुरगणमठान् गर्गरी-पञ्चपात्रे । २२ ।

गङ्गावक्षस्यपि तरिघटा भासमाना व्रजन्ति
स्तोकं तस्या द्रुतमपि जरन्मङ्गलाढ्योत्सवेषु ।
तासां वक्षस्यपि सुवदनाश्चारुकण्ठ्यो युवत्यो
नृत्यन्त्यासामपि सुनयने भ्रूलताः पाणिपादाः । २३

किन्नर्यः सुस्वरघटनया कोकिलाश्च प्रसिद्धा
नासां रूपं त्वपि च मधुरैः सुस्वराणां प्रवाहैः ।
गायन्त्युच्चैः सुरसरिदुरो नौषु सद्गायिकानां
श्रेण्यो धन्याः सुललितपदं रूपलावण्यवत्यः । २४ ।

उत्तिष्ठन्त्यः स्वरसुललिता गीतयो वीचयस्ताः
गङ्गाभङ्गा इव विधुमुखादुद्भासयन्त्यो मनांसि ।
यूनां तादृक् चपलनयने गायिकानां सुगीतैः
क्रीडन्त्यासां सुनववयसामङ्गलावण्यभङ्गाः । २५ ।

तासां तादृक् स्वरसुललिते बद्धगीतिप्रवाहे
नृत्यन्तीनां विगलदमृते मूर्च्छनामूर्च्छितेव।
मन्ये विष्णोर्द्रवमयतनो र्जाह्नवीमूर्त्तिकाया
नाद्याप्यस्या भवति च पुनर्गाढ़तोज्जृम्भितायाः।२६।

आयाता येऽखिलजनपदाद्ये च काश्यां वसन्त
स्ते ते धौता इव हरपुरश्चन्द्रसूर्य्योपरागे।
गङ्गागर्भे द्रुतमवतरन्त्येव वारिप्रवाहा
वर्षाजाता इव किल भुवोमण्डलात् खातमध्ये।२७।

आगङ्गाऽम्भोऽम्बुवतरणिकाश्रेणिषु श्रेणिवद्धाः
प्रासादानां जलधरघटाचुम्बिचूड़ान्तमेषां।
प्रोद्यद्दीपावलय इह तास्तत्र दीपान्वितायां
भ्राजन्तेऽन्यां सरिति च तथोद्दीप्तकाशीं सृजन्त्यः।२८।

ताभि र्दीपावलिभिरिव सा काशिकेयं तदानी
मापादाग्रं विलसदुरसि स्मेरवक्त्रा बिभर्त्ति।
कण्ठाद्‌विद्युद्‌द्युतिमणिमयीः श्रेणिका मालिकाणां
गङ्गावक्षस्यपि समुकुरे स्वं पुनः पश्यतीव।२९।

तस्यामस्यां ग्रथन निपुणा स्तन्तुवायाः स्वकाय-
मान्या सूक्ष्मै स्फुरितघटितै र्वाटकैः शाटिकास्ताः।

कुर्व्वन्त्यत्र च न सुलभा जन्तुभिः कोमजातै-
र्विद्युद्योतैरिव विजड़िताः श्यामला मेघमालाः ।४०

अत्र ब्रह्मव्रतवदनतः शिष्यते गीयमानं
कैश्चिद् विद्यार्थिभिरतितरां क्वाऽपि वा तत् स्तुताभ्यां
अभ्यस्यन्ते पटु वटुगणै रङ्गजातानि सम्यक्
तैस्तैः स्वस्व श्रुतिष्ठतियुतैर्ब्रह्मचर्य्यं व्रजद्भिः । ४१ ।

गीयन्ते वा क्वचन वटुभिर्नाम सामान्यमुष्या
मुखार्य्यन्ते सघनजटया कुत्रचिद् वा यजूंषि ।
सम्पठ्यन्ते क्वचन च ऋच स्वाट्यैः सुस्वरैर्व्वा
शिक्ष्यन्ते वा गुरुवदनतोऽप्यर्थजातानि तासां । ४२

सम्पठ्यन्ते क्वचन च पुराणानि मेधाविभिर्व्वा
व्याख्यायन्ते क्वचन च मधुस्राविमिष्टस्वरेण ।
संश्रूयन्ते विनयकुशलैः प्रश्रितैः संस्कृतिभ्यो
भक्त्युद्रिक्तैः क्वचन मधुरं स्तूयते चन्द्रचूड़ः ।४३ ।

कुत्राऽप्यत्र त्रिनयनवधूस्निग्धमूर्त्त्योः सकाशे
सङ्गीयन्ते विधुवदनया सुस्वरैस्तत्पदानि ।
भैरव्या वा सुकलिततया रञ्जनं दधत्या
देवी देवीमिव विजयति गायन्ती स्वगीतिः । ४

भक्तुग्रमादैः पथि पथि महानन्दितैर्दत्ततालैः
सङ्कीर्त्यन्ते हरिगुणकथा जहृदोर्भिर्व्रजद्भिः ।
वाद्यैर्वंशीनिनदसहितैर्झर्झरीणां मृदङ्ग-
ध्वानैरन्याध्वनि च पतितैर्नृत्यवद्भिर्लुठद्भिः । ४५ ।

स्निग्धच्छात्रैर्गुरुनिवसतौ कुत्रचित् पाणिनीयं
तन्त्रार्थं वा विमलमतिभिः पठ्यते सानुरागं ।
वङ्गीयैर्वा क्वचन हरनाथादिविद्वत्सकाशात्
नव्यं वा व्याकरणमभितो गृह्यते मुग्धबोधं । ४६ ।

भारत्या वा कविजननुतिप्रह्वयाऽभ्यर्चितायाः
श्रूयन्तेऽस्यां क्वचन समनः वार्णपीयूषधाराः ।
पादन्यासात् सुललितपदादुत्थितानां मनोज्ञाऽ
लङ्काराणां ध्वनय इव यैर्नीयते स्वर्नृलोकः । ४७ ।

क्वापि न्यायोत्तरलजलधेरुत्थिते कत्तरङ्गै-
रावर्त्यन्ते परिणतधियोऽप्यत्र जातश्रमा ये ।
ध्यानेनाऽप्ता परमपुरुषो लभ्यते यादृशेन
न्यायाऽभावोऽपि स न सुलभस्तादृशेन श्रमेण । ४८

अत्रैवाऽस्ति प्रथितविलसिया कोऽपतोऽत्रैव नाम्ना-
त्यन्ताभावोऽप्ययं इव कनिष्ठस्तनूनो विभाति ।

तत् प्रत्यक्षं भवति क्वचित भावयत् सोऽपि काव्य
धन्या दृष्टिर्भुवि विजयते नव्यनैयायिकानां । ४९ ।

वेदान्तानां क्वचन पठनं स्वामिनां सम्मठेषु
ज्ञेया भ्रान्तिर्भवति हि यया दृश्यते विश्वमेतत् ।
भ्रान्त्या सर्व्वं विलसति जगत् त्वञ्च नाहञ्च नास्मि
भ्रान्तिर्नास्मिन् मम निगदिते केवलं श्रूयते यत् ।५०।

सांख्यानां वा क्वचन पठनं क्वाऽपि पातञ्जलानां
मीमांसा वा क्वचन निपुणैः पठ्यते जैमिनीया ।
क्वापि ज्योतिर्घटितमपरैः शिष्यते शास्त्रजातं
कैश्चिज्ज्योतिः सुभगनयनैर्दृश्यते मानगेहे । ५१ ।

योगिन्योऽन्याः क्वचन निपुणा लोचने भ्रूलताऽन्तः
पश्यन्त्येवाऽनिशमनिमिषे चन्द्रचूडं निवेश्य ।
भ्रूक्षेपेणोत्कलितमखिलं केनचिद् येन यासां
तासां दृग्भ्यामपि स भगवान् बध्यते भ्रूलताभ्यां ।५

यासामामावह इव मरुत् सुस्थिरः स्वैरभावं
स्वं चापल्यं किल परिहरन् वर्त्तते [illegible] ।
भज्यन्ते ते गुरुविटपिनः सौधजालानि येन
प्रोत्क्षिप्यन्ते [illegible] [illegible] [illegible] ।५

क्वापि श्यामाम्बरशरणः कोऽपि योगी विकोपी
भ्रूचापान्तः शरमिव चिरं योजयन्नेकदृष्टिम् ।
गाण्डीवीव द्रुपदतनयां चेतनां लब्धुकामो
लक्ष्यं भेत्तुं रहसि यतते निश्चलो निस्तरङ्गः । ५४ ।

विद्युन्माला जलधितनया वायवोऽपि प्रमत्ताः
प्रोत्सृज्य स्वामपि चपलतामत्र कुत्राऽपि भान्ति ।
आद्यास्त्वन्तःपुरमधिगता योगिनां ते कनिष्ठाः
काश्यामस्यामपि धनवतां मध्यमा मन्दिरान्तः । ५५ ।

क्वापि श्यामो नवजलधरो राधयालिङ्गिताऽङ्गः
क्वापि श्यामा शवनिर्भशिवोरःस्थले भ्राजमाना ।
चापं बिभ्रज्जनकतनयावल्लभः क्वापि रामो
दुर्गा क्वापि त्रिनयन-मनोहारिणी सङ्कटाऽपि । ५६ ।

लक्ष्मीः क्वापि स्फुटशतदलश्रेरवक्त्रा सुनेत्रा
क्वापि ब्राह्मी सितसरसिजप्रेक्षणीया विभाति ।
वाण्या लक्ष्म्या विलसति पुनर्माधवः केशवोऽपि
क्वापि श्रीमाञ्जयति नितरां भैरवः कालनामा ।५७।

हेरम्बोऽपि क्वचन बहुधा ढुण्ढिराजादिमूर्त्या
नानास्थाने विलसति पुनर्लिङ्गरूपी महेशः ।

देवोऽगस्त्येश्वर इह पुरो भाति केदारनाथो
वीरेशादि-ज्वर-हर-हरः पुष्पदन्तेश्वरोऽपि । ५८ ।

काप्युद्दीप्ता विलसति चिरं नायिका योगिनीनां
गङ्गारोधोधवलभवनाऽभ्यन्तरे शीतलाऽपि ।
एकं सिन्धुह्रदनदनदीनामभिः स्थानभेदात्
तैस्तैः शब्दैर्जलमिव शिवब्रह्मसम्भिद्यतेऽत्र । ५९ ।

नाना वस्तूनि च बहुफलान्याददानाः सुगन्धैः
पूर्णं पात्रं बृहदपि पुनर्निर्गता नाटकुल्याः ।
शम्भो शम्भो शिव शिव वचः सुस्वरं व्याहरन्तः
सन्तः शान्ताः कति कति पयःपूर्णकुम्भान् वहन्तः ।

रात्रेरेकप्रहरसमये धूलिपादा विशुद्धा
विश्वेशस्य प्रतिनिशममी यान्ति निर्म्मञ्छनाय ।
भक्ता भक्तिप्रणतिकुशलाः कण्ठलग्नोत्तरीया
स्तस्यामस्यां किल बहुजना भस्मभिर्भूषिताङ्गाः ।

काश्यां विश्वेश्वर-पुरहरो भाति नित्यं त्रिनेत्रो
देवो यस्योपरि सुरगणैः स्तूयमानस्य शम्भोः ।
हैम्नो दाम्ना मठघटनया मूर्त्तकीर्त्तिप्रचारो
जज्ञे राज्ञो भुवि रणजितः सिंहविक्रान्तशक्तेः ।

दध्नाज्येनाऽपि च सुपयसां धारयाम्नापयित्वा
लिङ्गं गाङ्गैर्धवलसलिलैर्यत्र विश्वेश्वरस्य।
धन्याः स्तोत्रं सुललितपदं सुस्वरं भक्तिमन्तो
गायन्त्युच्चैर्हरहरहर व्याहरन्तो रजन्यां। ६३।

दिग्भ्यः सर्व्वाभ्य इव युगपत्तावदैन्द्रीमुखीभ्यः
प्रागत्याग्रे शिवशिव वचो व्याहरन्तः समन्तात्।
ते ते धन्या गलदविरल-प्रेमनेत्राम्बुधारा-
स्तं विश्वेशं कुसुममुकुटं यत्र नीराजयन्ति। ६४।

कर्पूरैरुच्छलितहविषा ज्वालिता दीपमाला-
श्छन्दोबन्धैरिव बहुविधैर्धूपयन्तोऽपि धूपान्।
इन्द्राद्यैः किं दिगधिपतिभिः प्रेषितास्ते पुरोधो-
व्राता विश्वेश्वरमभिमुखं तैर्हि नीराजयन्ति। ६५।

गायन्त्यन्ये डमरुनिनदैर्डिण्डिमैर्गालवाद्यै-
र्नृत्यन्त्यन्ये प्रशिथिलपदैर्हस्ततालं ददानाः।
येषां भावोच्छलितमनसां व्यापृतिं तां विलोक्य
ग्राव्णां धारा गलति च मुहुः किं पुनः प्राणवन्तः।६६।

भक्त्युद्रिक्ताः कनककिरणा भावसंसिक्तचित्ता
नार्य्यो हेमाभरणविभृतैर्व्वीरकैर्य्योतमानाः।

कुर्व्वन्त्यग्रा गिरिशशिरसि श्रीरवन्नारविन्दा
देव्यः स्वर्गादिव भुवि गताः पुष्पवृष्टिं समन्तात् ।६७।

नार्य्यो गौर्य्याः प्रतिभुव इव भ्रूलतानां विलासैः
सज्यीकृत्येव च सुनयनाः कार्म्मुकाणां सहस्रं ।
दृष्टिव्याजात् कुसुमविशिखान् कामसेनाः समन्ताद्
वर्षन्तीव स्मरहरशिर स्तत्र कृत्वा शरव्यं । ६८ ।

वृन्दाराण्याःस्मितसुमनसामञ्जलीनां सहस्रै-
रव्याभिङ्गोत्पलकुलघटामालयाऽभ्यर्चितस्य ।
प्रासादोऽयं स्फुरति डिमिलेशस्य राज्ञः पुरस्ता-
द्दीर्घोऽप्युच्चैरिह किल महान् जानकीवल्लभस्य ।६९

वंशीनादः सुरवसतिषु श्रूयसन्तेषु तादृग्
यामे यामे भवति मृदुलो यामिनीवासरेषु ।
ध्वानैः सार्द्धं मुदिरमधुरैर्मेदुरैर्दुन्दुभीनां
यस्मिन् लभ्या भ्रमरयुवतेर्भङ्कृतिः कोकिलाभिः ।७०

भूमिस्वामी भुवनवलये योऽस्मदादिप्रसादे·
त्याख्यां धत्ते पुरहरघनश्यामरामैकभक्तः ।
हर्म्मैर धर्म्मैः खलु विजयते यत्र घर्म्मांशुविम्बं
युक्तं तेजो विकिरति चिरं तन्न तद्दृश्यते न । ७१ ।

प्रासादेऽस्मिन्ननुदिनमियं ज्येष्ठतातस्य पत्नी
लक्ष्मीः साक्षादिव विजयते तस्य नारायणस्य ।
मूर्त्तिःप्रोद्यत्कणककिरणा किन्नु नारायणीयं
संस्पृश्यास्याः स्पृशति चरणौ जाह्नवी विष्णुपादी ।७२।

कालीमूर्त्तिं परिहृतवती श्रीप्रसन्नादिमय्या-
ख्यां या गौरीं तनुमिह यदा बिभ्रती स्वीकरोति ।
संकुच्याऽङ्कं रहसि स तदा वामनाम्नोः कफोणी
तस्या मातुर्निवसति चिरं कालिमा कालिकायाः ।७३।

अस्यां काश्यां भवजलनिधेस्तीरभूमौ प्रपन्ना-
नुद्धर्त्तुं किं यमभयजडान् मोहिनीं तां सुमूर्त्तिं
स्वां स्वीकुर्व्वन्नमृतमधुनाऽप्यन्नदानच्छलेन
व्याजेनाऽस्या विकिरति हरिर्मानवेभ्योऽपि तेभ्यः ।७४।

सौन्दर्य्यं वा निखिलजगतो हीरकाणां द्युतिं वा
लावण्यं वाऽप्यमृतलहरीं चन्द्रिकां वा तथेन्दोः ।
आनन्दं वा सकलविषयं कल्पनां वा कवित्वं
सौगन्ध्यं वा कुसुमनिवहस्याऽपि सङ्गृह्य यस्याः । ७५ ।

नो जानीमः कथमपि तथा गाढतायां नियेश्योत्-
कीर्णं यस्या वपुरिव वपुः सज्जितं विप्रभावा ।

नेत्रैः पद्मान्मलिभिरसकृत् पूज्यते यत् समन्तात्
सर्व्वैर्देवैः सुरयुवतिभिर्मानवोमानवैश्च ।७६।

या रुद्राण्या असितवपुषश्चित्रमर्ध्दा न भिन्ना
माताऽस्माकं स्मितयुतमुखी दीप्यते चारुनेत्रा ।
अन्तःकृष्णा सदयहृदया गौरमूर्त्तिं दधाना
पाणी पादौ शतदलनिभौ विद्यमानौ च यस्याः ।७७।

यां भूमूर्त्त्यौरसि स रसिकश्चन्द्रचूड़ो दधानः
श्यामास्पर्शानुभवति किं विस्मितः सस्मितः सन् ।
स्रष्टा देवो रविजलमरुद्व्योमसोमादिमूर्त्त्या
यां तां दुर्गां स्मरति भगवान् पञ्चवक्त्रः कृतार्थः ।७८।

रामोरस्यामुरसि दधती कालिका कृष्णकण्ठीं
तां किं मूर्त्तिं किल पशुपतेर्मन्यमानाऽद्य हृष्टा ।
दग्ध्वा कामं भुवि विजयते चारुचन्द्रार्द्धभाला
ज्योत्स्नागौरी सुभुजभुजगा या शवाधिष्ठिताऽस्ति ।७९

लेभे योमाचरणजनि यं द्वारि सिद्धेश्वरी यद्
वक्त्रं नेत्रं मदनदहनं चारु यस्या विलोक्य ।
स्मेरास्याऽभूच्चरणकमलं शूलमिन्द्रश्च पाणिं
यस्याः श्यामा स्मरति हृदयं वेष्टितेशोदराः ।८०।

येयं गङ्गा दुरितहरणाद्यक्षपूर्णाऽस्वलाया-
ल्लक्ष्मीः साक्षाद् भवविसरणात् कीर्त्त्यते सर्व्वलोकैः ।
विघ्नेषां नः सदयहृदया मातृतां बिभ्रती या
गर्भीभूतं जगति सुषुवे नैव गौरीव सूनुं । ८१ ।

या राधावल्लभधृतपदाभिन्नकान्त्या तटिन्या
गङ्गाया वा निवसति तटे सर्व्वकर्मप्रपूर्णा ।
येयं नारायणकृतनति स्तात्हेमावदाता
दातारोऽपि प्रणतिकुशला भिक्षवो यत्पदाब्जं । ८२ ।

लक्ष्मीर्य्यस्याश्चरणकमलस्याग्रतो भाति नित्यं
सौदामिन्यां स्फुरणमपि तत् यन्नखश्रीश्चकास्ति ।
योगीशो यां कृतधृतमदद् ध्यायति ध्येयमूर्त्तिं
यस्याः पादौ प्रणमति चिरं जानकीवल्लभोऽपि ।८३।

यस्याः क्षेपो निपतति कुलप्रत्ययरामप्रसादे
येने नित्यं वसति वसतौ सत्यपि स्थाणुरत्नो ।
भङ्ग्रैरग्रे विलुठति सुरेन्द्रेण पञ्चाननोऽस्या
यत् कारुण्यं पुलिनविपिने पादपद्मार्पणेन ।८४।

येयं गौरी प्रथयदमृता काऽपि कालीप्रसाद-
स्येरास्याभालभयवरदाम्बुजक्षेमी सुवेषा ।

छेत्तुं पापाऽसुरकुलमिदः स्वप्रकाशोपमूर्त्तिं
बिभ्रत्योष्ठाधरपुटमियं पाटलं वा बिभर्त्ति ।८५।

यद्वामाऽङ्गस्योपरि च तिला भान्ति रक्ता ललाटे
शुभ्राम्बरे विलसति तिलो भ्रूयुगाधस्तथान्यः ।
तादृङ् मातुः स्फुरति चिबुके तैर्दृगोर्नन्दनानां
भक्तानां सा वपुषि दधती शङ्कते रक्तविन्दून् । ८६ ।

लोपामुद्रापतिमनुययौ सा किमु स्वर्गभूमिः
काशीलोभादिह मुनिवधूर्भूय एवाऽवतीर्य्य ।
कायव्यूहानिव विदधती भर्त्तृकर्म्मप्रसक्ता
यस्याश्चाश्रयादिह न पतयः स्वार्थकष्टं लभन्ते । ८७

यद्याऽभ्यर्च्चा भवति महती ढुण्ढिराजस्य तस्य
स्त्री वा लक्ष्म्याः सवितुरपि वा भैरवस्यापि देव्याः ।
इत्थं नित्यं भवति जलधावुत्सवो वारिराशिः
स्फीतस्तस्मिन्निव जनतया वर्द्धते गाह्यमानः । ८८ ।

प्रासादोऽयं विलसति पुरो दृश्यतामन्नदाया
यो जायायाः स्मरविजयिनः शैलजाया जयायाः
यस्य द्वारावधि जगद्गमां सुन्दरीणां सहस्र-
व्याजेनान्नं विकिरति चिरं भिक्षुकेभ्योऽन्नपूर्णा । ८९

अंग्रे ग्रन्थिं निविड़जलदश्रेणिचौर्य्यं वहन्तं
स्नाता गङ्गाऽम्भसि युवतयः पृष्ठदेशे लुठन्तं ।
नार्य्यो गौर्य्यो भववधु भव व्याहृतिं व्याहरन्त्यो
यस्मिन् यान्ति ध्वनितवलयाः केशभारं वहन्त्यः ।८०।

यं प्रासादं पशुपतिरथः सम्यगावृत्य दृष्ट्वा
सङ्घूर्णन्ते हरिणनयनाः स्मेरचन्द्राननास्ताः ।
योऽयं साक्षाद् भुव इव महारत्नभूताभिराभि-
स्ताभिर्हारं विरचितमिव द्योतमानं दधाति । ८१ ।

तस्मिन् सौधे विहसितमुखी पायसैः पूर्णपात्रं
वामे पाणौ गिरिशगृहिणी दक्षिणे दर्व्विकाञ्च ।
बिभ्राणेयं विलसति जड़ो यत्प्रसादादभुक्तः
खञ्जोऽप्यन्धो न खलु भवति क्वाऽपि काश्यां कदापि ।८२

दृष्ट्वा विष्णोरमृतकलसं बिभ्रतीं मूर्त्तिमग्रे
भ्रान्तं कान्तं स्मरहरमिवालोक्य तां मोहिनीं या ।
स्वीकुर्व्वाणा सुरुचिरतनुस्तामपेक्ष्य स्मितेन
श्रीकण्ठायाऽर्पयति सुसुधां पायसान्नच्छलेन । ८३ ।

यस्या देव्या विलसदुपलैः प्राङ्गणे श्वेतवर्णैः
प्रासादस्यं ग्रथितघटिते प्रह्वयाभूनताङ्गैः ।

केचिद् भक्त्याऽष्टभिरभिमतां मातरं नंनमन्ति
प्रीतिश्रद्धासहितमभितो वाग्जड़ा भाग्यवन्तः । ९४

भक्त्युद्रेकैर्गलदविरलप्रेमनेत्राम्बुधाराः
केचिद् बद्धाञ्जलिरचनया तत्र दण्डायमानाः ।
यां पश्यन्तो ह्यनिमिषदृशो रोमहर्षं दधानाः
स्तोत्रैर्णोच्चैरवनतशिरःकन्धराः संस्तुवन्ति । ९५ ।

केचित् पुष्पाञ्जलिमलिकुलैराकुलं गन्धवन्तं
सन्तः कालागुरुरसयुतं नद्धमालूरपत्रं ।
दृष्टं स्पृष्टं सुसुरभिरसं रञ्जनं संवहन्तं
यस्या देव्याश्चरणकमले सादरं निक्षिपन्ति । ९६ ।

काश्चिन्नार्य्योऽञ्जलिपुटधृतैः पुष्पभारैरुदारैः
सिन्दूरेणानतपृथुदृशः स्यन्दमानेन गन्धैः ।
दीपैर्धूपैः सुरभिभिरभिप्रेक्षणीयैर्दुकूलै-
रत्नाऽलक्तैर्व्विमलमुकुरैर्यामिमामर्च्चयन्ति । ९७ ।

सर्व्वाऽदृष्टप्रबलमरुतोत्पादितोद्यत्तरङ्गे
बह्व्यो गौर्य्या इव भवजले विम्बितास्ता विभान्ति ।
पादौ पाणी किल भुजलते भ्रूलते लोचनाभ्यां
वक्त्रं हास्यं तदिव सकलन्त्वन्यथासां कथन्नु । ९८ ।

यन्निर्म्माल्यं मलयजरसैः सिक्तमालोलमीष-
न्माल्यं पुष्पैर्ग्रथितमुरसा तैर्धृतं प्रोद्धृतं यत् ।
कुण्डाभोघ्नो दधति च नवा धेनवः सत्त्वरन्त्य-
स्तच्चद्वत्सैरपि रसनया वक्रयासङ्कसन्ति । ९९ ।

नार्य्यो नार्य्यः क्षुभितहृदयाः पुष्पदामाहरन्ति
स्तोत्रं तस्याः सुखत-रहितास्तत्र ते नोच्चरन्ति ।
हा किं जातं शिवशिव वचो भग्न-कण्ठा गदन्ति
श्वासोच्छ्वासं मलिनवदना दीर्घमुष्णं त्यजन्तः ।१००।

तास्तास्तावत् स्तिमिततनवो धेनवो नो चरन्ति
स्रग्भ्यस्तासां विलसति पुनर्नप्रयासोऽद्य कस्मात् ।
चक्षुर्भ्यः किं गलति सलिलं तादृशीनां जड़ानां
वत्सास्तासां कथमपि पयो नो पिवन्ति स्तनेभ्यः ।१०१

शङ्के सेयं हिमगिरिसुतामूर्त्तिरद्य प्रभाता-
न्नो प्रोज्ञाति स्थगितकरुणा स्वप्रभाभिः प्रभावैः ।
म्लानास्येन्दुः कथमपि करे दर्विकामाददानाऽ-
भ्यर्च्चाऽस्याः किं न भवति पुरः पुष्पकं नेष्यते यत् ।१०२।

ज्योतिःपुञ्जोज्ज्वलजलधरश्यामसूर्त्तिर्भवान्या
यास्ते गङ्गाह्वयमखलसत्तीर्थपर्य्यङ्कदेशे ।

सेयं काली सजलनयना लक्ष्यते रोदितीव
भ्रान्तिःकिन्नःस्मितमपि मुखेनाऽद्यदेव्या विभाति ।।१

काश्यां पश्चाऽमरकुलगुरो रङ्गिरोनन्दनस्य
स्निग्धज्योतिर्जडितमपरं सौम्यमूर्त्याऽवतारं ।
सोऽयं काश्याञ्छिव शिवकुमारोऽद्य रोरुद्यमानो
वक्तुं नाऽर्हत्यपि न किमपि व्याकुलो वाष्पभारैः ।।१

सुब्रह्मण्यो व्रतमिह वहन् याज्ञिको याज्ञवल्क्य-
प्रख्यः साम्राज्ययति जगति ब्रह्मनिष्ठाप्रतिष्ठः ।
ते मीमांसे चिरमनुगते यस्य पूर्व्वोत्तरे द्वे
सोऽप्यस्रूणां पटलविकले लोचने नाऽद्य मार्ष्टि ।।१०

योऽयं साक्षाद्दृषिकुलगुरोर्गौतमस्याऽवतार-
स्तर्कस्याऽब्धेः किल निरवधेर्भ्राजते कर्णधारः ।
यं सेवन्ते नरपतिशिरोहीरकोद्भूतभासः
सूक्ष्मे तत्त्वे विलसति मतिर्य्यस्य नित्यं बुधस्य । १०

ये ये वङ्गप्रमुखवसुधाखण्डतोऽध्येतुकामा
वाराणस्यां विमलमतयो यान्ति विद्यार्थिनोऽस्यां
भङ्क्तेर्येस्य स्मरति न रजस्तेषु कोऽप्यस्ति किन्तु
प्रीत्याद्रियैः प्रणतिरचितैरर्हणैरर्च्चितस्य । १०७ ।

नो विच्छेदो भवति दिवसे पाठनानां कदापि
प्रायो यस्य प्रधिगतमते र्न्यायवैशेषिकाणां ।
मीमांसानां श्रुतिगतविरोधस्य पूर्व्वोत्तराणां
स्मार्त्तैर्ग्रन्थैरपि विलसतां सांख्यपातञ्जलानां । १०८ ।

यस्यैवाऽङ्गादिव निरगमत् सुन्दरश्रीर्मुकुन्दो
नित्यानन्दो यमिह भजते यत् सदानन्दलाभः ।
वेद्यो वेदान्तिभिरपि तथा यः पुनस्तर्कगम्यो
गङ्गेशोऽयं यमिति समितिः पण्डितानां ब्रवीति ।१०९।

देवं सोमं स्वशिरसि सदा यः सुमूर्त्तिर्बिभर्त्ति
श्रीर्य्यत्कण्ठे विलसति महादेवसेव्यो य एव ।
अङ्घ्रिं यस्य प्रमथसहितो वन्दतेऽसौ सुरेन्द्रो
यं राजेन्द्रः प्रणमति ललज्जानकीनाथरामः । ११० ।

यस्याऽङ्घ्रिं श्रीकरपरिचितं पूर्णचन्द्रो दधार
श्रूयन्तेऽस्यां सहरिहरनाथादिशब्दा यतोऽस्य ।
काश्यां देवः किल परिवृतो भोगिभिर्योगिभिर्यः
साक्षाद् भक्त्या गुरुचरणतो लभ्यते योजनैन । १११ ।

पत्नी गौर्य्यर्च्चति च यमिमं कुन्तलभ्रष्ट-पुष्पैः
सर्व्वं तत्त्वं निगदितुमिह द्योतते पञ्च-वक्त्रः ।

तत्त्वं द्रष्टुं सकलमिव यो जायतेऽपि त्रिनेत्रः
साक्षाद्देवः पशुपतिरिव भ्राजते योऽद्वितीयः ।११२।

यो नो धत्ते गुरुरिव बुधोऽध्यापनायां कदापि
ग्रन्थं कश्चिन्न च नयनयोस्तत्रपातं करोति ।
कस्मान्मौनं पठन-मुखरं तद्गृहं सेवतेऽद्य
स्वर्गीभूतो व्रजति च शुचं सोऽपि कैलासचन्द्रः ।११

व्रात्यानां यो ह्युपनय-विधिं दर्शयन् नॄन् सहर्षः (१)
शतयुत्-कर्णादरचयदपि प्रेमपूर्त्तिं सुमूर्त्तिः ।
टीका वह्नीर्भणितचतुरः प्राणयत् प्रार्थ्यमानो
योऽयं लोकां स्तरल-नयनान् प्रीणयन् विस्मितांश्च ।११

यत्-सम्मानं नर-पति-शिरो-हीरकैरर्च्यमानं
वङ्गेष्वेतेष्वपि विलसितं वर्त्तते वर्द्धमाने ।
यो लेखन्या विजयमभजत् सर्व्वतः सर्व्व-दिग्भ्यः
सोऽश्रूण्यस्मिन् विसृजति कथं ज्ञानतो राममिश्रः ।१

योऽयं धन्यो धनिषु विनया-भिन्नतां तामभीत (२)
नो जानाति प्रसरतितरां यस्य नित्यं कवित्वं ।

(१) महामहोपाध्यायस्य श्रीमतो रामभिश्रशास्त्रिणोवर्णनमि
(२) श्रीमतोराजेन्द्रनारायणधाकुरस्य ।

पाषाणेवाऽप्ययसि पयसीवाऽनघा यस्य बुद्धिः
सूक्ष्म-प्रेक्षा प्रविशति दृढ़ा सर्व्वशास्त्र-प्रतिष्ठा ।११६।

सामञ्जस्यं सकल-विदुषामग्रतो दर्शनानां
कर्त्तुं योऽयं लिखति रुचिरं सत्य-सम्बो निबन्धं।
न्याय-ग्रन्थो भ्रमति भुवने वङ्गभाषासु यस्य
श्रीराजेन्द्रो विलपति कथं शास्त्ररत्नः पुरस्तात् ।११७।

विद्वान् धीमान् प्रमथ-पदभाङ्-नाथ-नाम्ना प्रसिद्ध(१)
स्तर्काद्याख्यां विलसति युवा भूषणान्तां दधानः।
शौर्य्यैर्धैर्य्यैरुरसि कलिकाता नगर्य्याश्च कास्ति
यः स्मार्त्तोऽध्यापकपदगतो राजविद्यालयेऽद्य।११८।

सूक्ष्मा बुद्धिर्विलसति सतो यस्य नित्यं समन्ता
न्नानाशास्त्रेष्वपि गुणवतो बिभ्रतः स्निग्धमूर्त्तिं।
सोऽयं ताराचरणतनयो हा गुरो त्वं कुतोऽसौ
त्यागी व्याख्यैर्व्विलपति कथं मिश्रितैस्तैर्व्वचोभिः।११९।

छित्वा तर्कोपरि परिषदां धीमतामग्रभूमौ (२)
यो जीवानां प्रथित-विभुतां ग्रन्थमेकं लिलेख।

(१) श्रीयुतः प्रमथनाथ तर्कभूषणस्य।

(२) महामहोपाध्यायस्य श्रीयुतो राखालदास न्यायरत्नस्य।

वेदान्तानां मतमपि तथोच्छिन्न विद्योततो यः
सोऽयं कस्माद् विबुधपतितरां हन्त राखालदासः ।।१२

अर्द्धे तिष्ठन्निव हलधरो व्याप्तिं यस्य दृष्टा
प्रीत्युत्फुल्ले नयन-कमले निश्चले द्वे दधार ।
यो विख्यातो जगति जगदीशस्य तस्याऽवतारो
लोके लोकैर्भवति मथुरानाथ एषोऽप्यगायि ।।१२१।

विद्या-गारं विलसति महत् संस्कृतव्याकृतानां (१)
यत् सम्राज्ञा विपुलकलिकातानगर्य्यान्तु गौर्य्याः ।
योऽध्यक्षत्वं निजभुज-वलैः प्राप विप्रापकर्षं
क्षौर्य्यैर्य्यैरवनितिलको विप्रकुर्व्वन् हितस्य । १२२ ।

आनीय स्वेऽभिमत-विषये वुद्धि-युक्ति-प्रभावै-
र्यः सम्राज्ञाः प्रतिनिधितमं प्राप्तवङ्गाधिपं प्राक् ।
विद्योत्साहो जगदुपकृतिं साधयामास सम्यक्
स्थैर्य्यं धैर्य्यं सुदृढ़मनसो यस्य नित्यं चकास्ति । १२३

सम्राजो द्विः-पठितमहता महामहोपाध्यायो-
पाध्यायाख्यां जगति खलु यः पण्डिताऽर्य्यं ससर्ज ।

---

(१) कलिकाता-संस्कृत-कॉलेज-नामक [illegible] ।

तेभ्यो दत्त्वा स्वयमपि तथा तेन सम्भूषितोऽभूत्
सिन्धोरत्नं हरिरिव सुरेभ्योऽर्पयन् कौसुभेन । १२४ ।

स्मार्तैर्व्वैयाकरण-कृतिभि स्तार्किकैः काव्य-विज्ञै
र्मीमांसाज्ञैः सदसि सततं विज्ञ-वेदान्तिकैश्च ।
सांख्याचार्य्यैः स स इव मह्राविस्मिते वीक्ष्यते यः
कंसागारे हरिरिव जने रङ्ग-भूमि-प्रतिष्ठः । १२५ ।

अभ्युत्थानं यदिह भजते संस्कृतानां सुशिक्षा
पूर्व्वारम्भस्य तु फलमिदं तद्धि यस्योद्यमस्य ।
हेमन्तेऽभ्युन्नतिमतितरां शालयो यन्नभन्ते
प्रावृट्-चेष्टाफलमिदमिति ज्ञायते केन वा नो । १२६ ।

योऽयं धन्यो धरणि-तिलको धारया चेष्टितानां
ध्वस्त-प्रायां किल दिविषदां जीवयामास भाषां ।
नैदाघेषु प्रपतितवतीं ताप-जातेषु तप्तां
स्निग्धां वल्लीमिव नव-घनो वारि-वृष्टीव दिव्या । १२७ ।

तेषूत्तीर्णेषु च विकिरति चौरसत्त्वेषु तेषां
सम्राड् येन प्रमुदित इतोऽध्यापकानां गणेषु ।
नित्यं भूरि-द्रविण-निवहान् वेत्र-जातेषु सम्यग्
वाराधारा घन इव चिरं वाहिती मारुतेन । १२८ ।

भाष्यां मञ्जामपि दिविषदां गीर्षु विद्यार्थिनां यः
शेषोपाधेर्व्वितरण-विधौ साङ्गग्रन्थां परीक्षां।
लेभे कीर्त्तिं जगति जनयन् न्यायरत्नो महेशः
सोऽयं श्रीमान् विसृजति कथं चक्षुषोऽजस्रमस्रं।।१२९

शास्त्री गङ्गाधरबुधवरो हारिणः काव्य-हाराऽ- (१)
लङ्कारान् यः सहृदय-गुरुः कण्ठलग्नं दधाति।
बिभ्रत् पश्यत्यपिच निखिलं दर्शनं पाणिनीयं
स्निग्धः स्नातः श्रुति-सुरधुनी-निर्म्मलाऽम्बु-प्रवाहे ।।१३

सोऽयं शास्त्री स्थगति च विना केन सूर्य्येण नेत्रे
पद्मे म्लानं वदन-कमलं हन्त शास्त्री विभर्त्ति।
ते ते गौड़ा द्रविड़-निलयाः पण्डिताः सर्व्व एवं
मग्नाः शोकोत्तरल-जलधौ नापि किञ्चित् स्मरन्ति ।।१३

काश्मीरराजो न भजति सभा-मण्डपे हीरकाढ्ये
मुक्ता-जालै र्जड़ितमतुलं रत्न-सिंहासनं स्वं।
भूमौ-पृष्ठे ह्युपविशति किं वेष्टितो मन्त्रिमुख्यै
र्हा हन्तेत्थं विलपति कथं पण्डितेन प्रियेण। ११२।

---

(१) महामहोपाध्याय श्रीयुक्तगङ्गाधरशास्त्रिणः।

शिष्याणां यः प्रिय इति जने गीयते स्वामिनोऽत्र
श्रीमान् सोऽप्ये स्थगित इव किं तारकानन्द एषः।(१)
पुत्रैश्छात्रैरपि-तनुजजे मन्दिरे चन्द्रमौलेः
स्वाराध्यस्य त्यजति न शुचं सोऽपि कालीकुमारः १३३(२)

कारुण्याम्भोनिधिरिति महान् यो विधातुं हि सृष्टि
नित्यानन्दे कविगुरुनुते श्रीश्वरे यस्य भक्तिः।
काकीनेशः स खलु महिमारञ्जनस्तस्य राज्ञो
मन्त्री मन्त्रं त्यजति हरिनारायणः किं जपस्य:।१३४।(३)

सौरे राधे श्रुतिभुजमिते वासरे सूरसूनोः
पञ्चाराजग्रहविधुमिते विक्रमादित्यवर्षे।
किन्नो जातं हरि हरि हरि श्रूयते किं समन्तात्
हाहाकारो भुवि निवसतां मुख्यशब्दो महीयान्।१३५।

तारः कोलाहल इह महान् श्रूयतेऽद्य प्रभाता
दुड्डीनानां वियति विटपे तिष्ठतां पक्षिणां किं।

---

(१) श्रीमान् तारकानन्द ब्रह्मचारी।
(२) श्रीमान् कालीकुमार वाचस्पतिः।
(३) रङ्गपुर-काकिनाराजस्य श्रीमतो महिमारञ्जनरायस्य, [illegible]।

पश्चात् पश्चे प्रबलमरुता-चालितानां तरूणा-
माघातोत्थोऽपि च हृदयं हन्त हा हेति रावः ॥१३

किं निर्घातोत्थित इव महानद्य हाहेति शब्दो
ऽकस्मात् कस्माच्छ्रवण-विवरं हन्त नः संप्रविष्टः ।
तीरं स्पृष्ट्वा किमु सुरधुनी-नीर-वीचि-प्रवाहो
हाहा शब्दं जनयति मठात् किं हठाच्छ्रूयते सः ॥१

किं दृश्यन्ते कुश-चय-मखे गाङ्ग-तीर्थे जनानां
सर्व्वाः श्रेण्योऽश्रुमलिनदृशो व्याकुला वेशशून्याः ।
द्रष्टुं धावन्ति च किमिव किं बालवृद्धैर्युवानो
नार्य्यो धैर्य्यच्युतिमपि परामादधाना व्रजन्ति । १३

गङ्गातोये सुबहुतरयः किं स्थिराः सन्ति तासा-
मेकस्यां किं विलसति दया-सागरोऽस्यां गुरुर्नः ।
आपादाग्रं सुरभि-कुसुमै रचितोऽयं विचित्रा-
नन्दः स्वामी स्मित-युत-मुखो राज-योगासनस्थः ॥१

योगारूढो निवसति तरौ श्रीगुरुः किं समाधौ
जातः किं स्वित् किल भगवतश्चेतसो वृत्ति-रोधः ।
प्रत्याहारेणामिव मरुतो निस्तरङ्ग स्वड़ाङ्गो
देवो दृष्टेन्द्रिय-चय-रयो निश्चलत्वेन भाति । १४०

तन्वी तन्वी जल-परिषदामप्यतो वङ्ग-ग्रहे
योगाचार्य्यो नट इव जनान् दर्शयन्नेव योगान् ।
श्रीघोरायां निशि निजवपुर्भौतिकं हा विद्या-
नन्दो हित्वा हरभुविं ययौ श्रूयते निर्वृतिं सः ।१४१।

हाहा स्वामिन् चरण-कमले किं कृतन्तेऽपराधं
यस्मादस्मानिह परिहरन् भूतले प्रस्थितोऽभूः ।
विद्यार्थी ते प्रिय इति जनैः कथ्यतेऽध्येतुकामा
विद्यन्तेऽमी वदवद गुरो पाठयस्यद्य किन्न । १४२ ।

नीलाद्रीणामुपरि जलदो-ज्झित-शृङ्गे भवान्या (१)
तुङ्गे कीर्त्तिर्व्विलसति सतो मन्दिरं यस्य राज्ञः ।
दुर्भिक्षार्त्ता नयनसलिलं मार्ज्जयन्तः करौघा-
पुत्तोल्योर्ह्नं किल भगवतः स्वस्ति यस्याऽर्थयन्ते । १४३ ।

सभ्यो भूत्वाब्रिटिश-नृपतेर्भारतानां सभाया
राज्ञ्याः पुंसामपि च युगपद् यः प्रजानां सुखेभ्यः ।
नित्यं लब्ध्वा भुवि विजयते धन्यवादं पुनर्थ्यैः
स्थातुं नैच्छत् क्षणमपि-बुधान् धीसहायो विहाय ।१४४

---

(१) [illegible] ।

भारं यस्मै धरणिपतये भारताधीश्वरी प्राक्
प्रायच्छद् यो निगड़-यमित स्तत्परीक्षोन्नतेषु ।
कञ्चित् कालं यशसि जलधौ मज्जयित्वा तुषार-
द्योतान् पुंसोऽपि च निजकृतिं दर्शयन् तं जहौ यः ।१४

यो राजर्षिं जनक इव सत्पण्डितानां सहस्रै
र्बृहस्पत्यर्णामिवविलसितो मण्डितायां सभायां ।
स श्रीरामेश्वरनरपति र्द्वारवङ्गाधिपोऽयं
स्वामिंस्ते स्तै र्नयनसलिलै राद्रैवद्धादुनोति । १४६ ।

काशीकान्तः कथमपि तरौ चित्रकारेण सार्द्धं (१)
राज्ञः काश्याः प्रतिनिधिरसौ जानकीवल्लभस्य ।
छायालभ्यासुपविशति किं तादृशीन्ते ग्रहीतुं
हाहा स्वामिन् प्रतिकृतिमिमामाश्रितां तद्द्वायां ।१४

हाहा स्वामिन् मलिनवदनः सोमनाथोऽयमस्मिन् (२
योऽयं काश्याः प्रतिनिधितमो द्वारवङ्गाधिपस्य ।

---

(१) रङ्गपुर-डिमिलाराजस्य श्रीमतो जानकीवल्लभसेनस्य काशीस्थ "वृन्दावनवल्लभकाननस्य" राजप्रासादस्याश्रयः

(२) द्वारवङ्गाधिपते र्महाराजस्य काशीस्थप्रासादस्थिता नवाद्देरध्यक्षः ।

ह्याकिं देव-प्रतिम प्रतिमां गाङ्गगर्भे तवाश्विन्
तां विस्रष्टुं तटमुपगतः सा क्रिया दृश्यतेऽद्य । १४८ ।

याद्यस्यस्मादवनि वलयान्नाक-लोकं विचिन्त्य
प्राक् किं लक्ष्मीश्वरनरपति र्द्वारवङ्गाऽवनीशः । (१)
दीपा-लोकैः किसलयमयै स्तोरणानां सहस्रैः
सज्जीकर्त्तुं सुर-पुर-भुवं पुष्पभारैरगच्छत् । १४९ ।

भृङ्गाराणां नरपति-वरो भृङ्गवद् यो विलीनः (२)
ग्रम्भोरम्भोरुह-निभ-पदे राजकार्य्यं विसृज्य ।
सोऽयं काश्यां तव विरहजं दुःखभारं न सोढुं
ग्रक्षोत्थार्थ्योर्थ्यमपि चलिते पद्मवत् पश्चिमायां ।१५०।

कश्मीराणां नरपतिवरः श्रीप्रतापादि-सिंहे- (३)
त्याख्यां बिभ्रद्ब्रिटिश-नृपतेर्यो जयस्तम्भरूपः ।
दृष्ट्वा दूराद् यमिह हि दृढं भू-प्रतिष्ठं गरिष्ठं
लोभा-क्रान्तोऽपि च भयवशोकीश (४) एष प्रयाति।१५१।

---

(१) भूतपूर्व्वद्वारवङ्गाधिपतिः ।
(२) भृङ्गारप्रदेशस्य राजा ।
(३) काश्मीराधिपति र्महाराजः श्रीमान् प्रतापसिंहः ।
(४) रायीवाधिपतिः ।

राज्ञो यस्याऽधिकृतविषयाः कुङ्कुमानामसंख्यं
क्षेत्रैर्वर्षेष्वपि बहिरिमे सर्ववर्णानजस्रं ।
स्त्रीणामन्तःपुरभुवि धरा-हेम-हार-प्रभाणां
तासामङ्गद्युतिभिरनिशं सुन्दरीणाञ्च तादृक् ।१५२।

सोऽयं सूर्य्यान्वयभवनृपो गौरवं भारतानां
धैर्य्यं किञ्चित् कथमपि तथा नाद्य शक्नोति धातुं ।
तं भूपालं प्रणतमथते पादयोर्भूकिरीटं
किन्नाश्वस्तं भुवि सुरगुरो सद्गिरा नो करोषि।१५३।

इन्दोरैन्द्रोविलपति शिवाजीस्तथा सिन्धियेशो
गोयालीयावनिपतिरसौ दृश्यतां सास्रनेत्रः ।
हातूयाख्यावनिपतिवधूरद्य रोदित्यजस्रं
नेत्रद्वन्द्वाद् विगलितजलं धीरवन्धो सृजन्ती ।१५४।

हित्वा वङ्गानपि सतरुणः पाद-मूलं तवैव
प्राप्तो भक्तो गुरुषु गिरिजानाथ एष प्रपन्नः ।
भूकम्पेन व्यथित-हृदयो वर्त्तते काशिकायां
राजानं तं ह्युपदिशसि नो देव दीनाज-पुर्य्याः ।१५५।(१)

---

(१) दीनाजपुराधां महाराजः श्रीमान् गिरिजानाथः ।

काश्मीरराजः प्रभुपदमुखीं यो हि नारायणाख्यां (१)
सिंहोपाधिर्नरपतिरयं साधुधत्ते धरित्र्यां ।
एकं लब्ध्वा श्रुत-जल-निधिं त्वां स रत्नं महार्घ्यं
रत्न-श्रेणी-परिषदि वसद्‌ विक्रमार्कं जिगाय । १५६ ।

तस्योपास्यः स जगति महाकालनाम्ना प्रसिद्धः
किं श्रुत्वः संस्त्रिभुवन-गुरुस्त्वां जहारोऽजहार ।
हाहा काश्मी नृपतिरनुसन्धायमानः समन्तात्
त्वां न प्राप्य श्वसिति विषमं निर्मणिः किं फणीव ।१५७

साक्षाद्देवो हरभुवि भवान् नित्यमेवाऽपराह्णे
छात्रैरन्यैरपि किल कथा व्याजतो व्याजहार ।
यां यां वार्त्तां श्रुत-विषयकास्तत्र तत्रोपदेशो
लब्धोऽस्माभिः सततमहह स्मर्य्यते वर्य्य, ते सः ।१५८।

तेजःपुञ्जो वपुरतितरां तेजसाद्योतमानं
नेत्र-द्वन्द्वं वदनमपि ते भास्वरं तेजसैव ।
वाचंस्तेजांसिच सुषुविरे शीतगोभिः सुगद्याः
कस्मिन्नद्य व्रजति विलयं सर्व्वमेतत्तवाऽद्य । १५९ ।

---

(१) काश्मीरनरेशः श्रीमान् महाराजः प्रभुनारायण सिंहः ।

यस्यामापद्भवति वसतेरेकराशौ ग्रहाणां (१)
सर्व्वं पूर्व्वं फलमतितरां लब्धमस्माभिरस्याः ।
इन्दुस्त्वादृग् विलयमगमच्छ्रेष्ठ-रत्नं महार्घ्यं
स्वामिंस्त्वादृग् हृतमिति वयं स्मो दरिद्रावराकाः ।।१६०

किं मूढ़ानां जनपदभुवां निर्धनानां जनानां
तृष्णाशान्त्यै विमल-सलिला काऽपि वापी चकर्थं ।
ज्ञानाऽम्बूनां बुध-जन-गणानान्तु देव ह्रदोऽभूः
सत्वं शुष्को ग्रह-गण-समावेशतः शङ्क्यतेऽद्य । १६१ ।

त्वच्छोकाग्नि-ज्वलित-हृदयाः कातरामातरः स्वान्
पुत्रान् कन्या अपि किसलय-प्रेयणीयास्त्यजन्ति ।
किन्नो जातं शिवशिवगुरो दृश्यतां भारतानां
पूर्व्वं भूतं फलमहह नः कारणात् कर्म्मदोषात् ।।१६२।

---

(१) ग्रहाणामेकस्मिन् यदि भवति यस्यां निवसति-
स्तदा गोलोयोगः प्रबलपदमिन्द्रोऽपि लभते ।
जनानां नाशः स्याज्ज्वलति वसुधा शुष्यति नदी
भवेच्छोको रङ्कः परिहरति पुत्रञ्च जननी ।
इति ज्योतिज्ञाः कथयन्ति ।

आश्रित्य त्वत्मठमटनकं भिक्षया चञ्चुरत्वां
लब्ध्वा भ्रान्तिं कति च दिवसान् पादमूलात्तवैव ।
नग्ना भग्ना यशसि जलधौ केऽपि पूजां लभन्ते
त्वन्निर्व्वाणावधि तु भजसे वाससो नो विसर्गं । १६३ ।

तुल्यं वासो वपुरपि वचः सारथेः श्वेतवाह-
स्याकर्ण्यैवेह हि न जहिथ प्राक् प्रपूतान्तरीयं ।
सत्यीकर्त्तुं हरि-मुख-कथामद्य कायेन तेन
त्यक्ताञ्चेलश्चपलमभितः किन्त्वया चञ्चलेन । १६४ ।

स्वामिन्नस्मांस्तमसि च भवान् मज्जयित्वाऽम्बुराशौ
नोदस्थाऽस्मिन्निजभुजमिव प्रावलम्बं प्रतस्थे ।
विद्याऽयोध्यद्युतिरपि यया वस्त्रमेकेन साकं
सूरेणेव सुत-श्रय-दिवा भास्वता भोस्त्वयैव । १६५ ।

सर्व्वैर्द्देवैः सुरपतिमुखैः प्रार्थितः प्राग्दधीचि-
र्हित्वा देहं सदुपकृतये वज्रमस्मिन् ससर्ज ।
कस्मै वज्रं जगति जनयन् केन वाऽभ्यर्थितः सं-
स्त्यक्त्वा कायं व्रजसि भगवन् च्छिद्यतेऽस्मासु योऽसौ । १६६

यामीं मैत्रावरुणिरगमत्तां दिशं विन्ध्यगर्व्वं
खर्व्वीकर्त्तुं विपुल-वपुषा प्रार्थितो लेख-जातैः ।

प्रत्यावृत्तिर्न भवति यतस्तामुदीचीमगच्छः
कस्य ध्वस्तस्त्रिभुवनगुरो तेन घोराऽभिमानः ।।१६७।

आसीद्दुर्गर्व्वी भरतनृपतेर्भूमिखण्डस्य चण्ड-
स्त्वामासाद्य त्रुटित-सुकृतस्त्वाऽद्य किं प्रस्थितः सन् ।
स्वामिंस्तस्य स्वगयसि सततं तथोचाऽभिमानं
न स्वातन्त्र्यं न च खलु बलं नापि बुद्धिश्च यस्य ।।१६८

पत्नी गौरी सुहृदपि हरिर्मृत्युभीताविव द्वौ
ज्योतिर्ज्वालैर्व्विजडित-वपुर्यस्य मृत्युञ्जयस्य ।
वामार्द्धेनाऽपि च विविधतुर्द्दक्षिणार्द्धेन तस्य
त्वत्तोमृत्योस्त्वमपि च तनूमन्तराऽद्य प्रविष्टः ।।१६९।

त्वां निष्ठूतं जलधि-तनया-वल्लभोरः-स्थ-हारा-
देकं रत्नं भरतनृपतेर्भाविनीभूरवाप्य ।
पश्चात् किं मणि-गण-शिरोरत्न-शौरं दधत्या
सम्राज्ञ्याऽपि स्तुत-गुणतया हारितं हा तदद्य ।।१७०।

काले घोरे वयमिह कलेर्म्मानवा दानवाः स्मोऽ-
स्माकं तेषां गुरुरिति भवांस्त्वां कविं किं विविच्य ।
जग्रासोग्रः स गरल-गलो धूर्ज्जटिर्व्योमकेशः
शम्भोः शुक्रः किल निरगमत् त्वन्तु नो निर्गतोऽभूः।।१७१

आम्बिचिञ्चा सह कणभुजो गौर्भुजङ्गाधिपस्य
प्राचोवाचः कपिलविदुषो योगविद्याश्च(१) बज्राः ।
द्वे मीमांसे तदुपनिषदस्वां मद्यात्रचमिकं
नो लब्ध्वा तं भुवि निपतिता हन्त हाहा लुठन्ति ।१७२।

वाराणस्यां भुवि भगवतोऽप्यागतोऽस्यां कदाचिद्
भिक्षुः कश्चित् सुविदितदयानन्दनाम्ना प्रसिद्धः ।
नास्तिक्यं स्वोपदिशति नरान् वेद-पूजाऽपदेशाद्
योऽयं साक्षात् कपटवचनश्चारु चार्व्वाक-मूर्त्तिः ।१७३।

नाऽन्या मान्या मतमिति मनोः संहितातो विभिन्ना
गण्यं रामायणमपि पुराणेषु तद् भारतञ्च ।
तथ्यः पूज्याः स्वत उपनिषन्मालिकास्ताः सभाष्या
अन्ये ग्रन्थाः शठ-विरचिता नाद्रियन्तेऽस्मदीयैः ।१७४।

कस्माद्देवप्रतिकृति-कृतिः केन वा सर्व्वलोकै-
रभ्यर्च्यन्ते जगति खलु ताः पापमूलानि या हि ।
नास्ति ग्रन्थेषु च स हि विधिर्नौमयोक्तेषु नोनो
तस्माद्दूरीकुरुत परितो लिङ्गमालास्तथाऽर्च्चाः ।१७५।

---

(१) हठमन्त्रादियोगाः ।

इत्थं वाणी खलु निरगमद् भक्तरात् तस्य वक्त्रा-
दाश्चर्याऽङ्कं स्फुटतरपदा संस्कृत-प्रच्छदेन।
देव्याः शाटीः प्रपरिदधती म्लेच्छनारीव साक्षा-
दासन् भीता बुधपरिषदः कस्तदयं जगाम। १७६।

काश्मीराज्ञेन खलु नितरामर्थितस्याऽर्चितस्य
स्तोत्रैस्तादृग् विजयनगराधीश्वरेणाऽपि तेन।
श्रुत्वा तास्ताः प्रलपन कथाः शास्त्रयुक्तिप्रयोगैः
सोऽप्येकस्य भ्रमितमहसो ते परास्तः प्रतस्थे। १७७।

आसीत्त्वादृग् जगति भगवन् पण्डितानां स योधा
तस्मादेवा पुरहर पुरी काशिका रक्षिताऽभूत्।
न स्यात्त्वादृग् यदि पुनरहो विश्वनाथस्य लिङ्गं
को वा पश्येत् क इह पुरतो देवता वा प्रपश्येत्।१७८।

यस्मो चक्रे स खलु भगवान् विश्वमच्छङ्करः प्राङ्
नाना वौद्धान् बहुजनपदाच्छास्त्रयुक्त्या निवार्य।
एकं जित्वा जगति च दयानन्दमस्मिन् हि काले
तस्मात्तस्मादपि गुरुतरं कार्य्यजातं चकर्ष। १७९।

चपागच्छेद् यदि पुनरयं तादृशो वा कदाचि-
न्नानाशास्त्रेष्वपि सुनिपुणो बुद्धिमान् नास्तिकोऽन्यः।

को वा पायादपर यवनात्तस्य देवोऽपि मूर्त्ती-
र्गा नः स्वामिं त्वयि भगवति प्रस्थिते सर्व्वनाथः ॥१८०

मान्धाताऽध्वाऽध्वर-भवफलं भोक्तुमूर्द्धङ्गतोऽभूद्
याते ब्रह्मात्मनि परिणतिर्भीष्मदेहस्य भस्म ।
द्रोणेनाऽस्मादृद्रुततरमथो विद्रुतं निद्रितं वा
कर्णः पूर्णाऽर्णवतलगतः सात्यकिः सात्त्विकात्मा ॥१८१

सेन्द्रान् देवान् जगति जयते तोषितः कृष्णवर्त्मा
यस्मै चापं रथमपि ददौ खाण्डवेनाऽर्पितेन ।
यत् सारथ्यं जलधरवपुः कृष्णचन्द्रोऽप्यकार्षीत्
पार्थोऽपार्थोऽभवदतितरां सोऽपि गाण्डीवधन्वा ॥१८२॥

योद्धारस्ते भुवन-जयिनो भीति-सम्पर्कशून्या
येभ्यो भीतैस्त्रिदशपदवी प्रोज्झिता दैवतैस्तैः ।
एकेनैवाऽमितबलभृता हन्त कालेन तेनो-
द्दीप्ता दीप्ता युधि ययुरिमे तादृशीन्तामवस्थां । १८३ ।

नो नः क्लेशो भवति च तथा भीष्म-कर्णार्ज्जुनादौ
नष्टोद्दीप्त क्षुभितमनसां ग्राव-वज्रोरसां न ।
यादृग् जातो जगति महतः शङ्कराचार्य-मुख्यान्
सूक्ष्म-प्रेक्षाः किल विदधतो नाशुनालोक्य साक्षात् ॥१८४

আদ্যো বিদ্বান্ জগতি কপিলঃ প্রাদুরাসীদ্ ধরিত্রা
অস্যাস্তাবন্নৃপতি ভরতাধিষ্ঠিতায়াঃ সুপুত্রঃ ।
ন্যায়াচার্য্যোঽভবদপি সুতো গোতমঃ খ্যাতনামা
সূনুঃ বহুভিঃ কণভুগপি চ প্রাক্‌পদার্থৈঃ কৃতার্থঃ ।১৮৫

যোগাচার্য্যো ভুবনবিদিতো নাগরাজোঽপ্যনন্তো
বেদার্থানামজনি চ বিনিশ্চায়কো জৈমিনির্য়ঃ ।
ব্রহ্মজ্ঞানার্ণব ইহ পুরা খানিতো যেন সোঽভূৎ
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ইতি পুনর্ব্যাসনাম্না প্রসিদ্ধঃ । ১৮৬ ।

তে তে সর্ব্বে মুনয় ইহ যে তৎকথাস্তামিদানীং
যে যে পূর্ব্বং কতিপয়-দিনেভ্যোঽভবন্ ভো ধরণ্যাং
তে তে ধন্যা জগতি জরতীং মাতরং তাং ধরিত্রীং
মুত্সৃজ্যৈব প্রকৃতি-কৃপণাঃ শোক-সিন্ধৌ ক্ব যাতাঃ ।১৮৭

আচার্য্যোঽস্যাং ন চ বিজয়তে শঙ্করোদেব-মূর্ত্তি-
র্গৌগঙ্গেশো ন স উদয়নো নাদ্য বাচস্পতিশ্চ ।
নো বা ভট্টো ন চ বররুচিঃ পাণিনি দুর্গসিংহো
নাঽদ্য স্মার্ত্তো নখলু জগদীশাদিনৈয়ায়িকাস্তে ।১৮৮।

একস্যেয়ং তবসুখমভিপ্রেক্ষ্য ভূঃ খ্যাতনাম্নো
বিস্মৃত্যৈবং সুত-গণ-শুচঃ সস্মিতা সুস্থিতাঽভূৎ ।

एकं त्वां भो गुणिगणमवनेरत्र हृष्ट्वैव तेषां
शोकाऽशोधिर्भवति स महांस्ताहृगुद्वेलितश्च ।१८९।

विद्वांसो वा विदित-चरिता भूभुजोवा महिष्यो
याः स्मर्त्तव्याः पर मुषसि वाऽन्याश्च धन्या धरण्यां।
आसन् ये भू-मुकुट-कवयो योगिनो योगिनो वा
प्राप्ते ते ते परभुविगताः शान्तिरस्याः कथं नु ।१९०।

दिष्ट्या श्यामाचरण-कमलं काशिकायां सरस्यां
निःस्पन्दं यद्व विकशितमपि स्तम्भिते मारुतेऽभूत्।
जातं पञ्चानन-परिचितं हन्त तद्युक्तभृङ्गं
दृग्भ्यामन्तर्हितमथ कथं प्राग्दिनेभ्यः कियद्भ्यः ।१९१

मातेत्याख्यां भुवनविदितां या दधारोज्ज्वलाराऽ-
पायं प्राणेष्वपि च वरणा-तीर-भूमौ गुहायां।
सा योगाग्नि-प्रशमित-मला हन्त मार्त्तण्ड-सूनो
र्दंष्ट्रोन्मुक्ता हरहर! गुरो, नार्थ्यपीयं न चासीत्।१९२।

यस्याः कीर्त्तिर्मगधवलयेऽद्यापि तस्यां गयायां
लक्ष्मीभर्त्तुश्चरण-कमलाङ्कोपरि स्पष्टमुच्चैः।
प्रासादोऽयं सुदृढ़-दृषदां नाट-गेहेन सार्द्धं
काम्यामस्यामपि विजयते भूरिदेयान्नसत्रं। १९३।

इन्दोरेग्ने खलु नरपती स्वामिनि स्वः-प्रयातेऽ-
प्युस्था शालाप्रस्रमिव निजं राज्य-भारं विसृज्य ।
नानातीर्थेष्वपि बहुविधा इत्यमुच्चैः प्रतिष्ठाः
कीर्त्तेः कृत्वा विलयमभजत् साऽपिनास्तित्विदानीं ।१९४

याऽग्रीर्षालङ्कृतिरिवभुवः सत्यवत्युदारा (१)
राज्ञो राज्ञी दयित-रघुनाथस्य याऽभूदरित्रां ।
आसीत् ख्यातं नव-विधमहो नो नवं भूतलेऽस्मिन्
यस्या राज्यं विपुलमिह बाहारबन्धादिनाम्ना ।१९५।

यस्याः सख्यं भुवि समभवत् सत्यवाण्या भवान्या
तस्यां राज्यं विनिहितवती याहि काश्यामुवास ।
गर्भे चक्रे जनकतनयां भूरितीव स्मरन्ती
तां जग्रास स्मरहर-पुरी काशिका-ऽपीर्थया किं ।१९६

एतैः काशीपुर-वसतिभिः सर्व्वदा सर्व्वलोके- (२)
र्यैवाऽद्यापि स्मृतगुणकथैर्गीयते प्राक्पूर्वा ।
प्रासादानां बहुवितरणैर्ब्राह्मणेभ्यो बहुभ्य
स्तत्सद्व्याजात् कतिकति ग्रिवस्थापना या चकार ।१९७

---

(१) बाहारबन्धादि भूभागस्य राज्ञी सत्यवती ।

(२) राजसाही प्रदेशानां राज्ञी भवानी ।

स्वर्ग-द्वारा-वधिमपि सुखमार्गमस्याविकीर्षु-
र्नाभूच्छक्तः किल दशमुखः सर्व्वलोकाधिराजः ।
पञ्चक्रोशो भ्रमण-विधये पान्थ-शालाश्च दीर्घं
या पन्थानं नयति मनुजान् स्वर्हि निर्म्माय नित्यं ।१९८

काशीखण्डो-चरित-चरिता बिभ्रती चन्द्र-खण्डं
काश्यामस्यप्रभृति कृतिभिर्दृश्यते नो भवानी ।
किं साऽस्माकं सुकृति-विभवैराविरास्ते भवानी
लक्ष्मीभूत्य प्रकृति-रुचिरां यां कथासीज्जनानां ।१९९।

सा प्राक् प्राची वलयमवनेः प्राज्य-राज्यस्य राज्ञी
प्रोत्सृज्य स्वानिव सुतगणान् नव याता भवानी ।
दृष्टा यूना सुर-सरिति या मज्जता स्नानकाले
कालीमूर्त्तिः प्रहरणकरा केनचित् कामुकेन ।२००।

दीनेभ्योऽर्थानिव वितरितुञ्चाभयं श्रीनिषेव्या (१)
देवी साक्षादिव दशभुजा भूभुजा पूजिता या ।
योगीन्द्रस्य स्मरविजयिनः कामिनी स्मेरवक्त्राऽ-
गच्छद्गौरी परिकृतवती सा शरत्सुन्दरी नः । २०१।

(१) पुठीया प्रदेशस्य महाराज्ञी शरत्सुन्दरी ।

बुद्धि-ज्योतिर्जगति परितो यस्य चक्रे प्रभुत्वं
ज्योति-श्चक्रे नभसि चलिते यो बभूवाऽद्वितीयः।
यूरोपाख्य-क्षितितलमपि प्रोद्गता यस्य कीर्त्तिः
पंचत्वार्थं गतमधिगतो बापुदेवः स नाऽद्य ।२०२। (१)

अभ्रान्तो योऽभवदतितरां दर्शने पाणिनीये (२)
राजारामः श्रुत-मय-महा-राम-विश्राम-धामा।
आनर्चार्थं यमवनितले मोक्षमूलारभट्टः
सोऽप्यस्यां नो विलसति सतामग्रणीः काशिकायां ।२०३

कन्दर्पो वा कणक-किरणः कार्त्तिकेयोऽथवा यः (३)
साक्षान्नारायण इव परो गौरमूर्त्तिं दधानः।
नानाशास्त्रेष्वपि दृढमतिर्यस्य नित्यं चकास्ते
काश्या मूर्त्तौ विनय इव यो बालशास्त्री न सोऽद्य ।२०४

को वा वक्तुं प्रभवति सतः कुण्ठिता कुत्र बुद्धि-
र्वाचस्पत्यं जन-परिचितं भाति यस्याभिधानं।

---

(१) ज्योतिःशास्त्राध्यापको महामहोपाध्यायो बापुदेवशास्त्री (काशीवासी)।

(२) व्याकरणशास्त्राध्यापकः राजाराम शास्त्री (काशीवासी)।

(३) काशीस्थः बालशास्त्री।

तारानाथस्य च सुविदुषस्तर्कवागीशनाम्नः
काश्यां विश्वेश्वर-हरपुरी हन्त सोऽस्तं जगाम ।२०५।(१)

योऽयं न्यायादिषु कविगुरुः सूक्ष्मशास्त्रेषु तुल्यं (२)
रेमे काव्येष्वपि च सुवपुस्तप्तचामीकराभः ।
योऽहङ्कारोऽजयदिह गिरां मूर्त्तिमानेव देव्याः
काश्यां ताराचरण इह नो भ्राजते सोऽद्य विद्वान् ।२०६

यः कृष्णोऽभूत् सुकविकविता-गोपवाला-सहस्राऽ-
लङ्काराणां ध्वनिभिरसकृत् पूर्ण-कर्णोऽशुदीर्णैः ।
व्याख्या-वेणु-क्वणनमपि यः स्मेरवक्त्रः प्रकुर्व्वन्
स्फीतां चक्रे हृदययमुनां प्रेमचन्द्रः स नास्ति ।२०७।(३)

कारुण्यैर्य्यो जलनिधिरभूद् विद्यया सागरोऽपि
स्नेहैर्य्यस्मात् कति जलधराः प्रादुरासञ्जगत्यां ।
ख्यातः शब्दो भ्रमति नितरामीश्वरश्चन्द्रयुक्तः
सर्व्वेषां नः परिचिततमो वाचकस्तेन यस्य ।२०८। (४)

---

(१) कलिकातासंस्कृतविद्यालयाध्यापकः महामहोपाध्याय-स्तारानाथतर्कवागीशः ।

(२) काशीनरेशस्य सभापण्डितस्ताराचरण तर्करत्नः ।

(३) कलिकातासंस्कृतविद्यालयाध्यापकः प्रेमचन्द्रतर्कवागीशः ।

(४) ईश्वरचन्द्र विद्यासागरः ।

শাপভ্রষ্টো দিব ইব সুরো বিচ্যুতঃ কোঽপি লোকে
যো দীনানাং নয়নসলিলক্লিন্নবক্ত্রং স্ম মার্ষ্টি ।
রাজদ্বারং কিল নিজকৃতে ত্বর্গলাশূন্যমেকো
যস্ত্যাজ জ্বলনসদৃশস্তেজসা সোঽপি নাদ্য । ২০৯ ।

উন্মথ্যাঽব্ধিং তপনতনয়ো বহুনামানমেতং
তাঃ পঞ্চাশৎপরিমিতসমা নিষ্ঠুরঃ ক্রৌর্য্যনিষ্ঠঃ ।
উদ্ধৃত্যোদ্ধৃত্য চ স হতকো হ্যেকশো ন্যায়বেত্তৄন্
রত্নানি স্বং নিলয়মনয়দ্ধন্ত নাদ্যৈকমত্র । ২১০ ।

তর্কাচার্য্যো য ইহ জয়নারায়ণেতি প্রসিদ্ধঃ (১)
স্নেহো যস্যাঽপতদতিতরাং সম্মহে শ্রীমহেশে ।
অধ্যারূঢ়ং চরমপদবীং তর্কপঞ্চাননং যং
কাঽপি স্পর্দ্ধা শ্রুতজলনিধের্নাভজদ্ বিস্মৃতস্য ।২১১।

যঃ সন্দেহানভনগনিভং নব্যনৈয়ায়িকানাং
জিজ্ঞাসূনাং ধরণিধিষণোঽগাধবিদ্যো দয়ার্দ্রঃ ।
চামুণ্ডায়াঃ শতকমতনোদ্ ভৈরবস্তোত্রসূত্রৈ-
স্তাদৃগ্ যঃ স স্মরণতরণির্দীপ্যতে নাঽদ্য কাশ্যাং ।২১২

---

(১) কলিকাতাসংস্কৃতবিদ্যালয়াধ্যাপকঃ জয়নারায়ণ তর্ক-
পঞ্চাননঃ ।

न्यायैर्गोचैः कठिनहृदयदा निर्म्ममे यो नवीनां (१)
काञ्चित् काव्योत्थितवरतनूं कल्पनाया बलेन।
शब्दो यस्य ज्वलति सततं राजपूर्व्वः कुमारो
नेतान्ते नो हरिहरि कविः सेवते सोऽपि निद्रां।।२१३

विद्यारत्नो भुवनपदभाङ्मोहनान्ताभिधानः (२)
प्राधान्यं योऽलभतलसतां सर्व्वनैयायिकानां।
जातः ख्याते भुवनविदिते ह्यन्वये ग्रन्थकर्त्तु-
र्यो गङ्गेशोपरि निजयशश्चन्द्रमुच्चैस्ततान। २१४।

विद्यारत्नः स किमु भुवने वर्त्तते नाद्य नाद्य
प्रायस्ते ते ऽनवधिजलधिं संसृतिं नाम तेरुः।
ये यज्ञाग्नि-प्रतिकृति-समास्ते त्रयो न प्रसन्ना (३)
हाहाहा रामधन(४)इह नो हन्त नो दीनबन्धुः।२१५(५

---

(१) राजकुमार न्यायरत्नः।

(२) नवद्वीपस्य सर्व्वप्रधाननैयायिको महामहोपाध्यायो भुवनमोहन विद्यारत्नः।

(३) एको विल्वपुष्करिणीवासी महामहोपाध्यायः प्रसन्नचन्द्र न्यायरत्नः, द्वितीयो नवद्वीपनिवासी प्रसन्नचन्द्र तर्करत्नः, तृतीयो विक्रमपुरनिवासी प्रसन्नचन्द्र तर्करत्नः।

(४) कुडुल्हियामनिवासी महामहोपाध्यायो रामधन तर्कपञ्चाननः।

(५) कोन्नगरग्रामनिवासी महामहोपाध्यायो दीनबन्धु न्यायरत्नः।

काशीं लब्ध्वैव च सुरसरिन्नीर-संसिक्ततीरे (१)
न्यायाम्भोधेरवधिरहितस्यैव सांयात्रिकोऽत्र ।
बालापत्यां पतिशवचितोत्थानतः सन्निवृत्तां
पत्नीं वल्लीमिव किशलय-प्रेक्षणीयां सुतञ्च । २१६ ।

दृष्ट्वाश्रय क्षितिसुरवरः शम्भुचन्द्रं नरेन्द्रं
काकोनेशं कविकुलरविः केशवादीश्वराख्यः ।
आहूतो ऽहं प्रमथपतिना शम्भुनाऽम्बुप्रभेण
प्राप्तः काशीं न खलु भवता शम्भुना प्राकृतेन । २१७ ।

एतां कान्तां शिशुसुतमिमं प्रापयाशु स्वदेशं
व्याहृत्येति त्रिदशतटिनीवारिमग्नार्द्धकायः ।
अश्रुस्रावि-क्षितिपति मुखं कामिनीं भूलुठन्ती-
मश्रान्त्वाऽपि स्वजनरुदितैर्ज्वालमुच्चैरुदन्तं । २१८ ।

कुर्व्वन्नुर्व्वीं शिशुसुतवधूं शून्यबन्धुं विहाय
स्मेरास्येन्दुः कमिव कनकप्रेक्षयालिङ्गिताङ्गः ।
साक्षाद्देव्या रजतधवलं वीक्ष्य चन्द्रार्द्धचूडं
तस्यैवाऽङ्के विलयमभजत् सोऽपि वात्स्यावतंसः ।२१९।

---

(१) रङ्गपुरेढाकुमारीग्रामनिवासी केशवेश्वर तर्कपञ्चाननः ।

यं द्वाविंशत्यब्दमितवयोबालमुत्सृज्य माता (१)
मानिन्याख्या विमलिनमुखी संस्थितेन प्रियेण ।
प्रोद्दीप्तेश्मश्रुनिभिरविशद्ध्मायमानं चिताग्निं
या कन्येन्द्रेश्वर-बुधवरस्येन्दिरेवेन्दु-मूर्त्तिः । २२० ।

यो धत्ते स्म स्मरहरवधू-चिन्तन-स्मेरवक्त्रो
नाम श्यामो भुवनविदितं मङ्गलं रुद्रपूर्व्वं ।
तत्कालेऽपि क्वचन च बुधो न्यायशास्त्रीयबुद्ध्या
कोऽप्यासीन्नो विपुलवसुधामण्डले यस्य तुल्यः ।२२१।

तीर्त्वालोकं चकितविबुधं यन्महत्तन्महत्त्वाद्
गोलोकञ्च स्थिरमपि दृढं स्वाभिभूतं चकार ।
न्यायालङ्कार इति जगति ख्यातनामाङ्कितो यः
सोऽयं रुद्रो भुवि न च पुनर्ल्लिप्यते स्याऽद्वितीयः ।२२२।

तारातारा इति स निगदंस्तारसारस्वरेण
प्राणान् हित्वा सुरपतिनुतं स्यन्दनं प्रारुरोह ।
मेने लोको वियति चलितं यत्प्रतिध्वानशब्दं
श्रुत्वा स्वर्गं प्रतिगतवतः स्तम्भितस्तस्य वाचं । २२३ ।

---

(१) रङ्गपुरेटाकुमारीग्रामनिवासी सुप्रसिद्धनैयायिको रुद्र-मङ्गल न्यायालङ्कारः ।

रामानन्दः किल कुलपतिर्दुर्गसिंहावतारो (१)
यः कातन्त्रे स्मृतिषु विदितोऽध्यापकः पण्डितानां ।
काश्याचीन्द्रेश्वरवरसुता यस्य पञ्चाननाख्यं
पश्चात्स्वीयं जगति सुषुवे सोऽपि नो विद्यतेऽद्य ।२२४।

आसीद् गङ्गेश्वरबुधवरो यामदम्यप्रभाव- (२)
स्यासन् यस्योऽमितमहसो भीरवो भूमिपालाः ।
योऽयं साक्षाद् भुवनविदितो मूर्त्तिमद् ब्रह्मवर्चा
गङ्गागर्भे खलु निजवपुः सोऽपि हन्तोत् ससर्ज ।२२५।

कालीनाथादपि च हरिनाथात् कवीनां विधातुः
पश्चाज्जातोऽनुज इव कविः कारकः कारिकाणां ।
चक्रे ग्रन्थं कमपि भुवनेष्वाशुबोधं सुबोधः
सोऽप्यास्ते नेश्वरपदमुखीं कान्तसंज्ञां दधानः ।२२६।(३)

यं भर्त्तारं हर इति मतिर्ब्रह्ममय्या विरासीद् (४)
गोविन्देति प्रमुदितमनाः सेवितुं सारदाऽपि ।

---

(१) रङ्गपुरेटाकुमारीनिवासी रामानन्द पञ्चाननः ।

(२) रङ्गपुरेटाकुमारीग्रामनिवासी गङ्गेश्वर भट्टाचार्य्यः ।

(३) रङ्गपुरेटाकुमारीग्रामनिवासी ईश्वरकान्त न्यायपञ्चाननः ।

(४) रङ्गपुरेटाकुमारीग्रामनिवासी हरगोविन्दसिंहान्तवागीशः ।

नानाग्रन्थाः स्मृतिमयपटे ग्रन्थनं प्रापुरस्य
प्रायो यस्याऽवनिषु हरगोविन्दनाम्ना प्रसिद्धिः ।२२७।

ज्ञातारो ये न खलु कृतिनो यस्य मीमांसितानां
ग्रन्थं ते ते धरणिवलये वञ्चिता निश्चयेन ।
नो यस्य व्याकरणघटिता भ्रान्तिरासीत् कदापि
प्राप प्रीते व्रजपति सुते मिश्रणं सोऽपि कृष्ण । २२८ ।

योऽभूत् स्मार्त्तो भुवनविदितः पूजितो भूपतीनां (१)
विद्यारत्नो व्रजपदमुखो वाचको यस्य नाथः ।
वक्ता भक्तो व्रजपतिसुतस्याऽपि गौरेऽनुरक्तः
प्रेषे कालेऽभवदतितरामद्य प्रेते क्व सोऽपि । २२९ ।

धीमानिन्द्रेश्वरसुतवरो विद्यया भूषितोऽभू- (२)
न्नाम्ना ख्यातो भुवि च हरकान्तेति शान्तान्तरात्मा ।
यो जज्वाल ज्वलन-सदृशीमोजसा शुद्धमूर्त्तिं
बिभ्राणो भूपतिगणगुरुर्ब्रह्मदो ब्राह्मणानां । २३० ।

विप्रः क्षिप्रं किल मधुपतां दुर्ग-दुर्गाङ्घ्रिपद्मे
लब्ध्वा मत्तो य इह च बभौ निश्चलत्वं दधानः ।

---

(१) नवद्वीपस्य सर्व्वप्रधानस्मार्त्तो व्रजनाथ विद्यारत्नः ।

(२) रङ्गपुरेटाङ्गनारीनिवासी हरकान्त विद्याभूषणः ।

कान्तारेऽस्मिन् निविड़-विषये लोभनीयेषु नाना-
पुष्पेष्वेषु स्मितयुतमुखेष्वेषु यो नो पपात । २३१ ।

राजप्राप्तो नरपतिशिरो मौलिनत्नाङ्घ्रिपद्मः
पश्चाद्दृष्ट्या परिचित इवैश्वर्य्यमुज्झित्वा लेभे ।
नित्यं देवोत्सवरचनया यः शरण्यो धरण्यां
स्मर्त्तव्यो ऽभूदहह कनकद्योतगौरः स नाऽद्य । २३२ ।

भूमीस्वामी कमलमिति यो वाचकत्वेन शब्दं (१)
ख्यातोऽभूद् भूवलयविदितं नीलपूर्व्वं दधानः ।
स्नातो देव्यां गिरि हरजटाभ्रष्टनद्यां निबन्धं
काव्यश्रीयाः कमपि खलु यो निर्म्ममे निर्म्मलत्वः ।२३३

यस्य ज्येष्ठो जगति तनुजः श्रीगुरुप्राक् प्रसन्न-
त्याख्यां धत्ते धनिगुणनिधिर्धर्म्मबन्धुर्धरण्यां ।
अन्यः श्रीमान् विलसति सुतः श्रीभवानीप्रसन्नः
शास्त्र-क्षीरो-दधिषु धवला मज्जनाद् यस्य बुद्धिः ।२३४

अस्मिन् यो भूवलयमलये चन्दनः सान्द्रगन्धं
दिव्यं दिग्भ्यो ऽक्षिपदतितरां कीर्त्तिजातैर्मरुद्भिः ।

---

(१) रत्नपुरनगराख्यानभूस्वामी नीलकमलवारिक्री विद्यासागरः ।

यो वा वङ्गोत्तरदिशि दिवः पारिजातो विधात्रोत्-
सृष्टो भ्रान्तेन च किमु पुनः कर्त्तितः सोऽपि तेन ।२३५

कोषं कश्चिद् विपुलवपुषं "शब्दकल्पद्रुमा"ख्यं (१)
ख्यातश्चक्रे य इह मतिमान् धर्म्मनिष्ठो गरिष्ठः ।
राधाकान्तो नरपतिवरः शास्त्रचर्च्चानुरक्तो
वृन्दारण्ये हरिहरि वपुः सोऽपि तत्याज भूपः ।२३६।

यः श्वेतानां किल सुरगिरां पण्डितः पण्डिताना- (२)
मार्द्रीभावं द्रविण-निवहान् कर्त्तुकामो ववर्ष ।
यस्माज्जाता विपुलतटिनी यज्ञवारिप्रवाहैः
प्रायो वङ्गेष्वपि च सततं सन्ति सिक्तानि तानि ।२३७।

यो भूदेवो रुचिरवपुषा चेतसस्तेजसश्च
प्राप्योच्चत्वं सचकितमिदं विश्वमुच्चैश्चकार ।
शिक्षाभागोच्चतमपदवीं राजकीयाञ्च लब्ध्वा
स्वं शाल्मल्यं य इह न जहौ हा! जहौ सोऽपि कायं ।२३८

---

(१) कलिकातायोभाबाजाररराजः स्यार् राधाकान्त देवः ।
(२) कुमारहट्टगुप्तिपाड़ानिवासी भूदेव मुखोपाध्यायः ।

आद्यं "वार्त्तावह"मिति जनैः सर्व्वतोऽस्नायि यत्तत्(१)
पत्रं साप्ताहिकमतितरां सत्यसिन्धुर्नरेन्द्रः ।
यः कुण्डीशो नरपति-कविः कालीचन्द्रो वितेने
काशीचन्द्रान्नृपपरिषदः पत्युरेकः कनीयान् । २३९ ।

अग्र्यं काव्यं (२) प्रथममवनौ वङ्गभाषासु योऽसा-
वाविश्चक्रे कुलजपतनज्ञापकं गीयमानः ।
तैर्व्वङ्गीयैः कविभिरनिशं रामनारायणेन
प्राप प्राप्तं स हि चरणयोर्भूपतिर्भूतभर्त्तुः । २४० ।

चक्रे शक्रो भुव इव नृपः शम्भुचन्द्रो नवीनां (३)
रत्नैर्यस्तै र्नवभिरवनौ पर्षदं हर्षदां यः ।
भूगोलोकं स्वपुरमपि यः प्रोद्यदुद्यानधारां
हाराकारामुरसि च दिशो वङ्गतुङ्गोत्तरस्याः । २४१ ।

यः काकीनानरपतिरयं भारतं विक्रमोयं
लक्षश्लोकोद्ग्रथितमभितः कारयामास राजा ।

---

(१) रङ्गपुरकुण्डीभूस्वामी कालीचन्द्र राय चतुर्धुरीणः ।

(२) कुलीनकुलसर्व्वस्वं नाम रूपकं ।

(३) रङ्गपुरकाकिनापतिः शम्भुचन्द्र राय चतुर्धुरीणः ।

वात्स्यादद्रेः समुदितममुं श्रीश्वरं (१) गीर्षिषेव्यं
श्यामाप्रेमार्णवमभिनवं कालिदासं द्वितीयं । २४२ ।

श्रेष्ठान् वैयाकरणकृतिनोऽन्विष्य शिष्यैः समेता-
नानीय स्वे सदनसदसि स्मेरवक्त्रश्चकार ।
कोषं कञ्चिद् विपुलमखिलैः पण्डितैरेवतैस्तै-
स्त्याद्यन्तानां य इह मतिमान् वाचकानां क्रियाणां।२४३

पारस्यानामपि नरपतिः संस्कृतानाञ्च वाचां
योऽभूत् प्राज्ञो भुवि किल तथास्तोकमिंलण्डजानां ।
संवादानां जनपदभुवां चारुसाप्ताहिकं य-
स्तेने पत्रं किमपि भुवने "दिक्प्रकाशं" प्रकाश्यं ।२४४

मुद्रायन्त्रं निजनिवसतौ स्थापयामास योऽसा·
वायुर्व्वेदौषध-वितरणागारमेकश्चकार ।
इंलण्डानां प्रचलितवतां भाषितानान्तथोच्चै-
र्व्विद्यागारं गुरुगुणधरस्तच्चिकित्सालयञ्च । २४५ ।

स्थापत्यानां चरमपदवीमुज्ज्वलं ताजसौधं
धौतं काव्यैरिव कवितया वर्णयामास तूर्णं ।

---

(१) श्रीश्वर विद्यालङ्कारं ।

नानाकाव्यानि च कविगणैर्निर्ममे काम्यंठो यः
सोऽपि प्रापेश्वरपदतले मुक्तिमुक्तोऽत्र काश्यां । २४६ ।

गोविन्देत्याख्यमिति कृती मोहनान्तं दधानः (१)
कायस्थोऽपि सुतचरणिकां सारदां यः सिषेवे ।
भान्ति ग्रन्था भुवि सुवहवो वङ्गभाषासु यस्य
श्रीकान्ताङ्घ्रौ निलयमगमत् सोऽपि विद्याविनोदः ।२४७

कृष्णेत्याख्यां धनपदपरां घोषसूनुर्व्विरेजे (२)
यो विख्यातः स्मितयुत-वचो यो युवाचोज्ज्वल-श्रीः ।
श्यामो वामो वयसि च युवा राज-विद्यासु विद्वान्
सर्व्वैर्व्वैद्यो विलसित-वपुर्व्वैद्यराजोऽनवद्यः । २४८ ।

घोरावर्त्तं विपुल-जलधिं फेणिलं वीचिजालै-
स्तुङ्गैर्भङ्गैर्हिमगिरिनिभैर्भीषणं भीमनादं ।
इंलण्डाख्यं जनपदमतो यो ययौ केशवेन (३)
प्रोत्तीर्य्यार्य्यार्ण्णवमपि जवात् पोतमारुह्य विभ्रत् ।२४९

---

(१) कासिमाराज-प्रधानमन्त्री गोविन्दमोहन राय विद्याविनोदः ।
(२) सिविलसार्जन् के, डि घोषमहाशयस्य किञ्चित् खिद्यते कविः ।
(३) ब्राह्माचार्य्य केशवचन्द्र सेनेन ।

स्थित्वा तत्र प्रणिहितमना: स्वास्थ्यविज्ञानसूत्रै-
र्थै: शिक्षित्वा मिलजात-मह्वातर्कविद्यां विदित्वा।
प्रत्यावृत्योत्तरदिशि ययौ वङ्गभूमेर्नियुक्त:
स्वास्थ्योन्नत्या दिशमपचितां तां च चक्रे जनानां।२५०।

इंलण्डानामिव कचचयारेजिरे च्छिन्नशीर्षा-
स्तादृक् सज्जामपि बुभुजिरे स्तोकशुक्लेश्च केचित्।
तत्रत्यानामिव शुभगिरस्तासमुच्चैर्दिदीपे
चेलानाश्चाऽभवदपि पुनर्यस्य तादृग् विलास:।२५१।

य: प्रासादोपरि नरपते: सेव्यमानो मरुद्भि:
पश्चोद्भूतै: सदसि च कदाप्युद्गतश्रीर्व्विरेजे।
दीनानां वाप्युटजभवने रोगिणामार्त्तनादं
तद्बन्धूनां नयनसलिलं वारयन् सन्दिदीपे। २५२।

अर्थाभावान्न खलु भविता सच्चिकित्सेति चिन्ता
नासीत् केषामपि जनपदे तत्र यस्मिन् नृदेवे।
य: स्वैरं स्वैरपि बहुविधं क्रीतमिष्टं सुपथ्यं
यच्छन् धन्यो धरणिवलये निर्धनेभ्यो बभूव। २५३।

इंलण्डानां परिषदिगत: पूजितो यो जनानां
विश्वस्तोऽभूत् सकलविषये मन्त्रिवन्मन्त्रणाद:।

श्वेतद्वीपोद्भववरवधूमण्डले मण्डिताङ्गः
कृष्णः साक्षादिव भुवि बभौ योऽपि गोपीसहस्रे ।२५४।

योऽध्यारूढो रथवरमनेनैकमुद्यत्प्रभावो
वल्गाहस्तस्थिरसहचरेणाऽर्ज्जुनेनेव कृष्णः ।
ख्यातां गीतामिव मिलझतां तर्कविद्यां जगादाऽ-
स्यास्ये स्मेरे नयनकमले चारुणी द्वे निधाय । २५५ ।

पन्थानस्ते बृहदवयवाः प्रान्तरं तत् सरस्यः
सेतूनां वोपरि च सरितां श्रेणयः पादपानां ।
उद्यानानि स्फुटतरयशो रङ्गपुर्य्यां नगर्य्यां
गायन्त्युच्चैरपि जनपदे खुलनायाश्च यस्य । २५६ ।

क्लेदक्लिन्नं मलिनसलिलं खातबद्धं प्रभूतं
दूरीकर्त्तुं कृतकसरितं रङ्गपुर्य्यां चकर्त्त ।
योऽप्यस्वास्थ्यं हरिरिव ततः कालियं विप्रचक्रे
छायाचित्रं हृदयफलकेऽद्यापि यस्याऽस्ति नृणां ।२५७।

माता काश्यां किल पतिरता वैद्यनाथे च पत्नी
द्वाविंलण्डाख्यभुवि सुतौ कुत्रचित् सूनुरन्यः ।
दूरे कन्याऽपि च सहजगुर्यावदन्यत्र तस्थु-
स्तावत् प्राणानहह ! खुलनाभूमिखण्डे जहौ सः ।२५८।

ध्यायन्ती संस्थितपतिपदं वाल्यमारभ्य नैवो-(१)
न्मील्य स्वीयं नयनमपि याऽपश्यदन्यापि किञ्चित्।
पातिव्रत्यं किमिव तदहो दर्शयन्त्या चरन्ती
सर्व्वांल्लोकान् जगति जननी विस्मितान् या चकार।२५८

हेम्नां दानैर्व्वसुवितरणैरन्नदानैरजस्रं
चेलोत्सर्गैर्ज्जलघटघटाप्रार्पणैर्गोविसर्गैः।
चक्रे स्वीयं सफलमिव या नाम काशीश्वरी सा
हित्वा पुत्रानिव नृपवधूर्हन्त नोऽत्र प्रतस्थे। २६०।

अग्रे जग्मुः पथि निजयशःपुष्पमालाविकीर्य्य
स्वीयात्यैते विमलचरितास्तेऽग्रगामित्वमित्यं।
विद्यन्ते ये भुवि परिमितास्तेऽपि यद्वे लभेरन्
सर्व्वे स्वामिन्ननुपदमिमे तेऽनुयायित्वमेवं। २६१।

स्थायं स्थायं गिरिनदनदीसिन्धुभिः प्राग्धरोरः-
कम्पो (२) जातो हृदतितरां स्मर्य्यते यच्चिराय।

---

(१) फतेपुराख्य भूखण्डस्य भूस्वामिनीं काशीश्वरीमुद्दिश्य उच्यते।

(२) "अङ्गे दक्षिणभागे तु शस्तं विस्फुरणं भवेत्। अप्रशस्तं तथा वामे पृष्ठस्य हृदयस्य च।" इति शाकुनिकाः पठन्ति।

अन्तर्द्धानं तव किमु फलं दृश्यतेऽस्यैव तस्याः
सर्व्वेषां नो भुवि निवसतां साध्वसं यस्तताम । २६२ ।

अन्यासां वा सदसि क्षतिनां काश्यतीनां कथास्ते
यो भूकम्पोऽगमयदवनेर्नाकलोकं तमेकं ।
दिष्योदीच्याः पतिरिव महाराजगोविन्दलालो (१)
योऽभूद् यस्याऽपि च धनदतां विस्मिता वीक्ष्य सर्व्वे ।२६३

शुभ्रं गौरी-गुरु-गिरि-शिरो गाढ़भूतैस्तुषारै-
रप्यत्यन्तं निज-सित-यशो-धारया यो धरेन्द्रः ।
चक्रे शुभ्रं शशधरसुखीनामजस्रं सहस्रै-
रुद्दीयन्ते हिमवति नगे कीर्त्तयो यस्य शुभ्रैः । २६४ ।

यो ह्युद्यानं निजनिवसतेरुत्तरस्यामदूरे
चक्रे नानाकुसुमतरुभिः स्थावरैश्चारुपत्रैः ।
अन्यत्राऽपि स्मित-कुसुमितैर्जङ्गमैः पादपैस्तै-
र्व्वालव्रातैरुपवनगणानुच्चविद्यालयांश्च । २६५ ।

---

(१) रङ्गपुरनगरवासिनं महाराजं स्वर्लोकगतं गोविन्दलाल-
सुहिरस्य गृह्यते ।

धाराढ्या धनपतिसमो यो धनानामजस्रं
हर्म्यं शर्म्मप्रदमतितरामुच्चशीर्षं चकार ।
हेम्नोत्कीर्णैः शतदलशतैर्ग्राममालोकजालै-
र्य्यद्गर्भस्थं सुहृदभितः प्राङ्गणं प्रान्तराभं । २६६ ।

यः प्रासादो विपुलविततैर्द्वारचक्षुःसहस्रै-
रुन्मुक्तैस्तैर्व्विमलकिरणैर्द्दर्शकान् मोहयद्भिः ।
तैरैश्वर्य्यैर्गजपतिगणैरुह्यमानैर्व्विमानैः
स्वस्मिंस्तादृग् भुवि च भवनेन्द्रत्वमुच्चैस्ततान । २६७ ।

योऽयं राजा ब्रिटिश-नृपतेराजधान्यास्च धन्यः
पल्लीं मल्लीसमसितरुचामेवमिंलण्डजानां ।
एकं सौधं जलधरदलस्पर्शि तत्कार्य्यदर्शी
कुर्व्वाणोऽपि स्वतनुमधुना नापि कुत्राऽपि पाति ।२६८।

योऽयं राजा निजभुजबलैरुन्नतीनान्ततीना-
मुत्तीर्य्याऽल्पे वयसि विनयी दीर्घसोपानधाराः ।
तूर्णं शेषं पदमधिगतस्तत्र विश्रामलेशो
नास्तीत्यन्ते नवघनतनोः श्रीपतेरुज्जगाम । २६९ ।

योऽयं राजा रजतघटिते चारुशय्यातले प्राङ्-
मुक्ताहारे हिमल-धवलोद्भासि सौधे कदाऽपि ।

पश्चोद्भूते भवति जलधौ नो निदद्रौ शयान:
सोऽयं भूमौ-चरमशयनोऽचेतनो निद्रयाऽद्य । २७० ।

नाऽयं कान्तां भुवि निपतितां धूलिकाधूसराङ्गी-
मश्रुक्लिन्नाननसरसिजं बालगोपाललालं ।
तादृक् कन्यां नयनज-जलै: प्लाविताङ्गीच्च हन्त !
द्रष्टुं नार्हों धरणिशयनो निद्रयाऽभून्महत्या । २७१ ।

उत्सृज्याऽस्यां भुवि भववपूरामसत्त्वानुभावां
देवीं साक्षादिव दशभुजां श्रीशरत्सुन्दरीन्तां ।
दीप्तो राजोचितसुमुकुटो भोगतृप्तो द्वितीयां
शान्त:कान्तां सरसिजमुखीं हन्त ! सोऽन्तर्हितोऽभूत् ।२७२

भूमिर्भग्नाऽनवरत-महाकम्पनात् सौधमाला
भग्नाभग्नं निजवपुरपि श्रीनिषेव्यं विलोक्य ।
नो यत्रास्ते सुरहरपदे भूमि-सम्पर्कलेश-
स्तत्रोत्थाय श्रमपरिचित: किं विशश्राम भूप: । २७३ ।

प्राय: सौधो भुवि निपतितो भूमिकम्पस्य वेगै-
र्यस्यांशस्योपरि नरपतिर्दक्षिणामोहनोऽस्थात् । (१)

(१) टेपाभूस्वामिनं हरिचरणमोहनमत्तक्षिप्त गृह्यते ।

नो तत्पातोऽभवदपि महाशक्तिभक्तिप्रभावाद्
गन्तुं शक्तः स्थविर इव यः पादमेकं न चासीत् । २७४ ।

योऽर्थी ह्यर्थोवितरणविधौ मुक्तहस्तः सदासी-
न्नित्यं मन्त्रप्रजपनकृती मालिकाबद्धपाणिः ।
दुर्गापादाम्बुरुहरसिकस्तत्पदध्यानमग्नः
सोऽस्यां काश्यां वपुरपि निजं पातयामास पाता ।२७५।

या निस्तारिण्यमितकरुणाख्यातनाम्नी महिम्ना (१)
धाम्ना स्वेन स्मरहरवधूमूर्त्तिकेवाविरासीत् ।
साक्षाल्लक्ष्मीमिव भुवि विराजादिमोहिन्युपाधीं
कान्तां सूनोः सुतमपि जहौ स्वेन देहेन साऽपि । २७६।

श्यामासुन्दर्य्यजयदभितःशौर्य्यवीर्य्यैरधैर्य्यं (२)
कामं क्रोधं प्रबलमसुरं दीप्रशुम्भं निशुम्भं ।
दम्भं दम्भोत्थतिशयदृढं तच्च धूम्राक्षमुग्रं
साऽन्तर्ध्यानं स्मरहरभुवो ह्या दधौ ध्येयमूर्त्तिः । २७७ ।

---

(१) राधावल्लभनिवासिनो भूम्यधिकारिणः श्रीमद्दक्षदाप्रसाद सेनस्य मातरस्तुल्लिख्य गुच्यते ।

(२) विमिलाराजस्य श्रीमतो जानकीबल्लभ सेनस्य मातरस्तुल्लिख्य गुच्यते ।

देवी लक्ष्मीः शतदलमुखी भारतेष्वाविरासीत् (१)
सर्व्वत्रैवाऽपतदतितरां यद्दयावृष्टिधारा ।
यस्या भान्ति स्फुटमिव सदा कीर्त्तयो मूर्त्तिमत्यः
शापेनाऽम्भोनिधिमधिययौ कस्य दुर्व्वाससः सा ।२७८।

शा श्रीः साक्षाद् भुवनविदिता भारतानां रमाऽभूत्
सर्व्वैर्लोकैः स्तुतचरणिका या सरस्वत्युदारा ।
तामात्मीयां कथयितुमहो नाद्य शक्ता भवामः
सा हन्ताऽस्मान् परिहृतवती भिन्नभावं जगाम ।२७९।

सौधश्रेण्यो विलयमगमन्नेकतो भूमिकम्पा-
दन्यत्राऽप्यर्हति दिशि महामर्थ्यजस्रं नृलोकान् ।
पातुं शक्ता न च निजवपुः श्वापदानां मुखेभ्यो
दुर्भिक्षार्त्तास्त्वपरदिशि ते शेरतेऽप्यस्थिशेषाः । २८० ।

हन्ताऽन्यस्यां दिशि च सलिलप्लावनात् केऽपि देशा
हस्त्यश्वप्रभृतिपशुभिर्मानुषैरालयैश्च ।
शून्याः शून्या विटपिभिरपि प्राक् च पश्चाच्च जातं
सर्व्वं स्वामिन् व्यसनमभितस्ते गतैरेवमेव । २८१ ।

(१) मयमनसिंहमुक्तागाछानिवासिनो महाराजस्य श्रीमतः सूर्यकान्तस्याचार्य्यस्य मातरमुद्दिश्य युज्यते ।

नेतव्यं नो किमपि भगवन् कृच्छमयं क्वाऽपि काश्या-
स्तत् स्यात् सर्व्वं किल पशुपतेः काशिकास्पर्शनेन।
वाराणस्यां निजवपुरतः पार्थिवं पातयित्वाऽ-
गच्छः स्वच्छं किमु कमपितं लोकमेकं दुरापं।२८२।

आसीत् काशीकनकघटिता-नन्दकान्तार एषा
शान्तिस्तापा-नल-विकलतां बिभ्रतां सर्व्वतोऽभूत्।
अद्यानन्दस्य च न कणिका शान्तिलेशोऽपि नाऽद्य
त्वां नीत्वाऽन्तं ज्वलति सुमहद् घोरमेषा श्मसानं।२८३।

प्राक् कालाग्ने स्त्रिभुवनभुवां सत्त्व-संहारिणोऽस्मिन्
विद्युन्माला-जड़ित-वपुषो धुर्ज्जटेरुग्रमूर्त्तेः।
याताः सर्व्वे विलय-पदवीं शङ्करा-चार्य्यमुख्या
धिङ् नो भाग्यं त्वमपि च तथा गच्छसि स्म श्मसाने।२८४।

कामं वामं युवति-नयन-भ्रूलता-चाप-हस्तं
मत्तं दृष्ट्वा सुष्टत-वपुषं यद्भवान् सन्ददाह।
भद्रं तन्नः कृतमिति कथं ज्ञान-मूर्त्तिं विशुद्धा-
नन्दं दग्ध्वा नयनदहनैः किं कृतं वामदेव।२८५।

अस्मान् दातुं किमपि कलये पाण्डु-वंशा-वतंसं
तं सम्राजं खलु सहगुरुं विष्णुरातं ह्यहार्षीः।

ताद्दक् किं नो गुरुमपि हरन् साम्प्रतं तैरुपायै-
रास्माधीनान् कलि-नरपतेरुग्र-मूर्त्ते ! चकर्थ । २८६ ।

सर्व्वा-नन्दो भुवि विजड़ितो दुःखभारैर्जनाना-
मानन्दः सोऽपि च मलिनतां पङ्क-सङ्गाद्दधाति ।
आसीदेकः किल जनिमतां सम्मतो यो विशुद्धा-
नन्दः सान्द्रः ससमपहृतो निष्ठुरेणाऽद्य धात्रा ।२८७।

दिव्याऽहल्या-प्रतिकृति-युतो छत्र-सत्रस्य तस्याः
प्रासादोऽयं बुध-गुरु-मठं स्वोरसि भ्राजमानं ।
धत्तेरक्षा-कवचमिव यं रौप्य-पात्रा-वगूढं
हा ! तद्दैवा-पहृत-कवचं भाजनं शून्यमद्य । २८८ ।

भो भो काशी-गमन-विधये चेष्टितं दृश्यते वो
नाऽस्यां विश्वेश्वर इह तथा नापि-तज्-स्नान-वापी ।
नो जानीमः किमिव दुरितं सर्व्वथाऽनुष्ठितं यत्
सोऽन्तर्धत्ते खलु निजभुवः साऽपि शुष्कत्वमेति ।२८९।

यस्मादुत्सा-दुपल-घटिताऽपूर्य्यत स्नान-वापी
सोऽद्यावद्धः सुदृढ़दृषदा केनचिन्निष्ठुरेण ।
वाराणस्यां यदि जिगमिषा गच्छत भ्रातरोऽस्यां
तस्यै प्राग् यत् सुफलममृतं तत्तु नो लभ्यतेऽद्य ।२९०।

आरांजेवो जवन-नृपतिस्तस्य धर्म्मालयस्य
ग्रावा्ं ग्रामैर्द्दृढ़तरममुं विश्वनाथं ववन्ध ।
नत्वावद्धः स हि पशुपतिर्य्यस्य देवस्य माया-
जालैर्व्वद्धं नियतमखिलं विश्वमेतद् विधात्रा । २८१ ।

सोऽयन्नोऽभूद्धरिरिव पुनर्व्विश्वनाथोऽन्यतस्तू-
द्भ्रान्तः काला-श्रय-जवनतो भीषणाद्वीवरैषः ।
कस्याञ्चित् किं निभृतमसताऽ ज्ञायमानोगुहायां
गूढ़ाङ्गः सन् निवसति नृणां सन्निधानात् पलाय्य ।२८२।

जह्नुं कश्चिज्जलधिमवनेरन्तरा द्वारकाव-
न्निष्कूलघ्नाऽमृत-रसमयं दुर्गमं देहवह्निः ।
मार्गैर्व्वद्धां विशद-नगरीं किञ्चनिर्म्माय काञ्चित्
तस्यां देवो निवसति गुरुर्म्मूर्त्त-विश्वेश्वरोऽद्य । २८३ ।

इति तर्करत्नोपाधिक श्रीयादवेश्वरशर्म्म विरचितमश्रु-
विसर्ज्जनं नाम काव्यं समाप्तं ।

ग्रन्थकर्त्तुर्व्वंशकीर्त्तनम् ।

शिशुरपि नन्द-कुमारो ऽगाधां गाङ्गस्य मा चपलयत्तुनाम् ।
इहनिवसति शिशुमारो महितो श्रीवर्हरिर्जयति ॥ १ ॥

उदियाय रामकृष्ण चन्द्रोपाख्यान्वयोदधेरत्नः ।
यस्यास्तमितस्यापि वेद्यं विद्योतयन्ति कौमुद्यः ॥ २ ॥

अधिकरण-कौमुदी-कृति रालोकयति किल जैमिनेर्यस्य ।
मार्गस्फुटजस्य तस्य तर्कलताकुलतमन्धतमम् ॥ ३ ॥

भट्टाचार्य्य उदीच्यः ख्यातिर्यस्य विदिता जगति सकलैः ।
निवसतिरिटाकुमारी ग्रामो ग्रामस्य मङ्गलाय ॥ ४ ॥

यो वंशेऽस्मिन् जातो दिल्लीश्वर-विनिर्मित-पद-भूषस्य ।
श्रीमग्रामीणस्य नृपपतिसदस्यस्य कालिदासस्य ॥ ५ ॥

कं सुखमपि किल सलिलं ब्रह्मा शिर इति निगद्यते कृतिभिः ।
तेनैतेषामाद्यः कापो जातस्ततः स भुवि ॥ ६ ॥

तस्य च तनया आसंश्चत्वारो ब्रह्मण इव भुवि वेदाः ।
ज्येष्ठो वक्रेश्वर इति कथितो रत्नेश्वरोऽप्यजनि ॥ ७ ॥

यः श्यामसुन्दरोऽभूत् स तृतीयो हि भुवनेश्वरोऽनुजस्तु ।
तेभ्यो जातैः पुत्रै रिटाकुमारी सुसंकुला सासीत् ॥ ८ ॥

याऽध्युषिता किल कृतिभि स्तैस्तैरीश्वरपदान्तनामोक्तैः ।
तैस्तैः पौत्रैर्लिङ्गै र्भाति हि वाराणसीव चिरम् ॥ ९ ॥

हिमगिरिविनिर्गता किल विलसति चलिता च दक्षिण दिशं सा ।
आहत्य यद्दलमपि विद्योत्तरवाहिनी गङ्गा ॥ १० ॥

काशीश्वरी-कर-कमल- मुक्ता-न्नै-र्हृष्ट-पुष्टजनपुष्टा ।
विद्यार्थि-कुलोच्चारित हरहरशब्दमुखरा यासीत् ॥ ११ ॥

द्विवलकलिकूलखविहग- कुलझङ्कारैर्निशानुमितशेषा ।
मङ्गलनिर्मञ्छनजनि वीणावेणुध्वनिभिरिव हि यस्याम् ॥१२॥

छात्रकुलाध्ययन-जनित कलकलशब्दा च याऽभवदवनितः ।
प्रतिदिनमत्र प्रात र्यत्रासन् स्नानदानानि ॥ १३ ॥

सुखमासते स्म कृतिनो राजारायन्नृपपालितायां ते ।
रङ्गपुराभिधजनपद-पादो यस्याधिकृत आसीत् ॥ १४ ॥ (१)

---

(१) "आसीन्नन्दिकुलेन्दुरुज्ज्वलतरोऽम्बष्ठो नृपोऽजुम्बर-
स्तत्सूनोर्मधुसूदनस्य सुतनुः पुत्रो बभौ बुद्धिमान् ।
विख्यातोऽत्र हरप्रसाद इति यो गङ्गाप्रसादस्तत-
श्चण्डांशुद्युतिमो बभूव तनुजश्चण्डीप्रसादस्ततः ॥
यश्चण्डीचरणाभिधः स तु सुतस्तस्यैव तस्यात्मज-
श्चण्डीदास इति प्रथां दधदतो जातो रमावल्लभः ।
तत्पुत्रस्य नरेश्वरस्य च रमानाथस्य भूतः सुतः
श्रीकृष्णः खलु तस्य नन्दनवरो नन्दी जगज्जीवनः ॥

अम्बष्ठ-तिलककल्पपते र्यस्य प्राभूत् फतेपुरं विषयः।
जुम्मरमल्लान्वयजः सामन्तो यो हि यवन सम्राजः ॥ १५ ॥

रुद्रेश्वरस्य तनयो जीवेश्वर नामधेय इह जातः।
तस्य सुतौ कृतिनौ द्वा वमरेश्वरकजगदीश्वरौ सुकवी ॥ १६ ॥

अमरेश्वरस्य तनयः स च क्षितीश्वर इति कथितः प्रथमः।
पूर्णेश्वरो द्वितीयो यस्य च तनुजास्त्रयो जाताः ॥ १७ ॥

प्रथमो लक्ष्मीश्वरकः रूपेश्वरोऽस्य द्वितीय इह सुमतिः।
लेखे गीते चित्रे कुशलो वाणीश्वरोऽप्यन्यः ॥ १८ ॥

तनुजाः क्षितीश्वरस्य पञ्चसुरा इव शराश्च पञ्चेव।
आद्योभूद्दुर्गेश्वरो गौरीश्वर इति निगदितनामाऽपि ॥ १९ ॥

कृपेश्वर इति कथित स्तारिण्यादीश्वरोऽपि गदितोऽन्यः।
ते चत्वारो धरण्यौ सन्ति न नाकन्तु गतवन्तः ॥ २० ।

श्रीश्वरनामा सुमनाः सर्व्वकनिष्ठो महाकविर्भाति।
विद्यालङ्कार-पदभाग् विद्योतत इह हि काशिमायां यः । २१ ।

तस्मादाविरभूदभूतवपुषा दाक्षिण्यजेनेव यः
प्रायो यस्य कराञ्जितार्पणजलैर्दीर्घाधिकारार्वनिः।
येनात्र प्रतिपादिता न वसुधा यस्तेभ्यो न द्विजो
राजाराय इति क्षितौ नरपतिः ख्यातः स्तुतो राजभिः ॥
इत्यम्बष्ठकुलार्णवः।

तनयो मधुरो यस्य ललितः काव्यस्य कालिदासस्य ।
विक्रमभारतमाद्य माद्यायतकस्य साम्प्रतिकस्य । २२ ।

कौमारं काव्यं किल चम्पूचम्पकविरचितमालेव ।
अपि विजयिष्णूत्साहं हेमोद्वाहादिकानि भुवि । २३ ।

पुंस्कोकिलस्य कविता भङ्कृतिमाकर्ण्य यस्य कवयोऽस्य ।
मूका जाता हि पिकाः सश्रीः स श्रीश्वरो जयति । २४ ।

यस्य च हृदयासीना श्यामा नित्यं मनोरमा भाति ।
गणपतिकुमारसदृशौ कुमारकौ च सुकुमारवपुषौ द्वौ । २५ ।

आद्यो गोपालेश्वरः स कोकिलेश्वर इति गदितोऽप्यपरः ।
लेभे ह्युपाधिमेमे काव्योपाधिकपरीक्षितोऽल्पवयाः । २६ ।

गोपालेश्वरकविता स्तुतिसुखजनिकेन्दुखण्डकणिकेव ।
कोकिलकविता धत्ते भारविकवितार्थगौरवं ग्राह्ये । २७ ।

ब्रह्मेश्वर इति कथितः कोकिलतनुजश्चकास्ति सुकुलेन्दुः ।
ब्रह्म ब्रह्म सुघोषै राशीर्भिर्दीर्घजीवी सन् । २८ ।

जातो द्वितीयपुत्रो ध्यानेश्वर इति पितामहाख्यातः ।
भूयात् सोऽपि स्निग्धो दीर्घायुष्कश्चिरं विद्वान् । २९ ।

जगदीश्वरबुधसूनु र्नाम्ना भवनेश्वरः स भव्यांशुः ।
तस्य च दत्तकपुत्रो वाणीश्वर इति सन्निर्दिष्टः । ३० ।

मूर्त्तं साक्षाद् गिरिश मुपास्य यं जाह्नवीधृतदेहा ।
उद्धरति सा च योऽस्यां तारकमन्त्रं दिशन् श्रोत्रे । ३१ ।

अथ तारकेश्वर इति कथितो यो जानकीश्वरोऽप्यपरः ।
नप्तारौ तु विभातौ द्वौ सुर-दयया सुतावन्यौ । ३२ ।

श्रीभारतीश्वर इति नाम्ना कामेश्वर इति कथितोऽन्यः ।
दीर्घायुष्कौ भवता भवतां दयया दिवौकसामवश्यौ । ३३ ।

भुवनेश्वरस्य तनुजः ख्यातो देवेश्वरो गुरुः कृतिनां ।
रङ्गपुरेषु च यस्याऽद्यापि प्रचलति मतं कृतिषु । ३४ ।

विससर्ज्ज चरचालुठितां प्रतिपक्षामपि च कालिना-पतिना ।
यास्यप्रत्यूहतनुं श्रियमितिमत्वा महामहिमा । ३५ ।

तस्य सुतास्त्रय आसन् प्रथमो लोकेश्वर इति भुवि विदितः ।
अनुजो नरेश्वर इति ख्यातो गङ्गेश्वरस्तृतीयोऽपि । ३६ ।

तनयः सुरेश्वर इति जनितो लोकेश्वरेण नयनीतः ।
गङ्गेश्वरस्य तनुजा मनुजेषु विदिततया ह्यासन् । ३७ ।

प्रथमो रमेश्वरोऽभूत् सुभूतिकमलेश्वरोऽपि तनुजोऽस्य ।
परमेश्वरश्च कनक चार इव शिवनयनदहनपरिभक्तः । ३८ ।

प्रथमो यज्ञेश्वर इति-नाम्ना योगीश्वरश्च तनयौ द्वौ ।
तस्य रमेश्वर-विदुषो विद्यत इह न तु तयोरेकः । ३९ ।

कमलेश्वरस्य तनय आद्यस्तु शिवेश्वरो न भुवि वालः ।
वैकुण्ठेश्वर इति चिर विलसति विदितो द्विजाशीर्भिः । ४० ।

तस्य च मृदुलो बालो गोलोकेश्वर इति कथित स्तनुजः ।
ब्रह्माशीर्भिश्चितरां दीर्घायुष्कः सदा स भुवि भूयात् । ४१ ।

स श्यामसुन्दरतनयः प्राणेश्वर इति भुवि गदितोऽभूद् यः ।
रत्नाकरस्तनुजस्तस्य च तस्यापि भुवि बहवः । ४२ ।

यो रामकान्त इति भुवि विदितः कृतिभिः शिरोमणीभूतः ।
नैयायिकगुम्फितपङ्क्तो ज्येष्ठः श्रेष्ठः स खलु विदुषां । ४३ ।

रासेश्वर इति नाम्ना तस्य सुतोऽभूद्धनेश्वरकनेयः ।
अन्तेवासी वयसा लघुरपि गुरुरेव निजगुरुणा । ४४ ।

ईश्वरकान्तोऽप्यपरो बभूव कृतिराशुबोध इति यस्य ।
यस्य च निपीय कवितां मधुरां मदिरां जगन्मुह्यति । ४५ ।

अपरस्तु गौरकान्तः पुरुषवरश्चन्द्रकान्तनामाग्र्यः ।
अपि सूर्य्यकान्तसंज्ञो धाराविश्रान्तिरिह हन्त । ४६ ।

येनोणादेर्वृत्ति र्विरचितपूर्व्वा विदितगुणा पूर्व्वैः ।
राजादेरपि वृत्ति रजनि स रत्नेश्वरो रसवित् । ४७ ।

रत्नेश्वरस्य तनया चत्वारो जलधय इव भान्ति स्म ।
प्रथमसुतः काशीश्वरः शिवेश्वर इति द्वितीयपुत्रोऽभूत् ॥ ४८ ॥

कृष्णेश्वरस्तृतीयः सर्व्वेश्वर इति चतुर्थसुत एषाम् ।
काशीश्वरतनयोऽभू दिन्द्रेश्वरनाम यस्य बुध विदितम् ॥ ४९ ॥

यस्मै शास्त्राम्बुधयो निर्व्वरत्ननिवहं किमुपजह्रुः ।
तनयो धनेश्वरोऽस्य महामतिः शक्तिवाद कृतिरस्य ॥ ५० ॥

यस्याऽल्पेऽपि च वयसि विशिष्टिये प्रतिभया विश्वम् ।
दैवज्ञलैरिव शिक्षा नध्यापिपदपठितमपि शास्त्रं यः ॥ ५१ ॥

अन्यो जनेश्वरोऽस्य दत्तो हाराधनोऽपि नीतोऽभूत् ।
जगतीं परिहृतवन्तो गतवन्त श्च त्रयो नाकम् ॥ ५२ ॥

निर्गत्य हरगिरितो जनयामासुर्जलधिमिह हि नद्यः ।
इन्द्रेश्वरतो दुहितरौ जनयामासतुरिमावब्धी ॥ ५३ ॥

एको रामानन्दो नाम्ना खलु रुद्रमङ्गल इति परः ।
कल्याणी प्रथमस्य मानिन्यपरस्य माताभूत् ॥ ५४ ॥

कान्तवपुर्हरकान्त इन्द्रेश्वर-कृति-सुतः कनिष्ठोऽभूत् ।
क्षीराम्बुधयो येन यशसा रचिता महान्तोऽत्र ॥ ५५ ॥

हरिरिव यः पुनरेषु क्षीराब्धिषु निजजनैरिवाराध्यः ।
लक्ष्मीवाणीपाणि सेवित इव किल सुनिद्राति ॥ ५६ ॥

सोमासुन्दर्यभितो रमेव रत्नाकराद् गुरोर्यस्मात् ।
उत्थायाप तमिन्द्रनारायणमिह पतिं विष्णुम् ॥ ५७ ॥

तत्तनयो राजेन्द्र नारायणविबुधभेन्दुरुदियाय ।
पूर्व्वं वियदपहाय पश्चिममधुमोज्ज्वलङ्करोति च यः ॥ ५८ ॥

आद्यो हरकान्त-सुतो दुर्गाकान्तः सुधाकरासीद् यः ।
कालीकान्तोऽप्यपरोऽ- प्यवध्वनामा तृतीयोऽभूत् ॥ ५९ ॥

यः खलु वयसितु बालो वृद्धो दक्षो युवाकृतावासीत् ।
दत्तकपुत्त्रश्चतुरो मधुरवपुर्माधवेश्वरकः ॥ ६० ॥

हरकान्तस्य सुतानां सोऽपि च नो माधवेश्वरः सूनुः ।
तस्य च दलिमपुत्रो विलसति रजनीश्वरो भरणौ ॥ ६१ ॥

धरणीश्वर इति तनय स्तस्य च तरणीश्वरो द्वितीयोऽस्ति ।
अन्योऽप्यस्ति च तद्नुज स्ते वर्द्धन्तां शिवाशीर्भिः ॥ ६२ ॥

जननीचरणाम्बुजयुग-दासस्यासीत् शिवेश्वरस्य सुतः ।
विश्वेश्वर इति नाम्ना गमधाम्ना योऽप्यलोकगतिः ॥ ६३ ॥

तस्यच तनया आसन् गौरीनाथस्तु मध्यमस्तेषां ।
यस्य सुतो भवनाथो राधानाथस्य सलोयं ॥ ६४ ॥

अपि बद्रनाथ इति सुत आगमवागीशकस्य तस्य भुवि ।
तेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः सतिहरिनाथो महाकविर्भुवने ॥ ६५ ॥

रसनारङ्गभुवि कवे र्नृत्यद्वाणीपदयुगमञ्जीरात् ।
शिञ्जितमिव मञ्जुकवितां निपीय यस्य च जगन्मुह्यति ॥ ६६ ॥

प्रतिपदमसृतं यस्यो द्विरति च.मधुरा चिराय कवितास्य ।
हित्वा मधु यां पीत्वा पूर्व्वं मुसक्तर्भङ्गीपतयः ॥ ६७ ॥

पुत्त्रगुणोत्कर्षैर्षो- हृष्टोऽस्योद्वाटनं पिता विदधे ।
जगति जनश्रुतिरेषा विस्मयमुत्पादयामास ॥ ६८ ॥

अथ लक्ष्मनाथ इति सुतः तस्यैको बभूव सहृदयमनाः ।
सर्व्वसुतमङ्गलाख्या धन्या कन्यास्य भाति चिरम् ॥ ६९ ॥

सर्व्वकनिष्ठो मिश्रः कालीनाथो रुचिरवपुर्गुरुषु ।
वीक्ष्य सुखकमलमासी सुधांशुरिव'थ्योर्मेहान् कलङ्कः ॥ ७० ॥

स सुमधुराकृतिरनघः सुमधुरकवितावरचयिता च बभौ ।
कविकालिदासवररुचि-पदवीं हा भ्रातरौ तु तौ यातौ । ७१ ॥

लक्ष्मणेश्वरस्य विद्या-सकरोद्घाटितहृदयकपाटस्य ।
बुधरामशङ्कर इति कथितस्तनयः सुजात एकोऽस्य ॥ ७२ ॥

यः शिशुपालवधस्य टीकामेकां प्रणीय खलु विनयी ।
विस्मापयति च विश्वं प्रतिमल्लं मल्लिनाथमपि ॥ ७३ ॥

अजनि भवानीशङ्करो ज्येष्ठः सूनुस्ततोऽनुजातश्च ।
कविकेशवेश्वरोऽभूत् तनयस्तस्य च महेश्वरोऽप्यजनि ॥ ७४ ॥

वोयालियापुरिवसति योऽयं हारैर्हारचरितोऽस्माम् ।
आदिपुरुषस्य वसतौ सुतो लसति च चिरं चारु ॥ ७५ ॥

तनयः सूरेश्वर इति शैलेश्वरश्री द्वितीय इह चान्ये ।
योगेश्वर इति कृतिनो यतीश्वरसुतसहितास्तुवेश्वरकः ॥ ७६ ॥

वादे नियुक्तपक्षा- स्तस्य च तस्य करुणार्द्रहृदयस्य ।
राज्ञो विद्याचनस्याऽ-ज्योदानंनियतरतस्तस्य ॥ ७७ ॥

ते ते तनयाश्चनियतं स्वैः स्वैर्दैवितैश्च दुहितरोऽपि च ताः ।
गुरुसुरविप्राशीर्भि र्दीर्घायुष्का लसन्तु शिवैः ॥ ७८ ॥

सर्वेश्वरतनयाः षट् षण्मुखषण्मुख गणा इव ज्येष्ठाः ।
वागीश्वरनन्देश्वर गोविन्देश्वरसुनामानः ॥ ७९ ॥

काशीश्वर इति भूत्वा ख्यातोऽजनि खलु पतिव्रताजानिः ।
सर्वकनिष्ठो गङ्गा-नारायण इति सुविदितोऽभूत् ॥ ८० ॥

काशीश्वरादनुजस्तु हरिनारायण इति विदितो विदुषां ।
ज्योतिषि यस्य ग्रन्थो विलसति रचितः पुरः कृतिनां ॥ ८१ ॥

श्रुतजलधिः खलु यस्य क्रीडासन्तरणहिमसलिलसरसी ।
कविता कुसुम्भ वहनं यस्य शिवाज्ञा सहैव चिरम् ॥ ८२ ॥

यस्य सदक्षरपङ्क्ति रद्यापि ज्वलति तारकश्रेणी ।
रसनालघुता यस्य प्राभूदक्षरविजेतृत्वम् ॥ ८३ ॥

यस्य च भगिनी तनयः स रुद्रकान्तो नृपगणदयितोऽभूत् ।
विदुषां विदूषकाणां शक्तिः कुण्ठाविधायिनी यस्य ॥ ८४ ॥

अहमहमिकया सर्व्वे कवितां ह्रतितां प्रदर्श्य तेऽपि च ते ।
विदित महिमान आस न्नात्मानमिव च निदर्शयन्तोऽस्मिन् ॥ ८

हरिनारायणतनया जयनारायण उमेश्वरो जातः ।
आनन्देश्वर इव पुन- रानन्देश्वर इह तृतीयः ॥ ८६ ॥

आसीत् सुन्दरमूर्त्ति र्नारायण इव सुतप्तहेमवपुः ।
यः खलु परोपकृतये प्राणान् विजिहासुरप्यासीत् ॥ ८७ ॥

या योगिनीव भगिनी भगवन्निषेवितभुवोऽपितुः काश्याम् ।
यस्य च चन्द्रमणिः सा हरविधुलोकन विगलितेव ॥ ८८ ॥

यद्वनिता चित्रमणि र्विनीतचरिता पतिव्रतानां या ।
अपि निजसुतपरसुतयोः समभतिरासीत् कदाचिदपि या ॥ ८९

गर्भभरालसदयिता मविदितविपदौ शिशू सुतौ हा द्वौ ।
अल्पवयस्को जरतीं जननीं रहितां सहायेन ॥ ९० ॥

अहह विहाय मरुभुवि दधिवामनसविधपूतभुवि शयितः ।
सङ्गृहीतगुरुचरणगिरा मूके माकूरबालस्य ॥ ९१ ॥

कमनीयता वपुषि किल यस्याः कमनीयता मन
रूपगुणसम्पद्भिरिव या जाता विजयते जगति ।
यस्याश्चरणौ चारू चिरमनुचिन्त्य च विधिर्व्विनि
पद्मे वकुलपरिमलं शिरीषमृदुतामदात् स्वच्छे ॥ १

यस्या वामे चरणे तर्ज्जन्यङ्गुष्ठयोरुपर्य्यन्तः ।
रक्तस्तिलोऽस्ति भक्तैरर्पितकाश्मीरबिन्दुरिव ॥ ।

विकसितसरसिजनयना वनिता जगदीश्वरी सव
यस्या ज्वलता महसा जडितो यमितः पतिर्नित
कैलासैश्वर्य्यतुला महिमा यस्य च स कृष्णचन्द्रोऽ
तस्य च येयं कन्या धन्या मान्या नृपस्त्रीणाम् ॥

मातामहोऽस्य यस्य मोहोत्तीर्णो महामहामहु
कृष्णप्रियापतिरभूद्राधानाथोऽद्रिरिव कृतिनाम्
भ्रातृसुतः खलु यस्य व्रजनाथोऽप्यपर इव ध्रुवि
पुत्रोऽस्य कृष्णनाथः शिरोमणिरस्य विद्यावा

श्रीयादवेश्वरसुतो वृन्दावनचन्द्र नामधेयोऽसौ
अपि कालिदास वीरे- श्वरव्रजेश्वर गिरापि का
दधिवामनदत्तयासौ गुरुसुरविप्राश्रिमां कुर्वैर्नि
स्थिरमतिरगाधविद्यो दीर्घायुष्को विनीतोऽस्तु

मह्यानामिह मह्यां मह्यं येषां निगदितपूर्व्वाणि
नामानि पितामह्या तेषां तानि तु विलिखिता

सम्पूर्णमिदं वंशकीर्त्तनम् ।